আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা।

(আয়ুর্ব্বেদ-মতে লাক্ষণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ)

প্রথম খণ্ড।

[চতুর্থ সংস্করণ]

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

Ayurveda-Shiksha

OR

PRACTICE OF MEDICINE.

BY

KAVIRAJ—AMRITA LAL GUPTA KAVIVUSAN.

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১। ডাক্তারী ও কবিরাজী উভয়বিধ চিকিৎসার রহস্যবিৎ ভিষক্ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন, এম, এ, এল, এম, এস বিদ্যানিধি, কবিভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন—সবিনয় নমস্কার নিবেদনম্—

মহাশয়ের প্রেরিত "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা" দুই খণ্ড যথাসময়ে পাইয়াছি, সে জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন। আপনার গ্রন্থখানি অতি-সুন্দর হইয়াছে। যে ভাবে আরম্ভ করিয়াছেন, আশাকরি সেইভাবেই সমাপ্ত করিয়া মহাশয় দেশবাসীর ধন্যবাদার্হ হইবেন। একখানি যোগ-সংগ্রহ সাদর উপহার পাঠাইলাম। এ বাটীর মঙ্গল, মহাশয়ের কুশল প্রার্থনীয়।

বিনয়াবনত—শ্রীগণনাথ সেন। ৬৫ নং বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১১।৫।০৯।

২। নাটোরের ভূতপূর্ব্ব রাজচিকিৎসক অধুনা ৺কাশীবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সেন কবিরাজ মহাশয় লিখিয়াছেন—

আপনার প্রণীত "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা" প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড আমি যতদূর দেখিলাম, অতি উত্তম হইয়াছে, ইহা দ্বারা যে দেশের মহৎ উপকার সাধন হইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। মহাশয়ের কুশল বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সেন।

৬১ নং পাঁড়ের হাবেলী, বেনারেস সিটী। ১৫ই বৈশাখ, ১৩১৫ সাল।

৩। আমি অসংখ্য ধন্যবাদের সহিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত প্রণীত "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার" প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি, এই শ্রেষ্ঠ এবং বিজ্ঞ চিকিৎসকমহাশয় হিন্দুদিগের প্রাচীন চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রকাশ করিতে গিয়া এক বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। গ্রন্থকার অতি সহজ ভাষায় আয়ুর্ব্বেদীয় গুপ্ত-রত্নসমূহ জনসাধারণের সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে রোগের চিকিৎসা-প্রণালী, তৎসঙ্গে ঔষধের নির্ব্বাচন, প্রয়োগ ও প্রস্তুতপ্রণালী বিস্তৃতরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে চিকিৎসা-কার্য্যে রোগনির্ণয়, ঔষধনির্ব্বাচন ও পথ্যাপথ্য নির্দ্দেশ করা চিকিৎসকের প্রধান কার্য্য। সুবিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয় প্রত্যেক রোগ-নির্ণয়ের সহিত সেই রোগের ঔষধের প্রয়োগ-প্রণালী ও পথ্যাপথ্যের সুন্দররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার যেরূপ নিপুণ-তার সহিত গ্রন্থ-প্রণয়ন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই তিনি প্রশংসার পাত্র এবং আমি নিঃসন্দেহ চিত্তে বলিতে পারি, তিনি তুল্য বিজ্ঞতার সহিত ঐ গ্রন্থপ্রণয়নকার্য্য সমাধা করিবেন। এই পুস্তকে প্রাচীন হিন্দুচিকিৎসাসম্বন্ধীয় বহুতর আবশ্যকীয় বিষয় সন্নিবেশিত হওয়াতে প্রত্যেক চিকিৎসাব্যবসায়ীর হস্তে ইহার একখানি পুস্তক থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ১২।৩।০৯।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুপ্ত। পেনশন প্রাপ্ত য়্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন, এলাহাবাদ।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা।

(আয়ুর্ব্বেদ-মতে লাক্ষণিক চিকিৎসা-গ্রন্থ।)

প্রথম খণ্ড।

[চতুর্থ সংস্করণ।]

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভুষণ কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত

ও

১৭ নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবিনোদলাল গুপ্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

AYURVED SHIKSHA,

OR

PRACTICE OF MEDICINE.

BY

KAVIRAJ AMRITA LAL GUPTA KABIVUSAN.

PRINTED BY S. C. CHAKRABARTI AT THE

KALIKA PRESS

17. *Nanda Kumar Chowdhury's 2nd Lane,*

CALCUTTA.

1912.

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ভূমিকা।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র এতই জটিল যে সংস্কৃতে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি এবং বহুকাল বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক চিকিৎসা-বিষয়ক জ্ঞানলাভ ব্যতীত উহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে সফলকাম হওয়া একপ্রকার অসম্ভব, এমতাবস্থায় সাধারণের পক্ষে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার মর্ম্ম অবগত হওয়া সহজসাধ্য নহে,—অথচ যাহার সহিত জীবন-মরণের নিত্যসম্বন্ধ, এরূপ একটী অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের মর্ম্মগ্রহণ সকলেরই কর্ত্তব্য; কিন্তু বঙ্গ-ভাষায় লিখিত তদ্রূপ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাবিষয়ক সরল গ্রন্থ নাই। হোমিও-প্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থসকলের মর্ম্ম যেরূপ সহজে উপলব্ধি করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসকল রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াও দীর্ঘকাল সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা-বিষয়ক শিক্ষা লাভ না করিলে, উত্তমরূপে চিকিৎসা-জ্ঞান জন্মে না, এই জন্যই আয়ুর্ব্বেদমতে চিকিৎসাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া অনেকে লক্ষণ অনুযায়ী ঔষধ নির্ব্বাচন করিতে পারেন না, কারণ প্রাচীন মহর্ষিগণ কেবল অধিকার অনুসারেই ঔষধ নির্ব্বাচন ও তাহার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু লক্ষণানু-যায়ী চিকিৎসাবিষয়ক কোনও সহজগ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই এবং দুইটী, তিনটী বা ততোধিক রোগ মিলিত অথবা একটী মূলরোগে বিবিধ মারাত্মক উপসর্গ উপস্থিত হইলে, কোন্ রোগের বা উপসর্গের চিকিৎসা কোন্ সময়ে কিরূপ ভাবে করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বিশেষ কোন উপদেশ প্রদান করেন নাই; তাঁহারা কেবল ঔষধগুলিকে জ্বর প্রভৃতি রোগের অধিকারানুসারে বিন্যস্ত করিয়াছেন, কোন্ কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ উপসর্গ বিদ্যমানে কোন্ ঔষধটী প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ, সে বিষয়ে যদি তাঁহারা কিম্বা তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থকারগণ বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করিতেন; তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদের উপর জন সাধারণের যেরূপ শ্রদ্ধা, তদ-পেক্ষা অধিকতর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইত, সন্দেহ নাই।

দৃষ্টান্তস্থলে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার উন্নতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এলোপ্যাথিক চিকিৎসা

রাজ-চিকিৎসা, সুতরাং রাজার সাহায্যে উহার এত উন্নতি ; কিন্তু এলোপ্যাথিক চিকিৎসার কথা ছাড়িয়া দিলেও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার এই অল্পকালের মধ্যে যে কতই উন্নতি হইয়াছে, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে অন্যান্য কারণের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় সরল চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থের বহু প্রচলনই এদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাবিস্তারের একটি প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হইবে। অনেকে মনেকরেন যে, আয়ুর্ব্বেদীয় সংস্কৃত গ্রন্থে যাহা আছে, তাহাই যথেষ্ট ; উহার সংস্কার বা বঙ্গানুবাদ করিবার কোনও প্রয়োজন নাই ; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা এটা বুঝিয়া দেখেন না যে, বিজ্ঞচিকিৎসক বঙ্গের সর্ব্বত্র সহজ প্রাপ্য নহে এবং যাহাতে সাধারণের জীবন মরণের নিত্য সম্বন্ধ বিগুমান রহিয়াছে, সেই বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান সর্ব্ব সাধারণের মধ্যেই প্রচারিত হওয়া কর্ত্তব্য। আরও একটী দুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্যদেশে বহুদর্শী চিকিৎসকগণের বহুদর্শনের ফলস্বরূপ যেরূপ মেডিকেলজার্ণাল বা চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, আমাদের দেশের বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ সে বিষয়ে একেবারেই উদাসীন, তাঁহারা আজীবন চিকিৎসা এবং ঔষধের গুণাগুণ সম্বন্ধে যতটুকু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেন, তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই তৎসমস্ত বিলুপ্ত হয় ; ইহা, কি কম দুঃখের কথা ?

আমাদের যা কিছু ছিল, এইরূপ ভাবেই তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে যদি এবিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা যায়, তবে এখনও যাহা কিছু আছে, তাহাও হয়ত কালের প্রভাবে ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় দীর্ঘকাল যাবৎ চিকিৎসাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ঔষধ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে যে সামান্য অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাও দেশের জন সাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি এবং এইজন্যই "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা" নামক এই অভিনব গ্রন্থের সৃষ্টি ; হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থদৃষ্টে যেরূপ সহজে ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়, এই গ্রন্থখানি দৃষ্টে সাধারণে তদ্রূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিবেন, এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচারের ভার সুধীগণের হস্তে অর্পণ করিলাম। উপসংহারে এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের নিকট নিবেদন এই—তাঁহারা স্ব স্ব চিকিৎসাবিষয়ক জ্ঞানলব্ধ ফল পুস্তকাকারে প্রচার করিলে দেশের একটী প্রধান অভাব দূরীভূত হইবে।

পরিশেষে উপসংহারে বক্তব্য এই—গ্রন্থের কোন স্থানে ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইলে এবং আমাকে তাহা জানাইলে, পুনঃ সংস্করণে সংশোধন পূর্ব্বক গ্রন্থ মুদ্রিত করিব।

শ্রীঅমৃত লাল গুপ্ত।

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

এই গ্রন্থে প্রত্যেক রোগের নিদানানুযায়ী লক্ষণসকল সরলভাবে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রোগের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক লক্ষণানুসারে এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার গতিভেদে কোন্‌সময়ে কোন্ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় এবং অবস্থাবিশেষে প্রলেপ ও বর্ত্তি প্রভৃতি ব্যবহারের নিয়ম সকল বিস্তারিতরূপে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার গতিভেদে এবং বাহ্যিক লক্ষণানুসারে অথবা ২। ৩টী রোগ মিলিত হইলে যে সকল অনুপানে ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, সেই সকল সহজপ্রাপ্য অনুপান ঔষধের সঙ্গে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

একটী রোগ উৎপন্ন হইলে, তাহার উপদ্রবস্বরূপ অন্য যে সমস্ত উৎকট রোগ উপস্থিত হয়, এই গ্রন্থে সেই সমস্ত উপদ্রবের চিকিৎসাবিধি ও ঔষধসকল প্রদত্ত হইয়াছে।

চিকিৎসাবিধির মধ্যে প্রত্যেক রোগের উৎপত্তির কারণ এবং যন্ত্রাদির বিকৃতিবশতঃ রোগসমূহ কিরূপে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক সংপ্রাপ্তি যথাসাধ্য পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রোগসমূহের কোন্ অবস্থায় অর্থাৎ মুখ্যরোগের সঙ্গে ২।৩ বা ৪টী রোগ মিলিত হইলে এবং রোগের নূতন ও পুরাতন অবস্থায় অথবা বাত-পিত্তাদিভেদে কিরূপ ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক, চিকিৎসাবিধির মধ্যে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক অবস্থায় ৩।৪টী ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ব্যবস্থিত ঔষধের নিম্নেই তাহার প্রস্তুত প্রণালী ও উপকরণের তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্রত্যেক রোগের অবস্থাভেদে সহজলভ্য পথ্য সকল সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

ঔষধসমূহ প্রস্তুত করিতে হইলে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য এবং বিষ, উপবিষ ও উদ্ভিজ্জাদির প্রায়শঃ আবশ্যকতা হয়, সুতরাং উহাদের শোধন ও জারণ মারণের সহজপ্রণালী বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

একটী ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, এবং তন্মধ্যে কোনও দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হইলে, তৎপরিবর্ত্তে তদ্‌গুণবিশিষ্ট কোন্ দ্রব্য প্রদান করা কর্ত্তব্য, তাহা পরিভাষা নামক অংশে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে।

তৈল, ঘৃত, মোদক ও অবলেহ প্রভৃতির প্রস্তুত প্রণালী সহজে যাহাতে হৃদয়ঙ্গম হয়, এরূপ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মূর্চ্ছা, ক্বাথ ও কল্কদ্রব্যাদির পাকের নিয়ম পরিব্যক্ত হইয়াছে।

রোগীর অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন পথ্যাদির আবশ্যকতা বশতঃ মসূরযূষ, মুগেরযূষ, মণ্ড, মাংসযূষ ও উষ্ণোদক প্রভৃতির প্রস্তুতপ্রণালীর উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থে যে সকল ঔষধ সন্নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমাদের বহু পরীক্ষিত, সুতরাং ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবার সময়ে ঔষধগুলি অপরীক্ষিত বলিয়া কাহারও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

শাস্ত্রে যেরূপ মাত্রার উল্লেখ আছে, তদ্রূপ মাত্রায় আজ কাল ঔষধ প্রয়োগ করা হয় না. আমরা সচরাচর যে মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকি, ইহাতে সেইরূপ মাত্রা লিখিত হইয়াছে।

যে সকল ঔষধের প্রয়োগ কলিকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে দৃষ্ট হয় না, এই গ্রন্থে সেইরূপ অনেক ঔষধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ঐ সকল ঔষধের প্রয়োগপ্রণালী বিশেষতঃ জ্বরবিকার-চিকিৎসা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

গ্রন্থবিশেষে কোনও ঔষধে দ্রব্যের ও পরিমাণের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ ঔষধ প্রস্তুতকালে যে যে দ্রব্য যে পরিমাণে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

ব্যবসায়ের অনুরোধে অনেকে বিষ, উপবিষ, ধাতু ও উপধাতু প্রভৃতি দ্রব্যের শোধন ও জারণ মারণের সহজ প্রণালী এবং ঔষধ প্রয়োগ ও প্রস্তুতের

সহজ প্রণালী সাধারণের নিকট ব্যক্ত করেন না, কিন্তু আমি এই গ্রন্থে প্রত্যেক বিষয় সরলভাবে ব্যক্ত করিয়াছি, কিছুই গোপন করি নাই।

সতর্কীকরণ।

"আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা" সম্পূর্ণ নুতন ধরণের গ্রন্থ, এইরূপ গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও মুদ্রিত হয় নাই, সুতরাং আইনানুসারে ইহা মুদ্রিত করিতে কেবলমাত্র আমিই সম্পূর্ণ অধিকারী। এই অবস্থায় যদি কেহ ইহার নকল বা কোনও অংশবিশেষ মুদ্রিত করেন, তবে তিনি আইনের আমলে আসিবেন।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনী।

প্রথমখণ্ড "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার" দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। বিগত ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল স্বদেশী আন্দোলনের সময় আমি প্রথমতঃ এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হই এবং ঐ অব্দের শেষেই প্রথমখণ্ড মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হয়; সুতরাং এই অল্পকালের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের সমস্ত পুস্তক নিঃশেষিত হওয়া আমার পক্ষে সামান্য সন্তোষের কারণ নহে।

চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থসকল মাতৃভাষায় মুদ্রিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদীয়-গ্রন্থ ঐরূপভাবে একখানিও এযাবৎ প্রকাশিত হয় নাই, সুতরাং বলিতে গেলে এ বিষয়ে "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা"ই প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্য সফল হইবে কিনা, তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিবার অবসর আমি কখনও পাই নাই, কারণ স্বদেশী আন্দোলনই আমাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছে।

স্বদেশী আন্দোলনের ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমানে আমাদিগের আত্মনির্ভর-শীলতা ও কার্য্যকরী ক্ষমতা যে বৃদ্ধি পাইয়াছে, এই গ্রন্থই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ; কারণ স্বদেশী আন্দোলনে প্রবুদ্ধ না হইলে, অন্য সময়ে আমি এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতাম কি না সন্দেহ।

হোমিওপ্যাথিকের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদীয় সরল চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রচারিত হয় এবং জন সাধারণ উহা দৃষ্টে আয়ুর্ব্বেদের মর্ম্ম অবগত হইয়া সহজে চিকিৎসা

করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই গ্রন্থের লিখন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; কিন্তু আশা ফলবতী হইবে কি না জানি না, যদি হয়, মানবজন্ম সার্থক জ্ঞান করিব।

প্রথমতঃ যখন এই দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন চিকিৎসকমণ্ডলী এই গ্রন্থের জন্য এতাদৃশ আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিবেন, এবং ইহার মুদ্রণকার্য্য এতদূর অগ্রসর হইবে, এরূপ আশা ছিল না, এখন বুঝিতে পারিতেছি, ইহা একমাত্র ভগবানের দয়া।

পরিশেষে বক্তব্য এই—এই গ্রন্থদ্বারা সাধারণের বিশেষ উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ; তবে প্রথমখণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড দর্শনে অন্যান্য খণ্ডগুলি প্রাপ্তির জন্য জনসাধারণ যেরূপ অধীর হইয়াছেন এবং চিকিৎসকমণ্ডলী উহা দৃষ্টে যেরূপ উচ্চ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, কিঞ্চিৎ উপকার হইলেও হইতে পারে।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনী

প্রথম খণ্ড "আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা"র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এত অল্পকালের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়া আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারা এই গ্রন্থ যে জনসাধারণের আদরের বস্তু হইয়াছে এবং আয়ুর্ব্বেদের উপর দিন দিন যে তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনী।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা প্রথম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইল।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।

১৭ নং কাশীনাথ দত্তের ষ্ট্রীট, নিমতলা ; কলিকাতা।

মতান্তরে স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজ প্রস্তুত করণ।

স্বর্ণসিন্দুর বা মকরধ্বজ প্রস্তুত সম্বন্ধে শাস্ত্রে মতান্তর দৃষ্ট হয়। আমরা যে মত এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি, উহাই সহজ, চারি প্রহরে প্রস্তুত হয়। প্রত্যুষে ছয়টার সময় চড়াইলে সন্ধ্যা ছয়টার সময় বা একটু অগ্রপশ্চাৎ উহার পাক শেষ হয়। এই নিয়মে মকরধ্বজ পাক করিতে হইলে, একখণ্ড খড়ীদ্বারা বোতলের মুখ রুদ্ধ করিতে হয়, তৎপরে বোতলের মধ্যস্থ কজ্জলী যখন গলিতে আরম্ভ হয়, তখনই ঐ খড়ী আপনি উঠিয়া যায়, কিন্তু জ্বাল মৃদু হইলে আপনি উঠিয়া যায় না, খড়ী খুলিয়া ফেলিতে হয়; তখন দেখা যায় কজ্জলী গলিয়া বোতলের গলায় সংলগ্ন হইয়াছে ও সেই জন্য বোতলের মুখ রুদ্ধপ্রায় হইয়াছে, তখন একটি লৌহশলাকা (হুকারশলা) আগুণে পোড়াইয়া বোতলের গলা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়, মধ্যে মধ্যে এইরূপ করিলেই চারি প্রহরে বা বারো ঘণ্টায়ই উহার পাক সমাধা হয়, এই সহজ মতই আমরা এই গ্রন্থে লিখিয়াছি, কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও তিন প্রকারে মকরধ্বজ পাক করা যায়।

১। আট প্রহরে বা এক দিন এক রাত্রিতে পাক। ২। বারো প্রহরে বা দুই দিন এক রাত্রিতে পাক। ৩। ষোল প্রহরে বা দুইদিন দুই রাত্রিতে পাক। এই তিন প্রকার মকরধ্বজ পাক করা অত্যন্ত কঠিন, ইহাতে যেমন অর্থব্যয়, তেমনি পরিশ্রম, তাহার পর যার জন্য এত অর্থব্যয় ও পরিশ্রম-স্বীকার, তাহা প্রস্তুত হইবে কি না তাহারও কোনই স্থিরতা নাই, কারণ সাধারণ মকরধ্বজের প্রস্তুতপ্রণালী আমরা যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে বোতলের মুখের ছিপি উঠাইয়া ফেলিতে হয়, সুতরাং বোতলের মধ্যে অনায়াসে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় ও পাক নিষ্পন্ন হইল কি না, অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়; কিন্তু এই তিন প্রকারে মকরধ্বজ পাক করিতে হইলে এমন ভাবে বোতলের মুখ রুদ্ধ করিতে হয়, যেন কোনও প্রকারে ছিপি উঠিয়া যাইতে না পারে; সুতরাং পাক সমাধা হইল কি না তাহা বুঝিবার কোনও উপায় থাকে না, কেবল নির্দ্দিষ্ট নিয়মে জ্বাল দিয়া হাঁড়ী নামাইতে হয়। বিশেষতঃ উহাতে বোতলের মুখ রুদ্ধ থাকে বলিয়া সময় সময় বোতলের ছিপি উঠিয়া যাইতে দেখা যায় বা ছিপি উঠিতে না পারিলে বোতল কিঞ্চিৎ উপরে উঠিয়া পড়ে অথবা বোতল ফাটিয়া যায়, কারণ মুখ রুদ্ধ

থাকায় বোতলের মধ্যস্থ ধূম নির্গত হইতে পারে না। এই সকল কারণে ঐ নিয়মে তিন চারি বার মকরধ্বজ পাকের চেষ্টা করিয়াও একবার কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন। কিন্তু বোতলের মুখ খোলা থাকিলে, ঐ সকল অসুবিধা কিছু-মাত্র ভোগ করিতে হয় না অথচ পাক সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হওয়া যায়, এই জন্যই আমরা সহজ মত লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত আরও দুই প্রকার মকরধ্বজ আছে, যথা—ষড়্গুণ-বলিজারিত মকরধ্বজ ও সিদ্ধ মকরধ্বজ, ইহাদের পাকের বিধান নিম্নে দ্রষ্টব্য।

ষড়্গুণ-বলিজারিত মকরধ্বজ। একটি বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে একটি মাটীর পাত্র রাখিয়া চুল্লীর উপর স্থাপন করিবে, তৎপরে যে পরিমাণ পারদ দ্বারা মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই পরিমাণে পারদের সমান গন্ধকচূর্ণ উক্ত মাটির পাত্রে প্রদান করিবে এবং উহা গলিয়া তৈলের ন্যায় হইলে তাহাতে সেই পারদ নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে ক্রমশঃ পারদের ছয়-গুণ গন্ধক দেওয়া হইলে ও তাহা হইতে ধূমনির্গম রহিত হইয়া আসিলে হাঁড়ী নামাইয়া ঐ পারদ বাহির করিয়া লইবে। এইরূপে শোধিত পারদ আট তোলা ও স্বর্ণের সূক্ষ্ম পাত এক তোলা একত্র মর্দন পূর্ব্বক উহার সহিত আট তোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলীকরত স্বর্ণসিন্দূরের ন্যায় চারি প্রহর পাক করিবে।

সিদ্ধমকরধ্বজ। বিশুদ্ধ পারদ ৮ তোলা ও বিশুদ্ধ স্বর্ণের সূক্ষ্মপাত ৪ তোলা একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক মিশ্রিত হইলে তাহার সহিত বিশুদ্ধ গন্ধক ১৬ তোলা মিশাইয়া আটপ্রহর মর্দ্দন করতঃ কজ্জলী করিবে, তৎপরে শ্বেত অঙ্কোট অর্থাৎ ধলা আঁকড়া ফলের রস, রক্তকার্পাস ফুলের রস ও ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা ঐ কজ্জলী পৃথক্ পৃথক্ মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে, পশ্চাৎ বোতলের মধ্যে স্থাপন করিয়া মকরধ্বজের ন্যায় চারি প্রহর পাক করিবে ও পাক শেষ হইলে নামাইয়া স্বর্ণসিন্দূর গ্রহণ করিবে। এই স্বর্ণসিন্দূরের সহিত পুনর্ব্বার দ্বিগুণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলীকরতঃ পূর্ব্বোক্ত তিনটি দ্রব্যের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক শুষ্ক করিবে ও বোতলের মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার চারিপ্রহর পাক করিবে। এইরূপে আরও একবার পাক করিলে সিদ্ধমকরধ্বজ প্রস্তুত হয়।

সূচীপত্র।

—*—

(প্রথম খণ্ড।)

প্রথমখণ্ডের সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা

শোধন ও মারণবিধি

পারদশোধনবিধি ।

প্রস্তরখলে পারদ রাখিয়া রসুনের স্বরস দ্বারা ঐ পারদ কিছুকাল মর্দ্দন করিবে, অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাকিয়া পানের রসে ঐ পারদকে পুনরায় মর্দ্দন করিবে ; তৎপরে পূর্ব্ববৎ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাকিয়া লইবে অথবা পান ও রসুনের স্বরস একত্র করিয়া তদ্দ্বারা পারদকে রৌদ্রে ভাবনা দিয়া ঐ রস শুষ্ক হইলে, জলে ধৌত করিয়া বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাকিযা লইবে ।

হিঙ্গুলোত্থপারদপ্রস্তুতবিধি ।

হিঙ্গুলকে নিম্বপত্ররসে অথবা জামীরের (গোড়ালেবুর) রসে এক প্রহর কাল মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকার করিয়া একটী দৃঢ় মৃণ্ময় হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করিবে এবং ঐ হাঁড়ির মুখে একখানা শরা চিৎ করিয়া চাপা দিবে ; অনন্তর ঐ শরার সন্ধিস্থান মৃত্তিকা বা ময়দার লেই দ্বারা এরূপ ভাবে লিপ্ত করিবে, যেন হাঁড়ির মধ্য হইতে ধূম নির্গত না হয়, কারণ ধূম নির্গত হইলে তৎসঙ্গে পারা বহির্গত হইয়া যাইতে পারে ; তৎপরে শরার উপর কিছু জল দিয়া হাঁড়ির নিম্নে জ্বাল দিতে থাকিবে, শরার জল উষ্ণ হইলে, যখন ঐ জল হইতে ঈষৎ ধূম উঠিতে থাকিবে, তখন ঐ জল হাতা দ্বারা ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শীতল জল দিবে এবং ঐ জল পূর্ব্ববৎ উষ্ণ হইলে আবার ফেলিয়া দিবে,

এইরূপ ভাবে প্রতিতোলা হিঙ্গুলে ৫ বার করিয়া জল পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। হিঙ্গুলোত্থিত পারদ শরার পৃষ্ঠে কালীর সহিত মিশ্রিত থাকে, সেই পারদকে প্রস্তরের খলে পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ ও ধৌত করিয়া কাপড়ে ছাকিলেই পরিষ্কৃত হয়; এই পারদ অষ্টদোষ বর্জ্জিত ও সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গন্ধকশোধনবিধি।

একখানা লৌহনির্ম্মিত হাতায় কিঞ্চিৎ ঘৃত রাখিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ গন্ধকের ক্ষুদ্রখণ্ড সমূহ ঐ হাতায় নিক্ষেপ করিবে এবং গন্ধকের খণ্ডসমূহ দ্রব হইলে, উহা দুগ্ধমধ্যে নিক্ষেপ করিবে, পরে ঐ দুগ্ধনিক্ষিপ্ত গন্ধককে জলে ধৌত করিয়া শুকাইয়া লইলেই উহা বিশোধিত হয়; এই রূপে শোধিত গন্ধক সর্ব্বকার্য্যে প্রযোজ্য।

কজ্জলীপ্রস্তুতবিধি।

পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াদ্বারা শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক তুল্যাংশে লইয়া একখানা প্রস্তরখলে মর্দ্দন করিবে, যাবৎ গন্ধক ও পারদ মিশ্রিত হইয়া কজ্জল প্রায় দৃষ্ট না হইবে, তাবৎ মর্দ্দন করিতে থাকিবে, পারদের সূক্ষ্মকণা-সমূহ অদৃশ্য হইলে কজ্জলী প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। কোন ঔষধে পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ১ ভাগ উক্ত থাকিলে, সেই স্থানে কজ্জলী ২ ভাগ গ্রহণ করিবে; যে ঔষধে গন্ধকের ভাগ অধিক থাকিবে, সেই ঔষধে কজ্জলীর সহিত অতিরিক্ত গন্ধক পূর্ব্বে মিশ্রিত করিয়া লইবে অর্থাৎ পারদ ২ তোলা এবং গন্ধক ৩ তোলা কোন ঔষধে আবশ্যক হইলে, সেই স্থানে ৪ চারিতোলা কজ্জলীর সহিত ১তোলা শোধিত গন্ধক উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিবে। পারদশোধনবিধি ১ পৃষ্ঠায় ও গন্ধকশোধনবিধি ২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

হিঙ্গুলশোধনবিধি।

হিঙ্গুলকে একখানা কাপড়ে বাঁধিয়া হাঁড়ির মধ্যে জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে নিমজ্জিত করতঃ হাঁড়ির নিম্নে জ্বাল দিবে; কিছুকাল পরে ঐ হিঙ্গুল বাহির করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই হিঙ্গুল শোধিত হয়। এতদ্ব্যতীত বক-ফুলের পাতার রস দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া লইলেও হিঙ্গুল শোধিত হয়।

রসসিন্দুরপ্রস্তুতবিধি।

রসসিন্দুর প্রস্তুত সম্বন্ধে বিবিধ মত শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় ; কিন্তু সর্ব্বদা ব্যবহৃত বিধি এই স্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শোধিত পারদ ৮ তোলা এবং শোধিত গন্ধক পারদের সমান গ্রহণ করিয়া কজ্জলী করত ঐ কজ্জলীকে বটের অঙ্কুরের কাথদ্বারা ৩ বার ভাবনা দিবে ; অনন্তর ঐ কজ্জলী মৃত্তিকালিপ্ত একটি কাচের বোতলে পূর্ণ করিয়া তাহার মুখ খড়ী দ্বারা বন্ধ করিবে এবং একটী মাটির হাঁড়ির নিম্নভাগে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে ঐ বোতল এরূপভাবে স্থাপন করিবে, যেন ঐ হাঁড়ীর ছিদ্রের উপর বোতল দণ্ডায়মান থাকে, তৎপরে ঐ হাঁড়ী বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া হাঁড়ীর নিম্নে জ্বাল দিবে, সময় সময় বোতলের মুখ উত্তপ্ত লৌহের শিকদ্বারা পরিষ্কার করিয়া দিবে, এরূপভাবে চারিপ্রহর জ্বাল দিলে সমস্ত পারদ বোতলের গলায় সংলগ্ন হইবে। বোতলের মধ্য হইতে অগ্নির আভা দৃষ্ট হইলে, পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে, তৎপরে বোতল শীতল হইলে ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্য হইতে রসসিন্দুর গ্রহণ করিবে। পারদ শোধন বিধি ১ পৃষ্ঠায় ও গন্ধক শোধনবিধি ২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণসিন্দুরপ্রস্তুতবিধি।

স্বর্ণপাত ১ তোলা শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে শোধন করিয়া কাঁচিদ্বারা অতি সূক্ষ্মরূপে কর্ত্তন করিবে : পরে উহার সহিত শোধিত পারদ ৮ তোলা মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে, স্বর্ণের সহিত পারদ মিশ্রিত হইলে, উহাতে শোধিত গন্ধক ৮ তোলা প্রদান পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া মৃত্তিকালিপ্ত বোতলে পূর্ণ করিবে, পরে সচ্ছিদ্র হাঁড়ীর উপর ঐ বোতল স্থাপন করিয়া বোতলের গলার নিম্নভাগ পর্য্যন্ত বালুকা দ্বারা পূর্ণ করিবে, এবং গলদেশ সম্যক্‌রূপে লবণে বেষ্টিত করিয়া বোতলের মুখ খড়ী দ্বারা রুদ্ধ করত রস-সিন্দূরের পাকের নিয়মানুসারে ৪ প্রহর পাক করিবে ; বোতলের মধ্য হইতে অগ্নির আভা দৃষ্ট হইলে, পাক শেষ হইয়াছে জানিবে ; বোতল শীতল হইলে ভগ্ন করিয়া স্বর্ণসিন্দূর গ্রহণ করিবে এবং বোতলের নিম্নস্থস্বর্ণ যথোক্ত নিয়মানুসারে পুট দিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে। স্বর্ণ শোধন বিধি ৮ পৃষ্ঠায়, পারদ শোধনবিধি ১ পৃষ্ঠায় ও গন্ধক শোধনবিধি ২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অভ্রশোধনবিধি।

বালুকারহিত কৃষ্ণাভ্র ও অভ্রের এক চতুর্থাংশ শালিধান্য একখণ্ড কম্বলে বদ্ধ করিয়া ৩ দিন জলমধ্যে রাখিবে, পরে ঐ অভ্র হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিলে কম্বল হইতে যে অভ্রচূর্ণ বহির্গত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে; শাস্ত্রকারগণ ইহাকেই ধান্যাভ্র নামে নির্দ্দেশ করেন. এই অভ্র অগ্নির উত্তাপে ভাজিয়া কুলের কাথে নিক্ষেপ করিবে. অনন্তর হস্তদ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলেই উহা বিশোধিত হয়।

অভ্রভস্মবিধি।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শোধিত ধান্যাভ্র একদিন আকন্দের ক্ষীরে পেষণ পূর্ব্বক ছোট চাকির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। অনন্তর ঐ অভ্র আকন্দের পাতার দ্বারা বেষ্টিত করিয়া একখানা শরার মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক অন্য শরাদ্বারা রুদ্ধ করিবে এবং শরাদ্বয়ের মুখ মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া একটি গর্ত্তমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক বনঘুটিয়ার অগ্নিদ্বারা তীব্রপুট প্রদান করিবে। এইরূপে অভ্রকে পুনরায় আকন্দের ক্ষীরে পেষণ পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া আকন্দের পাতা বেষ্টিত করিবে এবং পূর্ব্ববৎ দুই খানা শরার মধ্যে রাখিয়া পুট দিবে; এই প্রকার আকন্দের ক্ষীরে সাতবার পুট প্রদান করা কর্ত্তব্য; অনন্তর বটের কুড়ির কাথ প্রস্তুত করিয়া উক্ত কাথ দ্বারা অভ্র পেষণ পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া ৩ বার তীব্র পুট দিবে, এইরূপে অভ্র ভস্ম হয়; উহা দেখিতে রক্তবর্ণ এবং সমস্ত ঔষধে প্রয়োজ্য; অথবা শোধিত ধান্যাভ্র গোমূত্রে পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, অনন্তর ২ খানা শরার মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া ঘুটিয়ার আগুণে পুনঃ পুনঃ পুট প্রদান করিবে. এইরূপ ক্রিয়া দ্বারাও অভ্র ভস্ম হয়। শত পুটিত অভ্র সমস্ত ঔষধে ব্যবহৃত হয়, সহস্রবার পুট প্রদান করিলে অভ্র বিশেষ গুণশালী হয়. এই অভ্র রসায়নে প্রয়োজ্য।

লৌহশোধনবিধি।

লৌহকে চূর্ণ করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করত কদলীমূলের জলে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপ ৭ বার উত্তপ্ত করিয়া ৭ বার কদলীমূলের জলে নিক্ষেপ করিলে লৌহ শোধিত হয়। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার লৌহ শোধন করিবে। যাহারা তুবড়ী

প্রভৃতি বাজী প্রস্তুত করে, তাহারা অনায়াসে লৌহ চূর্ণ করিয়া দিতে পারে, কিন্তু এই সুবিধা না থাকিলে, গোমূত্রে দীর্ঘকাল ভিজাইয়া রাখাই কর্ত্তব্য।

লৌহভস্মবিধি।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শোধিত লৌহচূর্ণ কিছুদিন (৩।৪ মাস) গোমূত্রে রাখিবে, অনন্তর গোমূত্রে পেষণ পূর্ব্বক গোলাকার করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং ২ হস্ত পরিমিত গভীর গর্ত্তমধ্যে বনঘুটিয়া দ্বারা ঐ লৌহে তীব্র পুট প্রদান করিবে; এইরূপে গোমূত্রে পেষণ করিয়া একশত বার পুট দিলে লৌহ ভস্ম হয় এবং তাহা ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সহস্রবার পুট দিলে সেই লৌহ রসায়নে ব্যবহৃত হয়।

মণ্ডূরশোধনবিধি।

লৌহ অগ্নিতে দগ্ধ করিলে তাহা হইতে যে মল নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডূর কহে, শতাধিক বর্ষের মণ্ডূর সমধিক গুণবিশিষ্ট; অশীতি বর্ষের মণ্ডূর মধ্যম; ষাট বৎসরের মণ্ডূর অধম; ইহা অপেক্ষা অল্পকালের মণ্ডূর বিষসদৃশ; সুতরাং তাহা অব্যবহার্য্য। সাধারণতঃ মণ্ডূর মৃত্তিকাভ্যন্তরে ও জলাশয় ইত্যাদি খনন করিতে অনেক সময়ে পাওয়া যায়, এই মণ্ডূর গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে ধৌত ও অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে; এইরূপ ৭বার দগ্ধ করিয়া ৭ বার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিলে মণ্ডূর বিশোধিত হয়।

মণ্ডূরভস্মবিধি।

শোধিত মণ্ডূর চূর্ণ করিয়া গোমূত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক বর্ত্তুলাকার করিবে, অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গর্ত্তমধ্যে বনঘুটিয়া দ্বারা পুনঃ পুনঃ লৌহবৎ পুটপাক করিবে; এক শত পুট প্রদান করিলে মণ্ডূর সমধিক গুণশালী হয়।

বঙ্গশোধনবিধি।

পদ্মরাঙ লৌহপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া চূনের জলে নিক্ষেপ করিয়া ২ ঘণ্টা কাল জ্বাল দিলেই বঙ্গ শোধিত হয়। দ্রবীভূত পদ্মরাঙ চূণের জলে নিক্ষেপ কালে অতি সাবধান হওয়া আবশ্যক, যেহেতু উহার কণা উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া চক্ষু, মুখ ও কর্ণ প্রভৃতি বিনষ্ট করিতে পারে।

বঙ্গভস্মবিধি।

উল্লিখিত নিয়মে শোধিত পদ্মরাঙ্ লৌহপাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নির উত্তাপে দ্রব করিবে; অনন্তর পদ্মরাঙের সমান শুষ্ক হরিদ্রা উহাতে নিক্ষেপ করিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে, হরিদ্রা ভস্মসাৎ হইলে পদ্মরাঙের তুল্যাংশ যমানী উহাতে প্রদান করিবে এবং পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে, যমানী ভস্ম হইলে, পদ্মরাঙের সমান জীরা প্রদান করিবে এবং জীরা ভস্ম হইলে পদ্মরাঙের সমান তেঁতুলবৃক্ষের শুষ্ক-ছাল প্রদান করিবে এবং উহা ভস্মীভূত হইলে পদ্মরাঙের সমান অশ্বত্থবৃক্ষের শুষ্কছাল প্রদান করিবে ও সর্ব্বদা লৌহদণ্ডদ্বারা আলোড়ন করিবে, এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা পদ্মরাঙ্ ভস্ম হয়; ইহাকে বঙ্গভস্ম বলে। এই বঙ্গ ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ কেবলমাত্র শুষ্ক সিদ্ধিপত্র (ভাঙ্গ) দ্বারা বঙ্গ ভস্ম করিয়া থাকেন। বঙ্গভস্মকে দুগ্ধ দ্বারা ছানিয়া গোলাকার ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ঘুটিয়ার আগুণে একটি পুট দিলে উহা আরও উৎকৃষ্ট হয়।

সীসকশোধনবিধি।

সীসকের শোধন বিধি বঙ্গের ন্যায়।

সীসকভস্মবিধি।

শোধিত সীসক লৌহপাত্রে দ্রব করিবে, অনন্তর উহাতে অল্প পরিমাণে যবক্ষার (সোরা) প্রদান করিবে এবং লৌহদণ্ডদ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে, এইরূপ অল্প যবক্ষার সহিত তীব্র অগ্নির উত্তাপে জ্বাল দিলে সীসক ভস্ম হয়, যাবৎ সীসক রক্তবর্ণ ও চূর্ণাকার না হইবে, তাবৎকাল অল্প অল্প যবক্ষার দিয়া জ্বাল দিবে এবং লৌহদণ্ডদ্বারা আলোড়ন করিবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা সীসক ভস্ম হয় এবং তাহাই ঔষধে প্রয়োজ্য।

তাম্রশোধনবিধি।

তাম্র পিটিয়া পাত করত গোমূত্র সহ একপ্রহর তীব্রাগ্নিতে পাক করিবে, এইরূপে তাম্র দোষবিহীন ও শোধিত হয়।

তাম্রভস্মবিধি।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শোধিত তাম্রপাতের দ্বিগুণ পরিমিত হিঙ্গুল জম্বীরের

(গোড়ালেবুর) রসে মর্দ্দন করিয়া ঐ হিঙ্গুলদ্বারা তামার পাত লেপন করিবে; অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ২ খানা শরার মধ্যে ঐ তামার পাত স্থাপন পূর্ব্বক সন্ধি স্থান মৃত্তিকাদ্বারা লিপ্ত করিবে এবং ঐ মূষা শুষ্ক হইলে বনঘুটিয়াদ্বারা তীব্র পুট প্রদান করিবে; এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা তাম্র ভস্ম হয়। শোধিত তাম্রকে দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত মূষামধ্যে স্থাপন করিয়া ২।৩ বার তীব্রপুট দিলেও তাম্র ভস্ম হয়।

তাম্রেরঅমৃতীকরণ।

তাম্র ভস্মকে ছোলঙ্গলেবুর রসে বা গোড়ালেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া শুষ্ক করিবে; অনন্তর একটী ওলের মধ্যে পূর্ণ করিয়া উপরে মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক গজপুট প্রদান করিবে, এইরূপে তাম্রের অমৃতীকরণ সমাধা হয়। এই তাম্র বমন, বিরেচন, অরুচি ও ভ্রান্তিদোষবিহীন; ইহা প্রমেহ, কুষ্ঠ ও অন্যান্যরোগের বিবিধ ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পিত্তল ও কাংস্যশোধনবিধি।

পিত্তল ও কাংস্যের শোধন তাম্রের ন্যায় জানিবে।

পিত্তল ও কাংস্যভস্মবিধি।

পিত্তল ও কাংস্যের ভস্ম প্রণালী তাম্রবৎ জানিবে।

খর্পরশোধনবিধি।

খর্পর (দস্তা) একখণ্ড কাপড়ে আবদ্ধ করিয়া একটী পাত্রের মধ্যে ঝুলাইয়া ঐ পাত্র গোমূত্রে পূর্ণ করিবে, অনন্তর ঐ পাত্রের নিম্নে জ্বাল দিতে থাকিবে, এরূপ ৩।৪ প্রহর জ্বাল দিলে খর্পর বিশোধিত হয়।

খর্পরভস্মবিধি।

শোধিতখর্পরকে একটী লৌহপাত্রে রাখিয়া অগ্নিতে গলাইবে, অনন্তর উহাতে অল্প অল্প সৈন্ধবলবণ দিয়া জ্বাল দিবে এবং পলাশবৃক্ষের দণ্ডদ্বারা ঐ খর্পর আলোড়ন করিতে থাকিবে; যাবৎ ঐ খর্পর ভস্মীভূত অর্থাৎ চূর্ণাকার না হয়, তাবৎ সৈন্ধবলবণ প্রদান করিবে ও দণ্ডদ্বারা আলোড়ন করিবে; এইরূপে খর্পর ভস্ম হইয়া থাকে।

রৌপ্যশোধনবিধি।

রৌপ্য পাত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ তিলতৈল, তক্র (ঘোল) গোমূত্র, কাঁজি ও কুলথকলায়ের ক্বাথ, ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যে সাতবার করিয়া নিক্ষেপ করিবে ; এইরূপে রৌপ্য শোধিত হয়। সাবধানে উত্তপ্ত করা উচিত, কারণ বেশী উত্তাপ দিলে রৌপ্য গলিয়া যাইতে পারে।

রৌপ্যভস্মবিধি।

শোধিতরৌপ্যের সমান স্বর্ণমাক্ষিক ও গন্ধক এই উভয় দ্রব্য একত্র করিয়া আকন্দের ক্ষীরদ্বারা মর্দ্দন করিবে ; পরে উক্ত মর্দ্দিতদ্রব্য দ্বারা রৌপ্য-পাত লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং মূষামধ্যে ঐ পাত রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা মূষা লেপন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, তৎপরে গভীর গর্ত্তমধ্যে বনঘুটিয়ার অগ্নিদ্বারা পুট দিবে, এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা মূষান্তর্গত রৌপ্য ভস্ম হয় ; মূষা হইতে রূপার পাত পৃথক করতঃ প্রস্তরখলে চূর্ণ করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে। অথবা কিঞ্চিৎ হরিতাল জলে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা রৌপ্য পাত লেপন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, এবং মূষার মধ্যে রৌপ্যপাত স্থাপন করিয়া উহার ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে শোধিত গন্ধক চূর্ণ রাখিয়া পুট দিবে। এইরূপে ১২ পুটেই রৌপ্য ভস্ম হইয়া থাকে। ঘুটিয়া ২০।২৫ খানির বেশী দেওয়া উচিত নহে ; কারণ বেশী ঘুটিয়া দিলে প্রবল অগ্নির উত্তাপে রৌপ্য গলিয়া যাইতে পারে।

স্বর্ণশোধনবিধি।

সোণার পাত অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া রৌপ্য শোধনের নিয়মানুসারে তৈলাদি পঞ্চদ্রব্যের প্রত্যেকের মধ্যে সাতবার নিক্ষেপ করিলেই স্বর্ণ শোধিত হয়। স্বর্ণ সাবধানে উত্তপ্ত করা উচিত, কারণ বেশী উত্তাপ দিলে উহা গলিয়া যাইতে পারে।

স্বর্ণভস্মবিধি।

বিশোধিত স্বর্ণের পাতকে কাঁচিদ্বারা অতি সূক্ষ্মরূপে কর্ত্তন করিয়া উহার দ্বিগুণ বিশুদ্ধ পারদ গ্রহণ করিবে, অনন্তর স্বর্ণ ও পারদ উভয়দ্রব্য একত্র

করিয়া একটী প্রস্তরখলে দৃঢ়রূপে দুইদিন মর্দ্দন করিবে; কারণ উত্তমরূপে মর্দ্দন না করিলে স্বর্ণ সহজে ভস্ম হয় না; তৎপর পারদের সমান গন্ধক উহাতে মিশ্রিত করতঃ কজ্জলী করিয়া মূষামধ্যে স্থাপন করিবে, অনন্তর মৃত্তিকা সংযুক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মূষা দৃঢ়রূপে লিপ্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক হইলে, ত্রিশখানি বনঘুটিয়া দ্বারা উহাকে গর্ত্তমধ্যে পুট দিবে, তৎপরে ঐ স্বর্ণ গ্রহণ করিয়া পুনরায় সমভাগ পারদ স্বর্ণের সহিত মিশ্রিত করতঃ গন্ধক সহ কজ্জলী করিয়া মূষামধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ত্রিশখানি বনঘুটিয়া দ্বারা পুটপাক করিবে; এইরূপ সর্ব্বসমেত ২।৩ বার পুট দিলেই স্বর্ণ ভস্ম হইয়া সর্ব্বকার্য্যোপ-যোগী হয়। ঘুটিয়া বেশী দিলে সোণা গলিয়া যাইতে পারে; সুতরাং ২৫।৩০ খানির বেশী দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

স্বর্ণমাক্ষিকশোধনবিধি।

তিনভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও একভাগ সৈন্ধবলবণ একত্র করিয়া জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রস সহ লৌহপাত্রে পাক করিবে এবং লৌহদণ্ডদ্বারা আলো-ড়ন করিতে থাকিবে, যাবৎ লৌহপাত্র রক্তবর্ণ না হয়, তাবৎ ঐ প্রকার জ্বাল দিবে এবং রক্তবর্ণ হইলে স্বর্ণমাক্ষিক বিশুদ্ধ হইয়াছে জানিবে।

স্বর্ণমাক্ষিকভস্মবিধি।

শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ ও তাহার চারিভাগের এক ভাগ গন্ধক একত্র করিয়া এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন করিবে, পরে উহাকে চাকির ন্যায় করিয়া একখানা শরার মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক অন্য শরাদ্বারা মুখবন্ধ করিবে এবং মৃত্তিকাদ্বারা দৃঢ়রূপে সন্ধিস্থান লিপ্ত করিয়া গর্ত্তমধ্যে বনঘুটিয়ার দ্বারা তীব্রপুট প্রদান করিবে, এইরূপে ঐ স্বর্ণমাক্ষিক ভস্ম হইয়া সিন্দুরের ন্যায় বর্ণ ধারণ করে।

রৌপ্যমাক্ষিকশোধনবিধি।

রৌপ্যমাক্ষিককে কাকরোল, মেড়াশিঙ্গী ও গোড়ালেবুর রসদ্বারা একদিন রৌদ্রে পুনঃপুনঃ ভাবনা দিবে; এই প্রক্রিয়াদ্বারা রৌপ্যমাক্ষিক বিশোধিত হইয়া থাকে।

রৌপ্যমাক্ষিকভস্মবিধি।

স্বর্ণমাক্ষিকের ন্যায় রৌপ্যমাক্ষিক ভস্ম করিবে।

পিণ্ডহরিতালশোধনবিধি।

হরিতালকে বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করিয়া একটী হাঁড়ির মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিবে, অনন্তর সেই হাঁড়ীতে চাল কুমড়ার রস এমতভাবে প্রদান করিবে, যেন হরিতাল সর্ব্বদা কুমড়ার রসে নিমজ্জিত থাকে, তৎপরে হাঁড়ীর নিম্নে অগ্নির তাপ প্রদান করিবে; এরূপভাবে এক প্রহর পাক করিয়া চূণের জলে পূর্ব্ববৎ এক প্রহর পাক করিবে; অনন্তর তৈলে এক প্রহর পাক করিলেই হরিতাল বিশোধিত হয়। কেহ কেহ কেবলমাত্র চূণের জলে পাক করিয়া ঔষধে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বংশপত্রহরিতালশোধনবিধি।

বংশপত্র হরিতালকে চূণের জলে সাত বার ভাবনা দিয়া লইলে উহা বিশোধিত হয়।

হরিতালভস্মবিধি।

শোধিত হরিতালকে পুনর্ণবার রসে একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকার করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে; অনন্তর একটী হাঁড়ীর অর্দ্ধাংশে পুনর্ণবাক্ষার স্থাপন করিয়া তদুপরিভাগে শরাদ্বয়ে অবরুদ্ধ হরিতাল স্থাপন করিবে এবং তদুপরিভাগে পুনর্ণবার ক্ষার প্রদান পূর্ব্বক হাঁড়ীর গলদেশ পর্য্যন্ত ঐ ক্ষারে পূর্ণ করিবে, তৎপরে হাঁড়ীর মুখ অন্য একখানা শরাদ্বারা রুদ্ধ করতঃ সন্ধিস্থান লিপ্ত করিয়া হাঁড়ীতে ৫ দিন পর্য্যন্ত সর্ব্বদা জ্বাল দিতে থাকিবে এবং অগ্নিজ্বাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে; এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা উভয় প্রকার হরিতাল ভস্ম হয়, ইহা বিবিধরোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; ইহার মাত্রা ১ রতি।

রসমাণিক্যপ্রস্তুতবিধি।

শোধিত বংশপত্রহরিতালকে কুমড়ার জলে ৩ বার বা ৭ বার ভাবনা দিয়া পুনরায় দধির মাত বা কোনও অম্লরসে ৩ বার বা ৭ বার ভাবনা দিবে,

অনন্তর ঐ হরিতালকে শুষ্ক করিয়া তণ্ডুলাকৃতি করত দুইখানা শরা দ্বারা অবরুদ্ধ করিবে এবং শরাদ্বয়ের সন্ধিস্থান পেষিত কুলের পাতাদ্বারা লিপ্ত করিবে, এইরূপে ঐ হরিতালপূর্ণ শরা বালুকাদ্বারা অর্দ্ধ পরিপূরিত হাঁড়ীর মধ্যস্থলে রাখিয়া তাহার উপরিভাগ বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিবে; অনন্তর ঐ হাঁড়ীতে জ্বাল প্রদান করিতে থাকিবে, যাবৎকাল পাত্রের নিম্নভাগ অরুণবর্ণ না হয়, তাবৎ অগ্নির তাপ প্রদান করিবে।

গোদন্তহরিতালশোধনবিধি।

হাঁড়ীর মধ্যে কিছু গোময় রাখিয়া তদুপরি একটী পান রাখিবে এবং তদুপরি গোদন্তহরিতাল স্থাপন করিয়া ঐ হাঁড়ীর উপর অন্য একটী হাঁড়ী উত্তানভাবে স্থাপন করিবে এবং উভয় হাঁড়ীর সন্ধিস্থান লেপন করত ঐ হাঁড়ীর নিম্নে ১ দিন অগ্নির তাপ প্রদান করিবে. এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা গোদন্ত-হরিতাল শোধিত হয়।

মনঃশিলাশোধনবিধি।

মনঃশিলাকে চূণের জলে সাতবার ভাবনা দিলে মনঃশিলা শোধিত হইয়া ঔষধে ব্যবহাপযোগী হয়।

দারুমুজশোধনবিধি।

সাদা ও লাল দারমুজের শোধনবিধি পিণ্ডহরিতালের ন্যায় জানিবে।

সোহাগাশোধনবিধি।

সোহাগাকে কোন পাত্রে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া খৈ করিলেই সোহাগা শোধিত হয়। এই সোহাগার খৈ ঔষধে প্রযোজ্য।

কড়িশোধনবিধি।

কড়িকে কাঁজি দ্বারা জ্বাল দিলে উহা বিশোধিত হয়।

কড়িভস্মবিধি।

শোধিত কড়িকে অঙ্গারাগ্নিতে দগ্ধ করিলে, দগ্ধ হইয়া যখন ফুলিয়া উঠিবে তখন শীতল করিয়া পেষণ করিলেই কড়িভস্ম হয়।

মৌক্তিকশুক্তি ও জলশুক্তি শোধনবিধি।

শুক্তিকে একখণ্ড কাপড়ে বান্ধিয়া একটী হাঁড়ীতে ঝুলাইবে, অনন্ত জম্বীর রস ও কাঁজিতে নিমজ্জিত করিয়া জ্বাল দিলেই শুক্তি শোধিত হয়।

মৌক্তিকশুক্তি ও জলশুক্তিভস্মবিধি।

শোধিত শুক্তিকে অঙ্গারাগ্নিতে দগ্ধ করিতে করিতে যখন উহা চূণের ন্যায় সাদা হইবে ও অনায়াসে ভগ্ন হইবে, তখন শুক্তি ভস্ম হইয়াছে বুঝিবে।

শঙ্খশোধনবিধি।

শঙ্খ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাপড়ে বদ্ধ করত জম্বীর (গোড়ালেবু) রসে ও কাঁজিতে শুক্তির ন্যায় পাক করিবে; অনন্তর উষ্ণজলে ধৌত করিয়া লইলেই শঙ্খ শোধিত হয়। শঙ্খনাভির শোধন ও ভস্মপ্রণালী শঙ্খের ন্যায়।

শঙ্খভস্মবিধি।

শোধিতশঙ্খ মূষামধ্যে স্থাপন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলে শঙ্খ ভস্ম হয়।

সমুদ্রফেনশোধনবিধি।

সমুদ্রফেণকে কাগজীলেবুর রসের সহিত পেষণ করিলে উহা শোধিত হয়।

সৌরাষ্ট্রীমৃত্তিকাশোধনবিধি।

সৌরাষ্ট্রীমৃত্তিকা গব্যদুগ্ধে ঘর্ষণ করিয়া লইলেই বিশোধিত হয়।

গৈরিকশোধনবিধি।

গেরিমাটীকে জম্বীর (গোড়ালেবু) রসে পাক করিলেই উহা বিশোধিত হইয়া থাকে।

রসাঞ্জনশোধনবিধি।

রসাঞ্জনকে একদিন জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে ভাবনা দিলে উহা বিশোধিত হয়।

হীরাকসশোধনবিধি।

হীরাকসকে ভৃঙ্গরাজ (ভীমরাজ) রসের সহিত কিছুকাল পাক করিলে নির্ম্মল হইয়া বিশোধিত হয়।

তুত্থকশোধনবিধি।

তুত্থক (তুঁতে) ও তাহার অর্দ্ধাংশ গন্ধক একত্র করিয়া মূষামধ্যে পূর্ণ করত মূষার উপরি ভাগ মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিবে; অনন্তর মূষা শুষ্ক হইলে কিছুকাল অগ্নিতে দগ্ধ করিবে; এইরূপে তুত্থক শোধিত হয়।

কঙ্কুষ্ঠশোধনবিধি।

কঙ্কুষ্ঠ কাঁজিতে এক প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হয়।

স্ফটিকশোধনবিধি।

ফিট্‌কিরি অগ্নি সন্তাপে ফুটাইয়া লইলেই শোধিত হয়।

নিশাদলশোধনবিধি।

নিশাদলকে উষ্ণজলে মর্দ্দন পূর্ব্বক উষ্ণ জলে গুলিয়া একখণ্ড মোটা কাপড়দ্বারা ছাকিবে এবং কিছুকাল একটী পাত্রে রাখিবে, অনন্তর ঐ জল শীতল হইলে, পাত্রের নিম্নস্থিত নিশাদলের দানা গ্রহণ করিবে; এইরূপে শোধিত নিশাদল ঔষধে ব্যবহৃত হয়।

যবক্ষারপ্রস্তুতবিধি

যবের শুক (শুয়া) অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া তাহা হইতে /২ সের পরিমিত ভস্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জলে মিশ্রিত করিবে; অনন্তর ঐ জল ক্রমান্বয় একুশবার মোটা কাপড় দ্বারা ছাকিয়া তীব্র অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে, এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা জল নিঃশেষ হইলে, পাকপাত্রে যবক্ষার দৃষ্ট হয়।

যবক্ষারশোধনবিধি।

যবক্ষার উষ্ণ জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক উষ্ণজলে গুলিয়া একটী পাত্র মধ্যে রাখিবে এবং ঐ জল শীতল হইলে পাত্রের নিম্নসঞ্চিত বিশুদ্ধ যবক্ষার গ্রহণ করিবে।

হীরকশোধনবিধি।

হীরককে কণ্টকারীর মূলের মধ্যে পূর্ণ করিয়া বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ করত একটী হাঁড়ীতে ঝুলাইয়া রাখিবে, অনন্তর ঐ হাঁড়ীতে কুলত্থ কলাইয়ের কাথ প্রদান করিয়া জ্বাল দিবে, ঐ কাথ নিঃশেষ হইলে ঐ হাঁড়ীতে কোদধান্যের কাথ প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় জ্বাল দিবে; এইরূপে তিন দিন পাক করিলে হীরক বিশোধিত হয়।

হীরকভস্মবিধি।

শোধিত হীরককে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত কুলত্থ কলায়ের কাথে নিঃক্ষেপ করিবে; এইরূপে ২১ একুশবার দগ্ধ করিয়া নিক্ষেপ করিলে হীরক ভস্ম হয়।

মুক্তা ও প্রবালশোধনবিধি।

মুক্তাকে বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করত একটী পাত্রে ঝুলাইয়া ঐ পাত্র জয়ন্তীপাতার রসে পূর্ণ করিবে ও পাত্রের নিম্নে অগ্নিতাপ প্রদান করিতে থাকিবে, এইরূপে এক প্রহর পাক করিলে মুক্তা শোধিত হয়। প্রবালের শোধনবিধিও মুক্তার ন্যায় জানিবে।

মুক্তা ও প্রবালভস্মবিধি।

শোধিত মুক্তাকে লঘু পুটে পাক করিলে উহা ভস্ম হয়। প্রবালের ভস্মবিধিও মুক্তার ন্যায় জানিবে।

বৈক্রান্তশোধন ও ভস্মবিধি।

বৈক্রান্তের শোধন ও ভস্মবিধি হীরকের শোধন ও ভস্মবিধিবৎ জানিবে।

বিবিধরত্নশোধনবিধি।

পদ্মরাগ ইত্যাদি রত্নকে বস্ত্র খণ্ডে বদ্ধ করিয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে ঝুলাইয়া জম্বীর (গোড়ালেবু) রসে বা ছোলঙ্গলেবুর রসে নিমজ্জিত করিবে; অনন্তর ঐ হাঁড়ীর নিম্নে জ্বাল প্রদান করিবে; এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা রত্নসমূহ বিশোধিত হয়।

বিবিধরত্নভস্মবিধি।

কুলথ কলায়ের ক্বাথ দ্বারা মনঃশিলা, হরিতাল ও গন্ধক মর্দ্দন করিয়া ঐ মর্দ্দিত দ্রব্যদ্বারা রত্নসমূহকে বেষ্টন পূর্ব্বক মূষামধ্যে স্থাপন করিবে; অনন্তর ঐ মূষা মৃত্তিকাদ্বারা লিপ্ত করিয়া পুটপাক করিবে; এইরূপ আটবার পুট-পাক করিলে রত্নসমূহ ভস্মীভূত হয়।

উপরত্নশোধন ও ভস্মবিধি।

পেরোজ, কাচ, স্ফটিক ও বিবিধ বর্ণের মণির শোধন ও ভস্মবিধি রত্নের শোধন ও ভস্মবিধিবৎ জানিবে।

রাজপট্টশোধন ও ভস্মবিধি।

রাজপট্ট চূর্ণ করিয়া উহার সহিত গব্যঘৃত মিশ্রিত পূর্ব্বক বস্ত্র খণ্ডে বদ্ধ করিবে; অনন্তর ঐ রাজপট্ট লৌহপাত্রে ঝুলাইয়া মহিষের দুগ্ধে নিমজ্জিত করতঃ অগ্নির তাপ প্রদান করিবে, এইরূপে দুগ্ধ নিঃশেষ হইলে, সৈন্ধবলবণে, ক্ষারবর্গে ও শজিনার রসে নিক্ষেপ করিয়া ছোলঙ্গলেবুর রসে বা জম্বীররসে একদিন ভাবনা দিবে এবং বস্ত্রবদ্ধ করিয়া ঐ রসের সহিত পুনরায় পাক করিলে রাজপট্ট বিশোধিত হয়। শোধিত রাজপট্টকে পুটপাক করিলে ভস্মীভূত হয়।

শিলাজতুশোধনবিধি।

শিলাজতুকে গোদুগ্ধে, ত্রিফলাকাথে ও ভীমরাজরসে যথাক্রমে মর্দ্দন পূর্ব্বক এক দিন করিয়া ভাবনা দিলে বিশোধিত হয়।

নখীশোধনবিধি।

নখীকে কাঁচা তেঁতুলের রসে অথবা গোময় রসে সিদ্ধ করিয়া ভাজিয়া লইবে; অনন্তর গুড় ও হরীতকীর জলে ভিজাইয়া লইলেই নখী বিশুদ্ধ হয়।

বিষশোধনবিধি।

বিষকে (কাঠবিষকে) খণ্ড খণ্ড করিয়া ২।৩ ঘণ্টা গোমূত্রে পাক করতঃ জলে ধৌত করিবে; অনন্তর উপরিস্থিত ত্বক্ ফেলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই বিষ শোধিত হয়।

কৃষ্ণসর্পবিষশোধনবিধি।

যুবা ও বলবান্ কৃষ্ণসর্পের নূতনবিষ গ্রহণ করিয়া সর্ষপতৈল দ্বারা আপ্লুত করিবে; অনন্তর রৌদ্রে ঐ বিষ শুষ্ক করিয়া পানের রস, বক বৃক্ষের পত্রের রস ও কুড়ের ক্বাথ, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা যথাক্রমে ৩ বার ভাবনা দিবে; এইরূপে সর্পবিষ বিশুদ্ধ হয় এবং ইহাই ঔষধে প্রযোজ্য।

জৈপালবীজশোধনবিধি।

জৈপালের খোসা পরিত্যাগ করিয়া শুভ্রবর্ণ বীজ গ্রহণ করিবে; অনন্তর ঐ বীজ দ্বিখণ্ড করিয়া মধ্যস্থ জিহ্বাসদৃশ সূক্ষ্মপাত সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্তর খলে মর্দ্দন করিবে; পরে উহা নূতন শরায় লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই উহার তৈল নিঃশেষিত হয়, এইরূপে উহা তৈলরহিত হইলে উহাকে বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করতঃ একটী পাত্রে ঝুলাইয়া গোদুগ্ধ সহ অগ্নিতে এক প্রহর পাক করিবে; এইরূপে জৈপালবীজ বিশোধিত হয়।

ধুস্তূরবীজশোধনবিধি।

ধুস্তূরবীজকে বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করতঃ একটী গোদুগ্ধপূর্ণ পাত্রে ঝুলাইয়া নিম্নে অগ্নির তাপ প্রদান করিবে, এইরূপে ২ ঘণ্টা কাল গোদুগ্ধ সহ পাক করিয়া জলে ধৌত পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই ধুস্তূরবীজ শোধিত হয়।

সিদ্ধিবীজ ও সিদ্ধিশোধনবিধি।

সিদ্ধির বীজ ধুস্তূর বীজের ন্যায় গোদুগ্ধে সিদ্ধ করিলে বিশোধিত হয়। সিদ্ধিপত্র সিদ্ধিবীজের ন্যায় গোদুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া জলে ধৌত পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বিশোধিত হয়।

লাঙ্গলীশোধনবিধি।

লাঙ্গলীকে এক দিন গোমূত্রে ভাবনা দিলেই উহা বিশোধিত হয়।

বৃদ্ধদারকবীজশোধনবিধি।

বৃদ্ধদারক (বিস্তারক) বীজসকল বস্ত্রখণ্ডে বদ্ধ করিয়া গোদুগ্ধপূর্ণ পাত্রে ধুস্তূর বীজের ন্যায় সিদ্ধ করিয়া শোধন করিবে।

অহিফেনশোধনবিধি।

অহিফেনকে গোদুগ্ধে একবার ভাবনা দিলেই তাহা শোধিত হয়।

কুঁচিলাশোধনবিধি।

কুঁচিলাকে এক প্রহর দুগ্ধ দ্বারা সিদ্ধ করিলেই উহা বিশোধিত হয়।

ভল্লাতকশোধনবিধি।

সুপক্ক ভেলা সমূহ জলে নিক্ষেপ করিলে যে গুলি জলে নিমগ্ন হয়, সেই সকল ভেলাই শোধনযোগ্য ; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ উক্ত ভেলা সকলকে ইষ্টকচূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া ধৌত করিলেই উহা বিশোধিত হয়।

গুগ্‌গুলুশোধনবিধি।

নূতন গুগ্‌গুলু ঔষধে ব্যবহার্য্য, কারণ উহাই সমধিক গুণশালী। নূতন গুগ্‌গুলু নরম এবং পুরাতন গুগ্‌গুলু শক্ত। গুগ্‌গুলুর সহিত সংলগ্ন প্রস্তরখণ্ড ও অন্যান্য ময়লা যথাসম্ভব দুরীভূত করিয়া খণ্ডখণ্ড করত গোদুগ্ধে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিবে, অনন্তর উহাকে একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা বান্ধিয়া দুগ্ধপূর্ণ হাঁড়ীতে ঝুলাইয়া পাক করিবে, তৎপর পোট্টলীস্থিত গুগ্‌গুলু গলিয়া হাঁড়ীর তলায় পতিত হইলে, উহা রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। গুগ্‌গুলু নূতন হইলে উহা শুষ্ক করিলেও বেশ নরম থাকে, সুতরাং কিঞ্চিৎ ঘৃত দ্বারা পেষণ করিয়া লইলে আরও নরম হয়, তখন ঔষধে ব্যবহার করিতে হয়, যোগরাজ গুগ্‌গুলু প্রভৃতি ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে, ঘৃতদ্বারা গুগ্‌গুলু পেষণ করিয়া ক্রমশঃ তাহার সহিত চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। গুগ্‌গুলু পুরাতন হইলে উহা অত্যন্ত শক্ত হয়, সুতরাং শোধন করিয়া প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া ঔষধে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা গুগ্‌গুলু শোধিত হয়।

হিঙ্গুশোধনবিধি।

হিংকে ঘৃতসহ ভাজিয়া ঈষৎ লালবর্ণ করিবে, এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা হিং বিশোধিত হইয়া থাকে।

রসোনশোধনবিধি।

রসোনের খোসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলমিশ্রিত দুগ্ধে কিছুক্ষণ পাক করি মর্দ্দন করিবে ; অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই রসোন বিশুদ্ধ হয়।

সীজক্ষীরশোধনবিধি।

সীজক্ষীর ১৬ তোলা পরিমাণে লইয়া উহার সহিত তেঁতুল পত্রের র দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলেই ঐ ক্ষীর বিশোধিত হয়।

আকন্দশোধনবিধি।

আকন্দমূলের ছাল বস্ত্রখণ্ডে বন্ধন করিয়া দুগ্ধপূর্ণপাত্রে স্থাপন পূর্ব্ব অগ্নিতে পাক করিলে উহা বিশোধিত হয়। আকন্দক্ষীরকে সীজক্ষীরবৎ শোধ করিবে।

কুঁচ ও করবীমূলশোধনবিধি।

কুঁচ ও করবী বৃক্ষের মূলকে আকন্দবৎ শোধন করিবে।

বিবিধবীজশোধনবিধি।

শ্বেতঘোষার বীজ, ঘোষাবীজ, দন্তীবীজ, ঝিঙ্গাবীজ, রাখালশশার বীজ তিতলাউ বীজ, কাকঠুটীবীজ ও মাকালফল, ইহাদিগকে আমলকীর রসে সিদ্ধ করিয়া শোধন করিবে। ডালকরমচার বীজ ও লাটাকরমচার বীজকে ভীমরাজের রসে সিদ্ধ করিয়া শোধন করিয়া লইবে।

জলৌকাশোধনবিধি।

তাম্রপাত্রে একসের পরিমিত জলের সহিত অর্দ্ধতোলা হরিদ্রা চূর্ণ গুলিয় উহাতে পুরাতন জলৌকা (জোক) নিক্ষেপ করিবে ; এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বার জলৌকা লালা পরিত্যাগ করে এবং বিশোধিত হয় ; এই জলৌকা রক্ত মোক্ষণার্থ প্রয়োগ করিবে।

পরিমাণনির্ণয়।

৬ ছয় সর্ষপে ১ যব, ৩ যবে ১ গুঞ্জা অর্থাৎ রতি, ৫ রতিতে ১ মাষা মাষা সম্বন্ধে ছয় প্রকার মত দৃষ্ট হয়—কোনও মতে ছয় রতিতে, কাহারও

মতে ৭ রতিতে, কোনও মতে ৮ রতিতে, কোনও মতে ১০ রতিতে, আবার কাহারও মতে ১২ রতিতে এক মাষা; চরকের মতে ১০ রতিতে এক মাষা, এবং সুশ্রুতের মতে ৫ রতিতে এক মাষা নিরূপিত হইয়াছে; এক্ষণে ঔষধে ১২ রতি হিসাবে মাষা গ্রহণ করা হয়, ৪ চারি মাষায় অর্থাৎ ৪৮ রতিতে এক শান অর্থাৎ ॥০ অর্দ্ধ তোলা, ২ শানে বা ৯৬ রতিতে অথবা ৮ মাষায় ১ কোল অর্থাৎ তোলা, ২ কোলে অর্থাৎ দুই তোলায় এক কর্ষ, ৪ কর্ষে বা ৮ তোলায় এক পল, ৪ পলে বা ৩২ তোলায় এক কুড়ব অর্থাৎ অর্দ্ধসের, ২ কুড়বে বা ৬৪ তোলায় ১ শরাব অর্থাৎ সের, ২ শরাবে অর্থাৎ দুই সেরে এক প্রস্থ, ৪ প্রস্থে অর্থাৎ ৮ সেরে এক আঢক, ৪ আঢকে অর্থাৎ ৩২ সেরে এক দ্রোণ, ২ দ্রোণে অর্থাৎ ৬৪ সেরে ১ স্বর্প বা কুম্ভ, ২ স্বর্পে অর্থাৎ ১২৮ সেরে এক দ্রোণী, বাহ বা গোণী হয়; ৪ গোণীতে ১ খাড়ী।

দ্রব্যবিশেষে মাত্রার ভেদ।

সমস্ত উদ্ভিজ্জই নূতন ও শুষ্ক গ্রহণ করিবে, কিন্তু ঐ সমস্ত দ্রব্য আর্দ্র গ্রহণ করিতে হইলে, দ্বিগুণ পরিমাণে গ্রহণ করা আবশ্যক; অর্থাৎ যদি কোন তৈল, ঘৃত বা ক্বাথে ১ তোলা মুথা গ্রহণের উল্লেখ থাকে অথচ সময়াভাবে বা অন্য কোন কারণে উহা কাঁচা ব্যবহার করিতে হয় তবে ২ তোলা গ্রহণ করিবে।

সরসদ্রব্যবিশেষগ্রহণবিধি।

বাসক, নিম, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্ণবা, কুড়্চি, অশ্বগন্ধা, শুলফা, হস্তিকর্ণপলাশ, পীতবেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, ঝাঁটি, গুগ্‌গুলু, হিং, আদা, গুড়, শর্করা ও মাংস; এই সকল দ্রব্য ঘৃত বা তৈলাদিতে প্রয়োগ করিতে হইলে আর্দ্র অর্থাৎ সরস অবস্থায় প্রদান করিবে, কিন্তু দ্বিগুণ গ্রহণ করিবে না।

পুরাতনদ্রব্যবিশেষগ্রহণবিধি।

গুড়, ঘৃত, মধু, ধনে, পিপুল ও বিড়ঙ্গ; এই সকল দ্রব্য পুরাতন হইলে সমধিক কার্য্যকারী হয়; কিন্তু রোগ বিশেষে নূতনও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দ্রব্যাঙ্গগ্রহণবিধি।

খদিরাদি বৃক্ষের সার গ্রহণ করিবে। নিম্বাদি (নিম, অর্জ্জুন ও শোণা প্রভৃতি) বৃক্ষের বন্ধল, দাড়িম ও হরীতকী প্রভৃতি ফলের খোসা, পটোল ও তালীশাদির পাতা গ্রহণ করিবে। সচরাচর যে সকল বৃক্ষ ও তাহাদের মূল বৃহৎ এবং অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠ সারবিশিষ্ট, তাহাদের বন্ধল গ্রহণ করিবে। যে সকল বৃক্ষ ক্ষুদ্র ও যাহাদের অভ্যন্তর সারবিহীন (আকনাদি প্রভৃতি) সেই সকল বৃক্ষের মূল, শাখা ও পত্র সমস্তই ঔষধে প্রয়োগ করিবে।

ঋতুভেদে দ্রব্যাঙ্গ গ্রহণ।

উদ্ভিজ্জের মূল শীত ও গ্রীষ্মকালে উদ্ধৃত করিবে, পত্র বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতে আহরণ করা বিধেয়, ত্বক্, কন্দ (ভূমিকুষ্মাণ্ডাদি), ক্ষীর (মনসা, আকন্দ প্রভৃতির) ও সপত্রগুল্মাদি শরৎকালে এবং বৃক্ষের সার হেমন্তঋতুতে গ্রহণ করিবে কিন্তু ফল ও পুষ্প যে ঋতুতে উৎপন্ন হয়, সেই ঋতুতেই গ্রহণ করা আবশ্যক।

ঔষধের বীর্য্যকালনিরূপণ।

চূর্ণ ঔষধ ২ মাসের পর বীর্য্যহীন হয় এবং বটিকা, মোদক, অবলেহ ও সাধারণতঃ সমস্ত ঔষধই এক বৎসরের পর হীনবীর্য্য হইয়া থাকে। পক্ক-ঘৃত, পক্ককটু তৈল এবং লঘুপাকের ঔষধ চারি মাসান্তে বীর্য্য বিহীন হয়, কিন্তু পক্কতিলতৈল ও এরণ্ডতৈল এক বৎসরের পর বীর্য্যশালী হইয়া থাকে। আসব, ধাতুদ্রব্য ও পারদ যত পুরাতন হয়, ততই সমধিক গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ঔষধগ্রহণের স্থাননিরূপণ।

আগ্নেয় গুণ সম্পন্ন বিন্ধ্যাচলাদি পর্ব্বতস্থিত ঔষধ এবং সোম গুণসম্পন্ন হিমালয়াদি পর্ব্বতস্থিত ঔষধ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পর্ব্বত ব্যতীত অন্যান্য স্থানের ঔষধ গ্রহণ করিবে। জঙ্গল ও সাধারণদেশস্থিত পূর্ব্ব ও উত্তর দিকের ঔষধ কীটাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত না হইলে, তাহাও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ঔষধগ্রহণে অপ্রশস্তস্থান।

দেবালয়, বল্মীকাবৃত স্থান, কূপমধ্য, শবদাহভূমি, বৃক্ষমূল, পথের পার্শ্ব-বর্ত্তী স্থান, জলাবৃতভূমি ও লবণাক্ত ভূমিতে যে সকল উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়, তাহা কখনও গ্রহণ করিবে না এবং অকালজাত ও কীটাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত এবং বহুকালজাত বৃক্ষ গ্রহণ করা বিধেয় নহে, বৃক্ষের স্বাভাবিক আয়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর অবয়ব বিশিষ্ট বৃক্ষও ঔষধে প্রয়োজ্য নহে।

পুংস্ত্রীভেদে প্রাণিজদ্রব্যগ্রহণ।

মাংসরস, তৈল বা ঘৃতাদি প্রস্তুত করণার্থ পক্ষিজাতির (পায়রা, কুক্কুট, তিত্তিরি ও ময়ূর প্রভৃতির) মাংস গ্রহণ করিতে হইলে, পুরুষ পক্ষীর মাংসই গ্রহণ করিবে, পশুজাতির মাংস ও মূত্র গ্রহণ করিতে হইলে, স্ত্রীজাতীয় পশুর মাংস ও মূত্র গ্রহণ করিবে, কিন্তু পশুমধ্যে স্ত্রীজাতীয় বন্ধ্যা ছাগীর এবং পুরুষ শৃগালের মাংস গ্রহণ করা বিধেয়, পশু ও পক্ষীসকল বলিষ্ঠ, বয়ঃপ্রাপ্ত, রোগবিহীন ও সুন্দরকায় হওয়া আবশ্যক, মূত্র গ্রহণ করিতে হইলেও স্ত্রীজাতীয় পশুর (ছাগী, গর্দ্দভী ও গাভীর) মূত্র, তাহাদের উদরস্থ আহার জীর্ণ হইলে গ্রহণ করিবে।

এক দ্রব্যের অভাবে অন্য দ্রব্য গ্রহণ।

মধুর অভাবে পুরাতন গুড় এবং পুরাতন গুড়ের অভাবে নূতন গুড় রৌদ্রে চারি প্রহর উত্তপ্ত করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে। দুগ্ধের অভাবে কাঁচা মুগের বা মসুরের যুষ, ইক্ষুগুড়জাত মিশ্রী বা ইক্ষু চিনির অভাবে খাড়গুড়, শালিধান্যের অভাবে ষেটেধান্য, দ্রাক্ষার অভাবে গাম্ভারীর ফল, দাড়িমের অভাবে বৃক্ষাম্ল (তেঁতুল), সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা অভাবে পঞ্চপর্পটী বা ফিট্‌কারী, তগরমূলের অভাবে শীহলীছোপ, লৌহের অভাবে মণ্ডূর, শ্বেতসর্ষপের অভাবে সর্ষপ, চই ও গজপিপুলের অভাবে পিপুলমূল, চাকুলের অভাবে শাল-পাণী, মুণ্ডতিকা অভাবে তালমস্তক, কুঙ্কুম অভাবে কাঁচা হরিদ্রা বা কুসুম-পুষ্প, মুক্তা অভাবে শঙ্খভস্ম, হীরক অভাবে পীত কড়িভস্ম, কাকড়াশৃঙ্গী অভাবে মায়াম্বুবীজ, ধনের অভাবে শুলফা, বারাহীকন্দ অভাবে চামার

আলু, মূর্ব্বা (সূচীমুখী) অভাবে জিঙ্গিনীবৃক্ষের মূল, পুষ্করমূল অভাবে কুড়, সৈন্ধবলবণের অভাবে সামুদ্রলবণ বা বিট্‌লবণ, কুস্তুম্বুরুর অভাবে ধনে এবং পুষ্পের অভাবে কচিফল গ্রহণ করিবে; উদরাময়রোগে কচি বিল্বফলই সর্ব্বদা গ্রাহ্য; যষ্টিমধুর অভাবে চই বা আমলকী, কুড়্‌চির অভাবে তালমূলীর মূল, রাস্নার অভাবে পরগাছা, জীরার অভাবে ধনে এবং তুম্বুরুর অভাবে শালিধান্য প্রয়োগ করিবে।

ভল্লাতক (ভেলা) রোগীর অসহ্য হইলে, তৎপরিবর্ত্তে রক্তচন্দন বা রক্তচিতার মূল অবস্থানুসারে প্রয়োগ করিবে। ইক্ষুর অর্থাৎ আকের অভাবে নলতৃণ, মস্ত অভাবে শিওাকী, শুক্তির অভাবে কাঁজি, রক্তচিতার অভাবে দন্তীমূল অথবা আপাঙ্‌ক্ষার, ধন্বযাস অভাবে দুরালভা, কুলেখাড়ার অভাবে গোক্ষুরবীজ বা মানকচুর মূল, লক্ষণামূল অভাবে ময়ূরপুচ্ছ, বকুলের অভাবে সুঁদি উৎপল বা পদ্ম গ্রহণ করিবে, নীলোৎপল অভাবে কুমুদ, জাতীপুষ্প অভাবে লবঙ্গ, আকন্দ বা সীজ প্রভৃতির ক্ষীরের অভাবে ঐ সকল বৃক্ষের পত্ররস, বিষলাঙ্গুলিয়ার ও গেটেলার অভাবে কুড়, শ্রীখণ্ডচন্দনের অভাবে কর্পূর, রক্তচন্দন অভাবে বেণার মূল, আতইষ অভাবে মুথা, হরীতকী অভাবে আমলকী এবং নাগকেশর অভাবে পদ্মকেশর ব্যবহার করিবে।

স্বর্ণের অভাবে স্বর্ণমাক্ষিক বা লৌহ, রূপার অভাবে রৌপ্যমাক্ষিক অর্থাৎ বিমল ব্যবহার করিবে; স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে কান্তলৌহও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কান্তলৌহ অভাবে তীক্ষ্ণলৌহ (ইস্পাতলৌহ) ব্যবহার্য্য।

রসাঞ্জন অভাবে দারুহরিদ্রা, তালীশপত্রের অভাবে স্বর্ণতালী, বামনহাটির অভাবে তালীশপত্র বা কণ্টকারীর মূল গ্রহণ করিবে, সাচিক্ষারের অভাবে পাঙ্গালবণ, অম্লবেতসের অভাবে চুক্র, গাম্ভারীফলের অভাবে পীতসালপুষ্প, নখীর অভাবে লবঙ্গপুষ্প, কস্তুরীর অভাবে কাকোলী, কাকোলীর অভাবে জাতীপুষ্প, কর্পূরের অভাবে বেড়েলা বা সুগন্ধিমুথা, দারুহরিদ্রার অভাবে কাঁচা হরিদ্রা ব্যবহার করিবে; সেবনযোগ্য ঔষধে অজমোদার প্রয়োগ থাকিলে যমানী প্রদান করিবে এবং প্রলেপাদিতে অজমোদার প্রয়োগ থাকিলে যমানী প্রদান করা কর্ত্তব্য।

মেদের অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদের অভাবে অনন্তমূল, জীবকের অভাবে গুলঞ্চ, ঋষভকের অভাবে ভূমিকুষ্মাণ্ড, ঋদ্ধির অভাবে বেড়েলা, বৃদ্ধির অভাবে গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে শতমূলী, রোহিতক ছাল অভাবে নিমছাল, মৃগনাভির অভাবে খাটাসী, যে কোন মাংসের অভাবে কপোত (পায়রা) মাংস, মাংসযূষের অভাবে মুগের যূষ এবং যে কোন দুগ্ধের অভাবে গর্ভবতী গাভীর দুগ্ধ গ্রহণ করিবে।

এক দ্রব্যের অভাবে সমগুণ বিশিষ্ট অন্য দ্রব্য প্রয়োগবিধি।

বটিকা, চূর্ণ, তৈল ও ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুতকালে, কোন দ্রব্যের অভাব হইলে সেই ঔষধের পরিবর্ত্তে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী তুল্যগুণবিশিষ্ট কোন দ্রব্য প্রদান করিবে এবং অনেক স্থানে বিবেচনা পূর্ব্বক বা প্রাচীন বৈদ্যগণের উপদেশ অনুসারে একটি দ্রব্যের অভাবে রোগনিবারক দ্রব্য-বিশেষ গ্রহণ করিবে। কিন্তু কোন ঔষধ প্রস্তুতকালে দ্রব্য বিশেষের মাত্রাধিক্য দৃষ্ট হইলে বা সেই সকল দ্রব্য মুখ্য ঔষধ বিবেচিত হইলে, সেই ঔষধের পরিবর্ত্তে তৎসদৃশ অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ সুদর্শনচূর্ণে বা জ্বরভৈরবচূর্ণে চিরতা, জ্বরনাগময়ূর চূর্ণে কৃষ্ণজীরাচূর্ণ প্রভৃতি দ্রব্য, কুটজাবলেহে কুড়্চির ছাল, বাসাবলেহে বাসক, পিত্তান্তকরসে রৌপ্যভস্ম, গুড়ূচ্যাদিলৌহে বা সর্ব্বজ্বরহরলৌহে লৌহভস্ম, এই সকল প্রধান ঔষধের অভাবে বা পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য কদাচ গ্রহণ করিবে না।

কোন ঔষধ প্রস্তুতকালে সেই ঔষধে রোগের অবস্থানুসারে কোন দ্রব্য অনুপযুক্ত বোধ করিলে, চিকিৎসক তাহার পরিবর্ত্তে অন্য ঔষধ গ্রহণ করিবেন এবং সুচিকিৎসক রোগের উপযুক্ত অতিরিক্ত কোন দ্রব্যও আবশ্যক হইলে গ্রহণ করিবেন। যে সমস্ত দ্রব্য অন্যান্য ঔষধের অভাবে নিরূপিত হইয়াছে, সেই সমস্ত দ্রব্য রোগ ও ঔষধের ফলাফল বিবেচনাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে অর্থাৎ সকল স্থানেই অভাবে বা পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিলে, সেই ঔষধে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না।

স্বরস ও তদভাবে রসপ্রস্তুতবিধি।

কীটাদি কর্ত্তৃক অভক্ষিত স্বরসউদ্ভিদ্ ভূমি হইতে উদ্ধৃত করিয়া জলে ধৌত পূর্ব্বক পেষণ করিবে, অনন্তর বস্ত্র বা যন্ত্রাদির সহযোগে ঐ দ্রব্যের রস বহির্গত করিয়া লইবে, ইহাই স্বরস নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

স্বরসের অভাব হইলে শুষ্কদ্রব্য কুট্টিত করিয়া আটগুণ জলে সিদ্ধ করত চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে গ্রহণ করিবে অথবা শুষ্ক দ্রব্য অর্দ্ধসের পরিমাণে চূর্ণ করিয়া এক সের জলে অহোরাত্রি ভিজাইয়া রাখিবে, উহা স্বরসের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

তণ্ডুলোদকপ্রস্তুতবিধি।

আটতোলা পরিমাণে আতপ তণ্ডুল (চাউল) কুট্টিত করিয়া চতুর্গুণ জলে অহোরাত্রি ভিজাইয়া ছাকিয়া লইবে; এইরূপে তণ্ডুলোদক প্রস্তুত হয়।

উষ্ণোদকপ্রস্তুতবিধি।

জল অগ্নিসন্তাপে সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ, চতুর্থাংশ অথবা অর্দ্ধাংশ পরিমাণে অবশিষ্ট থাকিতে গ্রহণ করিবে, ইহাকে উষ্ণোদক কহে। অল্প পরিমাণে শোষিত হইলেও সেই জলকে উষ্ণোদক কহে।

কাঁজিপ্রস্তুতবিধি।

কুট্টিত আশুধান্য ৮ সের এবং খণ্ডীকৃত কচি মূলা ২ সের ও জল ১৬ সের এই সমস্ত একটি পাত্রে রাখিবে এবং যখন উহা অম্লরসভাবাপন্ন হইবে, তখন কাঁজি প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। আশুধান্যের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে চাউল দ্বারাও কাঁজি প্রস্তুত হয়।

তক্রপ্রস্তুতবিধি।

দধিতে চতুর্থাংশ জল মিশ্রিত করিয়া মন্থনদণ্ড দ্বারা আলোড়ন করিলে, তাহার স্নেহ অংশকে মাখন ও জলীয় অংশকে তক্র বা ঘোল কহে।

কট্বরপ্রস্তুতবিধি।

সরবিশিষ্ট দধিকে মন্থন করিলে যে তক্র নির্ম্মিত হয়, তাহাকে কট্বর কহে।

অম্লমূলকপ্রস্তুতবিধি।

কাঞ্জিতে মূলা ভিজাইয়া রাখিয়া বাসি করত পাক করিলে তাহাকে অম্লমূলক কহে।

মধুশুক্তপ্রস্তুতবিধি।

জম্বীর রস ২ সের, মধু অর্দ্ধসের এবং পিপুলমূল অর্দ্ধসের; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া একটী কলসীতে পূর্ণ করত ধান্যরাশির মধ্যে একমাস রাখিবে, এই প্রকারে মধুশুক্ত প্রস্তুত হয়।

পর্পটীপ্রস্তুতবিধি।

সমভাগ শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। লৌহপর্পটী, বিজয়পর্পটী ও পঞ্চামৃতপর্পটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে, কজ্জলীর সহিত অপরাপর দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া লইবে, অনন্তর পর্পটী পাককালে গোময়োপরি অতি কোমল কলার পাতা এমতভাবে স্থাপন করিবে যেন ঐ কলার পাতার মধ্যস্থানে তরলপদার্থ অবস্থান করিতে পারে, অর্থাৎ মধ্যস্থান ঢালু হয় এবং অন্য কোমল কলার পাতা দ্বারা কিঞ্চিৎ গোময় বেষ্টিত করিয়া লইবে, তৎপরে বদরী কাষ্ঠের কয়লার মৃদু অগ্নিতে লৌহনির্ম্মিত পুরুহাতা উত্তপ্ত করিয়া তন্মধ্যে কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত প্রদান করিবে, অনন্তর ঐ কজ্জলী বা কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত দ্রব্য উহাতে অল্প পরিমাণে প্রদান করিবে এবং একটী ছোট লৌহ খুন্তি দ্বারা নাড়িতে থাকিবে, যখন ঐ কজ্জলী লৌহ হাতা হইতে পৃথক্ হইয়া আঠার ন্যায় হইবে, তখন উক্ত খুন্তি দ্বারা ঐ কজ্জলীকে কলার পাতার ঢালুস্থানে বিন্যস্ত করিবে এবং অন্য কদলীপত্র বেষ্টিত গোময় দ্বারা শীঘ্রই দৃঢ়রূপে চাপ দিবে, যেন কোন পার্শ্ব হইতে উহার ধূম বহির্গত না হয়; এইরূপ ভাবে চাপ দিয়া মুহূর্ত্ত পরে ঐ গোময়-পিণ্ড অপসারিত করিলে পর্পটী প্রস্তুত হইয়াছে দেখিবে। পর্পটী সহজে ভগ্ন হইলে ও ভগ্ন করিবার কালে শব্দ না হইলে, মৃদুপাক হইয়াছে বুঝিবে এবং ভাঙ্গিতে শব্দ হইলে উহা খরপাক হইয়াছে বুঝিবে, এইরূপ খরপাকের পর্পটী পরিত্যাজ্য।

অন্নাদিসাধনবিধি।

তণ্ডুলের পরিমাণ যত হইবে, তাহার পাঁচগুণ জলদ্বারা অন্ন পাক করিবে এবং তণ্ডুলের নয়গুণ জলদ্বারা বিলেপী পাক করিবে, তণ্ডুলের উনবিংশগুণ জল দ্বারা পাক করিলে তাহাকে মণ্ড কহে এবং একাদশগুণ জলে পাক করিলে তাহাকে পেয়া বলা যায়। সিঠার অর্থাৎ কণার ভাগ অধিক ও তরল পদার্থের ভাগ অল্প থাকিলে বিলেপী পাক করা হইয়াছে বুঝিবে এবং সিঠা রহিত অথচ তরল থাকিলে মণ্ড পাক হইয়াছে বুঝিবে, সিঠার ভাগ অল্প এবং তরল পদার্থের ভাগ অধিক থাকিলে পেয়া প্রস্তুত হইয়াছে বুঝিবে।

মাংসরসপ্রস্তুতবিধি।

মাংসরস তিন প্রকার যথা ঘন, অচ্ছ অর্থাৎ পাতলা ও অচ্ছতর অর্থাৎ অত্যন্ত পাতলা। ঘন মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে ৯৬ তোলা মাংসকে প্রস্তরে কিঞ্চিৎ পেষণ পূর্ব্বক বটকাকার করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, অনন্তর ৪ সের জলে সিদ্ধ করত এক সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। পাতলা মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে ৪৮ তোলা মাংসকে পূর্ব্ববৎ ঘৃতে ভাজিয়া চারি সের জলসহ পাক করিবে এবং এক সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে। অচ্ছতর মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে ৮ তোলা মাংসকে কুট্টিত করত ঘৃতে ভাজিয়া ৪ সের জলসহ পাক করিবে এবং এক সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে।

মাংসযূষপ্রস্তুতবিধি।

দাইল প্রভৃতি বস্তুর দ্বিগুণ মাংস লইয়া সর্ব্বসমষ্টির আটগুণ জলসহ পাক করিবে এবং এক চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া গ্রহণ করিবে।

দুগ্ধপাকবিধি।

ঔষধের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া সেবন করিবার বিধি থাকিলে, ঐ ঔষধের আটগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের চারিগুণ জল গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত দ্রব্য একটী হাঁড়ীতে রাখিয়া পাক করিবে, তৎপরে দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইলেই দুগ্ধ পাক হইয়াছে জানিবে।

মোদকপাকবিধি।

মোদক পাক করিতে হইলে সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি বা ইক্ষুগুড় গ্রহণ করিবে, কিন্তু যে স্থানে বিশেষ বিধান দৃষ্ট হইবে, সেই স্থানে চিনি বা গুড় সেই পরিমাণে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মোদকে চূর্ণের পরিমাণ অধিক হইলে চিনিকে প্রথমে অল্পজল সহ পাক করিয়া চিনির রস যথারীতি পাক না হইতেই চুল্লীর উপরিস্থিত ঐ রসের মধ্যে চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া হাতা দ্বারা আলোড়ন করিবে, কিন্তু মোদকে চূর্ণের পরিমাণ অল্প থাকিলে চিনিতে অল্প জল দিয়া যথারীতি রস প্রস্তুত করত চুল্লী হইতে ঐ পাত্র অবতরণ করিবে, অনন্তর ঐ চিনির রসমধ্যে সমস্ত চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া হাতা দ্বারা আলোড়ন করিতে থাকিবে ও যাবৎ চিনির রসের সহিত চূর্ণ সম্যক্ প্রকারে মিশ্রিত না হয়, তাবৎ দৃঢ়রূপে আলোড়ন করিবে; অনন্তর শীতল হইলে উহাতে ঘৃত ও মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিবে।

গুড়পাকবিধি।

গুড় পাককালে হাতায় করিয়া উহার পরীক্ষা করিবে, কিঞ্চিৎ গুড় হাতার উপর তুলিয়া ধরিলে যখন সূতার ন্যায় নাল পড়িবে এবং হাতায় লিপ্ত হইবে, তখন উহার পাক সমাধা হইয়াছে জানিবে; জলপূর্ণ পাত্রে গুড় নিক্ষেপ করিলে যখন নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিবে অর্থাৎ বিস্তৃত না হইবে, তখন উহার পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে।

গুগ্‌গুলুপাকবিধি।

গুড় পাকের ন্যায় গুগ্‌গুলুর পাক জানিবে।

ঔষধপ্রস্তুতবিধি।

রোগীর আর্থিক অবস্থানুসারে অল্প বা অধিক মাত্রায় ঔষধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে; তাহাতে বটিকাদির গুণের বিশেষ তারতম্য হয় না, কিন্তু অগ্নিপক্ক ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় প্রস্তুত করাই বিধেয়।

বটিকা, চূর্ণ ও অবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে, সমস্ত উদ্ভিজ্জ দ্রব্য (মূল, সার, পত্র, বল্কল ও ফল প্রভৃতি) রৌদ্রে শুষ্ক করত চূর্ণ করিয়া লইবে, অনন্তর যাবতীয় দ্রব্য (ধাতু ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি) যথা পরিমাণে ওজন করিয়া মিশ্রিত করিবে, বটিকা প্রস্তুতকালে ঔষধের পরিমাণ অধিক হইলে সমস্ত দ্রব্য প্রথমে শিলায় পেষণ করিবে; এবং যখন ঔষধের কণা অদৃশ্য হইবে, তখন উহাকে প্রস্তর খলে রাখিয়া মর্দ্দন করিবে। ঔষধের পরিমাণ অল্প হইলে খলে মর্দ্দন করিয়া লইবে। দ্রব্যের স্বরস বা কাথ প্রভৃতি দ্বারা ঔষধে ভাবনার বিধান থাকিলে খলস্থিত ঔষধ যথোক্ত রস বা কাথ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে; চূর্ণ প্রস্তুতকালে সমস্ত দ্রব্যের পৃথক্ চূর্ণসমূহ সম্যক্‌রূপে মিশ্রিত হইলে চূর্ণ প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে। অবলেহ পাকের সময়ে কাথের পাক শেষ হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া উহা চূর্ণসমূহ তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক ঘন হইলে নামাইবে।

চূর্ণের পাকনিষেধ।

অগ্নিতে চূর্ণের পাক করা কর্ত্তব্য নহে। অগ্নিসন্তাপে চূর্ণ ঔষধের বীর্য্য নষ্ট হয়। অবলেহ বা মোদক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে হইলে কাথ বা রস যথা নিয়মে পাক করিয়া চুল্লী হইতে নামাইয়া তন্মধ্যে চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে।

স্নেহপাকবিধি।

ঘৃত বা তৈল দৃঢ় কটাহে রাখিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং স্নেহ-দ্রব্য (তৈল বা ঘৃত) ফেণারহিত হইলে উহাকে চুল্লী হইতে অবতরণ করিবে; অনন্তর কিঞ্চিৎ শীতল হইলে স্নেহের চতুর্গুণ জলসহ কুট্টিত মূর্চ্ছার দ্রব্য সকল উহাতে প্রদান করিয়া জ্বাল দিবে, মূর্চ্ছাপাক শেষ হইলে স্নেহদ্রব্য ছাকিয়া উহাতে কল্কদ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক স্নেহদ্রব্যের চতুর্গুণ জল সহ পাক করিবে; অনন্তর কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া উহাতে কাথ প্রদান করিবে; যেস্থানে ৩।৪ বা ততোধিক কাথসহ স্নেহ পাক করিবার বিধি দৃষ্ট হইবে, সেই স্থানে একটী কাথ প্রায় শোষিত হইলে অন্য একটী কাথ প্রদান করিবে এবং স্বরস, দুগ্ধ বা কাঁজি, তৈল বা ঘৃতে প্রদানের উল্লেখ থাকিলে তাহাও কাথ পাক

শেষ না হইতেই অর্থাৎ জলীয়াংশ অবশিষ্ট থাকিতেই এক একটী করিয়া যথাক্রমে তৈল বা ঘৃতে প্রদান করিবে। গন্ধপাকের উল্লেখ থাকিলে কল্ক দ্রব্য ছাকিয়া অল্প জলীয়াংশ থাকিতে গন্ধদ্রব্য সকল প্রদান করিবে, যে স্থানে গন্ধ-দ্রব্যের পরিমাণ অধিক সেই স্থলে গন্ধদ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেই ক্বাথ দ্বারা গন্ধপাক সমাধা করিবে।

স্নেহ পাকার্থ যে চুল্লী প্রস্তুত হইবে, তাহার নয়টী ক্ষুদ্র মুখ প্রস্তুত করিবে ও চুল্লীমধ্যে কাষ্ঠপ্রদান করণার্থ পূর্ব্বদিকে প্রধান মুখ রাখিবে।

তৈলের বা ঘৃতের পাক এক দিনের মধ্যে সমাধা করিবে না, তৈল বা ঘৃতে ক্বাথ প্রদান করিয়া বাসি হইলে, স্নেহদ্রব্যকে পাক করিবে; কিন্তু প্রাণিজ মাংসের ক্বাথ বা ধান্যাদির ক্বাথসহ পাক করিতে হইলে, এক দিনের মধ্যে ঐ ক্বাথ শোষণ করিবে; দুগ্ধসহ পাক করিতে হইলে, দুই রাত্রি মধ্যে, কোন দ্রব্যের স্বরসসহ পাক করিতে হইলে, তিন রাত্রিমধ্যে এবং তক্র অর্থাৎ ঘোল, কাঁজি বা দধিসহ পাক করিতে হইলে, পাঁচরাত্রি মধ্যে পাক শেষ করিবে। মূল বা লতাদির ক্বাথসহ স্নেহপাক উক্ত থাকিলে, দ্বাদশরাত্রি মধ্যে পাক সমাধা করিবে; এইরূপে তৈল বা ঘৃতের পাক নিষ্পন্ন করিবে।

ঘৃত বা তৈলের পাকশেষ পরীক্ষা করিতে হইলে, পাত্রস্থ কল্ক অঙ্গুলিতে লেপন করিবে, যদি ঐ কল্ক অঙ্গুলিতে সংলগ্ন না হয়, এবং উহা দ্বারা বাতির ন্যায় প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে পাক সমাধা হইয়াছে বুঝিবে; বিশেষতঃ ঐ কল্ক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদি কোন শব্দ না হয়, তাহা হইলে তৈল বা ঘৃতের পাক শেষ হইয়াছে জানিবে।

তৈল ও ঘৃত যে সকল কাষ্ঠের অগ্নিতে পাক করিতে হইবে, সেই সকল বৃক্ষ অম্লরস বিশিষ্ট বা বিষাক্ত না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

ভাবনাবিধি।

ঔষধে কোন দ্রব্যের ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিতে হইলে, ঔষধের সম পরিমাণ ক্বাথ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া তাহার আটগুণ জলসহ সিদ্ধ করিবে; অনন্তর অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইয়া তদ্দ্বারা ভাবনা দিবে।

ঔষধকে রস, কাথ বা দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্যদ্বারা মর্দন করিয়া তরল হইলে দিনে রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিবে এবং রাত্রিতে বাসি করিবে, কিন্তু ঔষধ দ্রব অবস্থায় রাত্রিতে রাখিবে না, দিনে সন্ধ্যার পূর্ব্বে শুষ্ক করিয়া রাখিবে এবং পরদিন পুনরায় ভাবনা দিবে। যে স্থলে ভাবনা সম্বন্ধে দিন বা বার উল্লেখ না থাকে, সেই স্থলে সাত দিন বা সাত বার ভাবনা বিধি জানিবে।

কাথে—প্রক্ষেপমাত্রানিরূপণ।

কাথের মধ্যে কোন দ্রব্যের প্রক্ষেপ দিয়া উহা সেবন করিবার বিধি থাকিলে হিং, সৈন্ধবলবণ প্রভৃতি তীক্ষ্ণদ্রব্যসমূহ ২ রতি পরিমাণে প্রক্ষেপ দিবে; জীরকাদি দ্রব্যের চূর্ণ চারি আনা প্রক্ষেপ দিবে এবং চিনি, মধু বা গুড় প্রক্ষেপ দিতে হইলে, কাথ্য দ্রব্যের আট ভাগের এক ভাগ কাথে প্রদান পূর্ব্বক ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য।

কাথে দোষভেদে মধু ও চিনির প্রক্ষেপমাত্রা।

কাথে মধু প্রক্ষেপ দিতে হইলে বায়ুর আধিক্য অবস্থায় কাথের ষোল ভাগের এক ভাগ, পিত্তাধিক্য অবস্থায় কাথের আট ভাগের এক ভাগ, কফাধিক্য অবস্থায় কাথের চারি ভাগের এক ভাগ প্রদান করিবে; কিন্তু চিনি প্রক্ষেপ দিতে হইলে বায়ুর আধিক্য অবস্থায় কাথের চতুর্থাংশ, পিত্তাধিক্য অবস্থায় আটভাগের এক ভাগ এবং কফাধিক্য অবস্থায় কাথের ষোল ভাগের এক ভাগ প্রদান করিবে। অনেক স্থলে চিনি ও মধু ইহাপেক্ষা কমও দেওয়া হয়।

দোষভেদে অনুপানের মাত্রা।

ঔষধ সেবন কালে বাতাদি দোষের পর্য্যালোচনা করিয়া অনুপানের মাত্রা নির্দ্ধারিত করিবে, অল্পাগ্নিব্যক্তির কফজনিত রোগে বটিকাদি ও অবলেহ প্রভৃতি ঔষধের অনুপান অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় প্রদান করিবে, বায়ুজনিত রোগে ১ তোলা মাত্রায় এবং পিত্তজনিত রোগে ১৷৷০ তোলা মাত্রায় প্রদান করিবে; কিন্তু গুড় ও চিনি প্রভৃতি অনুপানরূপে প্রয়োগ করিতে হইলে, দোষভেদে মাত্রা স্থির করিয়া লইবে।

ঔষধভক্ষণবিধি।

রোগী প্রশস্তভাবে উপবেশন পূর্ব্বক স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রস্তর অথবা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্রে ঔষধ রাখিয়া সেবন করিবে, ঔষধ সেবনকালে মুখ বা চক্ষু বিকৃত করিবে না এবং ঔষধ সেবনান্তে জলদ্বারা মুখ ধৌত করিয়া তাম্বূলাদি মুখশোধন দ্রব্য চর্ব্বণ করিবে।

ঔষধ সেবনের কালনির্ণয়।

প্রভাতকালেই ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ব্যাধিবিশেষে, ধাতু-বিশেষে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় কাথ ও দুগ্ধাদিপক ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

বায়ুর প্রকোপ ও বিবিধ রোগবিশেষে ঔষধের সেবনকাল সম্বন্ধে অনেক মত দৃষ্ট হয়, এইজন্য প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তৃগণ ঔষধ ভক্ষণের দশ প্রকার কাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যথা—ভোজনের আদিতে, মধ্যে, অন্তে, মুহুর্ম্মুহুঃ, সামুদ্গ (ভোজনের আদিতে ও অন্তে), ভুক্তদ্রব্য সংযোগে, গ্রাসে, গ্রাসান্তরে, ভক্তান্তরে ও অভুক্ত অবস্থায়। অপান বায়ু কুপিত হইলে ও সর্ব্ববিধ রোগে ভোজনের আদিতে, সমান বায়ু প্রকুপিত হইলে এবং শরীরের মধ্যভাগস্থিত রোগে ভোজনের মধ্যে অর্থাৎ অর্দ্ধেক ভোজন করিয়া ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। উদান বায়ু প্রকুপিত হইলে ও সুস্থকায় এবং উর্দ্ধজত্রুগতরোগে ভোজনের পরে ঔষধ সেবন করিবে, ব্যান বায়ু প্রকুপিত হইলে প্রাতঃকালে, প্রাণবায়ু প্রকুপিত হইলে গ্রাসে ও গ্রাসান্তরে ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। শ্বাস, কাস ও তৃষ্ণারোগে মুহুর্ম্মুহুঃ, হিক্কারোগে ও কোষ্ঠবদ্ধ এবং তীক্ষ্ণাগ্নি ব্যক্তির পক্ষে সামুদ্গ অর্থাৎ ভোজনের আদিতে ও অন্তে (দুইবার), অরুচিরোগে ও সুকুমার বালক এবং ঔষধ বিদ্বেষীদিগের পক্ষে খাদ্যদ্রব্যের সহিত ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। হীনাগ্নি ও বুদ্ধিভ্রংশ ব্যক্তিকে গ্রাসে গ্রাসে ঔষধ সেবন করাইবে, কুষ্ঠ ও প্রমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে গ্রাসান্তরে ঔষধ সেবন বিধেয়, বলবান্ ব্যক্তির পক্ষে এবং কঠিন ব্যাধি উপস্থিত হইলে, অভুক্ত অর্থাৎ ভোজন

না করিয়া (খালি পেটে) ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। মধ্যদেহগত রোগে দুই-বার ভোজনের মধ্যসময়ে ঔষধ সেব্য।

স্তন্যপায়ীশিশুর ঔষধসেবনবিধি।

যে সকল স্তন্যপায়ী অর্থাৎ ২।৩ মাসের শিশু ঔষধ সেবন করিতে অক্ষম, তাহাদের কাথ সেবন আবশ্যক হইলে, তাহারা যাহার স্তন্য (স্তনদুগ্ধ) পানকরে তাহাকে ঐ কাথ সেবন করাইবে; অথবা রোগাক্রান্ত শিশুর, উপযুক্ত ঔষধ সমূহের চূর্ণ মধুসংযোগে তাহার মাতার স্তনের অগ্রভাগে লেপন করিয়া দিবে, এইরূপে স্তনদুগ্ধ পান কালে শিশুর দেহে ঔষধ প্রবিষ্ট হয়। স্তন্যপায়ী শিশুর প্রায় সমস্ত রোগের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা ও ঔষধ এই গ্রন্থের বাল-রোগাধিকারে বর্ণিত হইবে।

মহাপুটবিধি।

লৌহ, অভ্র, মণ্ডুর, তাম্র ও অন্যান্য ধাত্বাদির পুটপাকার্থ মহাপুটের প্রয়োজন; মহাপুট প্রদান করিতে হইলে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা বিশিষ্ট দুইহস্ত প্রশস্ত চতুষ্কোণ গর্ত্ত প্রস্তুত পূর্ব্বক তন্মধ্যে ১০০০ বিলঘুটে রাখিয়া অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক তদুপরি মূষা স্থাপন করিবে; এবং ৫০০ বিলঘুটে চাপা দিয়া পুনর্ব্বার অগ্নি প্রদান করিবে; যখন সমস্ত বিলঘুটে ভস্মীভূত এবং মূষা শীতল হইবে, তখন মূষা বাহির করিয়া ধাতুদ্রব্য গ্রহণ করিবে। ধাতু-দ্রব্যের পরিমাণ অধিক হইলেই মহাপুটের আবশ্যকতা হয়।

গজপুটবিধি।

লৌহ, অভ্র ও মণ্ডূর প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য ও অন্যান্য দ্রব্যসমূহ গজপুটে পাক করিতে হইলে, একগজ গভীর গোলাকার গর্ত্ত প্রস্তুত করিবে; ঐ গর্ত্তের মুখ-ভাগের ব্যাস অর্থাৎ প্রশস্ততা ২৪ অঙ্গুলি হইবে এবং প্রশস্ততা ক্রমশঃ অধিক হইয়া গোলাকারভাবে নিম্নভাগে ৩৬ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত ধারণ করিবে অর্থাৎ মুখভাগ হইতে নিম্নভাগের প্রশস্ততা দেড়গুণ হওয়া আবশ্যক; গর্ত্তের চারি ভাগের তিন ভাগ বিলঘুটিয়া দ্বারা পূর্ণ করিয়া তদুপরিভাগে ঔষধ স্থাপন পূর্ব্বক গর্ত্তের অবশিষ্টাংশ বিলঘুটিয়া দ্বারা পূর্ণ করিবে; অনন্তর উপরে

অগ্নি প্রদান করিবে; এইরূপ গর্ত্তে লৌহ, অভ্র ও রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য ও অন্যান্য ঔষধ পাক করিবে; এইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট গর্ত্তই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বরাহপুটবিধি।

যে গর্ত্তের সকল দিকেরই পরিমাণ পৌনে এক হাত হইবে, সেই গর্ত্তে ঔষধ পাক করিতে হইলে তাহাকে বরাহপুট কহে।

কৌক্কুটপুটবিধি।

যে গর্ত্তের সকল দিকেই অর্থাৎ গভীরতা ও প্রশস্ততা ষোল অঙ্গুলি থাকিবে. সেই গর্ত্তে পুট প্রদান করিতে হইলে, তাহাকে কৌক্কুটপুট কহে।

কপোত পুট বা লঘু পুটবিধি।

যে গর্ত্তে আট খানা বিলঘুটিয়া দ্বারা পুট প্রদান করা যায়, তাহাকে কপোতপুট কহে, লঘুপুট ইহার নামান্তর।

ভাণ্ডপুটবিধি।

তুষপূর্ণ বৃহৎ হাঁড়ীর মধ্যে মূষা স্থাপন পূর্ব্বক অগ্নি প্রদান করিয়া হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিবে. এইরূপভাবে পুট প্রদানকে ভাণ্ডপুট কহে।

ঔষধ পরিজ্ঞানের উপায়।

উদ্ভিজ্জ ও অন্যান্য দ্রব্যের নাম অজ্ঞাত থাকিলে রাখাল, তপস্বী, শীকারী, মালাকর ও পরিভ্রমণকারীদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ঔষধের নাম পরিজ্ঞাত হইবে।

ঔষধের গুণপরীক্ষা।

কোনও অপরিজ্ঞাত গুণযুক্ত নূতন ঔষধ প্রস্তুত করা হইলে, প্রথমতঃ ইতর লোককে প্রয়োগ করিয়া ঔষধের গুণাগুণ পরীক্ষা করিবে, অনন্তর রাজপদবাচ্য ব্যক্তিকে প্রদান করিবে।

বিরেচনের—অযোগ্য ব্যক্তি।

বালক, বৃদ্ধ, অতিস্নিগ্ধ, ক্ষতক্ষীণ, ভয়ার্ত্ত, পরিশ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, স্থূলাঙ্গ, গর্ভিণী, নবজ্বরী, নবপ্রসূতাস্ত্রী, মন্দাগ্নিযুক্ত, শল্যপীড়িত এবং রুক্ষধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি, উরঃক্ষত ও শোষ (যক্ষ্মা) রোগী, অধোগত রক্তপিত্ত রোগী, নূতন-প্রতিশ্যায় রোগী এবং মদাত্যয় রোগী ; এই সকল ব্যক্তিকে কখনও বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করিবে না।

নস্যগ্রহণের অযোগ্য ব্যক্তি।

নূতন প্রতিশ্যায় রোগী, গর্ভিণী, বিষদোষ পীড়িত ব্যক্তি, অজীর্ণ রোগী, বস্তিক্রিয়ান্বিত ব্যক্তি, স্নেহদ্রব্য ও আসবাদি তরলদ্রব্যপায়ী ব্যক্তি, ক্রুদ্ধ ব্যক্তি, শোকাভিভূত ব্যক্তি, তৃষ্ণার্ত্ত, বৃদ্ধ, বালক, মলমূত্র বেগধারী ব্যক্তি, স্নাত, শ্রান্ত ও কামাতুর ব্যক্তি এই সকলকে নস্য প্রদান করিবে না। বিশেষতঃ অষ্টবর্ষের ন্যূন এবং অশীতিবর্ষের ঊর্দ্ধ ব্যক্তিকেও নস্য প্রদান করা অবৈধ।

বমনের অযোগ্য ব্যক্তি।

তিমির রোগ, গুল্মরোগ ও উদরীরোগ দ্বারা পীড়িত ব্যক্তি এবং কৃশ, অতি বৃদ্ধ, গর্ভিণী, স্থূলকায় ক্ষতরোগী, মদার্ত্ত, বালক রুক্ষদেহ, ক্ষুধিত, নিরূহ ক্রিয়ান্বিত এবং উদাবর্ত্ত, ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত, প্রকুপিত বায়ু, পাণ্ডু, ক্রিমি ও অধ্যয়ন দ্বারা স্বরভঙ্গ রোগীকে বমন কারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না, ঐ সমস্ত ব্যক্তির অজীর্ণ, বিষরোগ বা কফাধিক্য হইলে, যষ্টিমধুর ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইবে।

কটুতৈলমূর্চ্ছাবিধি।

কটূতৈল ৪ সের লইয়া অগ্নিতে পাক করত নিষ্ফেন হইলে, আম্র-পল্লবাদি দ্বারা পরীক্ষা করিবে অর্থাৎ উত্তপ্ত তৈলে প্রদান করিবামাত্র পত্র ভর্জ্জিত হইলে, পাক শেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে ; তখন চুল্লী হইতে নামাইয়া শীতল হইলে, এই সকল দ্রব্য দ্বারা মূর্চ্ছা পাক করিবে। প্রথমে

হরিদ্রারস ২ তোলা প্রদান করিবে; অনন্তর কুট্টিত মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা এবং আমলা, মুথা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগকেশররেণু, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুকা ও বহেড়া; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে কুট্টিত করিয়া ১৬ সের জলে মিশ্রিত করত তৈলে প্রদান করিবে। তৈলের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে সমস্ত দ্রব্যের (মূর্চ্ছনদ্রব্য ও জলের) হ্রাসবৃদ্ধি করিবে।

তিলতৈলমূর্চ্ছাবিধি।

তিলতৈল ৪ সের লইয়া অগ্নিতে পাক করত নিক্ষেপ করিবে, অনন্তর আম্রপল্লবাদি দ্বারা পরীক্ষা করণান্তর শীতল হইলে, এই সকল দ্রব্যদ্বারা মূর্চ্ছাপাক কবিবে। প্রথমে হরিদ্রারস ৪ তোলা প্রদান করিবে, পরে মঞ্জিষ্ঠা ১৬ তোলা, লোধ, বালা, নালুকা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কেয়ার মাথী ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া ১৬ সের জলে মিশ্রিত করত তৈলে প্রদান করিবে। তৈলের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে মূর্চ্ছনদ্রব্য ও জলের হ্রাসবৃদ্ধি করিবে।

এরণ্ডতৈলমূর্চ্ছাবিধি।

এরণ্ডতৈল ৪ সের লইয়া অগ্নিতে পাক করিয়া পত্রাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া নামাইবে, পরে শীতল হইলে এই সকল দ্রব্য প্রদান করিবে। মঞ্জিষ্ঠা মুথা, ধনে, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, জয়ন্তীপত্র, রাস্না, বনখর্জ্জুর, বটের ঝুরি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নালুকা, কেয়ারঝুরি, দধি ও কাঁজি ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা কুট্টিত করত ১৬ সের জলে মিশ্রিত করিয়া তৈলে প্রদান করিবে। তৈলের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে সমস্ত দ্রব্যের হ্রাস ও বৃদ্ধি করিবে।

ঘৃতমূর্চ্ছাবিধি।

ঘৃত ৪ সের অগ্নিতে পাক করত ফেণারহিত হইলে আম্রপল্লবাদি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া চুল্লী হইতে নামাইয়া শীতল করিবে; অনন্তর এই সকল দ্রব্য প্রদান করিবে। প্রথমে হরিদ্রার রস ৮ তোলা প্রদান করিয়া তৎপরে ছোঙ্গ লেবুর রস ৮ তোলা প্রদান করিবে; অনন্তর হরীতকী, আমলা,

বহেড়া ও মুথা; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ৮ তোলা লইয়া কুট্টিত করিয়া ১৬ সের জলে মিশ্রিত করত ঘৃতে প্রদান করিবে। ঘৃতের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে সমস্ত দ্রব্যের হ্রাস বৃদ্ধি করিবে।

গন্ধপাক-দ্রব্য।

এলাইচ, শ্বেতচন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরামাংসী, কাঁকোলী, জটামাংসী, শঠী, সরলকাষ্ঠ, গেঁঠেলা, কর্পূর, শিহ্লক, বেণার মূল, মৃগনাভি, নখী খাটাসী, কৃষ্ণাগুরু, মুথা, মেথী ও লবঙ্গ; এই সকল দ্রব্য বিষ্ণু তৈলাদিতে গন্ধপাকার্থ প্রদান করিবে।

মতান্তরে—গন্ধপাকদ্রব্য।

দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, অগুরু, দারুচিনি, তেজপত্র, মুথা, কুড়, কুঙ্কুম, গেঁঠেলা, বচ, জটামাংসী, কর্পূর, কুন্দুরুখোটী, খাটাসী, মৌরী, এলাইচ, নখী, শ্বেতচন্দন, বালা, প্রিয়ঙ্গু, মেথী, কস্তূরী, সুগন্ধ চাঁপা, দেবতাড়, নালুকা, পৃক্কা ও কাঁকোলী; এই সমস্ত গন্ধদ্রব্য দ্বারা তৈলের গন্ধপাক সমাপ্ত করিবে। অন্যান্য বায়ুনাশক অথচ সুগন্ধ দ্রব্যও বিবেচনা পূর্ব্বক তৈলে প্রদান করিবে।

যূষপ্রস্তুতবিধি।

মুগ, মসুর, কুলথ কলায়, বনমুগ বা ছোলা প্রভৃতি কোন একটি দাইলের পরিমাণ অপেক্ষা অষ্টাদশ গুণ জল লইয়া একত্র সিদ্ধ করিবে, এবং গলিয়া পেয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন হইলে ছাকিয়া রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে।

খৈরমণ্ড প্রস্তুতবিধি।

টাট্কা খই উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া উপযুক্ত গরম জলে চট্কাইতে থাকিবে, পরে খই গলিয়া গেলে কাপড় দ্বারা ছাকিয়া, উহাতে কিঞ্চিৎ মিশ্রী বা ইক্ষু-চিনি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে।

হিঙ্গুলাকৃষ্ট রস ও রৌপ্যভস্ম-প্রণালী।

হিঙ্গুল হইতে পারদ গ্রহণের আবশ্যকতা হইলে, ঐ সঙ্গে একেবারে রৌপ্য ভস্ম করা যাইতে পারে। শোধিত রূপার পাত কাঁচি দ্বারা কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া শোধিত হিঙ্গুলচূর্ণ দ্বারা উহা আবৃত করিয়া হাঁড়ীর তলায় স্থাপন-পূর্ব্বক নিম্নে জ্বাল দিলে উপরের শরার নিম্নভাগে পারদ সংলগ্ন হইবে, এবং রৌপ্য ভস্ম অবস্থায় হাঁড়ীর তলায় পতিত থাকিবে। এই রূপাভস্ম দেখিতে ঠিক রূপার ন্যায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ বর্ণের কোন তারতম্য হয় না।

স্বর্ণভস্মকালে স্বর্ণসিন্দূরের উৎপত্তি ও তৎসহ স্বর্ণের উত্থান।

অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজের সহিত স্বর্ণ উত্থিত হয় না, স্বর্ণ ভস্ম অবস্থায় বোতলের নিম্নে পতিত থাকে। স্বর্ণসিন্দূরের সহিত স্বর্ণ উঠাইবার জন্য আমিও অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। সুতরাং নানা কারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, স্বর্ণসিন্দূরের সহিত স্বর্ণ উঠাইবার চেষ্টা কার্য্যকরী হইবে না। এইজন্য আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা প্রথমখণ্ডে আমি এইরূপ মতই লিপি-বদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা প্রথমখণ্ড প্রচারিত হওয়ার পর ঘটনা-ক্রমে আমার ঐরূপ মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। একদিন স্বর্ণ ভস্ম করিবার প্রয়োজন হওয়ায় পারদের সহিত স্বর্ণ মর্দ্দন পূর্ব্বক গন্ধকের সহিত কজ্জলী করিয়া প্রথম পুট প্রদানের পর মূষা খুলিয়া দেখা গেল যে উপরের মূষাতে স্বর্ণসিন্দূর উত্থিত হইয়াছে, নিম্নের মূষাস্থিত স্বর্ণ ওজন করিয়া দেখা গেল, একভরির স্থানে মোটে এগার আনা রহিয়াছে। তখন মনে করিলাম হয়ত অবশিষ্ট পাঁচ আনা সোণা স্বর্ণসিন্দূরের সহিত উত্থিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে স্বর্ণসিন্দূরের সহিত সোণা উঠিয়াছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য ঐ স্বর্ণসিন্দূর খলে পেষণ পূর্ব্বক পুনরায় পুট দিয়া দেখা গেল, যথার্থই পাঁচ আনা সোণা এই স্বর্ণসিন্দূরের মধ্যে ছিল। তখন অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম ঘুটিয়াগুলি একটু ভিজা ছিল, তজ্জন্য অগ্নির উত্তাপের তারতম্যেই ঐরূপ হইয়াছে। যাহা হউক তারপর আমি এ সম্বন্ধে আর পরীক্ষা করিবার অবসর পাই নাই। আশা করি এই কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী আছেন, তাঁহারা

পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। কারণ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে, আয়ুর্ব্বেদের একটী প্রধান অভাব দূরীভূত হয়। গন্ধক, পারদ ও স্বর্ণ এই তিন দ্রব্য স্বর্ণসিন্দুরের প্রধান উপাদান, কিন্তু স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুতকালে গন্ধক সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া যায়, কেবলমাত্র পারদ ও স্বর্ণ এই দুইটী উহাতে থাকে। সোণা ও পারদ এই উভয় দ্রব্যই পৃথক্‌ভাবে বহুগুণশালী, সুতরাং উভয়ের মিশ্রণে স্বর্ণসিন্দূর প্রস্তুত হইলে তদ্দারা যে জরা, মরণাদি পর্য্যন্ত রহিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কিন্তু যখন সোণা উহাতে থাকে না, তখন উহা দ্বারা ষোল আনা উপকারের আশাও করা যায় না। কেহ কেহ বলেন, স্বর্ণসিন্দুরের সহিত স্বর্ণ কোন কালেই থাকে না, কিন্তু স্বর্ণের গুণ ও বীর্য্য উহাতে থাকে; সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে সোণা না থাকিলেও উহা গুণহীন হয় না। এই উভয় মতের কোন্‌টি প্রকৃত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন, আয়ুর্ব্বেদও এ সম্বন্ধে নীরব।

ভল্লাতকের গুণ ও প্রয়োগপ্রণালী।

ভল্লাতকের ন্যায় সুলভ অথচ মহোপকারী ঔষধ সচরাচর দৃষ্ট হয় না, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল কেহই উহা প্রয়োগ করেন না, কেহ কেহ বলেন উহা বিষাক্ত, কেহ কেহ বলেন উহা আজকাল মানব শরীরে সহ্য হয় না, কিন্তু আমার মতে ইহার কোনও যুক্তিই সমর্থনযোগ্য নহে, প্রথম কথা এই—বিষ বলিয়া যদি উহা পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে আয়ুর্ব্বেদের অধিকাংশ ঔষধই পরিত্যাজ্য, সুচিকাভরণ প্রভৃতি ঔষধে সর্পবিষ ব্যবহৃত হয়, অথচ সুচিকাভরণের ন্যায় মহোপকারী ঔষধ মৃত্যুপ্রদ সন্নিপাত বা বাতশ্লেষ্মবিকারের আর কি আছে? এবিষয়ে শাস্ত্রের যুক্তি এই—বিষ উত্তমরূপে শোধন করিয়া যুক্তিযুক্তরূপে প্রয়োগ করিতে পারিলে, সেই বিষই অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়। বাস্তবিক এই মতই সমর্থনযোগ্য ও প্রকৃত।

দ্বিতীয় কথা এই—কেহ কেহ বলেন উহা মানব শরীরে সহ্য হয় না, এই মতও সমর্থনযোগ্য নহে। কারণ সকলেরই শরীরে যে উহা সহ্য হইবে না, তাহা অসম্ভব। যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহারা ভল্লাতক কখনও প্রয়োগ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না, আয়ুর্ব্বেদে ঐ ধরণের একটী বচন আছে, আমার বিশ্বাস তাঁহারা সেই জন্যই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। সেই সংস্কৃত বচনটী এই—"ভল্লাতকাসহত্বেতু রক্তচন্দন মিষ্যতে" অর্থাৎ ভল্লাতক অসহ্য হইলে,

তৎপরিবর্ত্তে রক্তচন্দন প্রয়োগ করিবে। কিন্তু ইহা যে সকলের শরীরেই অসহ্য হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। যেখানে অসহ্য হইবে, উহার অর্থ এই যে, ভল্লাতক অত্যন্ত পিত্তবর্দ্ধক, সুতরাং পিত্তপ্রধান শরীরে অর্থাৎ অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি রোগে উহা সহ্য হয় না। কিন্তু অমৃতভল্লাতক যে নিয়মে প্রস্তুত হয়, আমার বিশ্বাস অল্প. মাত্রায় প্রয়োগ করিলে ঐ সকল পিত্ত-প্রধান রোগেও সহ্য হইতে পারে, তবে ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, ভল্লাতক এতাদৃশ উপকারী হইলেও পিত্তনাশক দ্রব্যের সংযোগ ব্যতীত ভক্ষণ করা কদাপি উচিত নহে, এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ ঘৃত, দুগ্ধ ও চিনি সহযোগে ইহা ভক্ষণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এই জন্যই অমৃতভল্লাতক দুগ্ধ, চিনি ও ঘৃত-সংযোগে পাক করিয়া সেবনের বিধি আছে, কিন্তু তথাপি উহা সেবনে শরীর গরম হইলে বা গাত্রজ্বালা অনুভূত হইলে অথবা কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে, চিনি দ্বারা প্রস্তুত তিলের লাড়ু, নারিকেলের দুধ, ইক্ষুরস, ডাবের জল প্রভৃতি দ্রব্য ঐ সকল উপসর্গ নিবারণের জন্য প্রতিষেধকরূপে আমরা ব্যবস্থা করিয়া থাকি। উহা সেবনকালে যাহাতে দাস্ত পরিষ্কার থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। অর্শরোগে অমৃতভল্লাতক অমৃতের ন্যায় উপকারী, অর্শোরোগে ইহা প্রয়োগে দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত ও বলি শুষ্ক হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে, রক্তগুল্মরোগে কেবলমাত্র উহা প্রয়োগেই রোগিণী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, এইরূপ দেখা গিয়াছে, আর পারদবিকৃতি, উপদংশবিষ ও কুষ্ঠ ইহা প্রয়োগে বিনষ্ট হইতে দেখা গিয়াছে, এমন কি আমার বিশ্বাস এই সকল রোগের বিষ নষ্ট করিতে ইহা সালসা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা সালসার জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতে অসমর্থ, তাঁহাদিগকে আমি অমৃতভল্লাতক ভক্ষণ করিতে পরামর্শ দেই। অত্যল্প খরচে রোগমুক্ত হইবার পক্ষে এমন অদ্বিতীয় ঔষধ আর নাই। অমৃত ভল্লাতকের মাত্রা ১৫ ফোটা হইতে ৬০ ফোঁটা পর্য্যন্ত ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ দিনে একবার আহারান্তে সেব্য।

ভল্লাতকশোধনে—সতর্কতা।

ভল্লাতক এতাদৃশ উপকারী হইলেও উহা শোধনের বা প্রস্তুতের সময় অতি সতর্ক হওয়া উচিত, নচেৎ বিপদের সম্ভাবনা, প্রথমতঃ দুই হস্তে ঘৃত মাখাইয়া সুপক্ক ভল্লাতক জলে নিক্ষেপ করিবে, পরে যে গুলি ডুবিয়া যাইবে, সেইগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক ইষ্টক চূর্ণ বা শুরকীর সহিত একদিন এক রাত্রি

ভিজাইয়া রাখিবে, অনন্তর পুনর্ব্বার হস্তদ্বয় ঘৃতদ্বারা লিপ্ত করিয়া আস্তে আস্তে শুরকীর সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক জলে ধৌত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। অমৃতভল্লাতক প্রস্তুত করিতে হইলে আবার হস্তদ্বয় ঘৃতলিপ্ত করিয়া যাতি দ্বারা উক্ত ভেলা সকল কাটিয়া দুইখণ্ড করিবে, তৎপরে যথানিয়মে জলের সহিত পাক করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে এবং এই ক্বাথ ঘৃত ও দুগ্ধসহ যথানিয়মে পাক ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সাত দিবস ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে। শোধনের সময় যদি উহার আঠা কোন অঙ্গে লাগে, তবে সেইস্থান রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, এই জন্যই হস্তদ্বয়ে ঘৃতলিপ্ত করা কর্ত্তব্য। আর উহা পাকের সময়ে সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া লওয়া উচিত, কারণ উহার ধূম বা বাষ্প লাগিলে, সেইস্থানও রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠে, যাহা হউক ইহাতে ভয়ের কোনও কারণ নাই, যে স্থান ফুলিয়া উঠিবে, সেই স্থানে নারিকেল তৈল ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

তাম্র, কাংস্য ও পিত্তলভস্মের সহজ প্রণালী।

উক্ত তিনটী দ্রব্যের ভস্মপ্রণালী যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকারই করিবে। কিন্তু তামা, কাঁসা ও পিতলের গুঁড়া সংগ্রহ করিতে পারিলেই সহজে ভস্ম হয়। যেখানে কুঁদের কার্য্য হয়, সেই খানেই উহাদের গুঁড়া সংগ্রহ হইতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই পরিভাষা প্রকরণে, জারণ, মারণ ও শোধনের যে সকল সহজ প্রণালী লিখিত হইল, ঐ নিয়মানুসারে আমি শত শত বার স্বহস্তে জাগরণ, মারণ ও শোধন করিয়াছি; সুতরাং ঐ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া কাহাকেও কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত বা মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হইবে না। বলা বাহুল্য ঐ সকল সহজ প্রণালী আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত আমাকে যে নানা প্রকারে কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

পরিভাষা সম্পূর্ণ।

আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা

বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রাধান্য। বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিকৃতি যাবতীয় রোগের কারণ এবং সমতাই সুস্থতার হেতু; ইহারা জীবের দেহে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিয়া, দেহীর জীবন-রক্ষা ও দেহের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোনও একটি বিকৃত বা কুপিত হইলে, জীবশরীরে বিবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয় এবং দেহী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যেরূপ বিবিধ বাষ্পীয় যন্ত্র অর্থাৎ এঞ্জিন প্রভৃতি, জল, বাষ্প ও অগ্নিসংযোগে চালিত হইয়া নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার সাহায্যে জীবের দেহেও বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। বায়ু. পিত্ত. কফ ও রক্ত এই ৪টী দ্বারা দেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ হয়।

বায়ু, পিত্ত ও কফের সাধারণ স্থান। সাধারণতঃ বায়ু শ্রোণি ও গুহ্য নাড়ীতে অবস্থিত। শ্রোণি ও গুহ্য নাড়ীর উপরি ভাগে এবং নাভির নিম্নে পক্বাশয় অবস্থিত; এই পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থলে পিত্তের স্থান এবং আমাশয়ে শ্লেষ্মার স্থান নির্ণীত হইয়াছে।

বায়ুর কার্য্য। সন্ধিভ্রংশ, অঙ্গ (হস্তপদাদি) বিক্ষেপ, শরীরে মুদ্গরাদি দ্বারা পীড়নবৎ কষ্ট, স্পর্শাজ্ঞানতা, শরীরের অবসন্নতা, শূলবৎ বেদনা, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, বিদারণবৎ কষ্টবোধ, মল মূত্রাদির সম্যক্ প্রকার নির্গমনাভাব, শরীরে ভঙ্গবৎ বেদনা, শিরাদির সঙ্কোচ, মলের পিণ্ডীভাব, রোমাঞ্চ, তৃষ্ণা, কম্প, শরীরের রুক্ষতা, অস্থি সমূহের ছিদ্রতা (মধ্য শুষ্কতা), রসাদির শোষণ, স্পন্দন, রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিতবৎ ভাব, স্তব্ধতা, মুখের কষায়স্বাদ, দেহের কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণতা; এই সমস্ত বায়ুর কার্য্য।

পিত্তের কার্য্য। দাহ, শরীরের রক্তাভা, উষ্ণতা, পাকক্রিয়া, ঘর্ম্ম, ক্লেদ, স্রাব, শরীরের অবসন্নতা, মূর্চ্ছা, মত্ততা, মুখে কটু ও অম্লরস বোধ, দেহের পাণ্ডু ও অরুণ বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণতা; এই সমস্ত পিত্তের কার্য্য।

শ্লেষ্মার কার্য্য। স্নিগ্ধতা, কাঠিন্য, কণ্ডূ, শীতবোধ, গুরুতা, দেহের স্রোতঃ সমূহের বিবন্ধ, লিপ্ততা, শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃত বোধ, শোথ, অপরিপাক, নিদ্রাধিক্য, দেহের শ্বেতবর্ণতা, মুখ স্বাদু ও লবণবোধ এবং দীর্ঘসূত্রতা; এই সমস্ত কফের কার্য্য।

বায়ুর স্থানভেদে নাম ও কার্য্য। বায়ু, স্থানভেদে পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া শরীরে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিতেছে। ১। হৃদয়ে প্রাণবায়ু, অবস্থিত থাকায়, উহার সাহায্যে আহার্য্য দ্রব্য অন্ননালী দ্বারা উদরে প্রবিষ্ট হয় এবং এই বায়ুই প্রাণধারণ করিতে সক্ষম হয়; প্রাণবায়ুর প্রকোপ বশতঃ হিক্কা ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। ২। অপানবায়ু পক্বাশয়ের নিম্নভাগে অবস্থিত থাকিয়া যথাসময় মল, মূত্র, শুক্র, আর্ত্তব ও গর্ভ অধোগামী করে। অপানবায়ু প্রকুপিত হইলে, বস্তিদেশস্থিত এবং গুহ্যনাড়ীগত বিবিধ পীড়া, প্রমেহ ও অন্যান্য বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। ৩। সমানবায়ু নাভিমণ্ডলে অবস্থিত থাকিয়া আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে বিচরণ করে, সমানবায়ুই পাচকাগ্নিসংযোগে ভুক্ত অন্নের পরিপাকক্রিয়া সম্পাদন করে এবং ভুক্ত অন্নের সারভাগ (রস) মলমূত্রাদি হইতে পৃথক্ করে। ৪। উদানবায়ু কণ্ঠদেশে অবস্থিত থাকায়, উহার সাহায্যে গীত ও বাক্য-প্রয়োগ ইত্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়; উদানবায়ুর বিকৃতি হইলে, ঊর্দ্ধজত্রুগত বিবিধ পীড়া উৎপন্ন হয়। ৫। ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরগত, ইহার সাহায্যে ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ (রস) সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত হয় এবং ঘর্ম্ম নির্গম, গমন, উৎক্ষেপণ, নিমেষ ও উন্মেষ ইত্যাদি কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। দেহীর সমস্ত কার্য্যই বায়ুসাপেক্ষ। ব্যানবায়ুর কার্য্য শরীরচালনা, উদানবায়ুর কার্য্য উদ্বহন, প্রাণবায়ুর কার্য্য আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ, সমানবায়ুর কার্য্য মলমূত্রাদির পৃথক করণ, অপানবায়ুর কার্য্য শুক্র মূত্রাদির প্রবর্ত্তন ও ধারণা; পাঁচ প্রকার বায়ুর দ্বারা এই সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

পিত্তের স্থানভেদে নাম ও কার্য্য। পিত্ত পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করিয়াছে॥ ১॥ পাচকপিত্ত অগ্ন্যাশয়ে অবস্থিত। ইহার সাহায্যে অন্নের পরিপাক ও অবশিষ্ট পিত্তগণের অগ্নিবল বর্দ্ধিত হয়, এই পিত্তই রস, মল ও মূত্রাদির বিরেচন-কার্য্য সমাধান করে।

২। রঞ্জকপিত্ত যকৃৎ ও প্লীহায় অবস্থান করিতেছে, রঞ্জকপিত্ত দ্বারা ভুক্ত-দ্রব্যের রস রক্তরূপে পরিণত হয়। ৩। সাধকপিত্ত হৃদয়ে অবস্থিতি করে, ইহা দ্বারা বুদ্ধি, মেধা এবং স্মৃতিশক্তি উৎপন্ন হয়। ৪। আলোচকপিত্ত চক্ষুর্দ্বয়ে অবস্থিতি করিয়া দ্রব্যাদির রূপদর্শন কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ৫। ভ্রাজক পিত্ত সর্ব্বদেহস্থ চর্ম্মে অবস্থিতি করিয়া দেহের কান্তি সম্পাদন করে এবং ইহার সাহায্যে দেহে মর্দ্দিত প্রলেপ ও তৈলাদির পরিপাক হইয়া থাকে।

কফের স্থানভেদে নাম ও কার্য্য। শ্লেষ্মা পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া স্থানভেদে পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করিয়াছে। ১। ক্লেদন নামক শ্লেষ্মা আমাশয়ে অবস্থিত, ইহা ভুক্তদ্রব্যকে ক্লিন্ন অর্থাৎ কর্দ্দমভাবাপন্ন করে এবং নিজের ক্ষমতাবলে অন্য চতুর্ব্বিধ শ্লেষ্মার জলীয়শক্তি বৃদ্ধি করে। ২। অবলম্বন নামক শ্লেষ্মা হৃদয়ে অবস্থান করিয়া ত্রিকদেশ (মস্তক ও বাহুদ্বয়ের সন্ধি) ধারণ করে এবং ঐ শ্লেষ্মা শুষ্ক বা বিকৃত হইলে বাহুর কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। ৩। রসন নামক শ্লেষ্মা কণ্ঠদেশে অবস্থান করায় রসজ্ঞান জন্ম, রসনা আমাদের রস-জ্ঞানের প্রধান উপায়। ৪। স্নেহন নামক শ্লেষ্মা মস্তকে অবস্থান করিয়া স্নেহপদার্থ প্রদান দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করে। ৫। শ্লেষ্মণ নামক শ্লেষ্মা সন্ধিস্থানে অবস্থান করে এবং ইহার সাহায্যে শরীরের যাবতীয় সন্ধি সংশ্লিষ্ট থাকে।

জ্বর-চিকিৎসা।

জ্বরোৎপত্তির কারণ। অনিয়মিত আহার বিহার দ্বারা প্রকুপিত দোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা আমাশয়ে গমন পূর্ব্বক আমরসের সহিত মিলিত হইয়া পাচকাগ্নিকে পাকাশয় হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া ত্বক্ (চর্ম্মকে) আশ্রয় করায়, এই জন্যই শরীর উত্তপ্ত হয় এবং ইহাকেই জ্বর বলে। এই জ্বর আট প্রকার, যথা—বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, কফজ্বর, বাতপিত্ত, বাতশ্লেষ্ম, পিত্ত-শ্লেষ্ম ও সন্নিপাত এবং আগন্তুজ্বর।

পৃথক্ দোষ তিন প্রকার যথা—বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক। যে কোন রোগে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই তিনটীর মধ্যে দুইটীর লক্ষণ মিলিত

হইলে, তাহাকে দ্বন্দ্বজ বা দ্বিদোষজ এবং তিনটীর লক্ষণ মিলিত হইলে, তাহাকে ত্রিদোষ বা সন্নিপাতজ বলে। দ্বন্দ্বজ তিন প্রকার যথা—বাতপৈত্তিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও পিত্তশ্লৈষ্মিক। সান্নিপাতিক এক প্রকার।

জ্বরের পূর্ব্বরূপ। পরিশ্রম বোধ, চিত্তের অস্থিরতা বা কার্য্যে অনিচ্ছা, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের বিরসতা, জলপরিপূর্ণ নেত্র, এবং শীতল দ্রব্য, বায়ু ও রৌদ্রাদিতে পুনঃপুনঃ ইচ্ছা ও দ্বেষ, হাই, শরীর বেদনা ও ভারবোধ, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকারে প্রবিষ্টবৎ বোধ, বিমর্ষভাব ও শীতবোধ; জ্বরের পূর্ব্বে এই সকল লক্ষণ হয়; বিশেষতঃ বাতিক জ্বরের পূর্ব্বে অত্যন্ত হাই, পৈত্তিক জ্বরের পূর্ব্বে চক্ষুর্দ্বয়ে অত্যন্ত জ্বালা এবং শ্লৈষ্মিক জ্বরের পূর্ব্বে মুখে অত্যধিক অরুচি হইয়া থাকে; এই তিনটী লক্ষণের দুইটি মিলিত হইলে, তাহাকে দ্বন্দ্বজ এবং এক সঙ্গে তিনটী মিলিত হইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক জ্বর বলে। উক্ত তিনটি লক্ষণ দ্বারা একদোষজনিত তিনপ্রকার, দ্বিদোষজ বা দ্বন্দ্বজ তিন প্রকার এবং ত্রিদোষজ বা সন্নিপাতজ এক প্রকার; এই সপ্তবিধ জ্বর অতি সহজেই নিরূপিত হইতে পারে।

বাতজ্বরের লক্ষণ। জ্বরকালে গাত্রকম্প, জ্বরের আগমন কালের অনিশ্চয়তা বা উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি, কণ্ঠ ও ওষ্ঠদেশের শুষ্কতা, নিদ্রাশূন্যতা, হাঁচির অভাব, গাত্রের রূক্ষতা, সমস্ত গাত্রে বিশেষতঃ মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে বেদনার আধিক্য, মুখের বিরসতা, মলের কঠিনতা, উদরে বেদনা, উদর আধ্মান এবং সময় সময় হাই উঠা; এই সমস্ত বাতজ্বরের লক্ষণ।

পিত্তজ্বরের লক্ষণ। জ্বরের তীক্ষ্ণবেগ অর্থাৎ অত্যন্ত উত্তাপ, পাতলা-দাস্ত, নিদ্রার অভাব, বমি এবং কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকায় স্ফোস্কার ন্যায় নির্গম, ঘর্ম্ম নির্গম, অযথাবাক্য পুনঃপুনঃ প্রয়োগ, মুখ কটুবোধ, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা এবং নেত্রদ্বয়ে, মলে ও মূত্রে পীতবর্ণাভা; এই সমস্ত পিত্ত-জ্বরের লক্ষণ।

কফজ্বরের লক্ষণ। গাত্র আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ বিবেচনা, জ্বরের অল্প বেগ, অলসতা, মুখের মধুরাস্বাদ, মল ও মূত্রের শুক্লবর্ণতা, শরীরের স্তব্ধতা, আহারান্তে ভোজনে যেরূপ অনিচ্ছা তাদৃশ ভাব, বমি, অঙ্গের অবসন্নতা,

অপরিপাক, শরীরে ভারবোধ, শীতবোধ, বমনেচ্ছা, রোমাঞ্চ, অতিনিদ্রা, সর্দ্দিভাব, অরুচি, কাস ও চক্ষুর শুক্লবর্ণাভা ; এই সমস্ত কফজ্বরের লক্ষণ।

বাতপিত্তজ্বরের লক্ষণ। পিপাসা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ, নিদ্রানাশ, মস্তক-বেদনা, কণ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা, বমি, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকারবৎ দর্শন, সন্ধিস্থানে ভঙ্গবৎ বেদনা ও হাই উঠা ; এই সমস্ত বাতপিত্তজ্বরের লক্ষণ।

বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ। শরীর আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ বিবেচনা, সন্ধিস্থানে বেদনা, নিদ্রাধিক্য, শিরোবেদনা, সর্দ্দিবোধ, কাস, অত্যন্ত ঘর্ম্ম, শরীরে অত্যন্ত তাপ ও জ্বরের মধ্যবেগ ; এই সমস্ত বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ। শ্লেষ্মাদ্বারা মুখলিপ্ততা, মুখ তিক্তবোধ, তন্দ্রা, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, ক্ষণকাল দাহ ও পরমুহূর্ত্তে শীতবোধ ; এই সমস্ত পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ।

সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ ২৫ পৃষ্ঠায় ও আগন্তুজ্বরের লক্ষণ ৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বর-চিকিৎসাবিধি।

—:*:—

জ্বরের আরম্ভ কাল হইতে দিন গণনাক্রমে জ্বরসমূহ পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই নামকরণ, সময়ানুসারে ও অবস্থানুসারে পৃথক্ ঔষধের প্রয়োগ ও চিকিৎসার সুবিধার জন্যই হইয়াছে। যথা—সাম-জ্বর (তরুণজ্বর), নিরামজ্বর, মধ্যজ্বর, জীর্ণ বা পুরাতনজ্বর ও অতি জীর্ণজ্বর। নিদানগ্রন্থে অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক, চাতুর্থকবিপর্য্যয়, সতত ও সন্ততজ্বর এবং রসগত, রক্তগত, মেদোগত, মাংসগত, অস্থিগত ও মজ্জাগত প্রভৃতি যে সমস্ত জ্বরের লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল জ্বর, পুরাতন ও অতিজীর্ণজ্বরের অন্তর্গত। পুরাতন ও জীর্ণজ্বরের অনেক ঔষধ সমকার্য্যকারী অর্থাৎ একই ঔষধ দ্বারা উভয়বিধ জ্বর দূরীভূত হয় এবং মধ্যজ্বরে প্রযুক্ত ঔষধ দ্বারা অনেক স্থানে বিষমজ্বর দূরীভূত হয়, বিষমজ্বর পুরাতন জ্বরেরই অন্তর্গত।

সামজ্বর। সাত দিন পর্য্যন্ত যে জ্বর তীক্ষ্ণভাবে শরীরে অবস্থান করে এবং মুখ হইতে লালানিঃসরণ, বমনেচ্ছা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অপরিপাক, মুখের বিরসতা, মূত্রাধিক্য, শরীরের জড়তা, ক্ষুধানাশ

ও গাত্রে ভারবোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, সেই জ্বরকে আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য গণ সামজ্বর বলিয়া থাকেন।

আমপক্ক লক্ষণ, যথা—জ্বরের মৃদুতা অর্থাৎ জ্বরের বেগ পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস এবং বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা ও মলমূত্রের যথাযথরূপে নির্গমন হইলে, বায়ুপিত্তাদির পরিপাক হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

নিরামজ্বর। ক্ষুধার উদ্রেক, শরীরের কৃশতা অর্থাৎ জ্বরকালীন শরীরের যেরূপ অবস্থা ছিল তদপেক্ষা কৃশতা, জ্বরের অল্পতা ও অষ্টাহকাল অর্থাৎ সপ্তাহ অতীত হইলে তৎপরবর্ত্তী দিনে সামজ্বরের উল্লিখিত লক্ষণ ক্রমশঃ নিবৃত্তি হইলে, নিরামজ্বর বুঝিতে হইবে, কাহারও মতে দশ দিবস পর্য্যন্ত নিরামতা অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এবং রসাদি ধাতু দশ দিনে স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

মধ্যজ্বর। অষ্টাহের পরবর্ত্তী দিন হইতে দ্বাদশদিবস পর্য্যন্ত মধ্যজ্বর শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে, কোনও কোনও গ্রন্থকার বলেন যে, চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত মধ্যজ্বর সংজ্ঞা, কিন্তু এই মত সর্ব্বসম্মত নহে।

পুরাতন জ্বর। ত্রয়োদশ দিবস হইতে যে জ্বর শরীরে অল্পভাবে প্রকাশ পায় এবং বাতাদি দোষের অল্পতা দৃষ্ট হয়, তাহাকে পুরাতন জ্বর বলে।

অতি জীর্ণজ্বর। ত্রিসপ্তাহ অর্থাৎ একুশ দিনের পর যে জ্বর ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি উৎপাদন পূর্ব্বক শরীরের কৃশতা সম্পাদন করে, তাহাকে অতি জীর্ণজ্বর বলে।

জ্বরে—ঔষধপ্রয়োগ।

সামজ্বরে অর্থাৎ সপ্তাহমধ্যে কাথ (পাচন) প্রয়োগ নিষিদ্ধ, কেবলমাত্র দোষসংশোধক, আমরসপাচক ও কোষ্ঠশোধকবটিকা প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে কারণ রস (পারদ) সংযুক্ত বটিকা সপ্তাহ মধ্যে সেবনে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। বরং ইহা দ্বারা বাতাদি দোষের সমতা জন্মে এবং অনেকস্থানে ঐ জ্বর আর নিরামজ্বররূপে বা বিষমজ্বরে পরিণত হয়না অর্থাৎ সাতদিবস মধ্যেই জ্বর একেবারে কমিয়া যায়; কিন্তু সপ্তাহমধ্যে জ্বর একেবারে দূরীভূত না হইয়া মৃদুভাবে অবস্থিতি করিলে, সেই অবস্থায় নিরামজ্বরে নির্দ্দিষ্ট দোষ-পাচক কষায়

পাচন) ও বটিকা প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে। শরীরের অবস্থানুসারে অনেক স্থানে ঐ সমস্ত ঔষধ প্রয়োগেও জ্বর নিবৃত্ত হয় না বা নিবৃত্ত হইলেও ২।৩ দিন পরে পুনরায় উৎপন্ন হয় ; তখন পুরাতনজ্বরের নির্দ্দিষ্ট ঔষধ ও কাথ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করাইবে। সময় সময় জলবায়ুর দোষে ও শরীরের অবস্থানুসারে অনেক স্থানে এই সমস্ত ঔষধদ্বারাও জ্বর নিবৃত্ত হয় না বা নিবৃত্ত হইয়া পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, এমতাবস্থায় বাতাদি দোষের পর্য্যালোচনা করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক অতি জীর্ণজ্বরের ঔষধসমুহ (কাথও বটিকা প্রভৃতি)সেবন করাইবে, ঐ সমস্ত জ্বর এত দীর্ঘকাল শরীরে অবস্থান করে যে, রোগীর অবশেষে শাস্ত্রোক্ত বিবিধ তৈল মর্দ্দন ও ঘৃতাদি সেবন পর্য্যন্ত প্রয়োজন হয়।

সান্নিপাতজ্বর।—বায়ু, পিত্ত ও কফের এক সময়ে প্রকোপবশতঃ অতি কষ্টকর সান্নিপাতিক জ্বর উৎপন্ন হয়, এই জ্বরের চিকিৎসার্থ যে সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ নিরূপণ করা হইয়াছে, লক্ষণ সমূহের হ্রাস বৃদ্ধি দৃষ্টি করিয়া উপযুক্ত অনুপানের সহিত অতি ধীরভাবে ঐ সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে। সন্নিপাত জ্বরের নিরামাবস্থা দীর্ঘকাল পরে দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না, নিরামজ্বরের নির্দ্দিষ্ট ঔষধাদি দ্বারাই সেই জ্বর দুরীভূত হয়, অনেক স্থানে শরীরের অবস্থানুসারে দীর্ঘকাল এই জ্বর স্থায়ী হওয়ায় পুরাতন বা অতি জীর্ণজ্বরের বটিকা, চূর্ণ এবং কাথ প্রভৃতিও রোগীকে প্রয়োগ করিতে হয়।

আগন্তুজ্বর।—আগন্তুজ্বর উৎপন্ন হইবার পরে বাতাদি দোষের সহিত সম্মিলিত হয় সুতরাং যে জ্বরে যে দোষের প্রাধান্য থাকিবে, সেই দোষনাশক চিকিৎসা করিলেই জ্বর আপনি কমিয়া আইসে, যথা—কোনও ব্যক্তি কোন কারণ বশতঃ ক্রোধান্বিত হওয়ায় জ্বর উপস্থিত হইয়াছে, এমতাবস্থায় পিত্তনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই জ্বর হ্রাস পাইবে ; এইরূপে কাম ও শোকজনিতজ্বরে বায়ুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; কারণ এই উভয়বিধ জ্বরই বায়ু প্রকুপিত হয়। অন্যান্য আগন্তুজ্বরেরও এই নিয়মে প্রতিকার করিবে।

কারণভেদে জ্বরের রূপান্তর। বাতজ্বর শৈত্যক্রিয়া দ্বারা বাতশ্লেষ্মজ্বররূপে এবং কফজ্বরও ঐরূপ অহিতাচরণ দ্বারা বাতশ্লেষ্মজ্বররূপে

পরিগণিত হইয়া থাকে, এইরূপ পিত্তপ্রধান জ্বরে শৈত্যাদি ক্রিয়া দ্বারা পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, বাতশ্লেষ্মজ্বরে অহিতাচরণদ্বারা সন্নিপাতজ্বর এবং পিত্তশ্লেষ্মজ্বর হইতে পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাতজ্বর উপস্থিত হইয়া থাকে, এমতাবস্থায় বিবেচনাপূর্ব্বক রোগের আক্রমণ বুঝিয়া অর্থাৎ বাতজ্বর হইতে বাতশ্লেষ্মার আক্রমণ বুঝিতে পারিলে, বাতশ্লেষ্মজ্বরের এবং বাতশ্লেষ্মজ্বর হইতে সন্নিপাতজ্বরের আক্রমণ বুঝিতে পারিলে, সন্নিপাতজ্বরেরই চিকিৎসা করিবে; এইরূপ কফজ্বর হইতে বাতশ্লেষ্মজ্বর হইলে, বাতশ্লেষ্মজ্বরের, পিত্তজ্বর হইতে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর হইলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর হইতে সন্নিপাতের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের এবং বায়ুর রুক্ষতা বশতঃ পিত্ত প্রকুপিত হইলে, বাতপিত্তজ্বরের ঔষধ প্রয়োগ করিবে। কোনও কোনও রোগে অনেক উপদ্রব উপস্থিত হয় ও তজ্জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। যথা—বাতশ্লেষ্মজ্বরের শিরোবেদনা, কাস ও সন্ধিস্থানে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে ঐ সকল উপদ্রব নিবারণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ অর্থাৎ শিরঃশূল অত্যন্ত প্রবল হইলে লক্ষ্মীবিলাস, কাস প্রবল হইলে কাসান্তকরস বা চন্দ্রামৃতরস প্রভৃতি ঔষধ এবং প্রবল গাত্রবেদনার জন্য স্বেদ ও বাতগজাঙ্কুশ প্রভৃতি প্রয়োজ্য।

সহজ ব্যবস্থা।—সর্ব্বপ্রথম রোগীর রোগ পরীক্ষা করিয়া তৎপর রোগানুযায়ী ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং তদ্দ্বারা কিরূপ ক্রিয়া বা ফলাফল হইতেছে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, নচেৎ চিকিৎসায় সফলতা লাভের আশা কম। রোগনির্ণয়ে বিলম্ব ঘটিলে এবং তৎক্ষণাৎ ঔষধ-প্রয়োগ অনিবার্য্য হইলে অগ্রে একটু স্বর্ণসিন্দূর বা রসসিন্দূর মধুসহ রোগীকে প্রদান করিয়া পশ্চাৎ রোগ স্থির করিয়া, তদনুযায়ী ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

সামজ্বরে—ঔষধ।

মৃত্যুঞ্জয়রস। শ্লেষ্মজ্বরে বা বাতশ্লেষ্মজ্বরে এই ঔষধ আদার রস ও মধু অনুপানে প্রয়োগ করিবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস সংযোগে প্রয়োজ্য, কিন্তু যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে, পানের রসের সহিত সেবন করাইবে। বাতজ্বরে বা পিত্তজ্বরে কেবল মধুর সহিত সেবন বিধি, পিত্তপ্রধান জ্বরে বা

কফজ্বরের নিরামাবস্থায় অথবা দূষিত জলবায়ু সমুৎপন্ন জ্বরেও এই ঔষধ ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়, জ্বরের অবস্থানুসারে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে একসময় ২।৩ বটী দেওয়া যাইতে পারে, ৭।৮ বৎসর বয়স্কদিগকে ১ বটী সেবন করাইবে। জ্বরের অবস্থানুসারে দিবসে ২।৩ বার সেবন বিধি ; পুরাতন জ্বরে প্লীহা বৃদ্ধি পাইলে, এই ঔষধ কৃষ্ণজীরা-চূর্ণ ও পুরাতন ইক্ষুগুড় সহযোগে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মস্তক বেদনা ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, আদার রস ও পানের রস সহযোগে সেব্য। ২।১ বার ঈষৎ তরল দাস্ত হইলে, জীরা-চূর্ণ ও মধুসহ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

মৃত্যুঞ্জয় রস। বিষ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা ও হিঙ্গুল ২ তোলা ; জলে মর্দ্দন করিবে,, বটী ১ রতি। এই ঔষধে হিঙ্গুল ২ তোলার পরিবর্ত্তে কেহ কেহ পারদ ১ তোলা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

হিঙ্গুলেশ্বর। বাতজ্বরে কম্প, মাথার বেদনা বা হাই প্রবল থাকিলে, এই ঔষধ মধুর সহিত মাড়িয়া উষ্ণজল সহযোগে রোগীকে সেবন করিতে দিবে ; কিন্তু কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে আদার রস ও মধু সংযোগে দিবসে ১।২ বা ৩ বার সেবন করিতে দিবে। জ্বর একবার নিবৃত্ত হইয়া পুনঃপুনঃ হইলে এবং সামজ্বরের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, ইহা পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না।

হিঙ্গুলেশ্বর। পিপুল ১ তোলা, হিঙ্গুল ১ তোলা ও বিষ ১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জয়াবটী। বাতজ্বরে এই ঔষধ মধুর সহিত বা অবস্থানুসারে আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। পিত্তজ্বরে দাহ প্রবল থাকিলে, করলা পাতার রস ও মধু অথবা ক্ষেতপাপড়ার রস ও মধুযোগেও দেওয়া যায়। বাতশ্লেষ্মজ্বরে আদার রস ও মধু এবং বাতপিত্তজ্বরে চন্দন ঘসিয়া তাহার সহিত সেবন করিতে দিবে। নিরামজ্বরে, মধ্যজ্বরে বা পুরাতনজ্বরেও এই ঔষধ উপকারী ; পিত্ত-শ্লেষ্মজ্বরে, বাতপিত্তজ্বরে বা পিত্তজ্বরের নিরাম অবস্থায় সেফালিকাপাতার রস ও মধু সংযোগে সেবন করিতে দিবে। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে, পিপুলচূর্ণ ও মধু সহযোগে ব্যবস্থা করিবে। এইঔষধ ছাগীমূত্রে ২১বার ভাবনা দিয়া প্রয়োগ করিলে জীর্ণজ্বরে বিশেষ উপকার দর্শে। কেহ কেহ এই ঔষধে সমস্ত দ্রব্যের সমান জয়ন্তীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ছাগীমূত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক অনুপান-বিশেষে

নানাপ্রকার রোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহা একটি প্রসিদ্ধ জ্বরনাশক ঔষধ।

জয়াবটী। বিষ, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, মুথা, হরিদ্রা, নিমপাতা ও বিড়ঙ্গ; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করত সমভাগে লইয়া ছাগীমূত্রে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

অগ্নিকুমার রস। সর্ব্ববিধ জ্বরে এই ঔষধ আমদোষ সংশোধক ও অগ্নিমান্দ্য নিবারক, অগ্নিমান্দ্য (অজীর্ণদোষে জ্বর হইলে এবং সেই জ্বরে উদরাধ্মান, সর্ব্বশরীর বেদনা, বমন বা দাস্ত ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, ইহা বিশেষ উপকারী। অনুপান—আমজ্বরে শুণ্ঠীচূর্ণ ও মধু; কফজ্বরে আদার-রস ও মধু বা নিসিন্দা পাতার রস ও মধু এবং সন্নিপাতজ্বরের প্রারম্ভে পিপ্পলী-চূর্ণ ও আদার রস। জ্বরে এই ঔষধ সেবন দ্বারা অগ্নিবল বর্দ্ধিত হয় ও আম-দোষের নিবৃত্তি হয়; ইহা অতিসার, আমাতিসার, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী ও শ্বাস প্রভৃতি রোগেও বিভিন্ন অনুপান সংযোগে প্রয়োগ করা যায়।

অগ্নিকুমার রস। মরিচ ।০ আনা, বচ ।০ আনা, কুড় ।০ আনা, মুথা ।০ আনা, বিষ-১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

তরুণজ্বরারি। জ্বরের দিন গণনা করিয়া ৫ম, ষষ্ঠ, বা ৭ম দিনে প্রাতঃকালে জলের সহিত ইহার একটিমাত্র বটিকা সেবন করিতে দিবে। ইহাতে ২।৩ বার দাস্ত হয় এবং সেই দিনই জ্বর বন্ধ হয়, বাতজ্বরে বা বাতপৈত্তিকজ্বরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। জ্বরের অবস্থায় যাহার প্রত্যহ যথারীতি কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় অথবা তৎসহ দাহ, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা ও প্রলাপাদি বিদ্যমান থাকে, তাহাকে প্রয়োগ করিবে না। কারণ এই ঔষধ বিরেচক।

তরুণজ্বরারি। শোধিত জয়পালবীজ, গন্ধক, পারদ ও বিষ; এই সকল সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরমুরারি। এই ঔষধ অত্যন্ত বিরেচক; জ্বরারম্ভ হইতে দিন গণনা করিয়া ৫।৬ বা ৭ দিন পরে ইহা প্রাতে জল সহ সেবন করাইবে; এই ঔষধের প্রয়োগ-বিধি তরুণজ্বরারির ন্যায়, বাতজ্বরে বা বাতপিত্তজ্বরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলেই এই ঔষধ সেব্য। বালক, বৃদ্ধ বা গর্ভিণীদিগকে এই তীব্র বিরেচক ঔষধ সেবন করইবে না।

জ্বরমুরারি। হিঙ্গুল ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, শুঁঠ ২ তোলা, পিপুল ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা ও শোধিত জয়পালবীজ ৮ তোলা। একত্র করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

নবজ্বরেভাঙ্কুশ। কফজ্বরে বা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে এবং যে সকল জ্বরে জ্বরকালে ঘর্ম্ম হয় না,সেই সকল জ্বরে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী,ঔষধ সেবনে ঘর্ম্ম হইলে জ্বরের নিবৃত্তি হয়,ঘর্ম্মদ্বারা জ্বর বিরাম হইলেও পুনরায় জ্বর উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, সেই সময় এই বটী রোগীকে পুনরায় সেবন করাইবে। ইহা দিনে ২।১ বার এবং রাত্রে ২।১ বার সেব্য। অনুপান —আদার রস ও মধু।

নবজ্বরেভাঙ্কুশ। গন্ধক, পারদ, সোহাগার খৈ ও হরিতাল; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া রোহিতমৎস্যের পিত্ত দ্বারা ২ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

চণ্ডেশ্বর রস। কফজ্বরে বা বাতশ্লেষ্মজ্বরে মাথায় বেদনা বা গলদেশ ভারবোধ ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে. নিরামজ্বরে শিরঃশূল বিদ্যমান থাকিলেও ইহা সেবন করান যাইতে পারে। দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য। অনুপান আদাররস ও মধু।

চণ্ডেশ্বর রস। বিষ, পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া নিসিন্দাপাতার রসে ২১ বার ভাবনা দিবে। বটী অৰ্দ্ধরতি।

মহাজ্বরাঙ্কুশ। সাম ও নিরাম এই উভয়বিধ জ্বরেই এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সর্ব্বশরীরে বেদনা, মাথায় ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য ও কাস ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে,ইহা রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা কফজ্বরে বা বাতশ্লেষ্মজ্বরে বিশেষ উপকারী; দিনে ২।১ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য। রোগীর মাথায় ও গাত্রে বেদনা থাকিলে অনুপান—নিসিন্দা পাতার রস ও মধু।

মহাজ্বরাঙ্কুশ। রস ১ তোলা,গন্ধক ১ তোলা,বিষ ১ তোলা,ধুস্তুর বীজ ৩ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, মরিচ ৪ তোলা; এই সমস্ত একত্র করিয়া জল সহ মৰ্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরকুলান্তক। বাতশ্লেষ্মজ্বরে বা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপানসহযোগে সেবন করাইবে,বালক বা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে এই বটী কখনও সেবন করাইবে না, যাহারা বাতাস বা রৌদ্র সহ্য করিতে অতি কষ্টবোধ করে অর্থাৎ সুখী তাহাদিগকেও ইহা প্রদান করিবে না। ইহা সেবনে জ্বর বিরাম হইলে, রোগীকে শীতল দ্রব্য ভোজন এবং অন্নাহার করিতে দিবে। জ্বরে দাস্ত বা বমন না থাকিলে, ইহা জ্বরের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ তিন

বেলা তিনবার এবং রাত্রে একবার রোগীকে সেবন করাইবে ; অনুপান—আদার রস ও মধু।

জ্বরকুলান্তক। লৌহ, অভ্র, বিষ, হিঙ্গুল, লালদারমুজ, সাদাদারমুজ, মনঃশিলা, শ্বেত-আকন্দের মূল, শ্বেতকরবীর মূল, ও জয়পালবীজ, সমভাগে লইয়া সর্ব্বসমান পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী উহার সহিত মিশ্রিত করত আদার রসসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

পঞ্চবক্ত্র রস। বাতজ্বরে গাত্রকম্প, সন্ধিস্থানে বেদনা এবং ঘর্ম্ম দ্বারা জ্বরবিচ্ছেদ, এই সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী, যাহাদের প্রত্যহ বৈকালে বা রাত্রে ঐরূপভাবে জ্বর হইতে থাকে, তাহাদি-গকে নিঃসন্দেহচিত্তে ইহা সেবন করাইবে। জ্বর বিরাম হইলে যথোচিত অন্ন-পথ্য প্রদান করিবে। প্রত্যহ যাহারা অহিফেন সেবন করে, তাহাদের জ্বরেও এই ঔষধ সমধিক কার্য্যকারী। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে ইহা দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার আদার রস ও মধুসহ সেব্য. বাতশ্লেষ্মজ্বরে আকন্দমূলের রসের সহিত সেবন করিতে দিবে।

পঞ্চবক্ত্র রস। রস, গন্ধক, সোহাগার খৈ, মরিচ, আফিং ও পিপুল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ধুতুরার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

কফকেতু রস। শ্লৈষ্মিক বা বাতশ্লেষ্ম জ্বরের হ্রাসবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার রোগীকে সেবন করাইবে। কফ-জ্বরে যাহাদের সর্ব্বদা স্তব্ধভাব, নিদ্রাধিক্য, আহারে অনিচ্ছা ও মুখে দুর্গন্ধ প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মজ্বরে ও সন্নিপাতজ্বরে ঐ সমস্ত লক্ষণ থাকিলেও ইহা সেবন করান যায়। সুখী, বালক ও গর্ভিণীকে ইহা প্রদান করিবে না। অনুপান- পানের রস ও মধু ; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু।

কফকেতুরস। সোহাগার খৈ, শুঠী, পিপুল, মরিচ ও শঙ্খভস্ম সমভাগ, বিষ সর্ব্ব ঔষধের সমান ; এই সকল একত্র মর্দ্দন করিয়া আদার রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

ক্ষারবটী। বাতশ্লেষ্ম বা পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে তীক্ষ্ণ বেগ থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; বৃদ্ধ, বালক ও সুখী ব্যক্তিদিগকে কখনও সেবন করাইবে না ; শ্রমজীবী ব্যক্তিকেই সেবন করাইবে ; ইহা সেবনে শরীরের অবস্থানু-সারে কাহারও ২।১ বার দাস্ত এবং কাহারও বা ২।১ বার বমি হয়। এই বটী অবস্থাভেদে একবার বা ২।৩ বার ব্যবহার করাইবে ; জ্বর নিবৃত্তি হইলেও

রোগীর অন্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ ; এই ঔষধ প্রায়শঃ অধিক সেবনের আবশ্যকতা হয় না, জ্বর বন্ধ হইলে আর ইহা সেবন করাইবে না ; তখন রোগীকে অন্ন পথ্য দিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

ক্ষারবটী। যবক্ষার, সাদা দারমুজ, আতপচাউলের গুড়া ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জল সহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

বিষবটী। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে বা বাতশ্লেষ্মজ্বরে অত্যধিক উত্তাপ, ঘর্ম্ম নির্গম বা হাত পা জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে ; জ্বরের অবস্থা দৃষ্টি করিয়া ইহা দিবসে ২।৩ বার সেব্য। এই ঔষধ সেবনে জ্বর বিরাম হইলে, রোগীকে অন্নপথ্য দিবে ও শীতলদ্রব্য সেবন করাইবে। বালক, বৃদ্ধ ও সুখী ব্যক্তিকে ইহা সেবন করাইবে না ; শ্রমজীবী দিগের পক্ষে ইহা সেব্য, কিন্তু রোগীর দাস্ত বা বমি থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে না। অনুপান—করলাপাতার রস বা আদার রস ও মধু।

বিষবটী। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, হিঙ্গুল ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা ও বিষ ৮ তোলা ; এই সকল মিশ্রিত করিয়া মহিষের পিত্তে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

শম্ভূনাথ রস। জ্বরে প্রলাপ, মত্ততা, সন্ধিস্থানে ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, তন্দ্রা ও নিদ্রাধিক্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে, বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কখনও সেবন করাইবে না ; ইহা জ্বরের অবস্থানুসারে দিনে ২।৩বার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করাইবে, জ্বর কম থাকিলে, দিনে ২ বার ও রাত্রে ১ বার মাত্র সেবন বিধি ; অহিফেনসেবী দিগের পক্ষেও এই ঔষধ বিশেষ উপকারী ; ইহা সেবনে জ্বর বন্ধ হইলে রোগীকে অন্নপথ্য দিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু বা পানের রস ও মধু।

শম্ভূনাথরস। বিষ ৮ তোলা, রস ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা ও আফিং ১৭ তোলা ; এই সমস্ত একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রত্তি।

কস্তূরীভৈরব। বাতশ্লেষ্মজ্বরে ঘর্ম্ম, নিদ্রাধিক্য, পার্শ্ববেদনা ও কাসের প্রবলতা দেখিতে পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। প্রবল পিত্তশ্লেষ্ম ও সন্নিপাত জ্বরে এই ঔষধ কার্য্যকারী বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিকে অর্দ্ধবটী সেবন করাইবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

কস্তূরীভৈরব। হিঙ্গুল, বিষ, সোহাগারখৈ, জাতীফল, জয়িত্রী, মরিচ, পিপুল ও কস্তূরী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে বা আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

জ্বরকস্তূরী। বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগীর নিদ্রাধিক্য, উৎকাসি, সর্দ্দি ও শিরোবেদনা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। দিবসে ২।৩ বটী সেব্য ; জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে রোগীকে ইহার ৪।৫টী বটিকা পর্য্যন্ত সেবন করাইবে। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অনুপান—আদার রস ও মধু।

জ্বর কস্তূরী। হিঙ্গুল ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, সোহাগারখৈ ১ তোলা, জাতীফল ১ তোলা, জয়িত্রী ১ তোলা, সিদ্ধিবীজ ১ তোলা, কস্তূরী ১ তোলা, পিপ্পলী ১ তোলা ও স্বর্ণসিন্দূর ৩ তোলা ; এই সকল আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

আগরকস্তূরী। পিত্তজ্বরে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে ও বাতশ্লেষ্মজ্বরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। সন্নিপাতজ্বরে ও দাহ বা তন্দ্রা প্রবল থাকিলে, রোগীকে ইহা সেবন করাইবে। অনুপান রুদ্রাক্ষঘষা ও মধু এবং বাতশ্লেষ্মজ্বরে ও সন্নিপাতজ্বরে বাতশ্লেষ্মার আধিক্যবশতঃ ঘর্ম্ম, জ্বরের প্রবল তাপ ও নিদ্রাধিক্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে আদার রস ও মধু।

আগরকস্তূরী। আগর কাষ্ঠ ১ তোলা, কস্তূরী ১ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা, রুদ্রাক্ষ ১ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, রক্তচন্দন ১ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রত্তি।

আগরকস্তূরী (মতান্তরে)। বাতশ্লেষ্মজ্বরের লক্ষণ সম্যক্ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ গাত্র বেদনা, নিদ্রাধিক্য ও পর্ব্বভেদ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে এবং বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে কাস, অরুচি, বুকে বেদনা ও হিমাঙ্গতা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। বালক ও বৃদ্ধব্যক্তির পক্ষে অর্দ্ধবটী সেবন ব্যবস্থা। অনুপান—আদাররস ও মধু। সন্নিপাত জ্বরে কফের প্রবলতা অথবা বাতশ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে, তালশাখাররস ও মধু।

আগরকস্তূরী (মতান্তরে)। আগরকাষ্ঠ, কস্তূরী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রস, গন্ধক, হরিতাল, রুদ্রাক্ষ, বিষ, জাতীফল ও জয়িত্রী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

কস্তূরীভূষণ (মতান্তরে)। বাতশ্লেষ্মজ্বরে এবং সন্নিপাতজ্বরে বাত বা বাতশ্লেষ্মার প্রাধান্য থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। সন্নিপাতজ্বরে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলেও ইহা ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান আদার রস ও মধু।

কস্তূরীভূষণ (মতান্তরে)। কস্তূরী, অভ্র, রৌপা, স্বর্ণ, হরিতাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কর্পূর, রুদ্রাক্ষ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া বামনহাটীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২রতি।

জ্বরে-উপদ্রব-চিকিৎসা।

জ্বরে—আধ্মান-চিকিৎসা।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। জ্বরে রোগীর অগ্নিমান্দ্য অথবা উদরাধ্মান হইলে বা অগ্নির দুর্ব্বলতা বশতঃ ক্ষুধা হ্রাস পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বর ব্যতীত রোগীর স্বভাবতঃ উদরাধ্মান হইলেও এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধবলবণ, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিং, এই আটটী দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—বালক ও বৃদ্ধের জন্য /০ আনা, পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির ৵০ আনা।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ। জ্বরে অগ্নিমান্দ্য বশতঃ বা স্বভাবতঃ উদরাধ্মান হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহা সেবনে কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে। যাহাদের স্বভাবতঃ অগ্নিমান্দ্য বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বরে প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ। হিং ১ তোলা, বচ ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, যমানী ৫ তোলা, হরীতকী ৬ তোলা, রক্তচিতারমূল ৭ তোলা ও কুড় ৮ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে /০ আনা, পূর্ণবয়স্কের পক্ষে ৵০ আনা।

দারুষট্কপ্রলেপ। এই প্রলেপ যথাবিহিত নিয়মে প্রস্তুত করিয়া একখণ্ড সরু কাপড়ের উপর আধইঞ্চি পুরু করিয়া ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে উদরে লাগাইয়া দিবে, ইহা দ্বারা আধ্মান (পেট ফাঁপা) শীঘ্রই কমিয়া আইসে। অলসক ও বিলম্বিকা রোগেও এই প্রলেপ বিশেষ উপকারী।

দারুষট্কপ্রলেপ। দেবদারু, বচ, কুড় যমানী, হিং, সৈন্ধব; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক ছটাক পরিমাণে লইয়া কাঁজির সহিত পেষণ করত কাঁজির জলসহযোগে উষ্ণ করিয়া, গাঢ় হইলে, উষ্ণ থাকিতে কাপড়ে লাগাইয়া প্রলেপ দিবে।

যবপ্রলেপ। এই প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া উক্ত দারুষট্ক প্রলেপের ন্যায়

ব্যবহার করিবে। ইহা ব্যবহারে জ্বরকালীন উদরাধ্মান শীঘ্র হ্রাস হয়। অলসক ও বিলম্বিকারোগেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যবপ্রলেপ। যবচূর্ণ দুইছটাক ও যবক্ষার দুই ছটাক একত্র ঘোলসহ মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ করিবে ও পূর্ব্ববৎ উদরে প্রলেপ লাগাইয়া দিবে; অবস্থানুসারে অধিক প্রলেপ প্রস্তুত করিতে হইলে ঔষধের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

জ্বরে—অতীসার-চিকিৎসা।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস। জ্বরকালে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অতিরিক্ত পাতলাদাস্ত হইলে, এই ঔষধ মুথার রস ও মধু সহ এবং পাতলাদাস্তের সহিত সামান্য উদরাধ্মানে জীরাচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। মলের তরলতা বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করিবে, মল ক্রমশঃ ঘন হইয়া আসিলে ইহা আর অধিক সেবন করাইবে না। এই ঔষধ জ্বরাতিসার ও অতিসার রোগেও সেবন করান যাইতে পারে।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, সাজীমাটী ।• আনা, সোহাগারখৈ ।• আনা, যবক্ষার ।• আনা বিটলবণ ।• আনা, সৈন্ধবলবণ ।• আনা সাম্ভারলবণ ।• আনা, সৌবর্চ্চললবণ ।• আনা, করকচলবণ ।• আনা, হরীতকী ।• আনা; আমল ।• আনা, বহেড়া ।• আনা, শুঁঠ ।• আনা, পিপুল ।• আনা, মরিচ ।• আনা, ইন্দ্রযব ।• আনা, জীরা ।• আনা, কৃষ্ণজীরা ।• আনা, রক্তচিতা ।• আনা, যমানী ।• আনা, হিং ।• আনা, বিড়ঙ্গ ।• আনা ও শুল্ফা ।• আনা, এই সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে; বটী ৫ রতি। বালক ও বৃদ্ধদিগের পক্ষে ২ রতি। জ্বরকালে বমন থাকিলে হিং স্থানে শটীর পালো প্রয়োগ করিবে।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক। জ্বরে পিত্তের প্রকোপবশতঃ অতিরিক্ত পাতলা দাস্ত হইলে বা জ্বর হইবার পরই আমাশয় বা রক্তামাশয় হইলে এই ঔষধ সেবন করাইবে। অবস্থানুসারে ইহা দিবসে ১।২ বা ৩ বার সেবন করিতে দিবে। স্তন্যপায়ী শিশু বালক ও প্রসূতির পক্ষে এই ঔষধ অতিশয় উপকারী। ইহাদের উদরাময়, আমাশয় বা প্রবাহিকায় ইহা সেবনে শীঘ্রই উপকার দৃষ্ট হয়; রোগীর আম পরিপাক বা রক্তদাস্ত বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ সেবন করাইবে। অনুপান—আমাতিসারে ভর্জ্জিত জীরাচূর্ণ ও মধু বা দগ্ধবিল্ব ও ইক্ষুগুড়, রক্তাতীসারে দাড়িম পাতার রস ও ইক্ষুচিনি

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক। পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা কজ্জলী করিয়া উৎকৃষ্ট।

রূপে প্রস্তুত পর্পটী ৪ তোলা (পর্পটী ৪ তোলা প্রস্তুত করিতে হইলে পারদ ও গন্ধক সমভাগে কিছু অধিক পরিমাণে লইয়া কজ্জলী করিবে) জাতীফল ২ তোলা, জয়িত্রী ২ তোলা, লবঙ্গ ২ তোলা, নিমপাতা ২ তোলা, নিসিন্দাপাতা ২ তোলা ও ছোট এলাইচ ২ তোলা একত্র জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি। ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কহে। এই ঔষধ মর্দ্দনান্তে ২ খানি ঝিনুক দ্বারা আবৃত করিয়া উত্তমরূপে মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিবে, শুষ্ক হইলে ৩০ খানা বনঘুটিয়া দ্বারা পুট দিবে গন্ধকের গন্ধ বাহির হইবামাত্র ঔষধের পাক সমাধা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বটী ৩ রতি। ইহাকে মহাগন্ধক কহে ; ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অপেক্ষা অধিক উপকারী।

প্রাণেশ্বররস। জ্বরকালে রোগীর অতিরিক্ত পাতলাদাস্ত হইলে, এই ঔষধ জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু সংযোগে দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইবে, রোগীর মল ঘন না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে যথারীতি এই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। জ্বরাতিসারে বা অতিসারেও এই ঔষধ সমধিক উপকারী।

প্রাণেশ্বর রস। রস, গন্ধক, অভ্র, সোহাগারখৈ, শলুফা, যমানী ও জীরা প্রত্যেকে ৪ তোলা, যবক্ষার, হিং, বিট্ লবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচলবণ, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব, ধূনা ও রক্তচিতা ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরে—বমন-চিকিৎসা।

—০:*:০—

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। জ্বরকালে রোগীর বমনবেগ প্রবল হইলে অথবা অন্যান্য বিবিধকারণে পিত্তের প্রকোপবশতঃ পিত্তবমন, ক্রিমিকর্ত্তৃক উদীর্ণ বমনবেগ, তীব্র ঔষধ প্রয়োগে বমন অথবা অতিসারে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ অত্যধিক বমন হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে ; কিন্তু অগ্নিমান্দ্যবশতঃ অন্নের অপরিপাক অবস্থায় বমন হইলে, এই ঔষধ সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না। অত্যধিক বমনবশতঃ হিক্কা উপস্থিত হইলে, এবং হিক্কারোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—শশার বীজের মধ্যস্থ শাসবাটা ও স্তনদুগ্ধ।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। পিপুল, আমলকী, দ্রাক্ষা (অভাবে কিস্‌মিস্), কুলের মধ্যস্থ শাস, যষ্টিমধু, ইক্ষুচিনি, বিড়ঙ্গশাস ও কুড় ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্ব ঔষধের সমান লৌহ মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

চন্দ্রকান্তিরস। জ্বরে,জ্বরাতিসারে বা অতিসারে বমন উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ নিঃসন্দেহ চিত্তে রোগীকে সেবন করাইবে। পিত্তের অত্যধিক প্রকোপ বশতঃ বমন হইলে, পিপ্পল্যাদ্যলৌহ সেবনেই সমধিক উপকার হয়। বালক, বৃদ্ধ বা শিশুদিগের জ্বরে বমন হইলেও ইহা সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—স্তনদুগ্ধ ও শশার বীজের শাস বাটা।

চন্দ্রকান্তি রস। বদরীবীজের শাস ২ তোলা, চালিতার কুঁড়ি ৪ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ২ তোলা; একত্র করিয়া স্তনদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ৪ রতি।

স্বর্ণমৎস্যণ্ডী। ক্রিমির বিকার বশতঃ বমন হইলে, এই ঔষধ সমধিক উপকারী; জ্বরবিকারের ন্যায় মৃত্যুপ্রদ ক্রিমিজনিত বিকার উপস্থিত হইলে অর্থাৎ রোগীর উদরে বেদনা, বমন ও দাস্তকালীন পুনঃ পুনঃ ক্রিমি নির্গত হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। জ্বরেও অনেক স্থানে এইরূপ বিকার দৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহা নিবারণার্থ বিশেষ চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক। অনুপান—শশার বীজ বাটা ও স্তনদুগ্ধ।

স্বর্ণমৎস্যণ্ডী। স্বর্ণ ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, প্রবাল ১ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, মিশ্রী ৩ তোলা ও স্বর্ণসিন্দূর ৬ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া স্তনদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

ক্রিমিনাশকযোগ। জ্বরকালে ক্রিমির প্রকোপবশতঃ পুনঃপুনঃ বমন, হৃদয়ে ও উদরে বেদনা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে বমনের পরই সেবন করাইবে। শিশু ও বালকদিগের ক্রিমির লক্ষণ অবগত হওয়া কঠিন, তাহাদিগের এই সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বমনের পর ঔষধ প্রয়োগ করিবে; ইহাতে ক্রিমির শান্তি হয়। নিম্নলিখিত কাথসমূহ জ্বরের সামাবস্থায় অর্থাৎ সপ্তাহমধ্যে সেবনে কোন বাধা নাই; কারণ এই সমস্ত ঔষধ ক্রিমিনাশক।

ক্রিমিনাশকযোগ। মিশ্রী, ইকরের শাস ও খেজুরবৃক্ষের মাথী; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা। (১)

ক্রিমিনাশকযোগ। মিশ্রী ও খেজুরবৃক্ষের মাথী; সমভাগে ২ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক ৩২তোলা জলে পাক করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইয়া পান করাইবে, বালক বা শিশুদিগের জন্য প্রস্তুত করিতে হইলে উহার অর্দ্ধমাত্রা গ্রহণ করিবে। (২)

ছর্দ্দিহরযোগ। জ্বরে বা অন্যান্য কারণে বমনবেগ উপস্থিত হইলে অথবা ক্রিমির জন্য বমন হইলে, রোগীকে এই জল সেবন করাইবে; ইহাতে বমি ও হিক্কা উভয়ই নষ্ট হয়।

ছর্দ্দিহরযোগ। অশ্বত্থগাছের শুষ্ক ছাল দগ্ধ করিয়া জলে ফেলিয়া রাখিবে, সেই জল ছাকিয়া সময় সময় রোগীকে পান করাইবে

জ্বরে—প্রলাপ-চিকিৎসা।

সিদ্ধবটী। জ্বরকালে রোগীর প্রলাপ (অযথা বাক্যপ্রয়োগ) দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ তাহাকে সেবন করাইবে, রোগীর প্রলাপের বাহুল্য দর্শন করিলে প্রলাপ নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করান আবশ্যক; অনুপান—আদার রস ও মধু।

সিদ্ধবটী। অশ্বত্থবৃক্ষের বল্কলচূর্ণ, আমড়াবৃক্ষের বল্কলচূর্ণ ও স্বর্ণসিন্দুর; সমভাগে লইয়া ঐ সকল ঔষধের সমান কনকধূতুরার বীজ মিশ্রিত করত আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

প্রলাপনিবর্ত্তক। যে কোন জ্বরে প্রলাপ ও মত্ততা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে, ইহা একবার সেবন করাইয়া ১ ঘণ্টার মধ্যে প্রলাপ নিবৃত্ত না হইলে, পুনরায় আর এক বটী সেবন করাইবে; কিন্তু প্রলাপ বন্ধ হইলে আর সেবন করাইবে না। অবস্থাভেদে অর্দ্ধ বটী বা সিকি বটী প্রয়োগ করিবে। অনুপান—জল।

প্রলাপনিবর্ত্তক। আফিং /০ আনা, কর্পূর ।/০ পাঁচ আনা; জল সহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরে—দাহ-চিকিৎসা।

দাহমঞ্জরী। জ্বরকালে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ অসহ্য দাহ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। সন্নিপাতজ্বরেও অত্যধিক দাহ থাকিলে, রোগীকে ইহা সেবন করান যাইতে পারে, অবস্থাভেদে এই ঔষধে

কোষ্ঠশুদ্ধি হয় ; রোগীর অধিক দাস্ত হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক এই ঔষধ সেবন করাইবে অথবা ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবে। ইহা দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার করলাপত্রের রস ও মধু অনুপানে সেবনের ব্যবস্থা।

দাহমঞ্জরী। রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, রক্তচন্দন ৩ তোলা, ইন্দ্রযব ৪ তোলা, কটুকী ৫ তোলা ; এই সমস্ত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া করলাপাতায় রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৬ রতি।

দাহান্তকলৌহ। পিত্তপ্রধান জ্বরে অসহ্য দাহ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইবে, যে সমস্ত জ্বরে পিত্ত বা বাতপিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ জ্বরকালে যে সকল রোগীর বমন, পাতলা-দাস্ত, অন্ধকারবৎ দর্শন ও মূর্চ্ছা ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইবে ; কিন্তু জ্বরে শ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে, ইহা রোগীকে প্রদান করিবে না ; অনুপান—ইন্দ্রযবভিজান জল।

দাহান্তকলৌহ। রক্তচন্দন ১ তোলা, বদরীবীজের শাস ১ তোলা, ভৃঙ্গরাজ ১ তোলা, ইক্ষুচিনি ১ তোলা, লৌহ ৪ তোলা ও ইন্দ্রযব ২ তোলা ; এই সমস্ত ঔষধের চূর্ণ ভৃঙ্গরাজরসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

দাহহরলেপ। পিত্তপ্রধান বা বাতপিত্ত জ্বরে রোগীর প্রবল দাহ থাকিলে, এই প্রলেপ যথাবিধি প্রস্তুত করিয়া তাহার গাত্রে লেপন করিবে, ইহা দ্বারা দাহ তৎকালেই দূরীভূত হয় বটে ; কিন্তু জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে ইহা গাত্রে লেপন না করিয়া সমস্ত গাত্রে বিন্দুবৎ ছড়াইয়া দিবে ; যেহেতু শীতল জলীয়দ্রব্য শরীরে শুষ্ক হইলে, জ্বর বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

দাহহরলেপ। প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বেণার মূল, বালা, নাগকেশরের রেণু, তেজপাতা, কৈবর্ত্ত-মুথা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শ্বেতচন্দনের কাথে মর্দ্দন করিবে ; পরে ঐ কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীর গাত্রে লেপন বা বিন্দু বিন্দু আকারে সেচন করিবে।

জ্বরে—পিপাসা-চিকিৎসা।

ষড়ঙ্গপানীয়। জ্বরকালে রোগীর প্রায়শঃ পুনঃ পুনঃ পিপাসা হয়, পিপাসা উপস্থিত হইবামাত্র, তখনই রোগীকে এই জল পান করিতে

দিবে, এই জল দিবসে প্রস্তুত হইলে দিবসেই সেবন করাইবে; কিন্তু রাত্রে আবশ্যক হইলে পুনরায় প্রস্তুত করিয়া দিবে। ইহা সেবনে পিপাসা ও জ্বর উভয়ই নষ্ট হয়। এই পানীয় তৃষ্ণা রোগে বা অন্যান্য রোগের উপসর্গীভূত পিপাসায়ও প্রয়োগ করা যায়।

ষড়ঙ্গপানীয়। মুথা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে, অনন্তর এই জল পরিষ্কার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা ছাকিয়া শীতল হইলে অল্প মাত্রায় রোগীকে পান করিতে দিবে।

তৃষ্ণাহরযোগ। নিম্নলিখিত ঔষধ পিপাসার সময় রোগীর মুখে অল্প অল্প পরিমাণ প্রদান করিবে, পুনঃপুনঃ পিপাসা উপস্থিত হইলে, ঐ সময় এই ঔষধ রোগীর মুখে পুনঃপুনঃ প্রদান করিলে পিপাসা ক্রমশঃ হ্রাস পায়।

তৃষ্ণাহরযোগ। খৈ চূর্ণ করিয়া উষ্ণজলে গুলিয়া অবলেহবৎ প্রস্তুৎ করিবে এবং মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীর মুখে প্রদান করিবে। (১)

তৃষ্ণাহরযোগ। কিসমিস্, রক্তচন্দন, খর্জ্জুর ও বেণার মূল; এই সকলদ্রব্য সমভাগে মিলিত ৪ তোলা পরিমাণে লইয়া ১৬ তোলা অত্যুষ্ণজলে ভিজাইয়া রাখিবে; পর দিন ঐ জল ছাকিয়া লইয়া তাহাতে মধু ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া পিপাসার সময় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। (২)

তৃষ্ণাহরযোগ। ধনে ২ তোলা কুট্টিত করিয়া উহাকে ৮ তোলা অত্যুষ্ণজলে ভিজাইবে, পরদিবস ছাকিয়া উহাতে ইক্ষুচিনি ॥০ তোলা মিশ্রিত করিয়া পিপাসা কালে রোগীকে সেবন করিতে দিবে; অতি শীঘ্র এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে, উষ্ণজলে ভিজাইবার ৩ ঘণ্টা পরে চিনি মিশ্রিত করিয়া ঐ জল পান করিতে দিবে। (৩)

জ্বরে—কাস-চিকিৎসা।

কাসকুঠার। জ্বরে কাসের বেগ উপস্থিত হইলে,রোগীর অত্যন্ত ক্লেশ হয়, সুতরাং তন্নিবারণার্থ এই ঔষধ আদার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। জ্বরকালে যাহাদের কাস তরলাবস্থায় বা অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ প্রয়োজ্য। সন্নিপাতজ্বরে বা সাধারণতঃ কাস-রোগেও ইহা রোগীকে সেবন করান যায়। জ্বরে কাস ও মাথায় বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ সমধিক উপকারী। দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার

সেবন করাইবে। অনুপান—বাবুইতুলসীর পাতার রস ও সৈন্ধবলবণ অথবা বাসক পাতার রস ও মধু।

কাসকুঠার। হিঙ্গুল ১ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, পিপুল ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও সোহাগারখৈ ১ তোলা; এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

চন্দ্রামৃতরস। জ্বরে কাসের নিরন্তর বেগ থাকিলে এবং কাস কিঞ্চিৎ শুষ্ক হওয়ায় যথারীতি নিঃসৃত না হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কফজ্বরে, বাতশ্লেষ্ম জ্বরে বা পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে যে কোন অবস্থায় কাসের বেগ দৃষ্ট হইলে, ইহা রোগীকে সেবন করান যায়। দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য। অনুপান—পানের রস ও মধু। কাস শুষ্ক হইলে, বাবুইতুলসী পাতার রস ও সৈন্ধবলবণ, পুরাতন কাসে বাসকপাতার রস ও মধু।

চন্দ্রামৃতরস। রস ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, সোহাগার খৈ ৮ তোলা, মরিচ ৫ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা, আমলকী ১ তোলা, বহেড়া ১ তোলা, চই ১ তোলা, ধনে ১ তোলা, জীরা ১ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

কাসান্তকরস। জ্বরকালে বা অন্যান্য রোগে কাসের অল্প বেগ দৃষ্ট হইলে, বিশেষতঃ কফজ্বরে রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।১ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু।

কাসান্তকরস। রস, গন্ধক, বিষ, শালপাণি ও ধনে; ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ এবং সমস্ত ঔষধের সমান মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটি ২ রতি।

জ্বরে—সর্ব্বাঙ্গগত শূল-চিকিৎসা।

বাতগজাঙ্কুশ। জ্বরকালে রোগীর মস্তকে বিশেষতঃ গাত্রে ও শরীরের সমস্ত সন্ধিস্থানে বেদনার আতিশয্য দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা সেবনে জ্বর ও গাত্রবেদনা এই উভয়েরই নিবৃত্তি হয়। রোগের অবস্থা দৃষ্টি করিয়া দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করাইবে; অনুপান—

কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে আদার রস ও সৈন্ধবলবণ। যথারীতি কোষ্ঠশুদ্ধি ও মাথায় ভার থাকিলে নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

বাতগজাঙ্কুশ। রসসিন্দূর, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, কাকড়াশৃঙ্গী, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গণিয়ারিছাল ও সোহাগারখৈ; এই সকল সমভাগে লইয়া মুণ্ডী ও নিসিন্দাপত্র রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রত্তি।

রামবাণরস। অগ্নিমান্দ্য প্রযুক্ত জ্বর উপস্থিত হইলে অথবা জ্বর হইবার পর বা পূর্ব্ব হইতে পেটফাঁপা, অম্লোদ্গার বা দুই একবার পাতলা দাস্ত ও উদরে গুড়্‌গুড়্‌ শব্দ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীর গাত্রবেদনা প্রায়শঃ দেখিতে পাওয়া যায়. ঐ সকল অবস্থায় গাত্রবেদনা ও অজীর্ণ নিবারণের জন্য রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; অগ্নিমান্দ্য বিহীন গাত্রবেদনায়ও ইহা উপকারী। অবস্থাবিশেষে দিবসে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার প্রয়োজ্য। অনুপান—অম্লোদ্গার, পেটফাঁপা ও পাতলা দাস্ত থাকিলে, জীরাচূর্ণ ও মধু, কোষ্ঠকাঠিন্য ও গাত্রবেদনায় আদার রস ও মধু; কেবলমাত্র দাস্ত থাকিলে, জল বা মুথার রস ও মধু।

রামবাণরস। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা ও জাতীফল ॥০ তোলা; এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া কাঁচা তেঁতুলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রত্তি।

রসোনাদিকাথ। বিবিধ শীতক্রিয়া বশতঃ বক্ষঃস্থলের বাম বা দক্ষিণপার্শ্বে, পৃষ্ঠে ও কটিদেশে অথবা গ্রীবাদিসন্ধিস্থলে অসহ্য বেদনা অনুভূত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা আমবাতের উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বরে সপ্তাহমধ্যে এই কাথ সেবনে কোনও প্রতিবন্ধকতা নাই; যেহেতু ইহা আমবাত নিবারক; রোগের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে প্রাতে ও রাত্রে ২ বার এই কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

রসোনাদিকাথ। রসোন, নিসিন্দাপাতা ও শুঁঠ; প্রত্যেকে সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিবে এবং ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া লইবে।

বালুকাস্বেদ। বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ও সন্ধিস্থানে অসহ্য

বেদনা হইলে, স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য। স্বেদ প্রয়োগদ্বারা শরীরের বেদনা, স্তব্ধতা ও ভারবোধ ইত্যাদি প্রশমিত হয়।

বালুকাস্বেদ। একটী মৃত্তিকাপাত্রে বালুকা রাখিয়া তীক্ষ্ণ অগ্নির উত্তাপে ভাজিতে থাকিবে; ঐ বালুকা যখন ঈষৎ রক্তাভ হইবে, তখন ভাজা হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অনন্তর ঐ বালুকায় কাঁজি এমন ভাবে সেচন করিবে, যেন বালুকার উত্তাপে ঐ কাঁজি শুকাইয়া যায়। পরে ঐ উষ্ণ বালুকা একখানা ন্যাকড়ায় বান্ধিয়া স্বেদ প্রদান করিবে; বক্ষঃস্থল ব্যতীত রোগীর হস্তপদাদি সন্ধিস্থানেই সমধিক স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য; পুনঃপুনঃ স্বেদ প্রদান দ্বারা রোগীর ঘর্ম্ম হইলে স্বেদ প্রয়োগ বন্ধ রাখিবে, কিন্তু এই ঘর্ম্ম নির্গম রোগের প্রবলতা বশতঃ অনেকবার স্বেদ প্রদানের পরই দৃষ্ট হয়, ক্রমশঃ ২।৩ ঘণ্টা স্বেদ প্রয়োগ করিবে, বাতশ্লেষ্মার অত্যধিক প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, আরও অধিক সময় স্বেদ প্রয়োগ করা বিধেয়। সাধারণতঃ দিবসে ও রাত্রে দুইবার স্বেদ প্রয়োগ কর্ত্তব্য।

জ্বরে— শিরঃশূল-চিকিৎসা।

লক্ষ্মীবিলাস। জ্বরকালে মাথায় অসহ্য বেদনা উপস্থিত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; শিরঃশূল এবং গাত্রবেদনায় ইহা অত্যন্ত উপকারী। জ্বরারম্ভ সময় ব্যতীত অন্য সময় মাথায় অসহ্য বেদনা হইলে তাহাও এই ঔষধ সেবনে বিনষ্ট হয়। দিবসে২।৩ বার ও রাত্রে২।১ বার সেব্য। অনুপান—নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতার রস এবং মধু। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে আদা এবং পানের রস ও মধু।

লক্ষ্মীবিলাস। লৌহ, অভ্র, বিষ, মুথা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধুতুরাবীজ, বৃদ্ধদারকবীজ, সিদ্ধিবীজ ও পিপুলমূল; এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা এবং গোক্ষুর ২ তোলা; একত্র মিলিত করিয়া ধুতুরা পাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস। জ্বরকালে বা অন্যান্য যে কোন রোগে বা অবস্থায় শিরোবেদনা হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; যাহাদের শরীর কৃশ এবং বিবিধ রোগে জর্জ্জরিত ও বায়ুপ্রধান, তাহাদের জ্বর হইলে বা জ্বরারম্ভের পূর্ব্ব হইতে মাথায় অসহ্য বেদনা প্রকাশ পাইলে, ইহা দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মস্তিষ্কগত বিবিধ কফ জনিত রোগে উপকারী। অনুপান—কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে পানের রস ও মধু, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু।

স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস। অভ্র ৮ তোলা এবং রস, গন্ধক, কর্পূর, জাতীফল, জয়িত্রী, বৃদ্ধদারক-বীজ, ধুতুরাবীজ, সিদ্ধিবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, বেড়েলা, গোক্ষুরবীজ ও হিজলবীজ, এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

জ্বরে—অরুচি-চিকিৎসা।

সুধানিধিরস। জ্বরে রোগীর অরুচি জন্মিলে অর্থাৎ পথ্য সেবনে অনিচ্ছা হইলে এবং তৎসঙ্গে অগ্নিমান্দ্য ও সর্ব্বশরীরে বেদনা থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। প্রাতে ১ বার সেব্য; অনুপান—শুঁঠচূর্ণ ও ইক্ষু গুড়।

সুধানিধিরস। রস ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা; একত্র কজ্জলী করিয়া উহাকে দন্তী-কাথ, জম্বীররস আদার রস এবং ছোলঙ্গলেবুর রস ও ছোলঙ্গমজ্জার রসদ্বারা ক্রমান্বয় এক-বার করিয়া ভাবনা দিবে, অনন্তর উহার সহিত সোহাগার খৈ ২ তোলা, লবঙ্গচূর্ণ ৫ তোলা ও বিষ।॰ আনা মিশ্রিত করিবে। বটী ৫ রতি।

আমলাদ্যযোগ। জ্বরকালে রোগীর অরুচি জন্মিলে, এই ঔষধ মুখে ধারণ করিতে দিবে; ক্রমান্বয় দিবসে ২।৩ বার মুখে ধারণ করিলে রুচি হয়। ঔষধ গলাধঃকরণ করিবে না; উষ্ণ জলসহ কিছুকাল মুখে রাখিয়া পরে কুল্‌কুচা করিবে।

আমলাদ্যযোগ। আমলা, কিস্‌মিস্ ও ইক্ষুচিনি সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে।

দাড়িমাদি চূর্ণ। জ্বরে অরুচি থাকিলে অথবা অরুচির সহিত জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, পীনস (নাসাস্রাব) ও কাস থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—ঈষদুষ্ণ জল।

দাড়িমাদি চূর্ণ। দাড়িমের খোসা ২ তোলা, ইক্ষুগুড় ১ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা এবং দারুচিনি, ছোটএলাইচ ও তেজপত্র; ইহাদের প্রত্যেকে ।/৮ রতি মিশ্রিত করিবে। মাত্রা চারি আনা।

সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসা।

ত্রয়োদশসন্নিপাত জ্বরের সাধারণ লক্ষণ। ক্ষণকাল দাহ এবং পর-ক্ষণেই শীতবোধ, অস্থি, সন্ধিস্থান ও মস্তকে বেদনা, চক্ষু হইতে জল নির্গম,

চক্ষুর্দ্বয়ের রক্তিমা ও ঘোলাটে বর্ণ, চক্ষুর্দ্বয়ের কোটরে প্রবেশ, কর্ণে বিবিধ-শব্দ শ্রবণ ও বেদনা বোধ, কণ্ঠের অভ্যন্তর ধান্যের শূয়াদ্বারা আবৃতবৎ বোধ, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, অসম্বন্ধ বাক্য-প্রয়োগ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ ও গোজিহ্বাবৎ খরস্পর্শ, সর্ব্বশরীরের শিথিলতা, রক্তের সহিত পিত্তের অল্প উদ্গীরণ বা কফের সহিত পিত্ত-নিঃসরণ, মস্তক ইতস্ততঃ সঞ্চালন, পিপাসা, নিদ্রার অভাব, বক্ষঃস্থলে বেদনা, অনেক সময় পরে অল্প মলমূত্রত্যাগ, গাত্র হইতে অল্প পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গমন, শরীরের নাতিকৃশতা অর্থাৎ শরীর সুস্থ দেহবৎ প্রতীয়মান, সর্ব্বদা অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ, শরীরে কৃষ্ণ ও রক্তাভ মণ্ডলাকার কোঠ উৎপত্তি (বোলতাদষ্টস্থানবৎ উন্নত), অতি অল্প বাক্য প্রয়োগ, মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি স্থানে ফোস্কার ন্যায় উদ্গম, উদরে ভার বোধ এবং অনেক দিন পরে বায়ু, পিত্ত ও কফের পরিপাক অর্থাৎ সমতা, এই সমস্ত সন্নিপাত-জ্বরের সাধারণ লক্ষণ অর্থাৎ এই সমস্ত লক্ষণ ত্রয়োদশবিধ সন্নিপাতের লক্ষণ সমূহের অন্তর্গত। যথা—রক্তের সহিত পিত্ত নিঃসরণ পাকল সন্নিপাতের লক্ষণান্তর্গত। গাত্রে মণ্ডলাকার কোঠের উৎপত্তি, ভল্লু সন্নিপাতের লক্ষণান্তর্গত। জিহ্বা খরস্পর্শ, কর্কটক সন্নিপাতের লক্ষণান্তর্গত ইত্যাদি।

বায়ু, পিত্ত ও কফের হ্রাস, মধ্যাবস্থা এবং বৃদ্ধি অনুসারে-ত্রয়োদশ সন্নিপাতের নাম ও বিশেষ লক্ষণ।

বিস্ফারক বা বাতোল্বন সন্নিপাতের লক্ষণ। শ্বাস, কাস, ভ্রম, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, মোহ, কম্প, পার্শ্বশূল, হাইউঠা ও মুখে কষায় রস বোধ, এই সমস্ত বিস্ফারক অর্থাৎ বাতোল্বনসন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (১)

আশুকারী বা পিত্তোল্বনসন্নিপাতের লক্ষণ। অতিসার, ভ্রম, মূর্চ্ছা, মুখে ফোস্কাবৎ উত্থিত হওয়া, গাত্রে রক্তবর্ণ বিন্দুর উদ্গম ও অত্যন্ত দাহ এই সমস্ত আশুকারী বা পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (২)

কম্পনা বা কফোল্বনসন্নিপাতের লক্ষণ। দেহের জড়তা, গদ্গদ্ বাক্য অর্থাৎ অস্পষ্টবাক্য প্রয়োগ, রাত্রিতে নিদ্রাধিক্য, চক্ষুর্দ্বয়ের স্তব্ধতা ও মুখের মধুরাস্বাদ, এই সমস্ত কম্পনা বা কফপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (৩)

বভ্রু বা বাতপিত্তোল্বনসন্নিপাতের লক্ষণ। মত্ততা, তৃষ্ণা, মুখের শুষ্কতা, চক্ষুর নিমীলনভাব, আধ্মান, অরুচি, তন্দ্রা, শ্বাস, কাস, ভ্রম ও শ্রান্তিবোধ ; এই সমস্ত বভ্রু বা বাতপিত্ত প্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (৪)

শীঘ্রকারী বা বাতশ্লেষ্মোল্বনসন্নিপাতের লক্ষণ। শীতপ্রধানজ্বর, মূর্চ্ছা, হাঁচি, পিপাসা, পার্শ্ববেদনা, শূল, ঘর্ম্মাভাব, তন্দ্রা ও শ্বাস ; এই সমস্ত শীঘ্রকারী বা বাতশ্লেষ্ম প্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (৫)

ভল্লু বা পিত্তশ্লেষ্মোল্বনসন্নিপাতের লক্ষণ। শরীরের অভ্যন্তরে দাহ ও বহির্ভাগে শীতবোধ, অত্যন্ত তৃষ্ণা, দক্ষিণপার্শ্বে, বক্ষঃস্থলে, মস্তকে ও গলায় বেদনা, অতি কষ্টে কফপিত্ত উদ্গীরণ, গাত্রে মণ্ডলাকার কোঠের উৎপত্তি, পাতলাদাস্ত, শ্বাস, হিক্কা ও চক্ষুর্দ্বয়ের নিমীলন ভাব, এই সমস্ত ভল্লু বা পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (৬)

কুটপালক বা বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মোল্বনসন্নিপাতের লক্ষণ।

রোগীর সর্ব্বদা হাইর উদ্রেক, শরীরের স্তব্ধতা ও চক্ষুর্দ্বয়ের স্পন্দহীনতা, এই সমস্ত কুটপালক বা বায়ু, পিত্ত ও কফপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ ; এই সন্নিপাত মৃত্যুপ্রদ। (৭)

সংমোহ বা প্রবৃদ্ধবায়ু, মধ্যপিত্ত ও হীনকফ সন্নিপাতের লক্ষণ।

বাতাধিক্য বশতঃ গাত্র বেদনা, কম্প, নিদ্রানাশ ও বিষ্টম্ভের প্রাধান্য এবং পিত্তের মধ্যবিধ প্রকোপ বশতঃ দাহ, উষ্ণতা ও ঘর্ম্মের মধ্যাবস্থা এবং কফের অল্পপ্রকোপ বশতঃ শরীরে ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য, উৎকাসি, সর্দ্দিবোধ ও কাসের অল্পতা ; বিশেষতঃ প্রলাপ, পরিশ্রমবোধ, মোহ, কম্প, মূর্চ্ছা, গ্লানি, ভ্রম এবং পক্ষাঘাত ; এই সমস্ত সংমোহ অর্থাৎ প্রবৃদ্ধবায়ু, মধ্যপিত্ত ও হীনকফ সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অতি ভয়ানক। (৮)

পাকল বা মধ্যবায়ু, প্রবৃদ্ধপিত্ত ও হীনকফ সন্নিপাতের লক্ষণ।

বায়ুর মধ্যবিধ প্রকোপবশতঃ পূর্ব্বোক্ত গাত্রবেদনা প্রভৃতির মধ্যাবস্থা, পিত্তের অত্যন্ত প্রকোপ বশতঃ দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির প্রবলতা এবং কফের হীনতাবশতঃ শরীরের গুরুত্ব ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির অল্পতা ; বিশেষতঃ মোহ, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, গ্রীবাদেশে বেদনা, শিরঃপীড়া, কাস, শ্বাস, ভ্রম, তন্দ্রা, সংজ্ঞানাশ,

বক্ষঃস্থলে বেদনা, মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় হইতে রক্ত নির্গম, চক্ষুর্দ্বয়ের স্পন্দন রাহিত্য ও রক্তিমা এবং রোগীর জ্ঞানহীনতা ; এই সমস্ত পাকল বা মধ্যবায়ু, প্রবৃদ্ধপিত্ত ও হীনকফ সন্নিপাত জ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাতে রোগীর ৩ দিবসে মৃত্যু হয়। (৯)

ক্রকচ বা প্রবৃদ্ধবাত, হীনপিত্ত ও মধ্যকফ সন্নিপাতের লক্ষণ।

পূর্ব্বোক্ত গাত্র বেদনাদির প্রবলতা ; দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির অল্পতা এবং গাত্রগুরুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির মধ্যাবস্থা, বিশেষতঃ প্রলাপ, শ্রমবোধ, মোহ, কম্প, মূর্চ্ছা, গ্লানি, ভ্রম, শোষ এবং গ্রীবাদেশে বেদনা ; এই সমস্ত ক্রকচ বা প্রবৃদ্ধবায়ু, হীনপিত্ত ও মধ্যকফ সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (১০)

যাম্য বা হীনবাত, প্রবৃদ্ধপিত্ত ও মধ্যকফ সন্নিপাতের লক্ষণ।

পূর্ব্বোল্লিখিত গাত্রবেদনাদির অল্পতা ; দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির প্রবলতা ; গাত্রগুরুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির মধ্যাবস্থা ; বিশেষতঃ হৃদয়ে দাহ, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র ও ফুস্‌ফুসের পকতা, রক্ত ও পূয উর্দ্ধ ও অধোগামী হইয়া নিঃসরণ এবং দন্ত সকলের শীর্ণতা ; এই সমস্ত যাম্য বা হীনবাত, প্রবৃদ্ধপিত্ত ও মধ্যকফ সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। (১১)

কর্কটক বা মধ্যবাত, হীনপিত্ত ও প্রবৃদ্ধকফ সন্নিপাতের লক্ষণ।

পূর্ব্বোক্ত গাত্র বেদনাদির মধ্যাবস্থা, দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির অল্পতা ; গাত্রগুরুতা ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির প্রবলতা ; বিশেষতঃ অত্যধিক অন্তর্দ্দাহ, মুখমণ্ডলের রক্তাভা এবং কফ, বায়ু কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হওয়ায় বক্ষঃস্থল হইতে ঐ কফের নির্গমনাভাব, পার্শ্বদেশে বাণবিদ্ধবৎ বেদনা, হৃদয় উৎপাটিতবৎ বোধ, চক্ষুদ্বয়ের নিমীলতা, প্রতিদিন শ্বাস ও হিক্কার বৃদ্ধি, জিহ্বা অঙ্গারবৎ দগ্ধ ও খরস্পর্শবৎ প্রতীয়মান, গলমধ্যে শূয়া অর্থাৎ হুলদ্বারা আবৃতবৎ বোধ, কপোতের শব্দের ন্যায় অব্যক্ত শব্দের উচ্চারণ ; এই সমস্ত কর্কটক বা মধ্যবায়ু, হীনপিত্ত ও প্রবৃদ্ধকফ সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ।

বৈদারিক বা হীনবাত, মধ্যপিত্ত ও প্রবৃদ্ধকফ সন্নিপাতের লক্ষণ।

পূর্ব্বোক্ত গাত্রবেদনাদির অল্পতা, দাহ ও তৃষ্ণা প্রভৃতির মধ্যাবস্থা, গাত্রগুরুতা প্রভৃতির প্রবলতা, বিশেষতঃ অস্থিশূল, কটিদেশে বেদনার আধিক্য, অন্ত-

দাহ সর্ব্বশরীরে বেদনা, ভ্রম, অত্যন্ত কষ্টবোধ, শিরঃপীড়া এবং বস্তিদেশে, গ্রীবায় ও হৃদয়ে বেদনা, বাক্যের জড়তা, নয়নের নিমীলনতা, শ্বাস, কাস, হিক্কা, দেহের জড়তা ও জ্ঞাননাশ, এই বৈদারিক বা হীনবাত, মধ্যপিত্ত ও প্রবৃদ্ধ কফ সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য, কিন্তু এই সন্নিপাতে কর্ণমূলে শোথ হইলে সুখসাধ্য। (১৩)

ত্রয়োদশ সন্নিপাতজ্বরের নামান্তর ও লক্ষণান্তর।

শীতাঙ্গসন্নিপাতের লক্ষণ। গাত্রের অত্যন্ত শীতলতা, শ্বাস, কাস, হিক্কা, মোহ, কম্প, প্রলাপ, ক্লান্তি, বলহানি, অন্তর্দাহ, বমন, শরীরে বেদনা ও স্বরভঙ্গ ; এই সমস্ত শীতাঙ্গসন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অসাধ্য। (১)

তন্ত্রিকসন্নিপাতের লক্ষণ। অত্যন্ত তন্দ্রা,প্রবল পিপাসা, অতিসার, প্রবল শ্বাসবেগ, কাস, গাত্রবেদনা, জ্বরের প্রবল তাপ, গলদেশে শোথ, নাসিকার অগ্রভাগের শীতলতা, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, ক্লান্তিবোধ, শ্রবণশক্তির হ্রাস ও দাহ, এই সমস্ত তন্ত্রিক সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য। (২)

প্রলাপকসন্নিপাতের লক্ষণ। ত্রিদোষের অত্যন্ত প্রকোপবশতঃএই সন্নিপাতে সহসা অসংখ্য প্রলাপবাক্য কথন, কম্প, বেদনা, শরীরে দাহ ও অজ্ঞানতা ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সন্নিপাত অসাধ্য। (৩)

রক্তষ্ঠীবী সন্নিপাতের লক্ষণ। রক্তবমন, শরীরে রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ চক্রাকৃতি শোথ, চক্ষুর্দ্বয়ের রক্তবর্ণতা, পিপাসা, অরুচি বমি, শ্বাস, অতিসার, ভ্রম, আধ্মান, জ্ঞানলোপ, হিক্কা ও অত্যন্ত গাত্রবেদনা ; এই সমস্ত রক্তষ্ঠীবী সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অসাধ্য (৫)

ভুগ্ননেত্র সন্নিপাতের লক্ষণ। নয়নের অতিশয় বক্রভাব, শ্বাস, কাস, তন্দ্রা, ভ্রম, প্রলাপ, মত্ততা, কম্প, শ্রবণশক্তির হ্রাস ও মোহ ; এই সমস্ত ভুগ্ননেত্র সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। ইহা অসাধ্য (৫)

অভিন্যাসসন্নিপাতের লক্ষণ। অত্যন্ত মোহ, চেষ্টাহীনতা, ইন্দ্রিয়াদির বিকলতা, প্রবল শ্বাস, বাক্শক্তির হ্রাস, দাহ, মুখের চিক্কণতা (মুখে

তৈলমর্দ্দনবৎ ভাব), মন্দাগ্নি ও বলক্ষয় ; এই সমস্ত অভিন্যাস সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অসাধ্য। (৬)

জিহ্বকসন্নিপাতের লক্ষণ। জিহ্বা কণ্টকাবৃত বোধ, অনন্তর একেবারে বাক্যরোধ, শ্রবণশক্তির হ্রাস, বলক্ষয়, শ্বাস, কাস ও শরীরে অত্যন্ত উত্তাপ ; এই সমস্ত জিহ্বকসন্নিপাতের লক্ষণ। ইহা কষ্টসাধ্য। (৭)

সন্ধিগসন্নিপাতের লক্ষণ। শরীরের সন্নিস্থানে ফুলা ও বেদনা, মুখে কফলিপ্ততা, নিদ্রাহীনতা ও কাস ; এই সমস্ত সন্ধিগ সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। ইহা কষ্টসাধ্য। (৮)

অন্তকসন্নিপাতের লক্ষণ। সর্ব্বদা শিরঃকম্পন, কাস, শরীরের অসহ্য বেদনা, হিক্কা, শ্বাস, দাহ, মোহ, শরীরে অত্যন্ত তাপ, চিত্তের ব্যাকুলতা ও প্রলাপ ; এই সমস্ত অন্তক সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত অসাধ্য। (৯)

রুগ্‌দাহসন্নিপাতের লক্ষণ। অসহ্য দাহ, প্রবল পিপাসা, শ্বাস, প্রলাপ, অরুচি, ভ্রম, মোহ এবং মন্যা (ঘাড়ে), হনু ও কণ্ঠদেশে বেদনা ও শ্রমবোধ ; এই সমস্ত রুগ্‌দাহ সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। ইহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। (১০)

চিত্তভ্রমসন্নিপাতের লক্ষণ। দোষের প্রকোপ বশতঃ রোগীর নিরন্তর গান, নৃত্য, হাস্য, প্রলাপবাক্য উচ্চারণ, বিকৃতভাবে দ্রব্যাদি দর্শন, মোহএবং শরীরে বেদনা ও দাহ, ভয়ে প্রায়শঃ উৎপীড়িতভাব ; এই সমস্ত চিত্তভ্রমসন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য। (১১)

কর্ণিকসন্নিপাতেরলক্ষণ। কর্ণমূলে তীব্রশোথ ও বেদনা, কণ্ঠরোধ, বধিরতা, শ্বাস, প্রলাপ, ঘর্ম্ম, মোহ ও দাহ ; এই সমস্ত কর্ণিক সন্নিপাতজ্বরের লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য। (১২)

কণ্ঠকুব্জসন্নিপাতের লক্ষণ। কণ্ঠদেশে ধান্যাদির শূয়া (অগ্রভাগ) দ্বারা অবরুদ্ধবৎ বোধ, প্রবল শ্বাস, প্রলাপ, অরুচি, দাহ, শরীরে বেদনা, পিপাসা, হনুস্তম্ভ, শিরঃপীড়া, মোহ ও কম্প, এই সমস্ত কণ্ঠকুব্জসন্নিপাতের লক্ষণ। এই সন্নিপাত কষ্টসাধ্য। (১৩)

সন্নিপাতজ্বর-চিকিৎসাবিধি।

সন্নিপাত অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকোপ বশতঃ মৃত্যুপ্রদ জ্বরবিকার উৎপন্ন হয়, সুতরাং অতি সাবধানে তাহার প্রতিকারে চেষ্টিত হইবে; অন্যান্য জ্বরের উপদ্রব সকল কাল বিলম্বে উপস্থিত হইয়া অনেক স্থানে ঔষধ ব্যতীতও নিবৃত্ত হয়; কিন্তু ত্রিদোষ জনিত জ্বর দেহীকে আক্রমণ করিলে, তাহার উপদ্রব সকলও প্রবল বা সাধারণ ভাবে তৎসঙ্গে উপস্থিত হয়, ঐ সকল উপদ্রবের মধ্যে অনেকগুলি বলবৎ ও মুখ্যরোগে পরিণত হইয়া রোগীর জীবন নষ্ট করিয়া থাকে; কিন্তু ঐ সকল আশু জীবন নষ্টকারী উপদ্রব সমূহের নিবৃত্তি করিতে পারিলে, মূলরোগ অনেকাংশে মন্দীভূত হইতে থাকে এবং রোগী রোগের ভোগকাল অন্তে সুস্থ হইতে পারে। ৭ম দিনে, ৯ম দিনে, ১০ম দিনে, ১১শ দিনে, ১২শ দিনে, ও ১৪শ দিনে ঐ জ্বর বিবিধ মারাত্মক উপদ্রব সহ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, অনেক স্থানে ১৮শ দিন এবং ২২ দিনেও বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। কতিপয় লক্ষণাক্রান্ত জ্বর ঐ সকল দিনে বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ হ্রাস পায় এবং কতিপয় লক্ষণাক্রান্ত জ্বর ঐ সকল দিনে রোগীর জীবন নষ্ট করিয়া থাকে, অতএব রোগীর যখন যে উপদ্রব উপস্থিত দেখিবে, তখন তাহার নিবৃত্তি করিতে সমধিক চেষ্টা করিবে, এবং বলবান একটী উপদ্রব নষ্ট হইলে অন্য উপদ্রবের প্রতীকার করিবে। উদরাধ্মান, মলমূত্রের রোধ, শ্বাস এবং হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রব শীঘ্রই জীবন নাশক; অতএব জীবন-নাশক উপদ্রব সকলের কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিকারে চেষ্টিত হইবে। সন্নিপাতজ্বর উপস্থিত হইলে শ্বাস, কাস, হিক্কা, বমন, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মত্ততা, অতিসার, মলমূত্ররোধ, উদরাধ্মান, তন্দ্রা, প্রলাপ, আক্ষেপ, গাত্র কম্প, গাত্র-বেদনা, ঘর্ম্ম, অরুচি ও জ্ঞানহীনতা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়, এই সকল উপদ্রবের মধ্যে অনেকস্থানে একটী উপদ্রব অন্য উপদ্রবের কারণ হয়, যথা— প্রবল বমন হইতে হিক্কাবেগ, ঘর্ম্ম ও শরীরের শীতলতা, হিক্কা হইতে শ্বাস, মলমূত্রাদির রোধ হইতে উদরাধ্মান, আবার ঐ উদরাধ্মান নিবৃত্ত না হইলে, ক্রমশঃ শ্বাসবেগ উপস্থিত হয়। এই উদরাধ্মান এবং মলমূত্রের রোধ গুহ্য-দেশস্থিত অপান বায়ুর প্রকোপ বশতঃ হইয়া থাকে। নিরন্তর কাসের বেগ

বা কাসের বিকৃতি হইতে শ্বাস, ইত্যাদি উপদ্রবের উৎপত্তি হয়, একটী নষ্ট হইলে অন্য উপদ্রব স্বয়ং হ্রাস পাইতে থাকে, এমতাবস্থায় যে সকল উপদ্রব অন্য উপদ্রবের কারণ স্বরূপ, সেই সকল উপদ্রবকেই প্রথমে নষ্ট করা কর্ত্তব্য, সাধারণতঃ যাহাতে বায়ু অনুলোম হয়, অগ্নিবল ক্রমশঃ বৃদ্ধিপায় ও কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এরূপ ঔষধ সন্নিপাতজ্বরে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু বিরেচক ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠশুদ্ধি নিতান্ত গর্হিত। বক্ষঃস্থলস্থিত শ্লেষ্মা যাহাতে শুষ্ক হইতে না পারে অর্থাৎ তরল ভাবে মুখ হইতে বা অধোগামী হইয়া নিঃসৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সন্নিপাতজ্বরে মল ও মূত্র রোধ হওয়ায় সহসা উদারাধ্মান বা অকস্মাৎ জ্ঞান শূন্যতা, মূর্চ্ছা ও উন্মত্ততা প্রভৃতি উপদ্রব অনেক স্থানেই দৃষ্ট হয়, অনেকস্থানে রোগীর শ্বাস ক্রিয়ার সময় সময় লোপ ও নাড়ীর গতির বিপর্য্যয়, শরীর শীতল ও জড়পদার্থবৎ ইত্যাদি লক্ষণ সকলও দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেই সকল অবস্থায় চিকিৎসক অধীর হইলে রোগীর অমঙ্গল হইতে পারে, সুতরাং চিকিৎসক ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক চিকিৎসা করিলে অনেক স্থানে নিরাশ রোগীও রোগমুক্ত হইতে পারে, সন্নিপাতজ্বরের উপদ্রব নষ্ট করিতে না পারিলে কেবল জ্বরের ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ কোন উপকার হয় না।

ঐ সকল অবস্থায় অনেক সময় রোগীর নিকট উপস্থিত থাকিয়া মনোযোগ সহকারে রোগীর বাহ্য লক্ষণ ও নাড়ীর গতি পর্য্যালোচনা করা উচিত এবং অর্দ্ধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অন্তর উপদ্রব অনুসারে ঔষধ সমূহ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য, অনেকস্থানে চিকিৎসকের বিবেচনার অভাবে এবং অনেকস্থানে উপযুক্ত ঔষধের অভাবে রোগীর মৃত্যু হয়, উপদ্রব সমূহের সম্যক্ বা আংশিক অবস্থা পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া রোগীকে সেবন করান কর্ত্তব্য। উদরাধ্মান, সংজ্ঞাহীনতা, নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা, শ্বাসবেগ ও হিমাঙ্গতা, অনেক সময় একই রোগীতে যুগপৎ দৃষ্ট হয়; ইহার কারণ উল্লেখ করিতে হইলে গ্রন্থের আয়তন বর্দ্ধিত হয়; এই জন্য কারণের উল্লেখ না করিয়া কেবল চিকিৎসাবিষয়ক সামান্য উপদেশ এস্থলে বর্ণিত হইল। সাধারণতঃ সন্নিপাতজ্বরে প্রথমে কফনিবর্ত্তক রুক্ষস্বেদাদি প্রয়োগ করিয়া, পশ্চাৎ বায়ু ও পিত্তের প্রতিকার করিবে। কিন্তু বিকার উপস্থিত হইলে যে দোষ প্রধান দেখিবে, তাহার চিকিৎসা করিবে।

উদরাধ্মানকালে যথোক্ত প্রলেপ প্রয়োগ ও স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ স্বেদ প্রদান এবং যথা নির্দ্দিষ্ট ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য, তৎসঙ্গে মূত্রকারক বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ করাও বিধেয়, এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা বিশেষ উপকার না হইলে, মলদ্বারে বর্ত্তি ও বিবিধ বস্তিক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায় হইলে যাবৎ রোগী ঔষধ সেবন করিতে সক্ষম হয়, তাবৎকাল কফনিবর্ত্তক বৃহৎ কফকেতু বা শ্লেষ্মসুন্দর রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে এবং ঔষধের ক্রিয়া দর্শন করিয়া বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা জ্ঞান উৎপাদন করিবে; কিন্তু ঔষধ গলাধঃকরণ না হইলে, নস্য গ্রহণ করাইয়া জ্ঞান উৎপাদন করা কর্ত্তব্য, প্রথমে বমনযোগ্য রোগীকে বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে, বমনদ্বারা সঞ্চিত শ্লেষ্মা উর্দ্ধগামী হইয়া নিঃসৃত হইলে, জ্ঞানের সঞ্চার হয়. যাহার পক্ষে ঔষধ সেবন অসম্ভব, তাহাকে নস্য প্রয়োগ করিলে জ্ঞানসঞ্চার হয়, তীক্ষ্ণবমন ও তীক্ষ্ণনস্য বালক, বৃদ্ধ ও ক্ষীণরোগীকে প্রয়োগ করিবে না।

বমন দ্বারা সঞ্চিত শ্লেষ্মা উত্থিত না হইলে, রোগীর বক্ষঃস্থলস্থিত কফ শুষ্ক হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অতএব বমনক্রিয়ার পূর্ব্বেই কফের তরলতা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য এবং বমন আরম্ভ হইলেও যে সমস্ত ঔষধে শ্লেষ্মা তরল হয়,তাহা (শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ বা ভার্গ্যাদি কাথ প্রভৃতি) সেবন করান কর্ত্তব্য। বমনকালে শ্লেষ্মা যত অধিক নিঃসৃত হয়, ততই রোগীর পক্ষে মঙ্গল। বমনকারক ঔষধ প্রদানকালে রোগীর বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিবে, যেহেতু শুষ্ককফে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ উপকার হয় না। বমন ও নস্য প্রয়োগের অযোগ্যব্যক্তির বক্ষঃস্থলে সিদ্ধার্থক প্রলেপ ও শিরাবিদ্ধ করিয়া সূচিকাভরণ ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অল্পকালব্যাপী সামান্য মূর্চ্ছায় তীক্ষ্ণনস্য বা বমনকারক ঔষধ প্রদান করিবে না, কেবল সংজ্ঞাজনক মৃদুবীর্য্য নস্য প্রয়োগ করিবে। রোগীর সংজ্ঞালাভ হইলে, যথোক্ত নিয়মে পুনরায় চিকিৎসা করিবে।

অন্যান্য উপদ্রব নষ্ট হইলে তৎসঙ্গে নাড়ীর বিশৃঙ্খলতাও দূরীভূত হয়; তজ্জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না, নাড়ীর বিশৃঙ্খলতা সম্বন্ধে অনেক কারণ দৃষ্ট হয়; বমনবেগ বা অধিক তরলদাস্ত বশতঃ অনেক সময়

নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা এমন কি স্পর্শবিহীনতা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, বমন ও দাস্ত প্রশমিত হইলে অনেকক্ষণ পরে ঐ নাড়ী স্বস্থানে আগমন করে, বাতাদিদোষের প্রকোপবশতঃ নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় ঘটিলে বাহ্য লক্ষণ অনুসারে চিকিৎসা করিবে। যেহেতু নাড়ীর গতির সহিত বাহ্য লক্ষণের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

সন্নিপাতজ্বরে বিবিধ কারণ বশতঃ প্রায়শঃ শ্বাসের বেগ দৃষ্ট হয় এবং অনেক সময় ফুসফুসস্থিত শ্লেষ্মা বিবিধ কারণে বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শ্বাসের গতির বিশৃঙ্খলতা সম্পাদন করে, ঐ শ্লেষ্মা ঔষধাদির দ্বারা তরল হইয়া নিঃসৃত হইলে এবং ক্রমশঃ পরিপক্ক হইলে, শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্টের লাঘব হয়; উদরাধ্মানজনিত শ্বাস, উদরাধ্মান নিবৃত্ত হইলে হ্রাস পায়।

সন্নিপাতজ্বরে রোগীর শরীর অনেক কারণে শীতল হয়, প্রবল বমন-বেগান্তে ও অবিশ্রান্ত ঘর্ম্ম হইবার পর শরীরস্থিত পিত্তের ভাগ নিঃসৃত হওয়ায় শরীর শীতল হইয়া পড়ে, বমন বেগ নিবৃত্ত হইলেও অনেক স্থানে অগ্নির দুর্ব্বলতা বশতঃ শরীর যথোচিত উষ্ণ হয় না; তখন বলকারক উষ্ণ-বীর্য্য ঔষধ (বৃহৎকস্তূরীভৈরব, মকরধ্বজবটী এবং মৃতসঞ্জীবনীসুরা অভাবে ব্রাণ্ডি ইত্যাদি) এবং পথ্য (বিবিধ পক্ষী ও ছাগমাংসযূষাদি) প্রয়োগ করা বিধেয়, ঐ অবস্থায় স্বেদ প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু কফের প্রকোপ বশতঃ শরীরের শীতলতা লক্ষিত হইলে, উষ্ণস্বেদ প্রয়োগ এবং কফ-নিবর্ত্তক অথচ দেহের উষ্ণতাকারক বৃহৎকস্তূরীভৈরব, মৃগনাভি, মৃত-সঞ্জীবনী সুরা প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে। এইরূপ ক্রিয়াদ্বারা নাড়ীও প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে।

সন্নিপাতজ্বরে অবস্থাভেদে ৭ দিন, ১০ দিন, ১২ দিন, ১৪ দিন, ১৮ দিন বা ২২ দিন অতীত হইলে, আমরসের পরিপাক বা নিরাম-অবস্থা দৃষ্ট হয় অর্থাৎ জ্বরের বেগ অপেক্ষাকৃত লঘু, ক্ষুধার উদ্রেক এবং উপদ্রবাদি হ্রাস হইয়া থাকে; সেই সময় ঐ সমস্ত ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া নিরামজ্বরে নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ এবং ক্বাথাদি সেবনের ব্যবস্থা করিবে, ঐ অবস্থায় রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে বলকারক পথ্যাদি (মাংসযূষ, মাংসার্ক ও মুগের যূষ প্রভৃতি) অগ্নিবল অনুসারে প্রদান করা

কর্ত্তব্য। যেহেতু শারীরিক বলই শরীরস্থ বাতাদি দোষ নষ্ট করিতে সক্ষম হয়; অতএব অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগীকে সন্নিপাতের সাম বা নিরাম অবস্থায় বলকারক পথ্য প্রদান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। উপদ্রবসমূহ এবং জ্বরের বেগ নিবৃত্ত হইলে, বলকারক ঔষধ (মকরধ্বজবটী ও বৃহৎ মকরধ্বজ প্রভৃতি) রোগীকে প্রদান করিবে।.

সন্নিপাতজ্বরে ঔষধ সেবনের সময় নিরূপণ করা সুকঠিন, যেহেতু লক্ষণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা অন্তর রোগের প্রবলাবস্থায় রোগীকে সেবন করাইতে হয়, উপদ্রবনাশক ঔষধ সমূহ দোষের প্রকোপ কালে সেবন করান নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিষপ্রধান ঔষধসকল অর্থাৎ ত্রিদোষ নীহার ও সূচিকাভরণ প্রভৃতি সেবন দ্বারা কোনও উপদ্রব উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণার্থ উপযুক্ত পথ্যাদি ও আবশ্যকমত বিবিধ ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে।

সন্নিপাতজ্বরে—ঔষধ।

চন্দ্রশেখররস। সন্নিপাতজ্বরে পিত্তশ্লেষ্মার আধিক্য দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ রোগীর দাহ, পিপাসা, গাত্রের স্থানবিশেষে মণ্ডলাকার শোথ (বোলৃতাদষ্টস্থানবৎ উন্নত) বা ঘর্ম্ম এই সকল লক্ষণের কোন একটী প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার করলাপাতার রস ও মধু সহযোগে সেবন করাইবে. সন্নিপাতজ্বরে রোগীর ক্রিমিদোষ বশতঃ সময় সময় বমন হইলে অথবা তন্দ্রা ও গলদেশে বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, ইহা আদার রস ও মধুসহযোগে সেবন করাইবে। এই ঔষধ শিশু ও অতি বৃদ্ধ ব্যক্তিকে প্রদান করিবে না।

চন্দ্রশেখর রস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা ও মনঃশিলা ৪ তোলা; এই সকল একত্র জল দ্বারা মর্দ্দন করিয়া রোহিতমৎস্যের পিত্তে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

ত্রিদোষনীহাররস। সন্নিপাতজ্বরে তন্দ্রা, প্রলাপ, জ্ঞানহীনতা, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা এবং উন্মাদবৎ ভাব ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট

হইলে, এই ঔষধ রোগীকে আদার রস সহযোগে সেবন করাইবে, কিন্তু বিবিধ রোগে কৃশ, বৃদ্ধ, বালক ও গর্ভিণী স্ত্রীকে ইহা কখনও সেবন করাইবে না; বিশেষতঃ রোগীর বায়ু কর্ত্তৃক কফ আবদ্ধ হইয়া বক্ষঃস্থলে সঞ্চিত থাকিলে অর্থাৎ কফ তরলভাবে নিঃসৃত না হইলে এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা থাকিলে, এই ঔষধ প্রায়শঃ সেবন করাইবে না, সবল রোগীকে ঐ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে হইলে এবং আবশ্যক বোধ করিলে, এই ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে ভার্গ্যাদি ক্বাথ বা শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ শ্লেষ্মার সমতা করণার্থ সেবন করাইবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান প্রবল বিকার হইলে এবং রোগী সবল থাকিলে, আদার রস ও মধু অনুপানে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, ইহা সন্নিপাত জ্বরে রোগীর নিদ্রার অভাব, মূর্চ্ছা, কম্প, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নির্গম, শিরঃপীড়া, প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি, হিক্কা এবং বমন ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, সেবন করাইবে না, এই ঔষধ সেবন করিলে প্রায়শঃ রোগীর বমন হইতে থাকে; ঐ বমিতে অল্প শ্লেষ্মা নির্গত হইলে এবং বিশেষ উপকার না হইলে, ক্রমশঃ ২।৩ বটী সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা সঞ্জাত বমির বেগ নষ্ট করিতে অনেক সময় আবার অন্য ঔষধ ও বিবিধ পথ্য সেবন করাইতে হয়।

ত্রিদোষনীহাররস। পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা; একত্র কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলী রক্তচিতার রসে আট বার ভাবনা দিবে, পরে ঐ কজ্জলীর সহিত বিষ আট তোলা মিশ্রিত করিয়া চিরতার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক রোহিতমৎস্যের পিত্তে সাত বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

বৃহৎ ত্রিদোষনীহাররস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর তন্দ্রা, প্রলাপ, জ্ঞানহীনতা, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা ও মত্ততা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে; ইহার প্রয়োগবিধি ত্রিদোষনীহারের ন্যায়; উপকারিতা ত্রিদোষনীহার অপেক্ষা অধিক; ইহা অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য; বিশেষতঃ কফের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এবং সন্নিপাত জ্বরে গ্রীবাদেশে বেদনা, মাথায় ভার ও গদগদভাব প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সমধিক ফলপ্রদ। অনুপান—আদাররস ও মধু।

বৃহৎ ত্রিদোষনীহাররস। রস ১ তোলা ও গন্ধক ৩ তোলা একত্র কজ্জলী করিবে, অনন্তর রক্তচিতার রসে ৭ বার, আদাররসে ৭ বার ও নিসিন্দাপাতার রসে ৭ বার যথাক্রমে

ভাবনা দিবে, ভাবনা শেষ হইলে, উহার সহিত বিষ ৮ তোলা, হিঙ্গুল ৮ তোলা ও রসসিন্দূর ৮ তোলা মিশ্রিত করিবে; সমস্ত ঔষধ একত্র মর্দ্দন করিয়া রোহিত মৎস্যের পিত্তে পুনরায় ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

মৃত্যুঞ্জয়রস। সন্নিপাতজ্বরে দেহের জড়তা, নিদ্রাধিক্য, চক্ষুর্দ্বয়ের নিমীলন অর্থাৎ তন্দ্রাভাব, কাস, শরীরের বেদনা ও ভারবোধ, শিরোবেদনা, অগ্নিমান্দ্য, মত্ততা (উন্মাদবৎভাব) ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ আদাররস ও মধু সহযোগে সেবন করাইবে, মস্তকে ও গলায় বেদনা থাকিলে, নিসিন্দাপাতার রস ও মধু সহযোগে সেবন করিতে দিবে। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না।

মৃত্যুঞ্জয়রস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, সোহাগার খৈ ৪ তোলা, বিষ ৮ তোলা, ধুস্তুরবীজ ১৬ তোলা, শুঁঠ ১০।৷৵৪ রতি, পিপুল ১০।৷৵৪ রতি ও মরিচ ১০।৷৵৪ রতি; এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া ধুতুরার মূলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

শ্রীসন্নিপাতমৃত্যুঞ্জয়রস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর মূর্চ্ছা, দেহের জড়তা, নিদ্রাধিক্য এবং পিপাসা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ ভৃঙ্গরাজ রসের সহিত সেবন করাইবে; এবং ঔষধ সেবন করাইয়া গরম কাপড় দ্বারা তাহার গাত্র আবৃত করিয়া রখিবে, ইহা সেবনে রোগীর ঘর্ম্ম হইলে এবং পুনঃপুনঃ মূর্চ্ছা ও দাহ প্রকাশ পাইলে, জ্বর তিরোহিত হইয়াছে জানিবে। ইহা সেবনে অনেকের বমন হইতে দেখা যায়; অতএব সাবধানে সেবন করাইবে। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে ইহা কখনও সেবন করাইবে না।

শ্রীসন্নিপাতমৃত্যুঞ্জয় রস। বিষ, রস, গন্ধক, মৎস্যপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, ছাগপিত্ত, শূকরপিত্ত, মহিষীপিত্ত, হরিতাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আলকুশীবীজ, আপাংমূল, রক্তচিতা ও শোধিত জয়পালবীজ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগীমূত্রে মর্দ্দন করিবে; বটী মাষকলাই প্রমাণ।

কফকেতুরস। সন্নিপাত জ্বরে কফের আধিক্য দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ দেহের জড়তা, অব্যক্ত শব্দের উচ্চারণ, নিদ্রাধিক্য, শিরঃশূল বা সর্দ্দি ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ আদার রস ও মধুসংযোগে দিবসে

২।৩বার সেবন করাইবে। এই ঔষধ বালক, গর্ভিণী এবং অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিকে কখনও সেবন করাইবে না।

কঙ্ককেতুরস। ১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসরাজেন্দ্র। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর প্রলাপ, শীতবোধ, মাথায় ও গলদেশে বেদনা, উৎকাসি অর্থাৎ অল্প শ্লেষ্মা নিঃসরণ, পিপাসা, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা বা কাস; ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার তুলসী-পাতার রস সহযোগে সেবন করিতে দিবে, একটী সেবনে মস্তক গরম ও দাহ উপস্থিত হইলে, তাহাকে সেই দিন ঐ ঔষধ আর সেবন করাইবে না; তখন রোগীর মাথায় জলপটী দিবে ও তাহাকে চিনির পানা সেবন করাইবে এবং দাহ ও জ্বর বিশ্রামান্তে উপদ্রব সমূহ হ্রাস হইলে, রোগীকে ক্রমশঃ শৈত্যক্রিয়া করাইবে, ঔষধের ক্রিয়া বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত না হইয়া কদাপি শৈত্যদ্রব্য প্রয়োগ করিবে না; যেহেতু বাতাদির প্রকোপ সত্ত্বে শৈত্যক্রিয়া করিলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে। ঔষধের ক্রিয়া নাড়ী-পরীক্ষা দ্বারাও অনেকাংশে বুঝিতে পারা যায়।

রসরাজেন্দ্র। রস, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, অভ্র, সীসক, বঙ্গ, হরিতাল ও বিষ, এই সকল ঔষধ প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া প্রথমে কাকমাচীর রসে, অনন্তর আদার রসে মর্দ্দন করিবে, পরে রোহিতমৎস্য পিত্ত, বরাহপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, ছাগপিত্ত ও মহিষপিত্ত দ্বারা ক্রমান্বয় সাত সাতবার ভাবনা দিবে, অনন্তর শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ সেই ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া আদার রসে ১০০ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

সন্নিপাতবড়বানল রস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, পিপাসা, পার্শ্ববেদনা, গলায় ও মাথায় ভারবোধ, ঘর্ম্ম, তন্দ্রা এবং উৎকাসি ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ অবস্থানুসারে দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইবে, এই ঔষধ বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে সেবন করাইবে না। অনুপান—আদার রস।

সন্নিপাতবড়বানল রস। রস ৮ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, বিষ ৭ তোলা, হরিতাল ৬ তোলা, দন্তীবীজ ৬ তোলা, সোহাগার খৈ ৫ তোলা, ধুস্তুরবীজ ৪ তোলা, শুঁঠ ৩ তোলা, পিপুল ৩ তোলা এবং মরিচ ৩ তোলা, এই সমুদয় একত্র করিয়া রক্তচিতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটি ২ রতি।

শম্ভুনাথ রস। সান্নিপাতজ্বরে রোগীর অতিসার, ভ্রম, মূর্চ্ছা, সর্ব্বদা প্রলাপ, উন্মাদবৎভাব, পার্শ্ব বেদনা, তন্দ্রা, অন্তর্দাহ এবং গাত্রবেদনা ইত্যাদি উপদ্রব থাকিলে, অথবা জ্বরাতিসারে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। একবটী সেবনে ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলে, আর একবটী সেবন করাইবে, ঔষধ সেবনান্তে কিছুক্ষণ পরে রোগীর ঈষৎ নিদ্রা হইলে অথবা মাথা গরম ও অসহ্য উদ্বেগ হইলে, ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিবে, তখন রোগীর মাথায় জলপটী দিবে। জ্বরাতীসারে দাস্ত নিবৃত্ত হইয়া উদরাধ্মান উপস্থিত হইলে, অ'বে উদরাধ্মান নিবারক যোগ প্রয়োগ করিবে; রোগের প্রকোপ কিয়দংশ হ্রাস হইলে, রোগীকে শৈত্য দ্রব্য সেবন করাইবে এবং রোগীর মাথায় তৈল মাখাইয়া তাহাকে স্নান করাইবে। শৈত্যক্রিয়া দ্বারা এই ঔষধের গুণাধিক্য হয়, কিন্তু ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলে, শৈত্য দ্রব্যাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে সেবন করাইবে না। অনুপান—আদার রস ও মধু। জ্বরাতিসারে জীরাচূর্ণ ও মধু।

শম্ভুনাথরস। লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতাল, সোহাগার খৈ, হিঙ্গুল, ফিটকারী, মনঃশিলা, গোদন্ত হরিতাল ও বিষ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং রস ১৪ তোলা, গন্ধক ১৪ তোলা, ও অহিফেণ ১৪ তোলা, একত্র মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধির কাথ, নিসিন্দাপাতার রস, কনকধুস্তুর রস ও নিমপাতার রস, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

অঘোরনৃসিংহরস। সন্নিপাত জ্বরে রোগীর অজ্ঞানতা ও সময় সময় মূর্চ্ছা এবং ত্রিদোষের প্রকোপ বশতঃ প্রাণনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধের একবটী ডাবের জল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা অত্যন্ত তীব্র; রোগের সাধারণ অবস্থায় কখনও প্রয়োগ করিবে না, ঔষধ সেবনান্তে নাড়ীর গতি ও বাহ্য অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রোগীকে শীতল দ্রব্য অর্থাৎ দধি ও মিশ্রীর পানা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে খাইতে দিবে এবং মাথায় জলের ধারা দিতে থাকিবে, ইহার অন্যথা করিলে ঔষধই প্রাণনাশক হইবে। এই ঔষধ বালক, বৃদ্ধ, গর্ভিণী ও সুখী ব্যক্তিকে কখনও সেবন করাইবে না; ইহা অতিসার বা জ্বরাতিসার জনিত বিকারে প্রয়োগ করা যায়।

অঘোরনৃসিংহরস। তাম্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, বঙ্গ ৩ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, স্বর্ণ মাক্ষিক ১ তোলা, রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, মনঃশিলা ১ তোলা, কৃষ্ণ সর্প বিষ ৪ তোলা,

শুঁঠ ১।/২ রতি, পিপুল ১।/২ রতি, মরিচ ১।/২ রতি, কুচিলা ২২ তোলা, ও বিষ ৮৮ তোলা ; এই সমস্ত জলে মর্দ্দন করিয়া রোহিতমৎস্য পিত্ত, মহিষপিত্ত, ময়ূরপিত্ত, শূকরপিত্ত এবং রক্ত-চিতার ক্কাথ ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী সর্ষপ প্রমাণ।

সূচিকাভরণরস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর চৈতন্যলোপ, শ্বাসবায়ুর শীতলতা, নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা বা গতিহীনতা এবং সর্ব্ব শরীর একে-বারে শীতল বোধ হইলে, যখন অন্য কোন ঔষধে উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, তখন এই ঔষধ ডাবের জলসহ সেবন করিতে দিবে ; অবস্থাবিশেষে তালের শাখার রস সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এক বটীতে উপকার না হইলে, পুনরায় আর এক বটী সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ যাবৎ নাসারন্ধ্রের বায়ু উষ্ণভাবে প্রবাহিত ও নাড়ী উষ্ণবোধ না হইবে, তাবৎ আধ ঘণ্টা অন্তর এক এক বটী সেবন করাইবে। ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাওয়া মাত্রই রোগীর মাথায় তিলতৈল মর্দ্দন করিয়া শীতল জলের ধারা প্রয়োগ করিতে থাকিবে ; যখন দেখিতে পাইবে যে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন শীতলজলের ধারা এবং প্রচুর শৈত্যদ্রব্য প্রয়োগ না করিলে রোগীর জীবন নষ্ট হইতে পারে। শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে এই ঔষধ কখনও প্রদান করিবে না। অতিসারজনিত বিকারেও ইহা ব্যবহৃত হয়।

সূচিকাভরণরস। বিষ, কৃষ্ণসর্পবিষ ও দারমুজ ; ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ এবং হিঙ্গুল সর্ব্বসমান, একত্র জলে মর্দ্দন করিবে ; পরে রোহিতমৎস্যপিত্ত, শূকরপিত্ত, মহিষপিত্ত, ছাগপিত্ত ও ময়ূরপিত্ত, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ১ বার ভাবনা দিবে। বটী সর্ষপাকার।

বৃহৎ সূচিকাভরণরস। সন্নিপাতজ্বরে ত্রিদোষের প্রকোপবশতঃ রোগীর সর্ব্বশরীর শীতল, জ্ঞানলোপ, নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা, নাড়ীর স্বস্থান পরি-ত্যাগ ও মৃদুভাবে শীতল শ্বাসবায়ু পরিত্যাগ ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, অথবা অতীসার বা বিসূচিকারোগে ঐ সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। একবটী সেবনে সূচিকাভরণের ন্যায় ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলে, পুনরায় একবটী সেবন করাইবে, তাহাতেও ক্রিয়া প্রকাশ না হইলে, আর একবটী সেবন করাইবে, অনুপান—ডাবের জল। ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পাইবামাত্রই সূচিকাভরণের ন্যায় পথ্যাদি প্রদান করিবে।

বৃহৎ সূচিকাভরণরস। রস, গন্ধক, সীসা, অভ্র, বিষ ও কৃষ্ণ সর্পবিষ ; ইহাদের প্রত্যেকে

সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে; অনন্তর রোহিত মৎস্যের পিত্ত, বরাহপিত্ত, মহিষপিত্ত, ছাগপিত্ত এবং ময়ূরপিত্ত, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ৭ বার ভবনা দিবে। বটী সর্ষপাকার।

কস্তূরীভৈরব। সন্নিপাতজ্বরে কফের বা বাতশ্লেষ্মার প্রকোপবশতঃ বিবিধ উপদ্রব, শরীরের জড়তা, তন্দ্রা, পার্শ্ববেদনা, নিদ্রাধিক্য, সন্ধিস্থানে বেদনা, মুখে কফলিপ্ততা ও কাস, এই সমস্ত বিদ্যমান থাকিলে এবং সন্ধিগ সন্নিপাতে বা কম্পন সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। বাত-শ্লেষ্মজ্বরেও এই ঔষধ কার্য্যকারী। অনুপান—আদার রস ও সৈন্ধবলবণ অথবা রুদ্রাক্ষঘসা ও মধু।

কস্তূরীভৈরব। প্রস্তুতবিধি ১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরকস্তূরীভৈরব। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর তন্দ্রা, প্রলাপ, নিদ্রাধিক্য, পার্শ্ববেদনা, মস্তকে ভার বোধ, উৎকাসি, দেহের জড়তা, মত্ততা, চক্ষুর্দ্বয়ের স্তব্ধতা ও মুখে মধুরাস্বাদ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে অথবা কম্পন, শীঘ্রকারী বা সন্ধিগসন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ বাতশ্লেষ্মজ্বরেও বিশেষ কার্য্যকারী। অনুপান—আদার রস ও মধু অথবা রুদ্রাক্ষঘসা ও মধু।

জ্বরকস্তূরীভৈরব। প্রস্তুতবিধি ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আগরকস্তূরী। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর শরীরের ভিতরে ও বাহিরে অসহ্যদাহ, প্রবলঘর্ম্ম, পিপাসা, দক্ষিণ পার্শ্বে অসহ্য বেদনা এবং অন্যান্য অঙ্গে বেদনা বোধ, মস্তকে ভার বোধ, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, দাস্ত, বমন, জ্ঞানলোপ বা নাসিকার অগ্রভাগের শীতলতা প্রভৃতি নানাউপসর্গ থাকিলে অথবা ভল্লু, আশুকারী, রক্তষ্ঠীবী, শীঘ্রকারী, বৈদারিক, সন্ধিগ ও রুগ্‌দাহ, এই সমস্ত সন্নিপাতে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—দাহ প্রবল থাকিলে শ্বেত-চন্দন ঘসা, রুদ্রাক্ষ ঘসা ও স্তনদুগ্ধ; বমন প্রবল থাকিলে শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ; গাত্রবেদনা থাকিলে আদার রস ও মধু এবং উৎকাসি বা শ্বাস প্রবল থাকিলে শুঁঠ ও বামনহাটীর কাথ।

আগরকস্তূরী। প্রস্তুতবিধি ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আগর কস্তূরী (মতান্তরে)। সন্নিপাতজ্বরে দেহের জড়তা, নিদ্রা-ধিক্য, চক্ষুদ্বয়ের স্তব্ধতা, পার্শ্ববেদনা, তন্দ্রা, চক্ষুর্দ্বয়ের স্পন্দন হীনতা, নাসিকার

অগ্রভাগের শীতলতা, গলদেশে শোথ, জিহ্বার কৃষ্ণবর্ণতা, বাক্‌শক্তির হীনতা বা অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে অথবা কম্পন, শীঘ্রকারী, কুট-পালক, তন্দ্রিক ও অভিন্যাস সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ হীনকফ, হীনপিত্ত বা হীন বায়ু সন্নিপাতে প্রয়োগ করিবে না। ইহা বাতশ্লেষ্মজ্বরেও বিশেষ উপকারী। অনুপান—রুদ্রাক্ষ ঘসা ও মধু, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও সৈন্ধবলবণ ; শ্বাস প্রবল থাকিলে শুঁঠ ও বামন হাটীর ক্বাথ।

আগরকস্তূরী (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ১৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণকস্তূরী। সন্নিপাতজ্বরে অসংখ্য প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, গাত্রবেদনা ও অসহ্য পার্শ্ববেদনা, নিদ্রার অভাব, উদরাধ্মান, নাসিকার অগ্র-ভাগের শীতলতা, শ্রবণশক্তির হ্রাস, দাহ, মত্ততা, কম্প, মোহ, সন্ধিস্থানে বেদনা ও ফুলা, চিত্তের ব্যাকুলতা, নিরন্তর গান, হাস্য বা হনুস্তম্ভের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে অথবা শীঘ্রকারী, সংমোহ, ক্রকচ, পাকল, শীতাঙ্গসন্নিপাত, তন্দ্রিক, প্রলাপক, ভুগ্ননেত্র, সন্ধিগ ও চিত্তভ্রমসন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—আদার রস ও মধু বা শুঁঠ ও বামনহাটীর ক্বাথ।

স্বর্ণকস্তূরী। স্বর্ণ, কস্তূরী, রৌপ্য, অভ্র, প্রবাল, মুক্তা, বংশপত্র, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণসিন্দুর, জয়িত্রী, জাতীফল, কর্পূর, দারুচিনি এলাইচ, লবঙ্গ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

মৃগাঙ্ককস্তূরী। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর মূর্চ্ছা, গ্রীবা ও কটিদেশে বেদনা, নাসিকা ও মুখ হইতে রক্ত নির্গম, অন্তর্দাহ, বাক্যের জড়তা, জ্ঞান-নাশ, পিপাসা, অরুচি, বমন, মোহ, অসহ্য দাহ ও শরীরের অত্যন্ত উত্তাপ ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে অথবা কম্পন, রুগ্‌দাহ, অন্তক, রক্তষ্ঠীবী, তন্দ্রিক, বৈদারিক, যাম্য ও পাকল সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; অনুপান—রুদ্রাক্ষ ঘসা ও স্তনদুগ্ধ বা শ্বেতচন্দন, শসার বীজ ও স্তনদুগ্ধ অথবা তালশাখার রস ও মধু।

মৃগাঙ্ককস্তূরী। কস্তূরী ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, স্বর্ণসিন্দুর ১ তোলা, রসসিন্দুর-২ তোলা, শ্বেতচন্দন ২ তোলা, বামনহাটী ২ তোলা, রসমাণিক্য ২ তোলা ও রুদ্রাক্ষ ২ তোলা ; এই সমস্ত একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

মৃগাঙ্ককস্তূরী (মতান্তরে)। সন্নিপাতজ্বরে অতিসার, তন্দ্রা, অত্যন্ত দাহ, মূর্চ্ছা, অন্তর্দাহ, পিপাসা, ঘর্ম্ম, চক্ষুদ্বয়ের স্পন্দহীনতা, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত পূযাদি নির্গম, নাসিকার অগ্রভাগের শীতলতা, শরীরে চক্রাকৃতি শোথ, জ্ঞানশূন্যতা, এবং হনু ও কণ্ঠদেশে বেদনার ভাব বিদ্যমান থাকিলে অথবা আশুকারী, ভল্লু, পাকল, যাম্য, তন্দ্রিক, রক্তষ্ঠীবী ও রুগ্‌দাহ সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—বমন থাকিলে শ্বেতচন্দন ও স্তনদুগ্ধ, অন্যান্য অবস্থায় তালশাখার রস ও মধু।

মৃগাঙ্ককস্তূরী (মতান্তরে)। কস্তূরী ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, রুদ্রাক্ষ ১ তোলা ও শ্বেতচন্দন ১ তোলা ; এই সমস্ত একত্র করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

নবজ্বরেভকস্তূরী। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর দেহের জড়তা, নিদ্রাধিক্য, স্তব্ধভাব, অন্তর্দাহ, পিপাসা, মস্তকে ও গলদেশে বেদনা, বা বাক্যের জড়তা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে অথবা কম্পন, ভল্লু বা সন্ধিগ সন্নিপাতজ্বরে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে, কিন্তু সংমোহ, পাকল, যাম্য ও ক্রকচ সন্নিপাতে প্রয়োগ করিবে না। অনুপান আদার-রস ও মধু। দাহ ও পিপাসা প্রবল থাকিলে শ্বেতচন্দনঘসা ও স্তনদুগ্ধ, স্তব্ধতা ও নিদ্রাধিক্য প্রভৃতি অবস্থায় তালশাখার রস ও মধু।

নবজ্বরেভ কস্তূরী। কস্তূরী ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা এবং আগরু কাষ্ঠ, রক্তচন্দন, বিষ, অভ্র, লৌহ, হরিতাল ও রুদ্রাক্ষ ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা ও স্বর্ণসিন্দুর ৪ তোলা ; এই সকল একত্র করিয়া সিদ্ধিপত্র ক্বাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

মহালক্ষ্মীবিলাস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর দেহের জড়তা, গদ্গদ বাক্য (অস্পষ্ট বাক্য) কথন বা বাকরোধ, নিদ্রাধিক্য, শীতজ্বর, প্রবল তন্দ্রা, এবং কটিদেশে, গ্রীবায়, পার্শ্বদেশে, বক্ষঃস্থলে, মস্তকে, গলায় ও যাবতীয় সন্ধিস্থানে বেদনা, চক্ষুদ্বয়ের স্তব্ধতা, কপোতের ন্যায় অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ, গলদেশে ফুলা, নাসিকাগ্রভাগের শীতলতা, শ্রবণশক্তির হ্রাস, কাস, মুখ কফলিপ্তবৎ বোধ, কর্ণমূলে তীব্র শোথ ও কণ্ঠরোধ অথবা কণ্ঠদেশে ধান্যশূকাবৃতবৎ বোধ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা কম্পন, শীঘ্রকারী, ভল্লু, কুটপালক, কর্কটক, বৈদারিক, তন্দ্রিক, জিহ্বক, সন্ধিগ, কর্ণিক ও কণ্ঠকুব্জ

সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ বিবিধ কফরোগে ব্যবহৃত হয়। অনুপান—আদার রস ও মধু বা পানের রস ও মধু।

মহালক্ষ্মীবিলাস। অভ্র ৮ তোলা, রস ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধতোলা, কর্পূর ২ তোলা, জাতীফল ২ তোলা, জয়িত্রী ২ তোলা, বিস্তারক বীজ ২ তোলা, ধুস্তূরবীজ ২ তোলা ও স্বর্ণ ||০ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পানের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

চতুর্ভুজরস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর মূর্চ্ছা, গাত্রকম্প, ভ্রম, শ্রান্তি-বোধ, সর্ব্বদা হাই, পক্ষাঘাত (অঙ্গবিশেষের স্পর্শবিহীনতা), সর্ব্বগাত্রে বিশেষতঃ পার্শ্বে, গ্রীবায় ও সন্ধিস্থানে বেদনাধিক্য, শরীরের শীতলতা, সর্ব্বদা প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ, জ্ঞানশূন্যতা, মত্ততা অর্থাৎ উন্মাদবৎভাব, বক্রভাবে পদার্থ দর্শন, সর্ব্বদা শিরঃকম্পন বা চিত্তের ব্যাকুলতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অথবা বিস্ফারক, বভ্রু, কুটপালক, সংমোহ, ক্রকচ, শীতাঙ্গসন্নিপাত, প্রলাপক, ভুগ্ননেত্র, অভিন্যাস, অন্তক, চিত্তবিভ্রম ও কণ্ঠ-কুব্জ সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ বায়ুজনিত বিবিধ বিকারে ও কফপ্রধান উন্মাদরোগে বিশেষ কার্য্যকারী। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু।

চতুর্ভুজরস। স্বর্ণসিন্দূর ২ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, মনঃশিলা ১ তোলা, কস্তূরী ১ তোলা, ও হরিতাল ১ তোলা; একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি। এই ঔষধ এরণ্ডপত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিতে হয়।

কস্তূরীভূষণ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর দেহের জড়তা, গদ্গদ বাক্য (অস্পষ্টবাক্য) কথন, নিদ্রাধিক্য, তন্দ্রা, পার্শ্ব ও কটিদেশে বেদনা এবং সন্ধিস্থানে ফুলা ও বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা কম্পন, কর্কটক, বৈদারিক, জিহ্বক, সন্ধিগ ও কণ্ঠকুব্জ সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে; অনুপান—রুদ্রাক্ষ ঘসা ও স্তনদুগ্ধ। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদাররস ও মধু; শ্বাসপ্রবল থাকিলে শুঁঠ ও বামনহাটীর মূলের কাথ এবং সৈন্ধবলবণ।

কস্তূরীভূষণ। রসসিন্দূর, অভ্র, সোহাগার খৈ, শুঁঠ, কস্তূরী, পিপুল, সিদ্ধিবীজ, দন্তী-বীজ, মরিচ ও কর্পূর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে; পরে আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে, বটী ২ রতি।

কস্তূরীভূষণ (মতান্তরে)। সন্নিপাতজ্বরে পার্শ্বশূল, প্রলাপ, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম, গাত্রবেদনা, গলদেশে অত্যন্ত বেদনা ও শোথ, শ্রবণশক্তির হ্রাস, সন্ধি-স্থানে ফুলা ও বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে অথবা বিস্ফারক, শীঘ্রকারী, সংমোহ, ক্রকচ, কর্কটক, তন্দ্রিক, সন্ধিগ ও কণ্ঠকুব্জ সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান—বামনহাটীর মূলের ক্বাথ ও সৈন্ধবলবণ অথবা তালের শাখার রস ও মধু কিম্বা রুদ্রাক্ষঘসা ও মধু।

কস্তূরীভূষণ (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব। সন্নিপাতজ্বরের প্রত্যেক অবস্থায় এই ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী, রোগীর সর্ব্বশরীরের শীতলতা, নাড়ীর স্বস্থান ত্যাগ, নাড়ীস্থানের শীতলতা, জ্ঞানলোপ বা উন্মাদবৎভাব ইত্যাদি মৃত্যুসূচক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে এবং বায়ুজনিত বিকার, সূতিকাবিকার ও রক্তপিত্তবিকার প্রভৃতি উৎকট অবস্থায় এই ঔষধ প্রযোজ্য। বাতশ্লেষ্মপ্রধান বিষমজ্বরে ও সর্ব্ববিধ সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় অথবা শ্লেষ্মপ্রধান শরীরে যাহাদের কফ, কাস, দুর্ব্বলতা, মাথাভার ও কার্য্যে অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ সর্ব্বদা বিদ্যমান, তাহাদের পক্ষেও এই ঔষধ উৎকৃষ্ট রসায়ন। বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে অর্দ্ধ বা সিকি বটী সেব্য। অরুচি থাকিলে এই ঔষধে তামার পরিবর্ত্তে রৌপ্য ভস্ম তামার সমান গ্রহণ করিবে; কিন্তু বিষমজ্বরে অমৃতীকরণ বিধানানুসারে তাম্রভস্ম প্রয়োগ করিবে। অনুপান—বাতশ্লেষ্ম, পিত্তশ্লেষ্ম অথবা ত্রিদোষ প্রধান বিকারে তালের শাখার রস ও মধু, বমন থাকিলে শশার বীজবাটা ও স্তনদুগ্ধ। দাহ প্রবল থাকিলে, সাদাচন্দনঘসা, শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ। বিষমজ্বরে আদার রস ও মধু বা পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু। কফপ্রধান শরীরে বিবিধরোগে পানের রস এবং মধু।

বৃহৎকস্তূরীভৈরব। কস্তূরী, কর্পূর, তাম্র, ধাইপুষ্প, শূকশিম্বীবীজ, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, আকনাদি, বিড়ঙ্গশাস, মুথা, শুঁঠ, বালা, হরিতাল, অভ্র ও আমলকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আকন্দপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে)। উল্লিখিত বৃহৎ কস্তূরীভৈরব যে সকল অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, এই ঔষধও সেই সকল অবস্থায় তাদৃশ কার্য্য কারী, কিন্তু সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পাতলা দাস্ত ও উদরাময় থাকিলে, ইহা

সমধিক উপকারী ; জ্বরাতিসারে বিকার হইলে ইহা অমৃতবৎ ফলপ্রদ। অরুচি থাকিলে এই ঔষধে তাম্রস্থানে তামার সমভাগ রৌপ্য ব্যবহার্য্য। বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে অর্দ্ধ বা সিকি বটী প্রযোজ্য। অনুপান—সন্নিপাত বিকারে পাতলা দাস্ত থাকিলে ও জ্বরাতীসারে বিকার হইলে মুথার রস ও মধু, অন্যান্য রোগে বৃহৎ কস্তূরীভৈরবের ন্যায়।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে)। কস্তুরী, কর্পূর, তাম্র, ধাইপুষ্প, শূকশিম্বীবীজ, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, জয়িত্রী, বিড়ঙ্গশাস, মুথা, শুঁঠ, জাতীফল, হরিতাল, অভ্র, হিঙ্গুল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আকন্দপাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সন্নিপাতজ্বরে-উপদ্রব-চিকিৎসা।

সন্নিপাতজ্বরে—কাস-চিকিৎসা।

কাসান্তকরস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর কাস উপস্থিত হইলে এবং কাস পরিপক্ক না হইয়া তরলভাবে উঠিতে থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; ঔষধ ব্যবহার কালে শ্লেষ্মার অল্প বা অধিক পরিমাণে উদ্গীরণ বিষয়ে বিশেষ কোনও বিবেচনা করিবার আবশ্যকতা হয় না, কিন্তু কাস অত্যন্ত শুষ্ক হইলে, ইহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। অনুপান—তুলসীপাতার রস ও সৈন্ধবলবণ।

কাসান্তকরস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কাসকুঠার। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর কাস তরলভাবে অল্প বা অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হইলে এবং রোগীর মাথায় বেদনা বা ভারবোধ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার আদার রস ও মধু সংযোগে সেবন করাইবে, রোগীর দাস্ত বা উদরাময় থাকিলে কণ্টকারীর কাথের সহিত ইহা প্রয়োগ করিবে।

কাসকুঠার। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

এলাদিচূর্ণ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর কাস শুষ্কাবস্থায় অল্প পরিমাণে

নিঃসৃত হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। যাহাদের সর্ব্বদা কাসের বেগ বিদ্যমান আছে. অথচ শ্লেষ্মা বহির্গত হয় না, তাহাদিগের পক্ষেও এই ঔষধ সমধিক উপকারী। যখন কাসের বেগ প্রকাশ পাইবে, সেই সময় ইহা উষ্ণজল সহযোগে সেবন করাইবে।

এলাদিচূর্ণ। ছোট এলাইচ চূর্ণ ১ তোলা, দারুচিনি চূর্ণ ২ তোলা, নাগেশ্বর চূর্ণ ৩ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৪ তোলা, সোহাগারখৈ ৫ তোলা, পিপুল চূর্ণ ৬ তোলা ও ইক্ষুচিনি ২১ তোলা, মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৩ রতি বা /০ আনা।

সন্নিপাতজ্বরে—শ্বাস-চিকিৎসা।

ভার্গ্যাদিক্বাথ। সন্নিপাতজ্বরে কাসের প্রকোপ বশতঃ বা জ্বরের বেগ বশতঃ সহসা শ্বাসের বেগ প্রবল হইলে, রোগীকে এই ক্বাথ সেবন করাইবে। যে সকল রোগীর শ্লেষ্মা শুষ্ক হওয়ায় বক্ষঃস্থল হইতে ঐ শ্লেষ্মা বহির্গত হয় না, তাহাদিগের পক্ষেও এই ক্বাথ সমধিক উপকারী। ইহা অল্প অল্প পরিমাণে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

ভার্গ্যাদিক্বাথ। বামনহাটী, কণ্টকারী ও সৈন্ধব, ইহারা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; ছাকিয়া পান করিতে দিবে।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ। সন্নিপাতজ্বরে বা অন্যান্য জ্বরে শ্বাসের বেগ প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ঔষধ অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে, জ্বরের প্রকোপ বশতঃ কাস শুষ্ক হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর বক্ষঃস্থলে সন্‌সন্ শব্দ, বেদনা ও উদরাধ্মান প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই চূর্ণ সেবনে কাস তরল হয় এবং বেদনা ও উদরাধ্মান হ্রাস পায়, স্তন্যপায়ী বালকের ও বৃদ্ধ ব্যক্তির ঐরূপ শুষ্ক কাসে এবং কাসের সহিত অল্প শ্বাসবেগ দৃষ্ট হইলে, এই চূর্ণ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধ বায়ুর অনুলোমক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। অনুপান—উষ্ণ জল।

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ কাকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী বহেড়া, কণ্টকারী, বামনহাটীর ছাল, কুড়, জটামাংসী, বিটলবণ, সৈন্ধবলবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ ও করকচলবণ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা /০ আনা। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে ১ রতি।

শ্বাসকুঠার। বাতশ্লেষ্মপ্রবল সন্নিপাতজ্বরে ক্ষুদ্র শ্বাসের সহিত কাসের বেগ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। রোগীর বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে বেদনা এবং স্বরভঙ্গ ইত্যাদি উপসর্গ শ্বাসের সহিত প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—শুঁঠ ও বামহাটীর কাথ এবং সৈন্ধবলবণ।

শ্বাসকুঠার। পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগারখৈ, মনঃশিলা, শুঁঠ ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ও মরিচ ২ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র জলে মর্দ্দন করিবে বটী ২ রতি।

শ্বাসচিন্তামণি। সন্নিপাতজ্বরে যে কোন প্রকার শ্বাসবেগ দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শ্বাসকালে রোগীর জ্ঞানশূন্যতা, উদরাধ্মান ও মোহ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে; যাহাদের শ্বাসকালে পুনঃপুনঃ হিক্কা বা বমন প্রভৃতি উপস্থিত হয় এবং কাস শুষ্ক বা তরলভাবে বহির্গত হয়, দাস্ত ও বক্ষঃস্থলে বেদনা বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকেও এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান—বহেড়াঘসা ও মধু। বমন ও হিক্কা থাকিলে শশার বীজ বাটা ও স্তনদুগ্ধ।

শ্বাসচিন্তামণি। রস, গন্ধক, অভ্র, লৌহ, মুক্তা ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর ক্ষুদ্র, ঊর্দ্ধ, ছিন্ন, বা মহাশ্বাসের বেগ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শ্বাসের সঙ্গে উদরাধ্মান, জ্ঞানশূন্যতা, নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা, দাস্ত ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলেও এই ঔষধ সেবন করান যায়। জ্বরভিন্ন অন্য রোগে শ্বাস উপস্থিত হইলেও এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—বহেড়া ঘসা ও স্তনদুগ্ধ অথবা শুঁঠ ও বামনহাটীর কাথ।

বৃহৎ শ্বাসচিন্তামণি। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, লৌহ, ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা ও স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, এই সকল একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সন্নিপাতজ্বরে—বমন, রক্তবমন ও হিক্কা-চিকিৎসা।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। সন্নিপাতজ্বরে পিত্তের প্রকোপবশতঃ রোগীর বমন ও তজ্জন্য হিক্কা উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বহেড়ার শাসবাটা এবং স্তনদুগ্ধ।

পিপ্‌পল্যাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রকান্তিরস। সন্নিপাতজ্বরে বমন প্রবল থাকিলে এবং তৎসঙ্গে দাস্ত, হিক্কা প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইবে। অনুপান—শশার বীজ বাটা ও স্তনদুগ্ধ।

চন্দ্রকান্তিরস। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণমৎস্যগুণ্ডী। সন্নিপাতজ্বরে ক্রিমির প্রকোপবশতঃ রোগীর দাস্ত, বমনবেগ ও হৃদয়ে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। অবস্থাভেদে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য; অনুপান—শশার বীজ বাটা ও স্তনদুগ্ধ।

স্বর্ণমৎস্যগুণ্ডী ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ক্রিমিনাশকযোগ। সন্নিপাতজ্বরে ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ রোগীর পুনঃপুনঃ বমন ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, বমনান্তেই এই ক্বাথ সেবন করাইবে।

ক্রিমিনাশকযোগ। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ছর্দ্দিহরযোগ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর বমন দৃষ্ট হইলে, তাহাকে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এই যোগ ক্রমশঃ সেবন করাইবে।

ছর্দ্দিহর যোগ। প্রস্তুতবিধি ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জাতীপত্রযোগ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর রক্তবমন হইলে, দিবসে ২।৩ বার এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

জাতীপত্রযোগ। জাতীপত্রের রস ও বিল্বপত্ররস একত্র মধুসহ সেবন করাইবে।

এলাদিগুড়িকা। সন্নিপাতজ্বরে পিত্তের প্রকোপবশতঃ রোগীর রক্ত-বমন হইলে, এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার রোগীকে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চাটিয়া সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ রক্তপিত্ত, কাস এবং যক্ষ্মা রোগেও প্রশস্ত।

এলাদিগুড়িকা। এলাইচ ১ তোলা, তেজপাতা ১ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, পিপুল ৪ তোলা এবং ইক্ষুচিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ডীখেজুর ও দ্রাক্ষা, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, এই সমুদয় দ্রব্য মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৶০ আনা।

সন্নিপাতজ্বরে—প্রলাপ চিকিৎসা।

সিদ্ধবটী। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর সর্ব্বদা প্রলাপ ও মত্ততা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে; কিন্তু রোগীর উদরাধ্মান ও বায়ুর রুক্ষতা বশতঃ শ্লেষ্মা শুষ্ক হইয়া বক্ষঃস্থলাদিতে বেদনা হইলে অর্থাৎ পাকল বা সংমোহ প্রভৃতি সন্নিপাতে এই ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ। এক ঘণ্টা অন্তর একবটী জলসহ সেবন করাইবে। ইহা সেবনে জ্বরকালীন মত্ততা নিবৃত্তি হয়; ঔষধ সেবনে ১ ঘণ্টার মধ্যে প্রলাপ ও মত্ততা নিবৃত্তি হইলে ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ কবিবে।

সিদ্ধবটী। প্রস্তুত বিধি ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রলাপনিবর্ত্তক। সন্নিপাতজ্বরের যে কোন অবস্থায় রোগীর সর্ব্বদা প্রলাপ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার রোগীকে জল-সহ সেবন করিতে দিবে।

প্রলাপনিবর্ত্তক। প্রস্তুত বিধি ১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সন্নিপাতজ্বরে—দাহ-চিকিৎসা।

দাহমঞ্জরী। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অসহ্য দাহ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ অবস্থানুসারে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১

বার করলাপাতার রস ও মধুসহ প্রয়োগ করিবে। ইহা সেবনে শরীরের অবস্থানুসারে কোষ্ঠশুদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। যাহাদের দাহ বিদ্যমান ও তৎসঙ্গে ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ বমন বেগ বা বমন প্রকাশ পায়, তাহাদিগের করলাপাতার রস অনুপান অসহ্য হইলে জলসহ সেবন করিতে দিবে।

দাহমঞ্জরী। প্রস্তুতবিধি ২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দাহান্তকলৌহ। সন্নিপাতজ্বরে পিত্তের প্রকোপ বশতঃ অসহ্য দাহ এবং তৎসঙ্গে দাস্ত ও বমন হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরে অর্থাৎ ভল্লু, বৈদারিক বা কর্কটক প্রভৃতি সন্নিপাতে এই ঔষধ প্রদান করিবে না। অনুপান—জল, বমন এবং দাস্ত থাকিলে ইন্দ্রযব ভিজান জল।

দাহান্তকলৌহ প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দাহহরলেপ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর দাহ প্রবল হইলে, এই লেপ রোগীর গাত্রে প্রয়োগ করিবে, অল্প দাহ হইলে গাত্রে বিন্দু বিন্দু সেচন করিলেই উপকার হয়, কিন্তু দাহ প্রবল হইলে লেপন করা কর্ত্তব্য। তবে প্রলেপের ক্রিয়া অল্পকালস্থায়ী, ইহা অনেকস্থানে পরীক্ষিত হইয়াছে।

দাহহরলেপ। প্রস্তুতবিধি ২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ধান্যশর্করা। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অন্তর্দাহ ও তৎসঙ্গে পিপাসা থাকিলে, রোগীকে ২।১ ঘণ্টা অন্তর অল্প অল্প মাত্রায় এই ঔষধ সেবন করাইবে।

ধান্যশর্করা। ধনে ৪ তোলা, জল ১৬ তোলা, সন্ধ্যার সময় ভিজাইয়া পর দিবস ঐ জল ছাঁকিয়া লইবে; অনন্তর উহাতে অল্প ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

সন্নিপাতজ্বরে—তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

ষড়ঙ্গপানীয়। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পিপাসা প্রবল হইলে, এই জল প্রস্তুত করিয়া পিপাসাকালে রোগীকে প্রদান করিবে, মুহুর্মুহুঃ পিপাসা

হইলেও এই জল প্রদান করিতে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। ইহা সেবনে জ্বরবেগও অনেকাংশে নিবৃত্ত হয়।

ষড়ঙ্গপানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃষ্ণাহরযোগত্রয়। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পিপাসা উপস্থিত হইলে, এই তিনপ্রকার যোগের মধ্যে যে কোনও প্রকারের যোগ প্রস্তুত করিয়া রোগীকে পিপাসার সময় অল্প অল্প মাত্রায় প্রদান করিবে।

তৃষ্ণাহরযোগত্রয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সন্নিপাতজ্বরে—ঘর্ম্ম-চিকিৎসা।

স্বেদহরযোগ। সন্নিপাতজ্বরে সর্ব্বশরীরে অবিশ্রান্ত ঘর্ম্মোদগম হইলে, এই দ্বিবিধ যোগের মধ্যে কোনও একটী যোগ সমস্ত গাত্রে উপযুক্তরূপে লেপন করিয়া দিবে, ইহাতে ঘর্ম্ম নিবৃত্ত হয়, পুনরায় ঘর্ম্মোদগম হইলে, ঐ চূর্ণ পুনঃপুনঃ গাত্রে লেপন করিবে।

স্বেদহরযোগ। কুলত্থকলাই রৌদ্রে শুকাইয়া শিলায় পেষণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিবে; অনন্তর মোটা কাপড় দ্বারা ছাকিয়া লইবে। (১)

চিরতা, কৃষ্ণজীরা, কট্‌কী, বচ ও কট্‌ফল; এই সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। (২)

সন্নিপাতজ্বরে—অতিসার-চিকিৎসা।

প্রাণেশ্বররস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পাতলা দাস্ত হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। অল্পদাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরাধ্মান দৃষ্ট হইলে, ইহা সেবন করাইবে না; মল ক্রমশঃ ঘন হইলে, ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু।

প্রাণেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর পাতলাদাস্ত ও তৎসঙ্গে সামান্য উদারাধ্মান দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে ; কিন্তু উদরাধ্মান প্রবল থাকিলে, অথবা মল ক্রমশঃ ঘন হইয়া আসিলে ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবে। রোগের অবস্থানুসারে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও ঈষদুষ্ণ জল।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর উদরাময় অর্থাৎ আমাশয় বা রক্তামাশয় হইলে, এই ঔষধ অবস্থানুসারে রোগীকে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—আমাশয়ে ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু ; রক্তামাশয়ে দগ্ধবিল্ব ও ইক্ষুগুড়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা মহাগন্ধক। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সন্নিপাতজ্বরে—সর্ব্বাঙ্গশূলচিকিৎসা।

বাতগজাঙ্কুশ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে ও সন্ধিস্থানে এবং মস্তকে অসহ্য বেদনা হইলে, এবং জ্বর ব্যতীতও বাতরোগে হস্তপদাদি অসাড় বোধ হইলে, রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বটী সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, আদার রস ও মধু। কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে নিসিন্দাপাতার রস ও মধু।

বাতগজাঙ্কুশ। প্রস্তুতবিধি ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বাতশৈলেন্দ্ররস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে ; জ্বরব্যতীত বাতব্যাধি প্রভৃতি রোগেও গাত্রে অসহ্য বেদনা হইলে, ইহা প্রয়োগ করা যায় ; বেদনার আধিক্য থাকিলে দিনে ২।১ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেব্য। বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে মাত্রা—অর্দ্ধ বটী বা সিকি বটী। অনুপান আদার রস ও সৈন্ধবলবণ।

বাতশৈলেন্দ্র রস। পারদ, গন্ধক, হিঙ্গু, কুড়, কট্‌ফল, চই, লবঙ্গ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সোহাগারখৈ, জয়িত্রী, জাতিফল, মনঃশিলা, অভ্র, বঙ্গ, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, পিপুল, ধুস্তুরবীজ, ও স্বর্ণসিন্দূর এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া নিশিন্দা পাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

স্বল্প লক্ষ্মীবিলাস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর মাথায় ভারবোধ বা অসহ্য বেদনা এবং মুখে ঘা হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার নিসিন্দাপাতার রস ও পানের রস সহযোগে সেবন করাইবে। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধুসহ সেবন বিধি।

স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বালুকাস্বেদ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর প্রবল গাত্রবেদনা, শরীরের শীতলতা ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর গাত্রে এই স্বেদ প্রদান করিবে, কিন্তু যেস্থানে কফের হীনতা এবং বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হইবে অর্থাৎ বক্ষ, সংমোহ বা পাকল প্রভৃতি সন্নিপাতজ্বরে এই স্বেদ-প্রদান করিবে না। রোগীর বক্ষঃস্থল ও অণ্ডকোষ ব্যতীত যাবতীয় সন্ধি-স্থানে ও সর্ব্বাঙ্গে স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য।

বালুকাস্বেদ। প্রস্তুতবিধি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সন্নিপাতজ্বরে—অরুচি-চিকিৎসা।

আমলাদ্যযোগ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অরুচি জন্মিলে অর্থাৎ পথ্যাদি সেবন করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ পাইলে, এই যোগ সেবন করিতে দিবে।

আমলাদ্যযোগ। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সুধানিধিরস। সন্নিপাতজ্বরে বা অন্যান্য রোগে রোগীর অরুচি জন্মিলে অথবা জিহ্বার স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা রহিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—শুঁঠ চূর্ণ ও ইক্ষুগুড়।

সুধানিধিরস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সন্নিপাতজ্বরে—শোথ-চিকিৎসা।

রক্তমোক্ষণ। সন্নিপাত জ্বরের অন্তে রোগীর কর্ণমূলে শোথ অর্থাৎ ফুলা দেখিতে পাইলে ঐস্থানে শোধিত জলোকা (জোঁক) লাগাইয়া দিবে, জোঁক দ্বারা সেই স্থানের রক্ত নিঃসারিত হইলে, ঐ স্থানের দোষ সংশোধনার্থ এবং ঘা শুকাইবার জন্য পঞ্চতিক্ত ঘৃত বা ত্রিফলাদি ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু জ্বরের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় জলোকা প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে।

হিঙ্গ্বাদিলেপত্রয়। কর্ণিকসন্নিপাতজ্বরে অথবা অন্যান্য সন্নিপাতজ্বরের প্রারম্ভে বা মধ্যাবস্থায় কর্ণমূলে শোথ হইলে, হিঙ্গ্বাদিলেপ বা কুলথাদি লেপ প্রয়োগ করিবে। গলায় ফুলা দেখিতে পাইলে, বীজপুরকাদি লেপ প্রদান করিবে।

হিঙ্গ্বাদি লেপ। হিং, হরিদ্রা, বনযমানী, সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, কুড় ও বিড়ঙ্গ। এই সকল দ্রব্য সমভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া অগ্নিতে ঈষদুষ্ণ করিয়া লেপ প্রদান করিবে।

কুলত্থাদিলেপ। কুলত্থকলাই, কট্‌ফল, শুণ্ঠী ও কৃষ্ণজীরা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে জলসহ বা সিদ্ধিপত্ররসদ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক অগ্নিতাপে ঈষদুষ্ণ করিয়া লেপ প্রদান করিবে।

বীজপুরকাদিলেপ। টাবালেবুর মূল, গণিয়ারি, দেবদারু, শুঁঠ, চই ও রক্তচিতার মূল, সমানাংশে জলসহ মর্দ্দন করিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া গলদেশে প্রলেপ দিবে।

সন্নিপাতজ্বরে—মূর্চ্ছা, জ্ঞানলোপ ও শ্লৈষ্মিকবিকার-চিকিৎসা।

মহেন্দ্রসূর্য্যরস। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর মূর্চ্ছা অর্থাৎ জ্ঞানলোপ হইলে, অথবা তন্দ্রা ও প্রলাপ বিদ্যমান থাকিলে, ঔষধাদি সেবনের অনুপযুক্তাবস্থায় আদার রসের সহিত এই ঔষধ মিশ্রিত করিয়া রোগীর নাসিকাভ্যন্তরে প্রদান করিবে। যেহেতু নস্যপ্রয়োগদ্বারা শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইলে, জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া থাকে।

মহেন্দ্রসূর্য্যরস। পারদ ও গন্ধক সমভাগে কজ্জলী করিয়া রসোনের রসে কিছুকাল মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলীর সমান মরিচ চূর্ণ উহাতে প্রদান করিবে এবং রসোনের রস দ্বারা মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২।৩ রত্তি।

বচাদিনস্য। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর জ্ঞানলোপ, মাথায় বেদনা, এবং কফ কর্ত্তৃক বক্ষঃস্থলের ক্রিয়া রোধ হইলে,এই নস্য আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া নাসিকারন্ধ্রে ফুৎকার দ্বারা প্রয়োগ করিবে, অপস্মারে এবং বায়ুজনিত বিকারে জ্ঞানলোপ হইলেও এই নস্য বিশেষ উপকারী।

বচাদিনস্য। বচ, রসুন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, বৃহতীফল, রুদ্রাক্ষ, গৃহধূম (ঝুল), হিজলবীজ ও শোধিত বিষ; এই কয়েকটি দ্রব্য সমভাগে লইয়া আদার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক রোহিত মৎস্য পিত্তে ৩ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। মাত্রা ২ রতি।

সৈন্ধবাদিনস্য। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর প্রবল তন্দ্রা উপস্থিত হইলে, এই নস্য আদার রসসংযোগে নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। তন্দ্রা দীর্ঘকালব্যাপী হইলে অর্থাৎ রোগীকে কোনরূপে উদ্বোধিত করিতে অক্ষম হইলেই, এই নস্য প্রয়োগ করিবে, নচেৎ এই নস্য প্রয়োগ করিবার আবশ্যকতা নাই।

সৈন্ধবাদিনস্য। সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড়, সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি।

তুরঙ্গাদি নস্য। ভুগ্ননেত্র সন্নিপাতরোগে রোগীর মূর্চ্ছা ও নেত্রের বক্রগতি লক্ষিত হইলে এই নস্য আদার রস সহ নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে। ইহাদ্বারা নেত্রের বক্রভাব ও মূর্চ্ছা বিনষ্ট হয়।

তুরঙ্গাদি নস্য। অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ, বচ, মৌলসার, মরিচ, পিপুল শুঁঠ ও রসুন; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি।

সিদ্ধার্থকলেপ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর জ্ঞানলোপ হইলে এবং নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় ও শরীরের শীতলতা ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে, রোগীর বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বে এই প্রলেপ লাগাইয়া দিবে। রোগীর জ্ঞানসঞ্চার হইলে এবং নাড়ী স্বস্থানে আগমন করিলে, প্রলেপ প্রয়োগ বন্ধ করিবে। এই প্রলেপ অধিক সময় লাগাইয়া রাখিলে সেই স্থানে ফোস্কা জন্মে।

সিদ্ধার্থকলেপ। শ্বেতসর্ষপ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে লইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণজল সহযোগে মর্দ্দন করিবে; পরে বস্ত্রখণ্ডে লাগাইয়া প্রলেপ দিবে।

বৃহৎকফকেতু। সন্নিপাতজ্বরে কফের প্রকোপ বশতঃ রোগীর প্রবল তন্দ্রা, জ্ঞানলোপ ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়ায় ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা সেবনে শ্লেষ্মার প্রকোপ নিবৃত্তি হইলে জ্ঞান-সঞ্চার হয়। দিনে দুই ঘণ্টা অন্তর ও রাত্রে দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু।

বৃহৎ কফকেতু। স্বর্ণ ॥০ তোলা, মুক্তা ॥০ তোলা, প্রবাল ১ তোলা, অভ্র ২ তোলা ও স্বর্ণসিন্দুর ৪ তোলা; স্তনদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

শ্লেষ্মসুন্দররস। সন্নিপাতজ্বরে কফের প্রকোপ বশতঃ রোগীর প্রবল তন্দ্রা, জ্ঞানলোপ ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মার আধিক্য উপলব্ধি হইলে, এই ঔষধ রোগীকে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু।

শ্লেষ্মসুন্দররস। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণসিন্দুর, রসসিন্দুর, মুক্তা, রস, গন্ধক, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; এই সকল দ্রব সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

তুত্থকযোগ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মাবৃত হইয়া জ্ঞান-লোপ হইলে, ঐ শ্লেষ্মা নিঃসরণার্থ বমনকারক এই ঔষধ সেবন করাইবে। শ্লেষ্মা তরল না থাকিলে বমন হয় না বরং রোগীর কষ্ট হয়; সুতরাং শ্লেষ্মার তরলতা পরীক্ষা করিয়া ইহা প্রয়োগ করিবে। বালক, বৃদ্ধ, চিররুগ্ন ও গর্ভিণীদিগকে এই যোগ সেবন করিতে দেওয়া উচিত নহে।

তুত্থকযোগ। কাঁচা তুতে ও লৌহভস্ম সমান ভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—চাউলধোয়া জল। (১)

কাঁচা তুতে ॥০ অর্দ্ধ তোলা এবং সোহাগার খৈ ।০ চারি আনা; মিশ্রিত করিবে; মাত্রা-২ রতি। অনুপান আদার রস। (২)

সন্নিপাতজ্বরে—আক্ষেপ, মত্ততা ও বুদ্ধিভ্রম-চিকিৎসা।

বৃহৎকফকেতু। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ তৎ-সঙ্গে বায়ু কুপিত হইলে অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ উন্মাদবৎভাব, আক্ষেপ (হস্ত ও পদ প্রভৃতির সঞ্চালন) এবং বুদ্ধির বিপর্য্যয় হইলে,

রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, কিন্তু পিত্তকর্ত্তৃক বায়ু কুপিত হওয়াতে বা একমাত্র বায়ুর প্রকোপ বশতঃ আক্ষেপ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ তাদৃশ কার্য্যকারী হয় না ; ইহা দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার সেব্য। সন্নিপাতজ্বরে কফের ও বায়ুর প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু।

বৃহৎ কফকেতু। প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ কফকেতু (মতান্তরে)। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর কফের প্রকোপ বশতঃ বায়ু কুপিত হইলে অর্থাৎ বাতশ্লেষ্ম প্রধান অবস্থায় মত্ততা, আক্ষেপ ও বুদ্ধির বিপর্য্যয় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ কফকেতুর নিয়মানুসারে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সন্নিপাতজ্বরে ও বাতশ্লেষ্মবিকারে বিশেষ ফলপ্রদ।

বৃহৎ কফকেতু (মতান্তরে)। স্বর্ণ ১ তোলা, মুক্তা, ১ তোলা, প্রবাল ১ তোলা, জাতীফল ১ তোলা ও স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা ; ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ বা ৩ রতি।

বাতকুলান্তক। সন্নিপাতজ্বরে বায়ুর প্রবলতা বশতঃ অথবা বায়ু ও পিত্ত উভয়ের প্রকোপ বশতঃ মত্ততা, বুদ্ধিভ্রম ও আক্ষেপ উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ বভ্রু ও সংমোহ প্রভৃতি সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে, এতদ্ভিন্ন রোগীর মূর্চ্ছা, সর্ব্বদা প্রলাপ, কম্প, নিদ্রানাশ, পক্ষাঘাত, শ্রবণ শক্তির লোপ, ইন্দ্রিয়ের বিকলতা, বিকৃতভাবে পদার্থের রূপ-দর্শন ও ভয়ের উদ্রেক প্রভৃতি অবস্থা লক্ষিত হইলে, অর্থাৎ বিস্ফারক, আশুকারী, বভ্রু, সংমোহ, পাকল, যাম্য তন্ত্রিক, প্রলাপক, রক্তষ্ঠীবী, ভুগ্ননেত্র, জিহ্বক, রুগ্দাহ ও চিত্তবিভ্রম প্রভৃতি সন্নিপাতেও রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান—বেড়েলার রস ও মধু।

বাতকুলান্তক। কস্তুরী, হরীতকী, নাগকেশররেণু, বহেড়া, পারদ, গন্ধক, জাতীফল, এলাইচ ও লবঙ্গ ; ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। সন্নিপাতজ্বরে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ এবং রুক্ষবায়ু সহ শ্লেষ্মার প্রকোপ প্রযুক্ত রোগীর মত্ততা, মতিভ্রম ও আক্ষেপ (হস্ত পদাদির বিক্ষেপ) উপস্থিত হইলে অর্থাৎ সংমোহ ও ক্রকচ ইত্যাদি

সন্নিপাতে রোগীকে এই ঔষধ দিনে ২।১ বার ও রাত্রে ১ বার সেবন করাইবে। অনুপান—তালের শাখার রস ও মধু; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু।

ত্রৈলোক্যচিন্তামণি। হীরক (অভাবে পীতকড়িভস্ম) ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ৪ তোলা; ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সন্নিপাতজ্বরে—উদরাধ্মান এবং মলমূত্ররোধ-চিকিৎসা।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। সন্নিপাতজ্বরে উদরাধ্মান (আমাশয়স্থিত বায়ু কুপিত হওয়ায় হৃদয়, পার্শ্ব ও উদর প্রভৃতি স্থানে বেদনা ও ফাঁপা এবং নাভির নিম্নস্থ পক্বাশয় স্থিত বায়ু প্রকুপিত হওয়ায় মলমূত্ররোধ ও গুড়্ গুড়্ শব্দ) হইলে, রোগীকে এই চূর্ণ ৴০ বা ৵০ আনা মাত্রায় উষ্ণ জল সহযোগে দিনে ২।৩ বার এবং রাত্রে ২।১ বার সেবন করিতে দিবে।

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

চতুর্ম্মুখরস। সন্নিপাতজ্বরে উদরাধ্মান অর্থাৎ আমাশয়, পক্বাশয় ও বস্তিস্থান স্ফীত হইলে এবং তজ্জন্য শ্বাস, পার্শ্ব ও উদরে বেদনা এবং গুড়্ গুড়্ শব্দের উপলব্ধি অথচ দাস্ত বা প্রস্রাব বন্ধ হইলে রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে. প্রবল উদরাধ্মান দৃষ্ট হইলেও ইহার প্রভাবে তাহা প্রশমিত হয়। রোগীর বায়ুর প্রকোপ অনুসারে ঔষধ দিনে ২।১ বার ও রাত্রে ২।১ বার সেবন করিতে দিবে, আধ্মান নিবৃত্ত হইলে, ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবে; যেহেতু এই ঔষধ স্নিগ্ধগুণ বিশিষ্ট; এই জন্যই বিবিধ বায়ু ও পিত্তজনিত রোগে ব্যবহৃত হয়। অনুপান—চাউলধোয়া জল।

চতুর্ম্মুখরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা ও স্বর্ণ ।০ আনা; সমস্ত একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে এবং এরণ্ড পত্রে বেষ্টন করিয়া ধান্যরাশির মধ্যে ৩ দিন রাখিবে ও ছায়ায় শুষ্ক করিবে। বটী ২ রতি।

দারুষটকপ্রলেপ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর উদরাধ্মান অর্থাৎ আমাশয়

ও পক্বাশয়ের স্ফাপ এবং তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইলে, রোগীর সমস্ত উদরে এই প্রলেপ উষ্ণাবস্থায় লাগাইয়া দিবে।

দারুষট্‌কপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

যবপ্রলেপ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর উদরাধ্মান হইলে, দারুষট্‌ক প্রলেপের ন্যায় ইহা সমস্ত উদরে লাগাইয়া দিবে।

যবপ্রলেপ। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বটপত্রীপ্রলেপ। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইলে ও তজ্জন্য বস্তি দেশের (পক্বাশয়ের নিম্নভাগের) স্ফীততা এবং উদরাধ্মানাদি দৃষ্ট হইলে, এই প্রলেপ বস্তিদেশে লাগাইয়া দিবে।

বটপত্রীপ্রলেপ। কাঁচা হিমসাগরের পাতা ১ ছটাক ও যবক্ষার ১ তোলা একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে; পরে উহা উদরে লাগাইয়া দিবে।

বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ। সন্নিপাতজ্বরে বায়ুর প্রকোপ বশতঃ রোগীর বস্তিদেশের স্ফীততা ও মূত্ররোধ হইলে, এই প্রলেপ বস্তিদেশে লাগাইয়া দিবে।

বিম্বিকাদ্যপ্রলেপ। তেলাকুচার মূল ১ ছটাক লইয়া কাঁজির জলসহ পেষণ পূর্ব্বক বস্তিদেশে লাগাইবে।

বস্তিক্রিয়া। সন্নিপাতজ্বরে প্রস্রাব বন্ধ হওয়ায় রোগীর বস্তিস্থান স্ফীত হইলে এবং তজ্জন্য অসহ্য কষ্ট ও উদরাধ্মান লক্ষিত হইলে, প্রস্রাবদ্বারে পিচ-কারী প্রয়োগ করিবে। মলরোধ এবং উদরাধ্মান হইলে, হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি বা ত্রিকটুকাদ্যাবর্ত্তি প্রয়োগ অথবা গুহ্যদেশে পিচ্‌কারী প্রয়োগ করিবে।

হিঙ্গ্বাদ্যাবর্ত্তি। হিং, মধু ও সৈন্ধবলবণ; সমভাগে একত্র পেষণ করিয়া বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিবে; অনন্তর ঐ বর্ত্তি ঘৃতলিপ্ত করিয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইবে।

ত্রিকটুকাদ্যা বর্ত্তি। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসর্ষপ, গৃহধূম, কুড় ও ময়নাফল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিলিত ২ তোলা একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক মধু ৮ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, অনন্তর গাঢ় হইলে বাতির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করাইবে।

সন্নিপাতজ্বরে—নাড়ীর গতির বিশৃঙ্খলতা হিমাঙ্গ-চিকিৎসা।

বালুকাস্বেদ। সন্নিপাতজ্বরে কফের প্রকোপ বশতঃ শরীর শীতল এবং নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় লক্ষিত হইলে, রোগীর হৃদয়, চক্ষু ও অণ্ড-কোষ ব্যতীত সমস্ত স্থানে এই স্বেদ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিতে থাকিবে, যাবৎ শরীর উষ্ণ না হয়, তাবৎ স্বেদ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

বালুকাস্বেদ। প্রস্তুতবিধি ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কর্কোটিকাদ্য উদ্বর্ত্তন। শীতাঙ্গসন্নিপাতে বা অন্যান্য সন্নিপাতজ্বরে রোগীর গাত্র শীতল হইলে, এই চূর্ণ তাহার সমস্ত গাত্রে সর্ব্বদা গাঢ়রূপে মর্দ্দন করিবে। ইহা প্রয়োগদ্বারা শ্লেষ্মা বিনষ্ট ও শরীর উষ্ণ হয়।

কর্কোটিকাদ্য উদ্বর্ত্তন। শীতগোনামূল, কুলত্থকলাই, পিপুল, বচ, কৃষ্ণজীরা, চিরতা, রক্তচিতার মূল, বালা ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ ছটাক এবং কট্‌ফল চূর্ণ দুই ছটাক; এই সমস্ত মিশ্রিত করিবে।

মৃগনাভিযোগ। সন্নিপাতজ্বরে শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ অথবা পুনঃপুনঃ ঘর্ম্ম বশতঃ রোগীর শরীর শীতল হইলে ও নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় ঘটিলে এই ঔষধ অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে; ঔষধ সেবন দ্বারা নাড়ী প্রকৃতিস্থ ও শরীর উষ্ণ হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ বন্ধ করিবে।

মৃগনাভিযোগ। মৃগনাভি ২ রতি বা ৪ রতি এবং মৃতসঞ্জীবনী সুরা ৪ তোলা (অভাবে ব্রাণ্ডি) মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ তোলা।

বৃহৎকস্তূরীভৈরব। সন্নিপাত জ্বরে রোগীর শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ অথবা পুনঃপুনঃ ঘর্ম্ম হওয়ায় নাড়ীর গতিলোপ ও শরীর শীতল হইলে, এক ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ তালের শাখার রস সহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব। প্রস্তুতবিধি ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সূচিকাভরণ। সন্নিপাতজ্বরে বাতশ্লেষ্মার বা শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ রোগীর জ্ঞানলোপ ও সর্ব্বশরীর শীতল হইলে, এই ঔষধ মৃতকল্প ব্যক্তিকে আদার রস সহ সেবন করাইবে, এক বটীতে ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলে, পুনরায় ১ বটী সেবন করিতে দিবে, এইরূপে ৪।৫।৬ বটী পর্য্যন্ত

রোগের প্রবলতানুসারে সেবন করান যায়, ইহা সেবন করাইতে না পারিলে রোগীর মস্তকের কিঞ্চিৎ স্থান ক্ষত করিয়া লাগাইয়া দিবে এবং ক্রিয়াপ্রকাশ পাইলে যথোচিত শীতক্রিয়া করিবে।

বৃহৎ সূচিকাভরণ। প্রস্তুতবিধি ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আগন্তু জ্বর-চিকিৎসা।

বিষভক্ষণজনিতজ্বরের লক্ষণ। বিষভক্ষণজনিত জ্বরে অতিসার, অন্নে অরুচি, পিপাসা, সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা ও মূর্চ্ছা, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয়। জঙ্গম বিষ ভক্ষণে অতীসার হয় না, স্থাবর বিষই বিরেচন গুণসম্পন্ন।

ওষধিগন্ধজনিত জ্বরের লক্ষণ। তীক্ষ্ণ ওষধির (পুষ্পবিশেষের পরাগ) ঘ্রাণ দ্বারা জ্বর উৎপন্ন হইলে মূর্চ্ছা, শিরোবেদনা এবং বমন উপস্থিত হয়।

কামবেগজনিত জ্বরের লক্ষণ। পুরুষের অভিলষিত স্ত্রীর অপ্রাপ্তি হেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে, তাহাতে মনের বিশৃঙ্খলতা, তন্দ্রা, আলস্য, অন্নে-অরুচি, হৃদয়ে বেদনা ও শরীরের কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোকদিগের কামজ্বর উপস্থিত হইলে, মূর্চ্ছা, শরীরের বেদনা, পিপাসা, চক্ষুদ্বয়ের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ, স্তনদ্বয়ে ও মুখে ঘর্ম্মোদগম এবং হৃদয়ে দাহ, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভয়, শোক ও ক্রোধ জনিত জ্বরের লক্ষণ। ভয়জন্য জ্বর হইলে প্রলাপ, শোকজন্য জ্বরে প্রলাপ, এবং ক্রোধজন্য জ্বরে পিত্তসহযোগে বায়ু দ্বারা রোগীর কম্প উপস্থিত হয়।

ভূতাভিষঙ্গ জ্বরের লক্ষণ। ভূতাবেশজন্য জ্বর হইলে, তাহাতে রোগীর উদ্বেগ, বিনাকারণে হাস্য, রোদন ও কম্প উপস্থিত হয়, এই জ্বর কোন সময়ে বেগবান্ ও কোন সময় অল্প বেগযুক্ত হইয়া থাকে।

অভিচার ও অভিশাপ জন্য জ্বরের লক্ষণ। অভিচার (মারণ ও বশীকরণাদি মন্ত্র) ও অভিশাপজনিত জ্বরে মোহ ও তৃষ্ণা উপস্থিত হয় এবং আভিচারিক মন্ত্রদ্বারা আকৃষ্ট ব্যক্তির প্রথমে মনস্তাপ, অনন্তর শরীরের

উষ্ণতা, তৎপরে বিস্ফোট, পিপাসা, ভ্রম, দাহ এবং মূর্চ্ছা জন্মে ও প্রতিদিন জ্বরের বেগ বর্দ্ধিত হয়।

বিষভক্ষণ ও ওষধিগন্ধজনিতজ্বরে—ঔষধ।

বিষভক্ষণে এবং তীব্র ওষধির আঘ্রাণবশতঃ জ্বর উৎপন্ন হইলে, রোগীকে বিষনাশক ও পিত্তনাশক ঔষধ এবং সর্ব্বগন্ধকৃত কষায় সেবন করাইবে। স্থাবর বিষভক্ষণে অতীসার হয়, সুতরাং তাহাতে বমন করান কর্ত্তব্য।

অজিতাগদ। স্থাবর বা জঙ্গমবিষ সেবন জন্য আগন্তুজ্বরে রোগীর অতিসার, অন্নে অরুচি ও পিপাসা ইত্যাদি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। অনুপান—জল।

অজিতাগদ। বিড়ঙ্গ, আকনাদি, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বনযমানী, হিং, তগর-পাদুকা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ করকচ্-লবণ ও রক্তচিতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মধুর সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক গোশৃঙ্গমধ্যে রাখিয়া অন্য গোশৃঙ্গ দ্বারা ১৫ দিন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে, অনন্তর বহির্গত করিয়া সেবন করাইবে। মাত্রা।০ আনা।

সর্ব্বগন্ধকষায়। দারুচিনি, এলাইচ, নাগকেশর, তেজপত্র, কর্পূর, কাঁকলা, অগুরু, কুঙ্কুম ও লবঙ্গ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

কামজ্বরে—ঔষধ।

স্ত্রীলোকের কামজ্বর উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জন্য মূর্চ্ছা, পিপাসা ও শরীর-বেদনা হইলে, সুগন্ধি পুষ্পাদিদ্বারা সমাচ্ছন্ন শয্যায় স্ত্রীকে স্বীয় পতি সহ ক্রীড়া করিতে দিবে, এইরূপ ক্রীড়া দ্বারা স্ত্রীলোকের কামজ্বর নিবৃত্ত হয়।

বালাদিক্বাথ। পুরুষের কামজ্বর উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জন্য মনের চঞ্চলতা, তন্দ্রা, আলস্য ও অন্নে অরুচি ইত্যাদি প্রকাশ পাইলে, তাহাকে বালাদি ক্বাথ সেবন করাইবে এবং সুন্দরী স্ত্রীর সহিত ক্রীড়া করিতে দিবে অথবা রোগীর ক্রোধ উৎপাদন করিবে, তাহাতেও কামজ্বরের শান্তি হয়।

বালাদিক্বাথ। বালা, পদ্মপুষ্প, রক্তচন্দন, বেণার মূল, দারুচিনি, ধনে ও জটামাংসী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ভয়াদিজনিত জ্বরে—ঔষধ।

ভয় বা শোকবশতঃ জ্বর হইলে, রোগীর মনে ক্রোধ উৎপাদন এবং কামভাব উদ্দীপন করিবে অথবা সুন্দরী স্ত্রী সহ ক্রীড়া করিতে উপদেশ প্রদান করিবে। মানসিক জ্বর উপস্থিত হইলে, মনের শান্তি প্রদান দ্বারা রোগীকে সুস্থ করিবে। ক্রোধ বশতঃ জ্বর হইলে, পিত্তনাশক দ্রব্য প্রদান করিয়া রোগের শান্তি করিবে।

ভূতাভিষঙ্গ, অভিচার ও অভিশাপজনিত জ্বরের শান্তির জন্য বিবিধ যজ্ঞ, হোম ও তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া করিবে।

নিরাম ও মধ্যজ্বরে—ঔষধ।

চন্দ্রশেখররস। পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে প্রয়োগ করিবে, নিরাম অবস্থায় রোগীর জ্বরের বেগ অধিক এবং তৎসঙ্গে দাহ, পিপাসা ও গাত্রে ঘর্ম্ম ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে রোগীকে জ্বরের ন্যূনাধিক্য অনুসারে দিনে ২।৩ বটী সেবন করাইবে, অনুপান—করলাপাতার রস ও মধু; রোগীর তন্দ্রা বা শ্লেষ্মার প্রবলতা থাকিলে, পাকা কাঁঠাল পাতার রস ও মধু; অথবা আদার রস ও মধু।

চন্দ্রশেখররস। প্রস্তুতবিধি ৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শীতারিরস। নিরামজ্বরে রোগীর কোষ্ঠপরিষ্কার না থাকিলে, এই ঔষধ তাহাকে প্রাতে ১ বার মাত্র সেবন করাইবে। ইহা সেবনে ২।৩ বার দাস্ত হয়; অবস্থানুসারে কাহারও বা ততোধিক দাস্ত হইয়া থাকে। নিরাম অবস্থায় অল্প জ্বর থাকিলে, ইহা প্রয়োগে তাহাও বিনষ্ট হয়। যাহাদের জ্বর হইলেই স্বভাবতঃ দাস্ত হয়, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করাইবে না। বাতজ্বরে বা বাতশ্লেষ্মজ্বরের নিরাময় অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—উষ্ণজল।

শীতারিরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগারখৈ ১ তোলা, শোধিত জয়পাল-বীজ ২ তোলা, সৈন্ধবলবণ ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, তেঁতুলচটা ভস্ম ১ তোলা, বিষ ১ তোলা;

এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে; বটী দুই রতি প্রমাণ।

বাতপিত্তান্তকরস। বাতপিত্তাশ্রিত জ্বরে অল্প বেগ এবং তৎসহ দাহ, পিপাসা ও ভ্রম ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা মধ্য ও জীর্ণজ্বরেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। নিরাম অবস্থায় জ্বরের বেগ পুনরায় বৃদ্ধি পাইলে অথবা জ্বরে বাতশ্লেষ্মার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে ইহা কখনও সেবন করাইবে না, জ্বরের অবস্থানুসারে বৈকালে এবং দুই প্রহরের পর এক এক বটী রোগীকে সেবন করাইবে। বৈকালে অল্পকাল ২।১ ঘণ্টা মাত্র জ্বরের অল্প বেগ প্রকাশ পাইলে, সেই অবস্থায় এই ঔষধ সমধিক কার্য্যকারী। অনুপান—যষ্টিমধুর কাথ ও চিনি।

বাতপিত্তান্তক রস। রস, গন্ধক, অভ্র, মুথা লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, এবং তাম্র; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, গুলঞ্চ, আমলা, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদের প্রত্যেকের রসে (রস অভাবে কাথ গ্রহণ করিবে) একবার ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি পরিমাণ।

মধ্যমজ্বরাঙ্কুশ। নিরামাবস্থায় জ্বরের অল্প বেগ এবং মধ্যজ্বরে ও রোগীর জ্বরকালে গাত্রদাহ ও ভ্রম ইত্যাদি পিত্তজ্বরের লক্ষণ বা পিত্তশ্লেষ্ম-জ্বরের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে; কিন্তু রোগীর জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে, জ্বরের নিরাম অবস্থায়ও এই ঔষধ সেবন করাইবে না, প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে তিনবার সেবনবিধি। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু বা সেফালিকা পাতার রস এবং মধু।

মধ্যমজ্বরাঙ্কুশ। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা ও বিষ ১ তোলা, এই সমস্ত একত্রমর্দ্দন করিয়া ভীমরাজের রসে ৩ দিন ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

জ্বরারি অভ্র। বাতশ্লেষ্মাশ্রিতজ্বরের বা সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় কিম্বা মধ্য ও বিষমজ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে; রোগীর কাস, প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, ইহা অত্যন্ত কার্য্যকারী; প্লীহার বৃদ্ধি দেখিতে পাইলে, এই ঔষধে সোহাগার পরিবর্ত্তে

অমৃতীকরণ বিধানানুসারে তাম্রভস্ম প্রয়োগ করিবে। যাহাদের প্রত্যহ জ্বর হয়, এবং জ্বরের মধ্য বা অধিক বেগ ও তৎসহ রোগীর গাত্রবেদনা, শিরঃশূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে, তাহাদিগকে ইহা সেবন করান যায়। বিষমজ্বরে অর্থাৎ অন্যেদ্যুস্ক, অন্যেদ্যুস্কবিপর্য্যয়, তৃতীয়ক ও তৃতীয়কবিপর্য্যয় প্রভৃতি জ্বরের অধিক বেগ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। জ্বরের অবস্থানুসারে দিবসে একবার বা দুইবার সেবনবিধি। অনুপান—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, আদার রস ও মধু; প্লীহার আধিক্য থাকিলে, মনসা সীজের পাতা আগুণে গরম করিয়া তাহার রস, পিপুল চূর্ণ ও মধু।

জ্বরারি অভ্র। অভ্র ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১তোলা বিষ ১ তোলা, ধুস্তুরবীজ ২ তোলা, শুঁঠ ১৷৶৪ রতি, পিপুল ১৷৷৶৪ রতি, মরিচ ১৷৷৶৪ রতি; এই সকল মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রতি।

চিন্তামণিরস। একদোষ বা দ্বিদোষাশ্রিত জ্বরে অথবা সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় এবং অন্যেদ্যুস্ক ও অন্যেদ্যুস্কবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে রোগীর কাস, গাত্রবেদনা ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে তাহাকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; বৃদ্ধ ও যাহাদের শরীর কৃশ তাহাদিগকে মৃদুজ্বরে এই ঔষধ যত্ন পূর্ব্বক সেবন করাইবে। জীর্ণজ্বরেও ইহা অত্যন্ত উপকারী। ইহা প্রাতে ১ বার ও রাত্রে ১ বার সেব্য। অনুপান—আদার রস ও মধু; কাস থাকিলে পিপুল চূর্ণ ও মধু।

চিন্তামণিরস। স্বর্ণ, রৌপা, হরিতাল, মুক্তা, পারদ, গন্ধক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মনঃশিলা ও কস্তূরী, এই সকল ঔষধ সমভাগে লইয়া একত্র করত জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সৌভাগ্যবটী। সর্ব্বপ্রকার জ্বরের নিরামাবস্থায় বা মধ্যজ্বরে এবং জীর্ণ ও বিষমজ্বরে অর্থাৎ অন্যেদ্যুস্কবিপর্য্যয়, সন্তত, সততক, সততকবিপর্য্যয় প্রভৃতি জ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরের মধ্য বা অল্পবেগ থাকিলে, এবং রোগীর কাস, মাথায় বেদনা, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, জ্বরের সময় চক্ষুজ্বালা ও তৃষ্ণা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। যাহাদের দীর্ঘ কাল হইতে প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তৎসঙ্গে অল্প বা

প্রবল রূপে জ্বর প্রকাশ পাইতেছে, তাহাদের পক্ষেও এই ঔষধ অমৃতবৎ উপকারী। অনুপান—প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস থাকিলে মনসা সীজের পাতার রস, পিপুলচূর্ণ ও মধু। কেবল জ্বর ও কাস থাকিলে, বাসক পাতার রস ও মধু। জ্বরকালে মাথায় বেদনা বা ভার বোধ হইলে নিসিন্দা পাতার রস ও মধু। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে আদার রস ও মধু।

সৌভাগ্যবটী। সোহাগারখৈ, বিষ, জীরা, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সাম্ভারলবণ, করকচ-লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, অভ্র, গন্ধক ও রস, এই সকল ঔষধ সমভাগে একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে; পরে নিসিন্দা পাতা, ভীমরাজ, কেশুর্ত্তা, বাসকপাতা ও আপাঙ পাতা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ বার (মতান্তরে ৭ বার) ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

মকরধ্বজ বটিকা। সর্ব্বপ্রকার জ্বরের নিরাম অবস্থায় জ্বরের বেগ অল্প থাকিলে ও শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, শরীরের দুর্ব্বলতা বিনাশার্থ এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, বৃদ্ধ ও বিবিধ রোগে জর্জ্জরিত কৃশ ব্যক্তির জ্বর বিরামান্তে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলে, তাহাদের শুক্রাদির অল্পতা বশতঃ পুনঃ পুনঃ জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা, এমতাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করান সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য, যক্ষ্মা ও ক্ষয়কাসাদি জনিত দুর্ব্বলতায় ইহা সেবন করান যাইতে পারে, প্রাতে ও সন্ধ্যার পর ১ বটী সেব্য। অনুপান—পানের রস ও মধু। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু।

মকরধ্বজ বটিকা। স্বর্ণ ১ তোলা, রূপা ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, কস্তুরী ১ তোলা, মুক্তা ১ তোলা, জাতীফল ১ তোলা, রসসিন্দুর ২ তোলা, কর্পূর ২ তোলা, প্রবাল ২ তোলা, অভ্র ৪ তোলা ও স্বর্ণসিন্দুর ১৬ তোলা; এই সমস্ত ঔষধ একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরারিরস। অন্যান্য জ্বরের নিরামাবস্থায় ও বিষমজ্বরে জ্বরের অধিক বেগ প্রকাশ পাইলে এবং জ্বরকালে দাহ, ঘর্ম্ম ও কম্প ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা সেবন করিলে কোনও কোনও ব্যক্তির বমন হইবার আশঙ্কা; অতএব এই ঔষধ সাবধানে সেবন করাইবে। জ্বরের অবস্থানুসারে দিনে ও রাত্রে ২।৩ বার সেব্য। অনুপান—আদার রস ও মধু।

জ্বরারিরস। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বিষ ২ তোলা, শুঠ ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, মরিচ ২ তোলা, সীসা ২ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ১ তোলা, তাম্র-১ তোলা ও ধুস্তূরবীজ ২ তোলা; এই সকল ঔষধ একত্র মর্দ্দন করিবে, পরে রোহিত মৎস্যের পিত্ত, আকন্দ-ক্ষীর ও আদার রস, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা যথাক্রমে ১ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

বৃহৎ বিশ্বেশ্বররস। বাতশ্লৈষ্মিক বা সান্নিপাতিকজ্বরের নিরাম অবস্থায় অর্থাৎ ৭, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৮ বা ২২ দিন পরে ঐ উপদ্রব ও জ্বরের উত্তাপ কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে এবং সন্তত (অবিচ্ছেদী জ্বরে), সতত (দ্বৈকালীন) এবং রাত্রিগত বিষমজ্বরেও ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। জ্বরের অবস্থানুসারে দিনে ২।৩ বার ও রাত্রে ২।৩ বার এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—কোষ্ঠশুদ্ধি ও কাস থাকিলে, পিপুলচূর্ণ ও মধু। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু।

বৃহৎ বিশ্বেশ্বররস। হিঙ্গুল, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরিতাল, মনঃশিলা, সোহাগারখৈ, স্বর্ণমাক্ষিক, বঙ্গ, দস্তা, সীসা, অভ্র, লৌহ, মুক্তা ও কস্তূরী; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ৮ তোলা; একত্র মিশ্রিত করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

সার্ব্বভৌমরস। বাতশ্লৈষ্মিক ও সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় বা মধ্যজ্বরে জ্বরের বেগ কথঞ্চিৎ হ্রাস পাইলে এবং সন্তত ও অন্যেদ্যুষ্ক প্রভৃতি বিষমজ্বরে রোগীর কাস, সর্ব্বদা প্রবল জ্বর, মাথার ভারবোধ, সর্দ্দি বা প্লীহাবৃদ্ধি ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ যত্ন পূর্ব্বক প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে সেবন করাইবে। সর্দ্দি ও কাসসংযুক্ত বিষমজ্বরেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—পিপুল চূর্ণ ও মধু।

সার্ব্বভৌমরস। পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, রৌপ্য, ধুস্তূরবীজ, হিজলবীজ, সিদ্ধিবীজ, সোহাগারখৈ, দারুচিনি, লালগৈরিক, দন্তীবীজ, স্বর্ণমাক্ষিক, বৃদ্ধদারকবীজ, পিপুল ও কস্তূরী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর রক্তচিতার মূলের রসে ৭ বার ও আদার রসে ৭ বার যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি।

জ্বরমাতঙ্গকেশরী। সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় উপদ্রবাদি হ্রাস পাইলে ও জ্বরের বেগ কথঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে এবং রোগীর শরীর অত্যন্ত

কৃশ হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে; ইহা প্রলাপক, চাতুর্থক, চাতুর্থক বিপর্য্যয় ও সততক প্রভৃতি জীর্ণজ্বরে এবং ক্ষয়কাস, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে প্রবল জ্বর থাকিলেও সমধিক কার্য্যকারী; ইহা অত্যন্ত পুষ্টিজনক ও জ্বরঘ্ন; বৃদ্ধ ও ক্ষীণ ব্যক্তির পক্ষে ঐ সকল অবস্থায় জ্বরের অবস্থাভেদে প্রাতে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে সেব্য। জীর্ণজ্বরে জ্বরের উত্তাপ অতি অল্প থাকিলে, এই ঔষধে হরিতাল স্থানে মুক্তা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা আদার রস ও মধু।

জ্বরমাতঙ্গকেশরী। তাম্র ১ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, পিতল ৩ তোলা, কাংস্য ৪ তোলা, সীসা ৫ তোলা, স্বর্ণ ৬ তোলা, কস্তূরী ৭ তোলা, হরিতাল (মতান্তরে মুক্তা) ৮ তোলা, লৌহ ৯ তোলা, বঙ্গ ১০ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১১ তোলা, স্বর্ণসিন্দূর ১২ তোলা ও অভ্র ১৩ তোলা এই সকল একত্র করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরে—কষায়প্রয়োগ-বিধি।

বাতজ্বরে ৭ দিন অতীত হইলে রোগীকে কষায় পান করাইবে। এইরূপ পিত্তজ্বরে ১০ দশ দিন, কফজ্বরে ১২ বার দিন, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে ৭ সাত দিন, বাতশ্লেষ্মজ্বরে ৯ নয় দিন, বাতপিত্তজ্বরে ৭ সাত দিন অতীত হইলে ও সন্নিপাত জ্বরে ৭, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৮ বা ২২ দিন অতীত এবং উপদ্রবসমূহ অনেকাংশে হ্রাস পাইলে কাথ (পাচন) সেবন করিতে দিবে, ঐ সমস্ত দিন অতীত হইলে ঐ সকল জ্বরাক্রান্ত রোগীর আমরসের সম্যক্‌রূপে পরিপাক এবং জ্বর নিরামাবস্থায় পরিণত হয়, তখন রোগীকে কাথ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। জ্বরের উত্তাপ ও দোষের বলাবল অনুসারে বিবেচনা পূর্ব্বক বিবিধ কাথ ও রসপ্রধান জ্বরারি অভ্র, সৌভাগ্যবটী ও জ্বরারিরস প্রভৃতি ঔষধ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করিবে।

শুণ্ঠ্যাদিক্কাথ। বাতজ্বরে ৭ দিন অতীত হইলে এবং রোগীর গাত্রবেদনা, অল্পজ্বর ও ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে প্রাতে এই কাথ সেবন করিতে দিবে, ইহা সেবনে জ্বরের বেগ ক্রমশঃ কমিয়া আইসে এবং দোষেরও পরিপাক হইয়া থাকে।

শুঠ্যাদিক্বাথ। শুঁঠ, চিরতা, নাগরমুথা ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ৷৷০ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কণাদিক্বাথ। বাতজ্বরে সাতদিন অতীত হইলে রোগীর জ্বরের অল্প-বেগ ও তৎসহ হৃদয়ে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই পাচন প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

কণাদিক্বাথ। পিপুল, রসুন, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কণ্টকারী, নিসিন্দা, চিরতা ও মুথা; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে।০ আনা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

শ্রীফলাদিক্বাথ। বাতজ্বরের নিরামাবস্থায় অর্থাৎ ৭ দিন অতীত হইলে, রোগীর নিদ্রার অল্পতা, মাথা ঘোরা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও জ্বরকালে কম্প ইত্যাদি থাকিলে, রোগীকে এই পাচন প্রাতে সেবন করাইবে। জ্বরের বেগ অল্প এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, এই পাচনের সহিত সোণাপাতা।০ আনা মিশ্রিত করিয়া লইবে। প্রত্যহ যথারীতি কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে, সোণা-পাতা মিশ্রিত করিবার প্রয়োজন নাই।

শ্রীফলাদিক্বাথ। বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, পিপুল, পিপুলমূল, রাস্না, কুড়, শুঁঠ, চিরতা, মুথা, বেড়েলা, গুলঞ্চ, বালা, কিস্‌মিস্‌, দুরালভা ও শুল্‌ফা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত দুই তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চমূল্যাদিক্বাথ। বাতজ্বরে সাতদিন অতীত হওয়ার পর রোগীর শরীরের সন্ধিস্থানে বেদনা থাকিলে, এই পাচন প্রাতে সেবন করিতে দিবে, ইহা সেবনে বাতরোগেরও বিশেষ উপকার দর্শে, আমবাতে, বাতমিশ্রিতজ্বরে সর্ব্বাঙ্গগতবাতে এই পাচন ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পঞ্চমূল্যাদিক্বাথ। বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, বেড়েলা, রাস্না, কুলথকলাই ও কুড়; এই নয়টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পর্পটাদিক্বাথ। পিত্তজ্বরে ১০ দিন অতীত হইলে রোগীর দাহ, বমি ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই পাচন তাহাকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

পর্পটাদিকাথ। ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ; এই চারিটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা গ্রহণ করিবে; জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

হ্রীবেরাদিকাথ। পিত্তজ্বরে ১০ দিন অতীত হইলে, জ্বরকালে রোগীর প্রবল পিপাসা, দাহ ও পাতলা দাস্ত ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, প্রত্যহ প্রাতে এই পাচন সেবন করিতে দিবে; ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে রোগীকে সেবন করাইবে।

হ্রীবেরাদিকাথ। বালা, রক্তচন্দন, বেণার মূল, মুথা ও ক্ষেতপাপড়া; এই পাঁচটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ দুই তোলা গ্রহণ করিবে, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কিরাতাদি ক্বাথ। পিত্তজ্বরে দশ দিনের পর রোগীর জ্বরকালে দাহ তৃষ্ণা, বমনবেগ বা বমন এবং মুখের কটু আস্বাদ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে প্রত্যহ প্রাতে এই পাচন রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এই পাচন সেবন করিলে ঐ সমস্ত উপদ্রব এবং জ্বর ক্রমশঃ কমিয়া আইসে।

কিরাতাদিকাথ। চিরতা, গুলঞ্চ, ধনে, রক্তচন্দন, বেণার মূল, ক্ষেতপাপড়া ও পদ্মকাষ্ঠ; এই সাতটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা গ্রহণ করিবে; জল ৩২ তোলা, পাক শেষ ৮ তোলা।

দ্রাক্ষাদিকাথ। পিত্তজ্বরে দশদিন অতীত হওয়ার পর রোগীর জ্বরকালে অসহ্যদাহ, প্রলাপ, মুখশোষ, শরীরাভ্যন্তরে দাহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি থাকিলে, তাহাকে এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে। ইহা সেবন করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয় এবং দেহের অবস্থানুসারে কাহারও বা ২।১ বার দাস্ত হইয়া থাকে। এই পাচন ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্তে প্রয়োগ করা যায়।

দ্রাক্ষাদিকাথ। কিস্‌মিস্, হরীতকী, মুথা, কটকী ও ক্ষেতপাপড়া; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ দুই তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

সিন্ধুবারকাথ। কফজ্বরে বারোদিন অতীত হইলে এবং রোগীর শ্রবণশক্তির অল্পতা ও হাটুর শক্তি হ্রাস পাইলে, এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে; অবস্থানুসারে সাত দিনের পরও সেবন করান যাইতে পারে।

সিন্ধুবারকাথ। নিসিন্দাপাতা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮তোলা,ছাকিয়া তাহাতে পিপুল চূর্ণ ।• চারি আনা মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

মরিচাদিক্কাথ। কফজ্বরে, বারোদিন অতীত হইলে রোগীর শরীরে ভারবোধ, অগ্নিমান্দ্য, কাস, অরুচি ও বমনভাব ইত্যাদি উপসর্গ সহ অল্প জ্বর থাকিলে, তাহাকে এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

মরিচাদিক্কাথ। মরিচ, পিপুলমূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, রক্তচিতা কট্‌ফল, কুড়, মুথা, বচ, হরীতকী, কণ্টকারী, জটামাংসী, কাকড়াশৃঙ্গী, যোয়ান ও নিমছাল; এই ১৬টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

গুড়ূচ্যাদিক্কাথ। বাতপৈত্তিক জ্বরে সাত দিনের পর রোগীর অত্যন্ত পিপাসা, বমি ও দাহ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে ঐ সকল উপদ্রব ও জ্বর উভয়েরই নিবৃত্তি হয়; বমন প্রবল থাকিলে এই কাথের সহিত মধু অৰ্দ্ধ তোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

গুড়ূচ্যাদিকাথ। পদ্মগুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন; এই পাঁচটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিক্কাথ। বাতপৈত্তিকজ্বরে সাতদিন অতীত হইলে, রোগীর পিপাসা, দাহ, বমন ও কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে এই পাচন রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে। বাতপিত্তোল্বন সন্নিপাত জ্বরেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বৃহৎ গুড়ূচ্যাদিকাথ। গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, হরীতকী, সোন্দালমজ্জা, বালা, আকনাদি, ধনে, মুথা ও কট্‌কী, এই ১৩টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা; ছাকিয়া উহাতে পিপুল চূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

ঘনচন্দনাদিক্কাথ। বাতপৈত্তিক জ্বরে সপ্তাহ অতীত হইলে গাত্রদাহ, বমন ও অরুচি ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, এই পাচন রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে। জ্বরে পিপাসা থাকিলে, এই কাথ সেবনে তাহাও দূরীভূত হয়; পিত্তপ্রধান শরীরে এই পাচন অত্যন্ত উপকারী।

ঘনচন্দনাদিক্বাথ। মুথা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, কট্‌কী, বেণারমূল, পলৃতা ও বালা এই ৭টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চভদ্র ক্বাথ। বাতপিত্তজ্বরে সপ্তাহান্তে রোগীর গাত্রদাহ, জ্বরের আরম্ভ কালে অত্যধিক কম্প ও দাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, প্রত্যহ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া এই পাচন সেবন করিতে দিবে; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এই ক্বাথের সহিত সোঁদাল্লর শাস ॥৹ তোলা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। দূষিত জল বায়ু সমুৎপন্নজ্বরে (ম্যালেরিয়া জ্বরে) এই পাচন অত্যন্ত উপকারী।

পঞ্চভদ্রক্বাথ। গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, চিরতা ও শুঁঠ; এই পাঁচটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অমৃতাষ্টক ক্বাথ। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে সপ্তাহ অতীত হইলে পর রোগীর জ্বরকালে পিপাসা ও গাত্রদাহ অথবা বমন বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে।

অমৃতাষ্টকক্বাথ। গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পলৃতা, কট্‌কী, শুঁঠ, রক্তচন্দন ও মুথা; এই আটটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথ ছাকিয়া উহার সহিত পিপুলচূর্ণ ৶৹ আনা মিশ্রিত করিবে।

কণ্টকার্য্যাদিক্বাথ। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে সাত দিন অতীত হইলে পর রোগীর জ্বরকালে দাহ, পিপাসা এবং কাসাধিক্য অথবা পার্শ্ববেদনা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে. এই পাচন প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কাস ও হৃদয়ে বেদনা থাকিলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী।

কণ্টকার্য্যাদিক্বাথ। কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুথা, পলৃতা ও কট্‌কী; এই এগারটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চতিক্তক্বাথ। বাতজ্বরে, পিত্তজ্বরে, বাতপিত্তজ্বরে বা পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে এই পাচন রোগীকে সেবন করিতে দিবে। প্রায় সমস্ত জ্বরেই যথা-নির্দ্দিষ্ট নিরামাবস্থায় এই পাচন অত্যন্ত উপকারী।

পঞ্চতিক্তক্বাথ। কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কুড় ও চিরতা ; এই পাঁচটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চকোলক্বাথ। কফজ্বরে ১২ দিনের পর এবং বাতশ্লেষ্মজ্বরে ৯ দিনের পর এই পাচন প্রাতে সেবন করিতে দিবে। কিন্তু রোগীর উৎকাসি, হৃদয়বেদনা ও পার্শ্বশূল ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে ৭ দিনের পরই সেবন করিতে দেওয়া উচিত। সন্নিপাতজ্বরে কফের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে ও বক্ষঃস্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হওয়ায় শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট অনুভূত হইলে, এই পাচন বিশেষ উপকারী ; ঐ সকল অবস্থায় ইহাতে সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় রোগীকে সেবন করাইবে। নবপ্রসূতির যথারীতি রজঃস্রাবের অভাবে উদরে বেদনা এবং তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইলে, এই পাচন অত্যন্ত উপকারী ; ইহা সেবনে শোণিতস্রাব হয় এবং তজ্জনিত উপদ্রব হ্রাস পাইয়া থাকে।

পঞ্চকোলক্বাথ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ, এই পাঁচটি দ্রব্য সমভাগে মলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পিপ্পল্যাদিক্বাথ। বাতশ্লেষ্মজ্বরে ৯ দিনের পর বা অবস্থাবিশেষে ৭ দিনের পর রোগীর অগ্নিমান্দ্য, যাবতীয় সন্ধিস্থানে ও গাত্রে বেদনা, কাস, মাথায় ভার ও অল্প জ্বরের বেগ ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, এই পাচন প্রত্যহ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদিক্বাথ। পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, গজপিপ্পলী, শুঁঠ, রক্তচিতা, চই, রেণুকা, এলাইচ, যমানী, শ্বেতসরিষা, বামনহাটী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, জীরা, মহানিম, আতইষ, কট্‌কী, বিড়ঙ্গ ও মূর্ব্বা, এই ২০ টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইবে, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত ঘৃতে ভর্জ্জিত হিং ২।৩ রতি মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে।

বৃহৎপিপ্পল্যাদিক্বাথ। বাতশ্লেষ্মজ্বরে ৭ দিন বা ৯ দিন পরে রোগীর অত্যন্ত গাত্রবেদনা, কাস, সন্ধিবেদনা, শিরঃশূল ও বক্ষস্থলে বেদনা ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে প্রত্যহ প্রাতে এই পাচন সেবন করাইবে, এই পাচন বাতব্যাধিরোগে (অপতন্ত্র, একাঙ্গবাত বা সর্ব্বাঙ্গবাতে) ব্যবহৃত হয়। ঐ সমস্ত বাতরোগাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর থাকিলে এই ক্বাথ প্রয়োগ করিবে।

বৃহৎ পিপ্পল্যাদিক্বাথ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতা, শুঁঠ, বচ, আতইষ, কৃষ্ণজীরা, আকনাদি, ইন্দ্রযব, রেণুকা, চিরতা, মূর্ব্বা, শ্বেতসরিষা, মরিচ, কটফল, কুড, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, ক্ষেতপাপড়া, শুক্মূলা, কণ্টকারী, গজপিপুল, দুরালভা, যমানী, বনযমানী, কাকনাসিকা ও হিং, এই ২৮টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইবে, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, এই ঔষধে হিং পৃথক্ করিয়া রাখিবে এবং ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া উহার সহিত ঘৃতে ভর্জিত হিং ২।০ রতি মিশ্রিত করিবে।

দশমূলক্বাথ। সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় অথবা বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগীর কাস, শ্বাস এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথের সহিত পিপুলচূর্ণ ।০ আনা বা অবস্থাভেদে ৵০ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে,যাহাদের শ্বাস দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে ঐ ক্বাথে কুড়চূর্ণ ৵০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে, রোগীর বয়ঃক্রম ও বল অনুসারে ঐ সকল চূর্ণের মাত্রা নিরূপিত করিয়া ক্বাথের সহিত প্রক্ষেপ দিবে, যেহেতু ঐ সকল ঔষধ উষ্ণবীর্য্য। এই ক্বাথ প্রাতে সেবন করাইবে।

দশমূলক্বাথ ; বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সমস্ত ঔষধ সমানাংশে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

দ্বাদশাঙ্গক্বাথ। সন্নিপাতজ্বরের নিরামাবস্থায় রোগীর কাস ও পার্শ্ব বেদনা থাকিলে, এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবন করাইবে। সন্নিপাতজ্বর ব্যতীত বাতশ্লেষ্মজ্বরেও কাস এবং সন্ধিস্থানাদিতে সামান্য বেদনা অনুভূত হইলে এই ক্বাথ সেবন করান যায়।

দ্বাদশাঙ্গক্বাথ। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুলছাল, গণিয়ারি, শালপাণী, বৃহতী, কণ্টকারী; গোক্ষুর, চাকুলে, কুড় ও পিপুল ; এই সমস্ত ঔষধ সমানাংশে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

চতুর্দ্দশাঙ্গক্বাথ। বাতশ্লেষ্মাধিক্য সন্নিপাতজ্বরে বা বাতশ্লেষ্মজ্বরের নিরাম অবস্থায় কাস ও হৃদয়ে বেদনা থাকিলে অথবা বিষমজ্বরে ঐ সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীকে এই ক্বাথ সেবন করাইবে। কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া উহার সহিত তেউড়ীমূলচূর্ণ অবস্থাভেদে ।০ আনা বা ॥০ তোলা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করাইবে।

চতুর্দ্দশাঙ্গক্কাথ। বিল্বছাল,শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুল, গণিয়ারি,শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, চিরতা, শুঁঠ, মুথা ও গুলঞ্চ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

অষ্টাদশাঙ্গক্কাথ। পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান বা পাকল সন্নিপাত জ্বরে নিরাম অবস্থায় রোগীর বমন, পিপাসা, মোহ, দাহ, কাস ও অরুচি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, তাহাকে এই ক্কাথ সেবন করাইবে। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরের নিরাম অবস্থায়ও জ্বরের বেগ অধিক থাকিলে, এই ক্কাথ প্রাতে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করান যায়।

অষ্টাদশাঙ্গক্কাথ। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুল,গণিয়ারি, শালপাণী,চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, চিরতা, দেবদারু, শুঁঠ, মুথা, কট্‌কী, ইন্দ্রযব ধনে ও গজপিপুল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহত্যাদিক্কাথ। সন্নিপাতজ্বরের নিরামাবস্থায় কাস, শ্বাস, দাহ ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্কাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান জ্বরের নিরামাবস্থায়ও এই ক্কাথ সেবন করান যাইতে পারে।

বৃহত্যাদিক্কাথ। বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামনহাটী, শটী, কাকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব, পলতা ও কট্‌কী, এই সকল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

শট্যাদিক্কাথ। সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় রোগীর শ্বাস, কাস, বক্ষঃস্থলে ও পার্শ্বদেশে বেদনা এবং তন্দ্রা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্কাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া তাহাকে সেবন করিতে দিবে।

শট্যাদিক্কাথ। শটী, কুড়, কণ্টকারী, কাকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদি, চিরতা ও কট্‌কী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

অর্কাদিক্কাথ। শীতাঙ্গ সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় রোগীর গাত্রের শীতলতা, মোহ ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, এই ক্কাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

অর্কাদিক্কাথ। আকন্দমূল, জীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বামনহাটী, কণ্টকারী, শুঁঠ ও কুড়, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোমূত্র ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

পদ্মকাদিক্কাথ। রক্তষ্ঠীবী বা যাম্যনামক সন্নিপাত জ্বরের নিরামাবস্থায় রোগীর রক্ত বমন হইলে, এই ক্কাথ সিদ্ধ করিয়া তাহাকে মধ্যাহ্নে সেবন করাইবে, ইহা সেবনে পিপাসা, বমন, শরীরের চক্রাকৃতি শোথ ও ভ্রম প্রভৃতি উপদ্রব বিনষ্ট হয়।

পদ্মকাদিক্কাথ। পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, জাতীপুষ্প, জীবক, রক্ত চন্দন, বালা, যষ্টমধু ও নিমছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কারব্যাদিক্কাথ। প্রবল অভিন্যাস সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় রোগীর কোনও ইন্দ্রিয়ের শক্তির বিকলতা হইলে, তাহাকে এই ক্কাথ প্রাতে সেবন করাইবে, ইহা সেবনে ইন্দ্রিয়ের স্রোত বিশুদ্ধ হয়।

কারব্যাদিক্কাথ। কৃষ্ণজীরা, কুড়, এরণ্ডমূল, বলাডুমুর, শুঁঠ, গুলঞ্চ, শটী, কাকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামনহাটী, পুনর্নবা, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোমূত্র ৩২ তোলা, পাকশেষ ৮ তোলা।

কিরাতাদিসপ্তক। পিত্তপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় রোগীর দাহ, ঘর্ম্ম ও মূর্চ্ছা থাকিলে, তাহাকে এই ক্কাথ প্রাতে সেবন করাইবে। পিত্তপ্রধান জ্বরেও এই ক্কাথ অত্যন্ত উপকারী।

কিরাতাদিসপ্তক। চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদি, বালা ও পদ্মমৃণাল ;-এই সকল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

স্বল্পপঞ্চমূলক্কাথ। বাতপিত্তপ্রধান অথবা সংমোহ সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় রোগীকে এই ক্কাথ মধুর সহিত প্রাতে সেবন করাইবে। বাতপিত্তজ্বরেও এই ক্কাথ বিশেষ কার্য্যকারী।

স্বল্পপঞ্চমূলক্কাথ। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; এই সকল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কট্‌ফলাদিক্বাথ। কফপ্রধান বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাত জ্বরের নিরাম অবস্থায় রোগীর কাস, মাথায় বেদনা, শ্বাস, স্বরভঙ্গ, বধিরতা ও কর্ণমূলে শোথ ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, তাহাকে এই ক্বাথ প্রাতে সেবন করাইবে। বাতশ্লেষ্মজ্বরের নিরাম অবস্থায় প্লীহা ও যকৃৎ থাকিলে ইহা অত্যন্ত উপকারী।

কট্‌ফলাদিক্বাথ। কট্‌ফল, মুথা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপড়া, দেবদারু, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, চিরতা, শুঁঠ, বামনহাটী, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, শটী, গন্ধতৃণ ও ধনে, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপার্থ—শোধিত হিং ২ রতি ও আদার রস ॥০ তোলা।

বৃহৎ কট্‌ফলাদিক্বাথ। বাতশ্লেষ্মপ্রধান বা ক্রকচ অথবা বৈদারিক সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় রোগীর দীর্ঘকালানুবন্ধি জ্বর, কাস, মাথায় বেদনা, স্বরভঙ্গ, তন্দ্রা ও কর্ণমূলে শোথ ইত্যাদি উপদ্রব থাকিলে, তাহাকে এই ক্বাথ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতজ্বরের নিরাম অবস্থায় যে সকল রোগীর জ্বর প্রায়শঃ পরিত্যাগ হয় না, তাহাদের পক্ষে এবং সন্ততাদি জ্বরেও এই ক্বাথ বিশেষ উপকারী। বাতশ্লেষ্মপ্রধান বিষমজ্বরেও প্লীহা বৃদ্ধি পাইলে ইহা সেবন করান যায়।

বৃহৎ কট্‌ফলাদিক্বাথ। কট্‌ফল, মুথা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপড়া, দেবদারু, হরীতকী, কাকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, চিরতা, শুঁঠ, বামনহাটী, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, শটী, গন্ধতৃণ, ধনে, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ শোধিত হিং ২ রতি ও আদার রস ॥০ তোলা, কোষ্ঠশুদ্ধি থাকিলে আদার রস ও হিং প্রয়োগ করিবে না। প্লীহা বৃদ্ধি হইলে হিং সর্ব্বদা প্রযোজ্য।

বিষম ও জীর্ণজ্বর-চিকিৎসা।

বিষম জ্বরের সামান্য লক্ষণ। যে জ্বর নিয়মসহকারে প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময় শরীরে অবস্থান করে না, শীত ও উষ্ণতা সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম রহিত এবং কখনও অত্যন্ত বেগ কখনও বা অল্প বেগ সহকারে প্রকাশ পায় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ তাহাকে বিষমজ্বর নামে নির্দ্দেশ করেন অর্থাৎ বাতিক-জ্বর সাতদিন, পৈত্তিকজ্বর দশ দিন, শ্লৈষ্মিকজ্বর বার দিন এবং দোষের প্রবলতা বশতঃ বাতিক জ্বর চতুর্দ্দশ দিন, পৈত্তিকজ্বর বিংশতি দিন, শ্লৈষ্মিক-জ্বর চতুর্ব্বিংশতি দিন পর্য্যন্ত যেমন নিয়ম পূর্ব্বক (স্বীয় লক্ষণ সহকারে) প্রকাশ পায়, বিষমজ্বর সেইরূপ ভাবে প্রকাশ পায় না। এই জ্বর প্রায়শঃ পূর্ব্বোল্লিখিত বাতাদি জ্বর সমূহের উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অর্থাৎ দোষপাচক ঔষধ-প্রয়োগ ব্যতীত কেবল উগ্র গুণবিশিষ্ট ঔষধদ্বারা নিবৃত্ত হওয়ায় অহিতা-চরণ দ্বারা দোষের প্রকোপবশতঃ পুনরায় অল্প বেগ সহকারে রসাদি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, কাহারও শরীরে প্রথম হইতেই বিষম জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জ্বর সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক, প্রলেপক ও বাতবলাসক প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সন্ততজ্বরের লক্ষণ। বায়ুর প্রাধান্য হেতু সাতদিন, পিত্তের প্রাধান্য-হেতু দশ দিন এবং শ্লেষ্মার প্রবলতা বশতঃ বারদিন ব্যাপিয়া যে জ্বর সর্ব্বদা শরীরে প্রকাশ পায়, তাহাকে সন্ততজ্বর কহে। এই জ্বর বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রবলতা বশতঃ ১৪ দিন, ২০ দিন ও ২৪ দিন যথাক্রমে শরীরে অবস্থিতি করিয়া বিশ্রাম হয় এবং পুনরায় উৎপন্ন হয়। ইহার বিশ্রামকাল দুর্লভ, সন্ততজ্বর সর্ব্বদা শরীরে অবস্থান করে, এই নিমিত্ত অনেকে ইহাকে বিষম-জ্বর মধ্যে পরিগণিত করেন না, এই জ্বর রসধাতুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সততকজ্বরের লক্ষণ। যে জ্বর দিনে একবার ও রাত্রে একবার প্রকাশ পায় অর্থাৎ বাতাদিদোষ আমাশয়ে অবস্থান পূর্ব্বক যথাসময় দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার প্রকুপিত হইয়া কোষ্ঠাগ্নিকে বহির্গত করত অহোরাত্রে দোষপ্রকোপকালে দুইবার জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে সততক

জ্বর কহে। এই জ্বর দ্বিদোষাশ্রিত হইলে, দোষভেদে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা রক্তকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সততবিপর্য্যয়জ্বরের লক্ষণ। যে জ্বর অহোরাত্র ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়, কিন্তু দোষের প্রকোপকালে (প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, প্রথম রাত্রে, মধ্যরাত্রে বা শেষরাত্রে) জ্বরের উপলব্ধি হয় না, তাহাকে সততবিপর্য্যয়জ্বর কহে। অর্থাৎ দিনে দোষ প্রকোপ কালে একবার জ্বর নিবৃত্ত হয় ও রাত্রে দোষপ্রকোপকালে একবার নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

অন্যেদ্যুষ্কজ্বরের লক্ষণ। বাতাদিদোষ স্বকারণে কুপিত হইয়া হৃদয়ে গমন পূর্ব্বক প্রথম প্রকোপকালে হৃদয়ে অবস্থান করিয়া পরবর্ত্তী প্রকোপকালে আমাশয়ে গমনপূর্ব্বক কোষ্ঠাগ্নিকে বহির্গত করত দিনে বা রাত্রে যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে অন্যেদ্যুষ্ক কহে। এই জ্বরে দোষভেদে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ প্রকাশ পায়।

অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়জ্বরের লক্ষণ। যে জ্বর সমস্ত দিবা রাত্রি অবস্থিতি করে এবং দিবা রাত্রি ভোগ করিয়া একবার কিছুকাল নিবৃত্ত হয়, তাহাকে অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয় জ্বর কহে।

তৃতীয়কজ্বরের লক্ষণ। যে জ্বর এক দিন অন্তর (জ্বরারম্ভদিন গণনা করিয়া তৃতীয় দিনে) উপস্থিত হয় অর্থাৎ স্বকারণে প্রকুপিত বাতাদি দোষ কণ্ঠদেশ আশ্রয় করত দিন ও রাত্রির মধ্যে হৃদয়ে নীত হইয়া তৃতীয় দিবসে আমাশয়ে গমন পূর্ব্বক যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে তৃতীয়ক জ্বর কহে। এই জ্বর ত্রিবিধ দৃষ্ট হয় এবং দ্বিদোষাশ্রিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বেদনা উৎপাদন করিয়া প্রকাশ পায়, যথা—বাতপিত্তাশ্রিত তৃতীয়কজ্বর অগ্রে মস্তকে বেদনা উৎপাদন করিয়া প্রকাশ পায়, পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত তৃতীয়কজ্বর কটি ও মেরুদণ্ডের সন্ধিস্থানে বেদনা উৎপাদন করিয়া প্রকাশিত হয়, বাতশ্লেষ্মাশ্রিত তৃতীয়ক জ্বর পৃষ্ঠদেশে বেদনা উৎপাদন করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। দোষভেদে তৃতীয়ক জ্বরের স্থানবিশেষে বেদনা দোষনিরূপণার্থ অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এই জ্বর মেদোধাতুকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।

তৃতীয়কবিপর্য্যয়জ্বরের লক্ষণ। যে জ্বর এক দিন ব্যাপিয়া প্রকাশিত

হয় এবং জ্বরের আদি ও শেষদিন নিবৃত্ত থাকে, তাহাকে তৃতীয়কবিপর্য্যয়-জ্বর কহে।

চাতুর্থকজ্বরের লক্ষণ। যে জ্বর দুই দিন অন্তর (জ্বরের দিন গণনা করিয়া চতুর্থদিনে) প্রকাশ পায় অর্থাৎ স্বকারণে প্রকুপিত বাতাদি দোষ মস্তক আশ্রয় করত দ্বিতীয় দিনে কণ্ঠদেশে গমন করিয়া অহোরাত্রে অর্থাৎ তৃতীয় দিবসে হৃদয়ে গমন করে এবং চতুর্থ দিবসে হৃদয় হইতে আমাশয়ে গমন পূর্ব্বক যে জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে চাতুর্থক জ্বর কহে। চাতুর্থক-জ্বরে বায়ু ও কফের প্রধানতাই দৃষ্ট হয়, পিত্তের প্রবলতা প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না, বায়ুপ্রধান চাতুর্থকজ্বরে অগ্রে মস্তকে বেদনা ও শ্লেষ্মপ্রধান চাতুর্থকজ্বরে জ্বরের আরম্ভ কালে জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা এবং পিত্তপ্রধান চাতুর্থকজ্বরে মধ্যদেহ অর্থাৎ কটিদেশে বেদনা লক্ষিত হয়। এই জ্বর অস্থি ও মজ্জাগত।

চাতুর্থকবিপর্য্যয়জ্বরের লক্ষণ। যে জ্বর দুইদিন নিরন্তর শরীরে অবস্থান করিয়া একদিন নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় চতুর্থদিন হইতে ক্রমশঃ দুই দিন প্রকাশ পায়, তাহাকে চাতুর্থকবিপর্য্যয় জ্বর কহে।

রসগতজ্বরের লক্ষণ। জ্বর শরীরস্থ রসধাতু প্রাপ্ত হইলে, দেহের গুরুতা, বমনভাব, অবসন্নতা, বমন, অরুচি ও চিত্তের অস্থিরতা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বর সন্ততজ্বররূপে পরিণত হয়। দোষভেদে ইহার পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

রক্তগতজ্বরের লক্ষণ। জ্বর রক্তগত হইলে মুখ হইতে রক্তোদ্গীরণ, দাস্ত, চিত্তের ব্যাকুলতা, বমি, ভ্রম, প্রলাপ, পীড়কা (ব্রণ বিশেষ) ও তৃষ্ণা; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বর সততজ্বররূপে পরিণত হয়।

মাংসগতজ্বরের লক্ষণ। জ্বর মাংসগত হইলে জঙ্ঘাস্থিত মাংসপিণ্ডে পীড়নবৎ বেদনা, তৃষ্ণা, অধিক মল ও মূত্রত্যাগ, শরীরে জ্বরের তাপ প্রকাশ, অন্তর্দাহ, হস্তপদাদির সঞ্চালন ও গ্লানি; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়; এই জ্বর অন্যেদ্যুষ্কজ্বররূপে পরিণত হয়।

মেদোগতজ্বরের লক্ষণ। জ্বর মেদোগত হইলে অতিশয় ঘর্ম্ম, পিপাসা,

মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, গ্লানি ও অধীরতা ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই জ্বর তৃতীয়কজ্বরে পরিণত হয়।

অস্থিগতজ্বরের লক্ষণ। জ্বর অস্থিগত হইলে অস্থিসমূহে ভঙ্গবৎ পীড়া, কণ্ঠদেশ হইতে অব্যক্ত শব্দের নির্গমন, শ্বাস, বিরেচন, বমন এবং শরীর-বিক্ষেপ ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বরই চাতুর্থক জ্বররূপে পরিণত হইয়া থাকে।

মজ্জাগতজ্বরের লক্ষণ। জ্বর মজ্জাধাতুগত হইলে অন্ধকারবৎ দর্শন, হিক্কা, কাস, শীত, বমি, অন্তর্দাহ, মহাশ্বাস ও হৃদয়বিদারণবৎ পীড়া ; এই-সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বর চাতুর্থক জ্বররূপে পরিণত হয়।

শুক্রগতজ্বরের লক্ষণ। জ্বর শুক্রধাতুপ্রাপ্ত হইলে, লিঙ্গের স্তব্ধতা ও সর্ব্বদা শুক্রনিঃসরণ ; এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই জ্বরে রোগীর মৃত্যু হয়।

রাত্রিজ্বরের লক্ষণ। বিষমজ্বরাক্রান্ত রোগীর বায়ু ও কফ সমভাবে থাকিলে এবং পিত্ত ক্ষীণ হইলে, রাত্রিতে যে জ্বর উৎপন্ন হয় ; তাহাকে রাত্রিজ্বর কহে।

দুর্জ্জলজনিতজ্বরের লক্ষণ। দূষিত জল পান বা দূষিত জলীয় ভূমিতে বাসহেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে, রোগীর জ্বরারম্ভে শীত, কম্প ও জ্বরবিশ্রাম-কালে সর্ব্ব শরীরে ঘর্ম্ম লক্ষিত হয় এবং জ্বরকালে, পিপাসা, অজ্ঞানতা, বমন বা বমনবেগ, মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত বেদনা, জ্বরের প্রবল তাপ, প্রস্রাবের অল্পতা বা রক্তিমা প্রকাশ পায় ; এই জ্বর বিশ্রাম হইয়াও পুনঃপুনঃ আক্রমণ করে এবং ৭ দিন, ১০ দিন, ১৫ দিন বা ১ মাস পরে বা অনিয়মিত-রূপে পুনঃপুনঃ প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। ইহাকে দুর্জ্জল জনিত অর্থাৎ ম্যালে-রিয়া জ্বর কহে। এই জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শরীরে অবস্থান করিলে প্লীহা, যকৃৎ, উদরাময়, রক্তাতীসার, শোথ, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপস্থিত হয় ও সন্তত, সতত, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক প্রভৃতি জ্বরে পরিণত হইয়া থাকে।

বাতবলাসকজ্বরের লক্ষণ। যে জ্বর প্রত্যহ অল্প বেগ সহকারে প্রকা-শিত হয় এবং দেহের রুক্ষতা ও স্তব্ধতা, মনের অবসন্নতা (স্ফুর্ত্তিহীনতা) এবং

হস্ত পদাদি অঙ্গে শোথ প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়, তাহাকে বাতবলাসক জ্বর কহে, এই জ্বরে শ্লেষ্মার প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

প্রলাপকজ্বরের লক্ষণ। যে জ্বরে রোগীর দেহে ঘর্ম্ম ও গুরুতা উপলব্ধি হয় এবং জ্বরবেগ অল্প অনুভূত হয় অথচ জ্বরকালে শীত বিদ্যমান থাকে, তাহাকে প্রলাপক জ্বর কহে। আমাশয় ও সন্ধিসমূহস্থিত দোষ প্রকুপিত হইয়া এই জ্বর উৎপাদন করে।

অর্দ্ধনাড়ীশ্বরজ্বরের লক্ষণ। যে জ্বরে শরীরের অর্দ্ধাংশ পিত্তদ্বারা উষ্ণ এবং অর্দ্ধাংশ শ্লেষ্মাদ্বারা শীতল থাকে, তাহাকে অর্দ্ধনাড়ীশ্বর-জ্বর কহে।

জ্বরের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

যে জ্বরে রোগী সবল থাকে ও দোষের অল্পতা দৃষ্ট হয় এবং কোনরূপ উপদ্রব উপস্থিত হয় না, সেই জ্বর সাধ্য।

যে জ্বরে শরীরে অধিক সন্তাপ অনুভূত হয়, কিন্তু পিপাসা, অন্তর্দাহ, সন্ধি ও অস্থি প্রভৃতি স্থানের বেদনা ও শ্বাসের অল্পতা লক্ষিত হয়, তাহাকে বহির্বেগ জ্বর কহে। এই জ্বর সুখসাধ্য।

যে জ্বরে রোগীর অন্তর্দাহ, প্রবল পিপাসা, প্রলাপ, শ্বাস, ভ্রম, অস্থি ও সন্ধিস্থানে বেদনা, ঘর্ম্মরোধ এবং বাতাদিদোষের সঞ্চয় ও মনের গ্লানি লক্ষিত হয়, তাহাকে অন্তর্দাহ জ্বর কহে, এই জ্বর কষ্টসাধ্য।

যে জ্বরে রোগী ক্ষীণ ও শোথে পীড়িত হয়, সেই জ্বর অসাধ্য। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া যে জ্বরে রোগীকে কষ্ট প্রদান করে এবং জ্বরের বেগ বশতঃ রোগীর মস্তকে হঠাৎ সীথিপাড়ার ন্যায় প্রকাশ পায়, সেই জ্বরকে কেশ-সীমান্তকৃৎ জ্বর কহে। এই জ্বর অসাধ্য।

পূর্ব্বোল্লিখিত সততাদি জ্বরসমূহের মধ্যে জ্বরারম্ভকালে রোগীর শীত অনুভব হইলে এবং জ্বর বিরামকালে দাহ উপস্থিত হইলে, জ্বরারম্ভকালে বাত-শ্লেষ্মার প্রকোপ জানিবে এবং অন্তে পিত্তের প্রকোপ জানিবে; এই প্রকার ত্রিদোষজনিত জ্বর সাধ্য। রোগীর জ্বরারম্ভকালে দাহ অর্থাৎ পিত্তের

প্রকোপ এবং জ্বর বিরামকালে শীত অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ হইলে সেই জ্বর কষ্ট সাধ্য।

বর্ষাকালে বাতিক, শরৎকালে পৈত্তিক ও বসন্ত ঋতুতে শ্লৈষ্মিক জ্বরকে প্রাকৃত জ্বর কহে, এবং ঋতুর বিপর্য্যয় অর্থাৎ বর্ষাকালে শ্লৈষ্মিক প্রভৃতি জ্বর হইলে, তাহাকে বৈকৃত জ্বর কহে, তাহা দুঃসাধ্য এবং বর্ষাকালে উৎপন্ন প্রাকৃত বাতজ্বরও দুঃসাধ্য।

বিষমজ্বরের দোষ-নিরূপণ।

বিষমজ্বরে বাতাদি দোষসমূহ তরুণ জ্বরের ন্যায় প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়-না এবং তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সমূহও প্রকাশ পায় না, বিবিধ অহিতাচরণাদি দ্বারা বিষমজ্বরে জ্বরের বেগ বৃদ্ধি হইলে, বাতাদির প্রকোপ লক্ষণ প্রকাশ পায়, কিন্তু বিষমজ্বরে সন্নিপাতজ্বরের উপদ্রব সমূহ প্রবলভাবে প্রকাশিত হইলে, ঐ জ্বর রোগীর প্রাণনাশক হয়, বিষমজ্বরে বাতাদিদোষ ও লক্ষণ ঈষৎ ব্যক্ত-ভাবে প্রকাশিত হইলেও, বিষমজ্বর প্রায়শঃ ত্রিদোষ জনিত, ইহা অনেকে অনেক সময় স্থির করিতে পারেন না, তজ্জন্য চিকিৎসাবিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ করেন, বাতাদি দোষের প্রবলতা চিকিৎসক জ্বরারম্ভকালীন লক্ষণ দ্বারা অব-গত হইবেন ; অর্থাৎ চাতুর্থকজ্বরে জ্বরারম্ভকালে মস্তকে বেদনা হইলে, বায়ুর প্রাধান্য, জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা হইলে, কফের প্রবলতা এবং কটিদেশে বেদনা হইলে, পিত্তের প্রধানতা ও তৃতীয়কজ্বরে জ্বরারম্ভকালে ত্রিকস্থানে বেদনা হইলে, কফপিত্ত এই দ্বিদোষের প্রধানতা ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা হইলে, বাতশ্লেষ্মার প্রবলতা বুঝিতে হইবে, এইরূপ অন্যান্য জ্বরে শ্লেষ্মা প্রবল হইলে, জঙ্ঘাদ্বয়ে বেদনা জন্মাইয়া জ্বর উৎপাদন করে ও বায়ুর প্রাধান্য থাকিলে মস্তকে বেদনা প্রকাশানন্তর জ্বর হয়, এই সকল বিষমজ্বরে একদোষের প্রকোপ ও দ্বিদোষের প্রকোপ যেরূপ দৃষ্ট হয়, ত্রিদোষের প্রকোপও সেইরূপ দৃষ্ট হয়, যথা—জ্বরের পূর্ব্বে বাতশ্লেষ্মা দ্বারা দেহের শীতলতা এবং শীতানুভব ও অন্তে পিত্তদ্বারা দাহ অথবা জ্বরারম্ভকালে পিত্তদ্বারা দাহ ও জ্বর নিবৃত্তিকালে বাতশ্লেষ্মাদ্বারা শীত প্রকাশ পাইলে, জ্বরে বায়ু, পিত্ত এবং শ্লেষ্মার একত্র প্রকোপ বুঝিতে হইবে। অতএব বিষমজ্বরে যে দোষের প্রবলতা

দৃষ্ট হইবে, সেই দোষনাশক ও রসাদি ধাতুসমতাকারক ঔষধ দ্বারা জ্বরের চিকিৎসা করিবে, দিনে ও রাত্রে জ্বরের আরম্ভ কাল দ্বারাও বাতাদি দোষের প্রবলতা অনেক স্থানে অবধারিত হয় অর্থাৎ প্রাতঃকালে ও রাত্রির প্রথমাংশে সততক জ্বরের বেগ প্রকাশ পাইলে, কফোল্বন এবং সায়াহ্নে ও রাত্রিশেষে প্রকাশ পাইলে, বাতোল্বন সততক জ্বর বুঝিতে হইবে। রসাদিধাতুগত জ্বরই সন্ততক প্রভৃতি বিষমজ্বররূপে পরিণত হয়, যথা—রসধাতুগতজ্বর সন্ততজ্বরে, রক্তধাতুগতজ্বর সততকজ্বরে, মেদোধাতুগতজ্বর তৃতীয়ক জ্বরে ও মাংসগতজ্বর অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে ইত্যাদি। ধাতুগতজ্বরের পৃথক্ লক্ষণসকল বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাভেদে অবগত হইবে; অর্থাৎ রসধাতুগত সন্ততজ্বরে কফের প্রবলতা-বশতঃ দেহের গুরুতা ও অরুচি এবং পিত্তের প্রবলতা বশতঃ বমন ইত্যাদি নিয়মে রক্তধাতুগত সততক জ্বরেও বাতাদি দোষের প্রবলতা লক্ষণভেদে দৃষ্ট হয়। জ্বরে রসের সামতা ও নিরামতার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে।

বিষম ও জীর্ণজ্বর-চিকিৎসাবিধি।

একদোষজ, দ্বিদোষজ ও ত্রিদোষজ (সান্নিপাতিক) নবজ্বরের চিকিৎসা হইতে বিষম ও জীর্ণজ্বরের চিকিৎসা কঠিন, কারণ বাতাদিদোষ পৃথক বা মিলিতভাবে রসানুগামী হইয়া ঐ সমস্ত জ্বর উৎপাদন করে, রসের লঘুতা ও বাতাদি দোষের পরিপাক হইলেই জ্বর নিবৃত্ত হয়, কিন্তু সন্তত ও সততক প্রভৃতি বিষমজ্বরে ঈষৎ কুপিত বাতাদি দোষ, রস ও রক্তাদি ধাতুসমূহকে আশ্রয় করিয়া জ্বর উৎপাদন করে এবং শরীরস্থ রসরক্তাদির ক্ষয়বশতঃ জীর্ণ-জ্বরে পরিণত হয়, সুতরাং এস্থলে দোষ ও দূষ্য এই উভয়েরই প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক এবং দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক জ্বর-সমূহ কত দিনে বিষম জ্বররূপে পরিণত হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ নিয়ম লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব, যেহেতু বাতাদির হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে জ্বরের হ্রাসবৃদ্ধি, নিরামতা বা পক্বতা দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ বাতজ্বর ৭ দিনে কাহারও বা ১৪ দিনে, পিত্তজ্বর ১০ দিনে, শরীরবিশেষে ২০ দিনে নিবৃত্ত হয়, দ্বন্দ্বজ ও সন্নিপাতজ্বরে দোষের পরিপাক ও জ্বরের লঘুতা, শরীরের অবস্থানুসারে আরও অনেকদিন পরে লক্ষিত হয়, অতএব "মুক্তানুবন্ধিত্বং বিষমত্বং"

এবং "জ্বরোৎসৃষ্টস্থ বা পুনঃ" এই দুইটী বাক্যের অর্থদ্বারা বিষমজ্বরের দিন নির্দ্ধারিত করা অসম্ভব। সাধারণতঃ ১৩ দিন মধ্যে দোষের পরিপাক ও প্রবলবেগ হ্রাস পায়। বাতাদি দোষ সমূহের পরিপাক ও জ্বরের লঘুতা হইলেও পুনরায় অহিতাচরণ দ্বারা অথবা প্রথম হইতে কতকগুলি জ্বর শরীরের অবস্থানুসারে বিষমজ্বরে পরিণত হয়, বিষমজ্বর উৎপন্ন হইলে শরীরস্থ রস ও রক্তাদি-ধাতুর বিকৃতি হয় এবং রস ও রক্তাদির বিকৃতি বা অল্পতাবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন রোগ (যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি) উৎপন্ন হইয়া শরীরের কৃশতা সম্পাদন করে, তখন ঐ জ্বর জীর্ণজ্বররূপে পরিণত হয়। নবজ্বরের ত্রিসপ্তাহ পরে এইরূপ জীর্ণ-জ্বর প্রায়শঃ দৃষ্ট হয়, বাতাদি দোষের অল্পতা প্রযুক্ত অনেকস্থানে জ্বর মৃদুভাবে শরীরে প্রকাশ পাইয়া অহিতাচরণদ্বারা বা উপযুক্ত ঔষধ সেবনের অভাবে বিষমজ্বররূপে পরিণত হয়, এমতাবস্থায় বাতাদিদোষের যথাসম্ভব পরিপাক অবগত হইয়া চিকিৎসক রোগীকে লঘু অন্ন ভোজন করাইয়া বিষমজ্বরের উপ-যুক্ত ঔষধাদি সেবন করিতে দিবেন, সাধারণতঃ রোগীর অন্নাহার সহ্য হইলে, অনেক স্থানে জ্বরের পুরাণত্ব অবগত হওয়া যায়, যে হেতু পুরাতন জ্বরে অন্না-হারদ্বারা জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি প্রায়শঃ লক্ষিত হয় না, অনেক স্থানে পুরাতন জ্বরে অন্নাহার প্রদান না করায় রোগীর রস ও রক্তাদি ক্ষয় পাইয়া বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইতে থাকে। বিষমজ্বর ও জীর্ণজ্বরে রোগীর দোষের সামতা ও নিরামতা, রসের সামতা ও নিরামতা, জ্বরের উত্তাপ ও নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিবে; সন্ততজ্বরকে প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তৃগণের মধ্যে অনেকে বিষমজ্বরমধ্যে নির্ব্বাচন করেন না, কারণ উহার মুক্তানুবন্ধিত্ব লক্ষণ নাই, উহার চিকিৎসাও অনেকাংশে মধ্যজ্বরের চিকিৎসার অনুরূপ, এই জ্বর দীর্ঘকাল শরীরে অবস্থান করিলে, শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে এবং প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইতে থাকে; কাহারও বা উদরাময়, শোথ, কাস ও সর্দ্দি প্রভৃতি উপদ্রব প্রকাশ পায়, অনন্তর কাহারও আমসংযুক্ত মল ও রক্ত নির্গম, গাত্রে স্থানে স্থানে পীড়কা, জিহ্বায় ও দন্তের মূলে ক্ষত এবং সেই সকল ক্ষতস্থান ও নাসিকা হইতে রক্তনির্গম প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, হস্ত ও পদ প্রভৃতি শুষ্ক হইতে থাকে, দেখিতে নরকঙ্কালবৎ প্রতীয়মান হয়, সততকজ্বরও ঐরূপ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শরীরে প্রকাশিত হইয়া ক্রমশঃ রক্তধাতুগত জ্বরের লক্ষণসমস্ত প্রকাশ করে এব অনেকে উহাতে প্রাণ পরিত্যাগ করে, এইরূপ সমস্ত বিষমজ্বরেই জ্বরের দীর্ঘকালভোগ, উত্তাপের বৃদ্ধি, উদরাময়, শোথ, কাস, প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি, মন্দাগ্নি, অরুচি ও শরীরের

কৃশতা প্রভৃতি লক্ষণই রোগীর প্রায়শঃ জীবননাশক বুঝিতে হইবে। জ্বরের দীর্ঘসূত্রতা শ্লেষ্মার কারণ, উত্তাপের বৃদ্ধি পিত্তের কারণ, বিষমজ্বরে দোষ ও দূষ্য উভয়েরই প্রকোপ হওয়ায় বাতাদির সমতাকারক এবং রস ও রক্তাদি ধাতুর সংশোধনার্থ বটিকা, কাথ ও চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য; সাধারণতঃ অন্যেদ্যুষ্ক বিষমজ্বরে দীর্ঘকাল ভোগ ও তাপের বৃদ্ধি দেখিতে পাইলে, পিত্তশ্লেষ্মনিবর্ত্তক ও রসসংশোধক জয়াবটী ও মৃত্যুঞ্জয়রস প্রভৃতি রুক্ষ ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য; এইরূপ অনেক স্থানে সামজ্বরের ও অনেকস্থানে নিরামজ্বরের ও মধ্যজ্বরের ঔষধ রোগীকে সেবন করান উচিত, কিন্তু রোগীর শরীর কৃশ হইলে ও জ্বর দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, শ্লেষ্মাদির প্রবলতা বিবেচনা করিয়া ধাতু সমতাকারক শ্লেষ্মাদি নিবর্ত্তক যথাসম্ভব রুক্ষ ঔষধ অর্থাৎ সার্ব্বভৌমরস; বৃহৎ বিশ্বেশ্বররস, বৃহৎ কস্তূরীভৈরব ও সৌভাগ্যবটী প্রভৃতি সেবন করান বিধেয়। সন্তত, সততক, তৃতীয়ক ও অন্যেদ্যুষ্ক প্রভৃতি জ্বর হ্রাস পাইলে, যদ্যপি শরীরের বল ও বর্ণ যথারীতি পূর্ব্ববৎ প্রকাশ পায়, তাহা হইলেই জ্বর নিবৃত্ত হইয়াছে জানিবে, আর যদ্যপি জ্বর সমভাবে থাকে বা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে রোগীর অমঙ্গল সম্ভাবনা, যেহেতু ঐ অবস্থায় শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইলে বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়, অতএব এই সকল বিভিন্ন অবস্থায় পৃথক্ পৃথক্ ঔষধের আবশ্যক, চিকিৎসার সুবিধার্থ বিষমজ্বরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—প্রথমাবস্থায় জ্বরের প্রবলবেগ এবং তৎসঙ্গে শরীরের ও ধাত্বাদির কৃশতা, কাস, প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতির সামান্য বৃদ্ধি বা অভাব ইত্যাদি। দ্বিতীয়াবস্থা বা বিবিধ উপসর্গ সমন্বিত জ্বরের দীর্ঘসূত্রতা, শরীর ও ধাত্বাদির কৃশতা, উদরাময়, কাস, শোথ ও প্লীহা প্রভৃতির বৃদ্ধি। তৃতীয়াবস্থা জ্বর পর্য্যায়ক্রমে বা অনিয়মিতভাবে বৃদ্ধি, সময় সময় হ্রাস, প্লীহাদির অল্পতা বা মধ্যাবস্থা বা অভাব। বিষমজ্বরের চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ ত্রিবিধ অবস্থার উপর দৃষ্টি রাখা উচিত; প্রথমতঃ জ্বরের তাপ নিরীক্ষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রথমাবস্থা। জ্বরের প্রবল বেগ দৃষ্টহইলে ও শরীর এবং ধাত্বাদির নাতিকৃশতা দর্শন করিয়া সামজ্বরের মৃত্যুঞ্জয়রস, জয়াবটী ও অন্যান্য ঔষধ এবং নিরাম জ্বরের জ্বরারি অভ্র, জ্বরাশনিরস, পঞ্চভদ্রকাথ প্রভৃতি ঔষধ রোগের লক্ষণানুসারে প্রয়োগ করা বিধেয়, কিন্তু বিষমজ্বরে রোগীর

আমরসের অপক্কতা ও বাতাদি দোষের প্রবলতা বশতঃ স্বীয় লক্ষণ দেখিতে পাইলে সামজ্বরের নিয়মানুসারে রোগীকে লঙ্ঘন প্রদান করিয়া সামজ্বরে নির্দ্দিষ্ট ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে; কিন্তু কাথ সেবন করাইবে না, বিশেষতঃ এই অবস্থায় শীঘ্রই জ্বর নষ্ট করিবার মানসে বিষপ্রধান বা অধিক বিষাক্ত ঔষধ সেবন করাইবে না। যেহেতু বিষমজ্বরের প্রত্যেক অবস্থায় তীব্র ঔষধাদি প্রয়োগে ধাত্বাদির বিকৃতি হয়। প্রথমাবস্থায় জ্বরের প্রবলবেগ থাকিলে, রসের পরিপক্কতা লক্ষ্য করিয়া নিরামজ্বরে নির্দ্দিষ্ট কাথ রোগীকে সেবন করাইবে. প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে, প্লীহা ও যকৃতের অবস্থান ও দোষ পর্য্যালোচনা করিয়া বিবিধ ঔষধ এবং প্রলেপাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, কাস বা উদরাময় প্রভৃতি উপস্থিত হইলে তত্তৎরোগ নিবারক (উপদ্রব চিকিৎসার) ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

দ্বিতীয়াবস্থা। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে অনেকস্থলে প্রায়শঃ দুর্জ্জলজ্বর এই অবস্থায় পরিণত হয়। রস ও রক্তাদি ধাতুসমূহের ক্ষয় অথবা বাতাদি দোষের প্রকোপবশতঃ শরীরের কৃশতা ও তৎসঙ্গে জ্বরের দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব বা নিরন্তর বেগ, উদরাময়, প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি, শোথ ও কাস প্রভৃতি প্রকাশ পাইলে, সর্ব্বপ্রথমে অগ্নিবর্দ্ধক অর্থাৎ উদরাময়নাশক ঔষধের প্রতি দৃষ্টি রাখাই কর্ত্তব্য, যেহেতু উদরাময়ের নিবৃত্তি হইলে, অগ্নিবল বৃদ্ধি হয়, এই অবস্থায় উদরাময়নাশক অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা রসপর্প্পটী, লৌহপর্প্পটী ও স্বর্ণপর্প্পটী প্রভৃতি পর্প্পটীজাতীয় ঔষধেই অধিক উপকার হয়, বিশেষতঃ রোগীর হস্ত পদাদি স্থানে শোথ দৃষ্ট না হইলে, কেবল উদরাময়, জ্বর, কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে. পর্প্পটীসেবীকে ব্যঞ্জনসহ সহ্যমত অন্নপথ্য প্রদান করিবে. উদরাময় এবং হস্তপদাদিস্থানে শোথ অথবা সর্ব্বাঙ্গে শোথ বিদ্যমান থাকিলে, লবণ ও জল বন্ধ করিয়া দুগ্ধান্ন পথ্য প্রদান পূর্ব্বক পর্প্পটী প্রয়োগ করিলে শীঘ্র উপকার হয়, কিন্তু রোগী লবণ ও জল পরিত্যাগ করিতে একেবারে অক্ষম হইলে দুগ্ধান্ন প্রদান পূর্ব্বক পর্প্পটী প্রয়োগ করিবে। কেবলমাত্র উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে, দুগ্ধান্ন সেবন করিবার বিশেষ আবশ্যকতা হয় না। বাতবলাসক বা অন্যান্যজ্বরে রোগীর হস্তপদাদিতে অল্পশোথ দৃষ্ট হইলে, শোথনাশক ঔষধ প্রদান করিবে। প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিহেতু যকৃৎ ও প্লীহার স্থানে বেদনা ও তজ্জনিত জ্বর মৃদুভাবে দীর্ঘকাল অথবা নিয়ত বেগসহকারে প্রকাশ পাইলে, প্লীহা ও যকৃতের চিকিৎসানুসারে

চিকিৎসা করিবে। রোগীর দুর্ব্বলাবস্থায় কখনও তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা প্লীহা বা যকৃৎ হ্রাস করিতে চেষ্টিত হইবে না। তীক্ষ্ণ বা ক্ষারপ্রধান অর্থাৎ মাণকাদিগুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা, চিত্রকাদিলৌহ ও অভয়ালবণ প্রভৃতি ঔষধ যথানিয়মে রোগীকে সেবন করিতে দিবে ও প্লীহারোগে নির্দ্দিষ্ট প্রলেপ প্লীহা বা যকৃতের উপর প্রয়োগ করিবে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে প্লীহা বা যকৃৎ নাশক মৃদুবিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে। প্লীহা অত্যন্ত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইলে বর্দ্ধমানাপিপ্পলী উৎকৃষ্ট ঔষধ, ইহা ব্যবহারে হস্তপদাদি স্থানগত সামান্য শোথও নিবৃত্ত হয়, বিষমজ্বরের দ্বিতীয় অবস্থায় প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধির সহিত হস্তপদাদিতে শোথের আধিক্য দৃষ্ট হইলে, মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিবে, জ্বরের ঔষধ প্রত্যেক অবস্থায় বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদান করিবে। প্লীহা ও যকৃৎ-বৃদ্ধির জন্য জ্বর হইলে, তন্নিবারণার্থ রোগীকে বিষমজ্বরে বা নিরামজ্বরে নির্দ্দিষ্ট ক্বাথ এবং বটিকা ও চূর্ণ ঔষধ অবস্থানুসারে সেবন করাইবে, উদরাময় বা প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি প্রশমিত হইলে, জ্বর অনেকস্থলে স্বয়ং মন্দীভূত হয় বটে, তথাপি উভয়বিধ ঔষধই প্রয়োজ্য ; প্লীহা ও যকৃৎ রোগের চিকিৎসাকালে উপ-দ্রব নিবারণার্থ পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ ব্যবহার করা উচিত এবং যে কোন অবস্থায় শরীর পাণ্ডুবর্ণ দৃষ্ট হইলে, নবায়সলৌহ প্রভৃতি সেবন করাইবে, উদরাময় বা যকৃৎ ও প্লীহার অত্যন্ত বৃদ্ধি ব্যতীত জ্বর ধাতুগত হওয়ায় শরীরের ক্রমশঃ শীর্ণতা ; জ্বরের সর্ব্বদা অবস্থান, প্লীহা বা যকৃতের সামান্য বৃদ্ধি ও কাস প্রভৃ-তির লক্ষণ অল্প প্রকাশ পাইলে, জ্বরের লক্ষণানুসারে নির্দ্দিষ্ট ঔষধ সকল রোগীকে সেবন করাইবে, বাতাদি দোষের প্রতি লক্ষ্য করাও বিশেষ কর্ত্তব্য অর্থাৎ শ্লেষ্মার আধিক্যবশতঃ অগ্নিমান্দ্য হইয়া রোগীর শরীরে সর্ব্বদা জ্বর অবস্থিত ও ক্রমশঃ শরীর শীর্ণ হইলে, সেই অবস্থায় ধাতুসমতাকারক বৃহৎ-কস্তূরীভৈরব, সার্ব্বভৌমরস, বৃহৎ বিশ্বেশ্বররস, জ্বরমাতঙ্গকেশরী ও জ্বরারি-অভ্র প্রভৃতি ঔষধ অবস্থানুসারে প্রদান করিবে এবং অগ্নি ও বলবর্দ্ধক পথ্য (মাংসযূষ, মুদ্গযূষ প্রভৃতি) প্রদান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। শারীরিক বল বৃদ্ধি না হইলে, ঐ সকল অবস্থায় যতই ঔষধ প্রদান করা যায়, কিছুতেই জ্বরের লাঘব হয় না এবং রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে সকল অবস্থায় অন্যান্য রোগ জ্বরের সঙ্গে প্রধান রূপে লক্ষিত হয়, সেই সকল স্থানে তত্তৎ রোগনিবর্ত্তক জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। বিষম বা জীর্ণজ্বরে বিশেষ কারণ ব্যতীত রোগীর অন্নাহার বন্ধ করিবে না, অবস্থানুসারে অগত্যা একবেলা অন্নাহার

প্রদান করিবে, রাত্রে মণ্ড বা যূষ ভক্ষণ করিতে দিবে, জ্বর অনেক রোগের সঙ্গেই প্রকাশ পায়, এরূপ স্থলে তত্তৎ রোগনাশক অথচ জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় অবস্থা। বর্ত্তমানকালে আমাদের দেশে দুর্জ্জলজ্বর (ম্যালেরিয়া জ্বর) হইতে প্রায়শঃ এই অবস্থা দৃষ্ট হয়; যাহাই হউক জ্বরের লক্ষণ-দ্বারা বাতাদিদোষের প্রবলতা নিরূপিত করিয়া তাহার প্রতীকারে চেষ্টিত হইবে। এই তৃতীয় অবস্থায় জীর্ণজ্বর ৭।৮ মাস অথবা ১।২ বৎসর কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে দেখা যায়, ঐ অবস্থায় স্নান আহার সমস্তই সহ্য হয়; কেবলমাত্র জ্বরের ভোগকালে দুই চারি দিন স্নান আহার বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য, এই সমস্ত জ্বর অনেকস্থানে জলবায়ুর পরিবর্ত্তনে ও ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে ঔষধভিন্নও নিবৃত্ত হয়, যে সমস্ত জ্বর এইরূপ ভাবে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অনিয়মিতভাবে অর্থাৎ মাসে দুই তিন দিন বা মাসের মধ্যে এক দিন উপস্থিত হয়, সেই সমস্ত জ্বর দীর্ঘকাল পরে বিবিধরোগ উৎপাদন করে এবং ঋতুবিশেষে প্রবলবেগে প্রকাশিত হইয়া রোগীর জীবন নষ্ট করিতে পারে, অতএব এই জ্বরকেও কোনও রূপে উপেক্ষা করা উচিত নহে, ঐ অবস্থায় বিবিধ উষ্ণবীর্য্য বটিকা ও ক্বাথ সেবন বা অন্যান্য ক্রিয়াদ্বারা রোগীর রুক্ষতা উপলব্ধি হইলে কফের ক্ষীণতা বুঝিতে পারিবে, তখন দশমূলষট্পলক ঘৃত প্রভৃতি রোগীকে সেবন করাইবে, রোগীর অন্নাহার যথারীতি সহ্য হইলে এবং অগ্নিবল প্রবল থাকিলেই ঘৃত সেবন ব্যবস্থেয়, বিষমজ্বরে কফের আধিক্য এবং অগ্নির হীনতা দেখিতে পাইলে, ঘৃত সেবন করাইবে না। ঘৃতপানকালে রোগীর অগ্নিবল সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য; অগ্নির হীনতা, উদরাধ্মান ও অম্লোদ্গার ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, জ্বরে ঘৃত সেবন করান নিতান্ত গর্হিত। ঘৃত সেবনের কিছুদিন পরে বাতপিত্ত-প্রধান অবস্থায় বিবিধ দ্রব্যে সাধিত দুগ্ধ রোগীকে পান করাইবে। বাতপিত্ত-প্রধান জীর্ণজ্বরে শ্লেষ্মার ক্ষীণতা ও রক্তাদি ধাতুর হীনতা দৃষ্ট হইলে, বিবেচনা পূর্ব্বক রোগীকে বিবিধ দ্রব্য সংযোগে পক্ক দুগ্ধ সেবন করাইবে, বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ ও রক্তাদির হীনতা প্রযুক্ত জীর্ণজ্বরে কাস, শ্বাস, শিরঃশূল ও শোথ প্রভৃতি উপস্থিত হয়, তন্নিবারণার্থ রোগীকে পঞ্চমূল্যাদি দ্রব্যে সাধিত দুগ্ধ সেবন করান কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ ঐ সকল অবস্থায় নবায়সলৌহ প্রভৃতি

অল্পমাত্রায় রোগীকে সেবন করাইবে, জীর্ণজ্বরে প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে বা উহাতে বেদনা থাকিলে পক্ক দুগ্ধ সেবন করাইবে না; জ্বরের তরুণাবস্থায় অথবা শ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে, এই দুগ্ধ বিষবৎ জানিবে। ঘৃত সেবন করাই-বার কিছুদিন পরে দুগ্ধ সেবন করান কর্ত্তব্য। জ্বরের এইরূপ তৃতীয়াবস্থায় সর্ব্বজ্বরহরলোহ, বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ প্রভৃতি ঔষধ অত্যন্ত উপকারী, ঘৃত-সেবন ও পঞ্চমূল্যাদি দ্রব্য সাধিত দুগ্ধপান দ্বারা জীর্ণজ্বর দুরীভূত না হইলে, রোগীকে বমনযোগোক্ত ঔষধ সেবন করাইয়া বমনদ্বারা উৰ্দ্ধগত দোষের নিবৃত্তি করিবে এবং বিরেচনযোগোক্ত ঔষধ সেবন করাইয়া বিরেচনদ্বারা অধোগত দোষ নিঃসারণ করাইবে, এই বমন ও বিরেচন ঔষধ প্রয়োগকালে রোগীর শারীরিক বলের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। রোগী কৃশ হইলে বমন ও বিরেচনার্থ ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; ঐ অবস্থায় বিরেচনের আবশ্যকতা হইলে, উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইয়া রোগীর উদরস্থ মল নিঃসারণ করাইবে এবং উৰ্দ্ধগত দোষ অর্থাৎ শিরঃশূল, অরুচি, মাথায় ভার ও ইন্দ্রিয়াদির জড়তা লক্ষিত হইলে, মৃদুগুণবিশিষ্ট নস্য প্রয়োগ করিবে, ঐ নস্য প্রয়োগে নাসিকা হইতে সর্দ্দি নির্গত হইলে, উৰ্দ্ধগত দোষ অনেকাংশে নিবৃত্ত ও জ্বর নষ্ট হয়। এইরূপ অবস্থায় শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, মহালক্ষ্মীবিলাস, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস অত্যন্ত উপকারী, দশমূলষট্পলক ঘৃত প্রভৃতি সেবন, পঞ্চমূল্যাদিক্ষীর পান, বমন, বিরেচন ও নস্যপ্রয়োগ প্রভৃতির প্রায়শঃ আবশ্যকতা হয় না, রস-চিকিৎসোক্ত জ্বরাশনিলৌহ, সর্ব্বজ্বরহরলৌহ, বৃহৎচিন্তামণি প্রভৃতি বীর্য্যবান্ ঔষধ প্রয়োগে ঐ সমস্ত দোষ প্রায়শঃ নিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ বিবেচনা পূর্ব্বক রেচক অথচ উৰ্দ্ধ-শ্লেষ্মনাশক অনুপান সহকারে ঔষধ সেবন করাইলে, শরীরস্থ রসাদি ধাতুর সমতা হয় এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জীর্ণজ্বরে বায়ুর অথবা বায়ুপিত্তের প্রবলতা বশতঃ জ্বর অতি মৃদুভাবে রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয়-পূর্ব্বক প্রকাশ পাইলে এবং স্নানাহার সহ্য হইলে, জ্বরনাশক কিরাতাদি তৈল প্রভৃতি গাত্রে মর্দ্দন করাইবে; কিন্তু রোগীর শরীর শ্লেষ্মপ্রধান বা বাতশ্লেষ্ম-প্রধান হইলেও অনেক স্থানে ঐ সমস্ত তৈল প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না, এরূপ স্থলে শিরোরোগ চিকিৎসায় বক্ষ্যমান তপ্তরাজতৈল, কনকতৈল, মহাদশমূলতৈল ও রুদ্রতৈল প্রভৃতি, জীর্ণজ্বরে শ্লেষ্মা বা বাতশ্লেষ্মার প্রাবল্য অবস্থায় ব্যবস্থা করিবে এবং শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, মহালক্ষ্মীবিলাস, স্বল্পলক্ষ্মীবিলাস ও মহারাজবটী প্রভৃতি বাতশ্লেষ্মনাশক ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। ঐ

সমস্ত ঔষধে অল্প জ্বর ও গাত্র বেদনা, মাথার ভার, সর্দ্দি ও কাস প্রভৃতি উপসর্গ শীঘ্রই নিবৃত্ত হয়। জ্বররোগে রোগীর সমস্ত শরীরে অঙ্গারক প্রভৃতি তৈল উপযুক্তরূপে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করাইবে এবং তৈল শরীরে শোষিত হইলে, রোগীকে স্নান করাইবে। রোগীর শরীর বাতশ্লেষ্মপ্রধান হইলে কনকতৈল, রুদ্রতৈল প্রভৃতি মালিস করাইয়া ঈষদুষ্ণ জলে রোগীকে স্নান করাইবে, শরীর বাতপিত্তপ্রধান হইলে কিরাতাদি প্রভৃতি তৈল গাত্রে মর্দ্দন করাইয়া ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইবে, ঈষদুষ্ণ জলে স্নান অবস্থাবিশেষে ব্যবস্থা করিবে। শীতল জলে স্নান সহ্য হইলে, তাহাও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ফলতঃ অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করাই চিকিৎসকের বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। তৈলমর্দ্দন বহির্ম্মার্গ গত অর্থাৎ ত্বগাদিস্থিত জ্বরেই সমধিক উপকারী, কিন্তু যে সমস্ত জ্বর নাড়ীতে প্রবল বা মৃদুভাবে প্রকাশ পায়, অথচ গাত্রে জ্বরজনিত উত্তাপ অনুভূত হয় না, সেই সমস্ত জ্বরে তৈল মর্দ্দন প্রশস্ত নহে।

জীর্ণ ও বিষমজ্বরে—ঔষধ।

কণাবটী। অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়, তৃতীয়ক ও তৃতীয়কবিপর্য্যয়-জ্বরে আমরস বিদ্যমান থাকিলে এবং দুর্জ্জলজনিত জ্বর (ম্যালেরিয়া জ্বর) প্রবলবেগ সহকারে প্রকাশিত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। পর্য্যায়ক্রমে ঐ সমস্ত জ্বরে ঔষধ সেবনে অত্যন্ত উপকার হয়। প্রথম দিন প্রাতঃকালে একটী বটী আদার রস ও মধু সংযোগে সেবন করাইবে, প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে পিপুল চূর্ণ ও মধু সংযোগে সেবন বিধেয়; দ্বিতীয় দিন প্রাতে ঐরূপ অনুপানে দুই বটী একত্র সেবন করাইবে, তৃতীয় দিনে ৩ বটী একত্র সেবন করাইবে, এইরূপে এক একটী বটিকা ৭ দিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া সেবন করান কর্ত্তব্য। সাত দিন মধ্যে ঐ সমস্ত জ্বরের পর্য্যায় অর্থাৎ নিয়ম বন্ধ হইলে, যে দিনে জ্বরের নিয়ম বন্ধ হইবে, সেই দিন হইতে পুনর্ব্বার এক এক বটী হ্রাস করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে, সাত দিন মধ্যে দোষের প্রবলতা বশতঃ ঐ সমস্ত জ্বর বন্ধ না হইলে, আট দিন হইতে পুনর্ব্বার এক-বটী হ্রাস করিয়া অর্থাৎ সাত বটী একত্র করিয়া যথা অনুপানে রোগীকে সেবন করাইবে এবং ৯ম ও ১০ম প্রভৃতি দিনে প্রত্যহ এক এক বটী হ্রাস করিয়া প্রয়োগ করিবে। একবার ঐ নিয়মে ঔষধ সেবনে জ্বর নিবৃত্ত না হইলে, দুই তিন বার সেবনে ঐ সমস্ত জ্বরের পর্য্যায় বন্ধ হয়।

কণাবটী। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, গোদন্ত হরিতাল ২ তোলা ও পিপ্পলী ২ তোলা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর নিম্বপত্ররসে ২১ বার ভাবনা দিবে; বটী সরিষা প্রমাণ।

জ্বরাশনিলৌহ। বাতাশ্রিত, পিত্তাশ্রিত, বাতপিত্তাশ্রিত, পিত্তশ্লেষ্মা-শ্রিত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয় ও চাতুর্থক প্রভৃতি বিষমজ্বরে এবং দুর্জ্জলজনিত জ্বরে জ্বরের বেগ অল্প থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; ঐ সমস্ত জ্বরে প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি ও কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও রোগীকে ইহা সেবন করান যায়। পুরাতন প্লীহা বা যকৃৎরোগে অথবা পিত্তাশ্রিত বা বাতাশ্রিত পুরাতন কাসে অল্প জ্বর থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, বিষমজ্বর ও তৎসঙ্গে প্রস্রাবে জ্বালা ও সামান্য শুক্র-

ক্ষরণ অর্থাৎ প্রমেহ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফলদর্শে। রোগীর উদরাময় থাকিলে, এই ঔষধে তাম্রভস্মের পরিবর্ত্তে রৌপ্যভস্ম প্রয়োগ করিবে। অনুপান পানের রস ও মধু, শ্লেষ্মা তরলাবস্থায় নির্গত হইলে অথবা প্লীহা ও যকৃৎ বিদ্যমান থাকিলে, পিপুলচূর্ণ ও মধু।

জ্বরাশনিলৌহ। রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সৈন্ধব ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, তাম্র- ১ তোলা; লৌহ ৫ তোলা ও অভ্র ৫ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহ পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক নিসিন্দাপত্রের রস সহ লৌহদণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিবে; পশ্চাৎ মরিচচূর্ণ ১ তোলা উহার সাহত মিশ্রিত করিবে। বটী ১ রতি।

চন্দনাদিলৌহ। বাতপিত্তাশ্রিত বা পিত্তাশ্রিত জীর্ণজ্বর মৃদুবেগে প্রকাশ পাইলে এবং অল্পকাল স্থায়ী হইলে, এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী; যে সকল রোগীর প্রত্যহ বা ৮।১০ দিন অন্তর অথবা পূর্ণিমা বা অমাবস্যা উপলক্ষে ২।৩ দিন অল্প অল্প জ্বর হয় এবং শরীরে রক্তের অভাব জ্বরকালে দাহ ও পিপাসা লক্ষিত হয়, তাহাদিগকে জ্বরের নিরামাবস্থায় প্রত্যহ এক বটী সেবন করিতে দিবে, জ্বরের সঙ্গে যাহাদের প্রমেহের লক্ষণ অর্থাৎ প্রস্রাবে জ্বালা, প্রস্রাব হরিদ্রা বা রক্তবর্ণ ইত্যাদি উপসর্গ প্রবলভাবে উপস্থিত হয়, তাহা- দিগকে এই ঔষধ সেবন করান আবশ্যক; জ্বরের বেগ অধিক হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে না। পুরাতন প্লীহা বা যকৃৎ জ্বরের সঙ্গে বিদ্যমান থাকিলেও এই ঔষধে অত্যন্ত উপকার হয়। অনুপান—ক্ষেৎপাপড়ার রস ও মধু।

চন্দনাদিলৌহ। রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণারমূল, পিপুল, হরীতকী, শুঁঠ, উৎপল, আমলকী, বিড়ঙ্গ, মুথা ও রক্তচিতা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইবে, লৌহ সর্ব্ব সমষ্টির সমান, জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। সর্ব্ববিধ বিষমজ্বরের প্রবল বা মৃদু বেগ এই উভয় অবস্থায় রোগীর শরীর বাতশ্লেষ্ম বা শ্লেষ্মপ্রধান থাকিলে এবং সন্তত জ্বরে রোগীর মুখে ঘা ও দন্তনালীর বিশীর্ণতা, নাসিকা হইতে জলস্রাব (সর্দ্দি) ইত্যাদি লক্ষণ দেখিতে পাইলে, রোগীকে সাম বা নিরামাবস্থায়, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, যাহাদের দিবা ও রাত্রিব্যাপিয়া জ্বর প্রকাশ পায় (সন্তত প্রভৃতি জ্বর) তাহাদিগের ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগেও ইহা ব্যবহার্য্য। অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক বা চাতুর্থক জ্বরে অথবা পূর্ণিমা ও অমাবস্যা উপলক্ষে প্রত্যহ বা ২।১

দিন অন্তর যাহাদের জ্বর হয়, তাহাদের কাস, অগ্নিমান্দ্য, মাথায় সামান্য বেদনা ও ভারবোধ, সর্দ্দি ও মুখে দুর্গন্ধ ইত্যাদি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে ইহা সেবন করিতে দিবে; জীর্ণজ্বরেও শ্লেষ্মা প্রবল হইলে ইহা বিশেষ উপকারী। জ্বর-ব্যতীত উর্দ্ধজত্রুগত যাবতীয় রোগে, আমবাতে, চক্ষুরোগে অর্থাৎ চক্ষু হইতে পিচুটি ও জলপড়া এবং তজ্জন্য চক্ষুর দৃষ্টিহানি কাণপাকা, মাথায় ভার, দন্ত-মূলের স্ফীততা ইত্যাদি রোগেও এই ঔষধ অমৃতবৎ কার্য্যকারী। অনুপান— নিসিন্দাপাতার রস ও মধু অথবা অথবা নিসিন্দাপাতা ও পালিধাপাতাব রস ও মধু কিম্বা পানের রস ও মধু।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। পারদ, গন্ধক, অভ্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, কাকড়াশৃঙ্গী, যমানী, কুড়, হিং, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সোহাগারখৈ, গজপিপুল, জয়িত্রী, যমানী, লৌহ, দুরালভা, লবঙ্গ, ধুস্তুরবীজ, জৈপালবীজ (মতান্তরে কৃষ্ণধুস্তুরবীজ), কট্‌ফল, চিতামূল, চই ও বচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর বিল্বমূলছাল, আকন্দমূল, রক্তচিতামূল, দন্তীমূল, শজিনাছাল, বামনহাটী; বাসকপাতা, নিসিন্দাপাতা, গণিয়ারী, ধুস্তুরমূল, কৃষ্ণজীরার ক্বাথ, পালিধামাদারপাতা, পিপুলমূল, কণ্টকারীমূল ও আদা, এই সকল দ্রব্য সাত বার করিয়া ভাবনা দিবে। রোগীর উদরাময় থাকিলে, জৈপাল বীজের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণধুস্তুরবীজ প্রদান করিবে। বটী ২ রতি।

পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ। বাতপিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্ম প্রধান বিষম-জ্বরে ও জীর্ণজ্বরে জ্বরের বেগ অল্প থাকিলে, নিরামাবস্থায় এই ঔষধ সেবন করাইবে। জ্বরে উদরাময় অর্থাৎ আম বা আমরক্ত সংযুক্ত মল নির্গম অথবা গ্রহণী, হস্ত ও পদাদিতে শোথ, প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি থাকিলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। সন্তত, সতত, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক-জ্বর অল্পকালস্থায়ী হইলে ও অল্প বেগে প্রকাশ পাইলে অথবা ৮।১০ বা ১৫ দিন অন্তর অল্প জ্বর হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, ঐ সমস্ত জ্বরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি ও শোথ প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। পুরাতন জ্বরে প্রস্রাব কালে জ্বালা অথবা চুণ কিম্বা খড়ি গোলার ন্যায় প্রস্রাবের নিম্নে সঞ্চিত হইলে বা প্রস্রাবকালে কষ্টবোধ হইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। উদরাময় প্রবল থাকিলে তাম্রস্থানে রৌপ্যভস্ম প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উদরাময় থাকিলে

জীরাচূর্ণ ও মধু, কোষ্ঠকাঠিন্য ও প্লীহা বৃদ্ধির অবস্থায় পিপ্পলীচূর্ণ, হিং ও সৈন্ধবলবণ বা মনসা সীজের পাতা আগুণে গরম করিয়া তাহার রস ও মধু, প্রমেহ দোষে পানের রস ও মধু।

পুটপক্কবিষমজ্বরান্তকলৌহ। হিঙ্গুলোত্থ পারদ ও শোধিত গন্ধক উভয়ে সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে, পরে উহাদ্বারা পর্পটী পাক করিয়া ঐ পর্পটী ২ তোলা, স্বর্ণ ।০ আনা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা, বঙ্গ ॥০ আনা, প্রবাল ॥০ তোলা, গেরীমাটী অর্দ্ধ-তোলা, মুক্তা ।০ আনা, শঙ্খভস্ম ।০ আনা, শুক্তিভস্ম ।০ আনা, এই সমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক দুই খানা ঝিনুক দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া মৃত্তিকালিপ্ত করিবে; অনন্তর মৃদুপুটে পাক করিবে। গন্ধকের গন্ধ বহির্গত হওয়া মাত্র পাক সমাধা হইয়াছে জানিবে।

বিষমজ্বরান্তকলৌহ। অন্যেদ্যুষ্ক, ত্র্যাহিক ও চাতুর্থক বিষমজ্বরে বাতপিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে এবং জ্বর অল্পক্ষণস্থায়ী ও অল্প বেগে প্রকাশ পাইলে, নিরামাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্লীহা বা যকৃৎ অল্প বৃদ্ধি পাইলে এবং শুষ্ককাস অল্প অল্প পরিমাণে নির্গত হইলে, রোগীকে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বিষমজ্বরান্তকলৌহ। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তাম্র ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক-১ তোলা, লৌহ ৬ তোলা; একত্র মর্দ্দন করিবে, অনন্তর জয়ন্তীপাতা, কুলেখাড়া, বাসক-পাতা, আদা ও পান; এই সকল দ্রব্যের রসে যথাক্রমে পাঁচ'বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

ষড়াননরস। অন্যেদ্যুষ্ক, ত্র্যাহিক ও চাতুর্থক বিষমজ্বরে পিত্তশ্লেষ্মা বা বায়ুপিত্ত প্রবল থাকিলে এবং জ্বরকালে পিপাসা, দাহ ও জ্বরের বেগ অধিক প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, অনুপান—পানের রস ও মধু; কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু। পিত্তাধিক্য অবস্থায় শেফালিকাপাতার রস ও মধু বা গুলঞ্চের রস ও মধু।

ষড়াননরস। পিত্তল, কাঁসা, তাম্র, হিঙ্গুল, পিপুল ও বিষ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গুলঞ্চের রসে এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

ত্র্যাহিকারিরস। তৃতীয়ক জ্বরে বাতশ্লেষ্মা, বাতপিত্ত বা পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে এবং জ্বরের বেগ প্রবল হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। জ্বরারম্ভকালে সামান্য শীত ও জ্বর বিরামকালে ঘর্ম্ম, গাত্র-দাহ এবং জ্বরকালে পিপাসা ইত্যাদি উপসর্গ থাকিলে, নিরামাবস্থায়

রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে, প্লীহা বা যকৃৎ সংযুক্ত অন্যান্য জ্বরে এই ঔষধ উপকারী। এই ঔষধ জ্বর বিরামকালে দিনে ১ বার ও রাত্রে ১ বার সেব্য। অনুপান—আতইষের ক্বাথ।

ত্র্যাহিকারিরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, মনঃশিলা ১ তোলা, হরিতাল- ১ তোলা, আতইষ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, রৌপ্য ।।০ আনা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া নিমছালেররসে ও অপরাজিতাররসে ক্রমান্বয় মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

চাতুর্থকারিরস। চাতুর্থকজ্বরে বায়ু ও শ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে এবং জ্বরের বেগ অল্প প্রকাশ পাইলে ও জ্বর অল্প কাল স্থায়ী হইলে, নিরাম অবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, যাহাদের অনেক দিন হইতে জ্বর প্রকাশ পাইতেছে এবং শরীর কৃশ, তাহাদিগের ঐরূপ (২ দিন অন্তর) জ্বরে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। এই ঔষধ জ্বর বিরামকালে সেব্য। অনুপান— চাঁপা ফুলগাছের ছালের রস ও মধু।

চাতুর্থকারিরস। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও হরিতাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং স্বর্ণ পারদের অর্দ্ধভাগ, সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া কৃষ্ণধুস্তুর পাতার রসে ও বকফুলের পাতার রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে; বটী ২ রতি।

জ্বরারিরস। অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক বা চাতুর্থকজ্বরে পিত্তশ্লেষ্মার প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং রোগীর জ্বরবেগ প্রবল থাকিলে ও জ্বর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, যাহাদের জ্বরকালে অথবা জ্বরব্যতীত শূলরোগ বিদ্যমান, তাহাদিগের এই ঔষধ সেবনে উপকার দর্শে। অনু- পান—কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে আদার রস ও মধু অথবা শেফালিকা পাতার রস ও মধু, শূলরোগে জল।

জ্বরারিরস। হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীসক, অভ্র, সোহাগার খৈ, বিট্‌লবণ ও মনঃশিলা; এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক সোন্দালপাতার রসে দশ- দিন ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

সর্ব্বতোভদ্ররস। পিত্তশ্লেষ্ম বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান সততক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থকজ্বরে জ্বরের অল্প বেগ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন বিধেয়; বিষমজ্বরে রোগীর কাস, উদরাময় ও বমন বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে

সাম বা নিরাম অবস্থায় প্রত্যহ ইহা সেবন করিতে দিবে। জ্বর ব্যতীত কেবল মাত্র কাসরোগে এই ঔষধে বিশেষ উপকার দর্শে; ইহা দীর্ঘকাল সেবনে রোগীর কাশ ক্রমশঃ পরিপাক হইয়া সমূলে নষ্ট হয়। গ্রহণী এবং অম্লপিত্ত রোগেও এই ঔষধ উপকারী। অনুপান—কাস তরল থাকিলে পিপুলচূর্ণ ও মধু এবং শুষ্ক অবস্থায় বাসকপাতার রস ও মধু অথবা পানেররস ও মধু। উদরাময়রোগে জীরাচূর্ণ ও মধু।

সর্ব্বতোভদ্ররস। অভ্র ৪ তোলা, গন্ধক ১ তোলা এবং হিঙ্গুলোত্থ রস, কর্পূর, নাগেশ্বর, জটামাংসী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জাতীফল, জয়িত্রী, ছোট এলাইচ, গজপিপুল, কুড়, তালীশপত্র, ধাইপুষ্প, দারুচিনি, মুথা, হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বহেড়া, পিপুল ও আমলকী ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ অর্দ্ধ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ। অন্যেদ্যুষ্ক, সততক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক ও চাতুর্থকবিপর্য্যয়জ্বরে এবং ৭। ৮। ১০। ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্জ্জলজনিত-জ্বরে অল্প বেগ প্রকাশ পাইলে ও জ্বর অল্পকাল স্থায়ী হইলে এবং গ্রহণী বা সময় সময় পাতলা দাস্ত ও মেহ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ নিরাম অবস্থায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, জাতীফল ১ তোলা, জয়িত্রী ১ তোলা, স্বর্ণ ॥০ আনা, রৌপ্য ॥০ আনা, লৌহ ॥৫ আনা এবং অভ্র, শিলাজতু, ভৃঙ্গরাজ, মুথা, কেশুর্ত্তে, আপাঙ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুচিনি, পিপুলমূল, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, কণ্টকারী, শোধিতরসোন, ধনে, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রক্তচন্দন, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, চিরতা ও বালা; ইহাদের প্রত্যেকের এক-তোলা এবং মরিচ ২ তোলা এই সমস্ত একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক আদার রসে ৭ বার ভাবনা দিবে, বটী ৪ রতি।

সততারিরস। সততক, সততকবিপর্য্যয় এবং বাতবলাসক প্রভৃতি জ্বরে জ্বরের বেগ অপেক্ষাকৃত প্রবল থাকিলে, এবং জ্বর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে রোগীর মাথায় ভারবোধ অথবা বেদনা ও প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি, শোথ এবং কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, সাম বা নিরাম অবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

সততারিরস। রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, বঙ্গ, অভ্র, লৌহ, জয়িত্রী, জাতীফল, সোহাগারখৈ, গোক্ষুর, সিদ্ধিবীজ, দারুচিনি, বৃদ্ধদারকবীজ ও কস্তূরী; ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ ও স্বর্ণসিন্দূর ৩ ভাগ; এই সকল দ্রব্য মিলিত করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক পুনর্ণবার রসে ৭ বার ও তুলসীপাতার রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ চিন্তামণিরস। অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, সন্তত ও বাতবলাসকজ্বরে এবং ৮।১০ বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্জ্জলজ্বরে জ্বরের প্রবল বেগ প্রকাশ পাইলে এবং বাতশ্লেষ্মার অথবা শ্লেষ্মার প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, নিরাম অবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, ঐ সমস্ত জ্বর মৃদুবেগ সহকারে প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে প্লীহা এবং যকৃৎবৃদ্ধি, কাস, মাথার বেদনা অথবা অগ্নিমান্দ্য থাকিলে, এই ঔষধ প্রযোজ্য। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু বা আদার রস ও মধু।

বৃহৎ চিন্তামণিরস। পারদ, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মনঃশিলা, রৌপ্য, স্বর্ণ, মুক্তা, হরিতাল ও কস্তূরী; এই সকল ঔষধ সমভাগে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ভৃঙ্গরাজ, আদা ও তুলসীপাতা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে সাতবার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

দুর্জ্জলজেতারস। দুর্জ্জল জ্বরে (ম্যালেরিয়া জ্বরে) জ্বরের বেগ প্রবল হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে; অন্যান্য বিষমজ্বরেও অগ্নিমান্দ্য, সময় সময় উদরাধ্মান, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে ও সামরসে রোগীকে ইহা সেবন করান যাইতে পারে, ইহা প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই বার সেব্য; এই ঔষধ দুর্জ্জলজ্বরে সামাবস্থায় অর্থাৎ সপ্তাহ মধ্যেও রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে। এই জ্বর তৃতীয়ক, চাতুর্থক ও অন্যেদ্যুষ্ক রূপে পরিণত হইলে, সেই সকল অবস্থায়ও ইহা বিশেষ উপকারী। অনুপান—জল।

দুর্জ্জলজেতারস। বিষ ২ তোলা, কড়িভস্ম ৫ তোলা, মরিচ ৫ তোলা এবং শুঁঠ ৫ তোলা, একত্র করিয়া আদার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি। সন্তত, সতত, সততবিপর্য্যয়, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক, চাতুর্থকবিপর্য্যয়, বাতবলাসক ও দুর্জ্জলজনিত-জ্বরে রোগীর জ্বরের বেগ অল্প থাকিলে, তাহাকে এই ঔষধ নিরামাবস্থায়

বা অবস্থানুসারে আমরসের অবস্থায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে, ঐ সমস্ত জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শরীরে প্রকাশ পাইলে এবং কাস, প্লীহা, যকৃৎ ও শোথ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও রোগীকে ইহা সেবন করান যাইতে পারে, জীর্ণ-জ্বরে রস ও রক্তাদি ধাতুর ক্ষীণতাবশতঃ রোগীর শরীর কৃশ হইলে, এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু। প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে হিং, সৈন্ধবলবণ ও পিপুল চূর্ণ।

বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি। রস, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, রূপা স্বর্ণ, হরিতাল, দস্তা, কাঁসা, বঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা, স্বর্ণমাক্ষিক, তিরাকস, মনঃশিলা, সোহাগারখৈ ও কর্পূর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক বামনহাটীর মূল, বাসকপাতা, নিসিন্দাপাতা, পান, জয়ন্তীপাতা, করলাপাতা, পটোলপত্র, সিদ্ধিপত্র, পুনর্নবা ও আদা ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ সাত বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ বিষমজ্বরারিরস। প্রলাপক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর এবং ৭। ৮। ১০ বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত বায়ু ও পিত্তপ্রধান দুর্জ্জল-জ্বর মধ্য বা মৃদুবেগ সহকারে অল্পকালস্থায়ী হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। জ্বরকালে রোগীর কম্প, পিপাসা, কটিদেশে বেদনা, প্লীহা বা যকৃৎ-বৃদ্ধি এবং প্রমেহদোষ বশতঃ প্রস্রাবে উৎকট জ্বালা ও রক্তের হীনতা ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে এবং রক্তগতজ্বরে মুখ হইতে রক্তনির্গমন হইলে, রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে। অনুপান - পানের রস ও মধু। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি থাকিলে, পিপুলচূর্ণ ও মধু বা মনসাসীজের পাতার রস ও মধু।

বৃহৎবিষমজ্বরারিরস। কস্তুরী ২ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, তুতিয়াভস্ম ৪ তোলা, লবঙ্গ ৫ তোলা, জাতীফল-৪ তোলা, ও রসসিন্দূর ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া দ্রোণপুষ্প (ঘলঘসে) পাতার রসে ৭ বার ও পানের রসে ৭ বার যথাক্রমে ভাবনা দিবে এবং কিঞ্চিৎ দ্রব্য থাকিতে উহার সহিত শুঠ, পিপুল, মরিচ ও কর্পূর; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ কস্তুরীভৈরব। প্রলাপক, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক ও চাতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি জ্বর এবং ৭।৮।১০ বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্জ্জলজ্বর অল্পবেগ সহকারে অল্পকালস্থায়ী হইলে, নিরামাবস্থায় রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে অনেক দিনের জ্বরে শরীর কৃশ হইলে

এবং জ্বরকালে রোগীর কম্প, পিপাসা ও দাহ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। প্রমেহ, রক্তপিত্ত, ক্ষয়কাস ও যক্ষ্মারোগে জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এবং সমস্ত জীর্ণজ্বরে এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব। বঙ্গ, দস্তা, স্বর্ণ, কস্তূরী ও রূপা; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা এবং লৌহ ৮ তোলা ও স্বর্ণমাক্ষিক, রসসিন্দুর, লবঙ্গ, জাতীফল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর দ্রোণপুষ্প (ঘল-ঘসে রসে ও পানের রসে যথাক্রমে সাতবার ভাবনা দিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে উহার সহিত কর্পূর শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রতি।

মহারাজবটী। সন্তত, সতত সততবিপর্য্যয়, অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্ক-বিপর্য্যয়, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক, চাতুর্থকবিপর্য্যয় ও প্রলাপক-প্রভৃতি জ্বরে জ্বরের বেগ অল্প বা অধিক হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে, কিন্তু ঐ সমস্ত জ্বর অনেক দিন পর্য্যন্ত শরীরে অবস্থান করিলে এবং শরীর কৃশ হইলে সেবন করান কর্ত্তব্য; জ্বরের সহিত রোগীর সর্দ্দি, কাস, মাথায় ভার ও প্রমেহ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, নিরাম বা সামরসাবস্থায়ও এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। রক্ত, শুক্র ও মজ্জা প্রভৃতি ধাতুগতজ্বরেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়; যক্ষ্মা, ক্ষতজকাস, রক্তপিত্ত ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগে জ্বর লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। সাধারণতঃ যাহাদের শরীর কৃশ ও প্রমেহরোগ বিদ্যমান আছে, তাহাদিগকে এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে, জ্বরের বেগ ও ঊর্দ্ধগত শ্লেষ্মার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে ঔষধে কয়েকটী দ্রব্যের পরিবর্ত্তনে বিশেষ উপকারিতা দৃষ্ট হয়, সর্দ্দি, কাস ও জ্বরের বেগাধিক্য থাকিলে, কর্পূরস্থানে কস্তূরী, সর্দ্দি জলবৎ তরল ভাবে নির্গত হইলে ও অল্পবয়স্কদিগের পক্ষে কফের আতিশয্যে স্বর্ণ স্থানে স্বর্ণ-মাক্ষিক, মুখে অরুচি ও উদরাময়ের লক্ষণ থাকিলে, তাম্র স্থানে রৌপ্য প্রয়োগ বিধেয়; ক্ষয়কাস ও যক্ষ্মা প্রভৃতি অবস্থায়ও জ্বরের প্রাধান্যে কস্তূরী প্রয়োগ করা আবশ্যক, কিন্তু স্বর্ণ ক্ষয়নাশক ও শুক্রবর্দ্ধক হেতু ঐ সকল অবস্থায় প্রয়োগ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। রোগের অবস্থা দর্শন করিয়া ঐ সকল ঔষধের পরিবর্ত্তন করা উচিত। অনুপান—পানের রস ও মধু।

মহারাজবটী। রস ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, বৃদ্ধদারক (বিস্তারক) বীজ ১ তোলা, বঙ্গ ১ তোলা, লৌহ ১ তোলা, স্বর্ণ ॥৴ আনা, তাম্র ॥০ আনা, কর্পূর ॥০ আনা, সিদ্ধিবীজ, শতমূলী, শ্বেতধূনা, লবঙ্গ, কুলেখাড়াবীজ, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, শূকশিম্বীবীজ, জাতীফল, জয়িত্রী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ।০ আনা, সমস্ত একত্র করিয়া তালমূলীর রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৪ রতি।

বৃহৎ চূড়ামণিরস। সন্তত, সতত, তৃতীয়ক, চাতুর্থক, অন্যেদ্যুষ্ক-বিপর্য্যয় ও চাতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে এবং দ্বন্দ্বজজ্বরে নিরাম অবস্থায় বা ঈষৎ আমরস বিদ্যমান সত্ত্বে এবং জ্বরের বেগ অল্প বা অধিক হইলে ও জ্বর অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। রসাদি ধাতুগত জীর্ণজ্বরে ইহা কার্য্যকারী, জ্বরকালে রোগীর কাস, মাথায় ও বক্ষঃস্থলে ভারবোধ এবং গাত্রে বেদনা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, ইহা সেবন করিতে দিবে, কাস, যক্ষ্মা ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি বিবিধ রোগে জ্বরবেগ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ চূড়ামণিরস। কস্তুরী, প্রবাল, রৌপ্য, লৌহ, হরিতাল, স্বর্ণ, রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর, লবঙ্গ, মুক্তা, দারুচিনি, মুথা, স্বর্ণমাক্ষিক, রাজপট্ট, গোক্ষুর, জাতীফল, জয়িত্রী, মরিচ, কর্পূর ও তুতে ভস্ম এই সকল ঔষধ সমভাগ এবং অশ্বগন্ধার মূলচূর্ণ ২ ভাগ একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে; অনন্তর নিসিন্দাপাতা, বামনহাটীর মূলের কাথ, বাসকপাতা, আকন্দমূল ও গোক্ষুর কাথ, এই সকল দ্রব্যে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক প্রভৃতি বিষমজ্বরে নিরামাবস্থায় অল্প বেগ সহকারে জ্বর অল্পকাল স্থায়ী হইলে এবং ঐ সমস্ত জ্বর অনেক দিন হইতে শরীরে প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, জ্বরে হস্ত ও পদাদিতে শোথ, মেহদোষ, শুষ্ককাস, গাত্রদাহ, প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। পুরাতন কাস, শোথ ও তৎসঙ্গে মৃদু জ্বরেও এই ঔষধ সেব্য। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে পিপুলচূর্ণ ও মধু বা তালের জটা ভস্ম ও ইক্ষুগুড়।

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্ররস। রস ২ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, অভ্র, ১ তোলা এবং রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, দস্তা, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল লৌহ, শিলাজতু, গোরিমাটী, মনঃশিলা ও

স্বর্ণ ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা, এই সমুদয় মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে ; অনন্তর ক্ষীরাই, তুলসীপত্র, পুনর্ণবা, গণিয়ারী, ভূইআমলা, ঘোষালতা, কট্‌কী,পদ্মগুলঞ্চ,ঈষলাঙ্গলা, লতাফট্‌কী, মুগানী ও গন্ধভাদ্‌লে ; ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী-৩ রতি। যে সকল দ্রব্যের রস নিষ্কাশিত হয় না, তাহাদের কাথ করিয়া লইবে।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। বায়ু ও পিত্তপ্রধান সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক ও দুর্জ্জলজ্বরে নিরামাবস্থায় রোগীর জ্বর অল্প বেগসহকারে অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইলে এবং ঐ সমস্ত জ্বর বহুদিন হইতে প্রকাশ পাইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। দুর্জ্জলজ্বর (ম্যালেরিয়া জ্বর) ৫।৭ ১০ ও ১৫ দিন অন্তর অপরাহ্নে অল্পবেগ সহকারে প্রকাশ পাইলে এবং জ্বরকালে গাত্রকম্প ও শীত প্রকাশ পাইলে, ঐ সকল অবস্থায় বাতপিত্তপ্রধান শরীরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অল্পজ্বরের সহিত পুরাতন প্লীহা বা যকৃৎ ও শোথ বিদ্যমান থাকিলে এবং রোগীর রক্তহীনতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী। যাহাদের পৈত্তিকগ্রহণী অথবা প্রবাহিকারোগ বিদ্যমান অথবা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রক্তপিত্ত বা পিত্তপ্রধান মেহরোগ লক্ষিত হয়, তাহাদিগের পক্ষেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। পিত্তপ্রধান শরীরেই এই ঔষধের উপকারিতা সমধিক দৃষ্ট হয়। অনুপান—প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি হইলে পিপুলচূর্ণ ও মধু বা মনসাসীজের পাতার রস ও মধু। উদরাময় অবস্থায় কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ও মধু। শোথে পুনর্ণবার রস, সাধারণ জ্বরে ক্ষেৎপাপড়ার রস অথবা শেফালিকা পাতার রস ও মধু বা গুলঞ্চের রস ও মধু।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। রক্তচিতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুথা, গজপিপুল, পিপুলমূল, বেণারমূল, দেবদারু, চিরতা, আকনাদি, কট্‌কী, কণ্টকারী, শজিনার বীজ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব ; এই সকল ঔষধ সমভাগ এবং লৌহ সর্ব্ব ঔষধের সমান গ্রহণ করিয়া জলসহ মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। বায়ু ও পিত্তপ্রধান সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থকজ্বরে বা ৭।৮।১০।১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্জ্জলজ্বরে (ম্যালেরিয়া জ্বরে) নিরাম অবস্থায় অল্পবেগ সহকারে রোগীর জ্বর অল্পকাল স্থায়ী হইলে এবং ঐ সকল জ্বর বহুদিন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হওয়ায় শরীর শীর্ণ হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বেদনা-রহিত পুরাতন প্লীহা এবং যকৃৎ,

শোথ, উদরাময় (প্রবাহিকা, গ্রহণী) বা উৎকাসি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে ও তৎসঙ্গে রোগীর অল্প জ্বর অনুভূত হইলে, এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী, কিন্তু রোগীর শ্লেষ্মাধিক্য অবস্থায় অর্থাৎ সর্দ্দি, শরীরে বেদনা, তরলকাস, গাত্রের নাতিকৃশতা, অগ্নিমান্দ্য বা মাথায় সর্ব্বদা ভারবোধ ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে বিশেষতঃ বালকদিগের শ্লেষ্মপ্রধান জ্বরে এই ঔষধ সেবনে তাদৃশ উপকার হয় না; বাতপিত্তাধিক্য জীর্ণ ও বিষমজ্বরে অনেকদিন হইতে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জন্য রক্তহীনতা, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—ক্ষেৎপাপড়ার রস ও মধু বা শেফালিকা পাতার রস ও মধু, প্লীহা বা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরে পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু, উদরাময়াশ্রিত জ্বরে কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও হরিতাল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা এবং লৌহ ৮ তোলা, এই সমস্ত একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক করলাপাতার রস, দশমূলের ক্বাথ, ক্ষেতপাপড়ার রস, ত্রিফলার ক্বাথ, পদ্মগুলঞ্চের রস, পানের রস, কাকমাচীররস, নিসিন্দাপাতার রস পুনর্নবার রস ও আদার রস; এই সকল দ্রব্যে যথাক্রমে সাতবার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

বৃহৎ বিষমজ্বরান্তকরস। সতত, তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং চাতুর্থক বিপর্য্যয় প্রভৃতি জ্বরে আমরসের সম্যক্ পরিপাক অবস্থায় অথবা কিঞ্চিৎ আমরস বিদ্যমানে জ্বর অল্প বেগ সহকারে অল্পক্ষণ স্থায়ী হইলে, এই ঔষধ সেব্য। ঐ সকল জ্বর অনেক দিন হইতে প্রকাশ পাইলেও রোগীকে ইহা সেবন করান যায়, রসগত ও রক্তগত এবং বিবিধ ধাতুগত জ্বরে রোগীর শরীর শীর্ণ হইলে, সেই অবস্থায় এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। অনুপান—পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ বিষমজ্বরান্তকরস। রস, গন্ধক, রসসিন্দূর, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, অভ্র, তাম্র, হরিতাল, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর নিসিন্দাপাতার রস; পানের রস, কাকমাচীর রস, ক্ষেতপাপড়ার রস, ত্রিফলার ক্বাথ, করলা-পাতার রস, দশমূলীর ক্বাথ, পুনর্নবার রস, গুলঞ্চের রস, বাসকপাতার রস, ভৃঙ্গরাজের রস ও কেশুর্ত্তের রসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

মহাজ্বরাঙ্কুশ। অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থকবিপর্য্যয়-

জ্বরে এবং ৭। ১০। বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত দুর্জ্জলজ্বরে আমরসের সম্পূর্ণ পরিপাকাবস্থায় জ্বর অল্প বেগসহকারে যথাসম্ভব অল্পক্ষণস্থায়ী হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে ; যাহাদের ঐ সকল জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৩।৪ মাস বা ততোধিককাল বিদ্যমান থাকে এবং প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি ও শরীরের কৃশতা দৃষ্ট হয়, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—কৃষ্ণজীরা ভাজা চূর্ণ ও মধু অথবা পিপ্পলীচূর্ণ ও মধু।

মহাজ্বরাঙ্কুশ। রস, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, বঙ্গ, লৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, অভ্র, গেরিমাটী, সোহাগার খৈ ও দন্তীবীজ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর জম্বীরের (গোড়ালেবুর) রস, সিদ্ধিপত্রের কাথ, রক্তচিতার কাথ, তুলসীপত্রের রস, কাঁচাতেঁতুলের জল এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের দ্বারা ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

অর্দ্ধচন্দ্ররস। সন্তত ও সতত প্রভৃতি জীর্ণজ্বরে রোগীর প্রমেহবশতঃ প্রস্রাবে বিবিধ বর্ণ, শুক্রক্ষরণ ও যন্ত্রণা দৃষ্ট হইলে এবং জ্বরের মধ্য বা অল্প বেগ থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরব্যতীত কেবল মেহরোগেও এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—পানের রস ও মধু। প্রমেহে—কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু।

অর্দ্ধচন্দ্ররস। স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, মুক্তা, লৌহ, স্বর্ণ, গন্ধক ও রস; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং সর্ব্বদ্রব্যের অর্দ্ধাংশ বঙ্গ গ্রহণ পূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে, অনন্তর কেশুর্ত্তে, ঘৃতকুমারী ও পানের রসে যথাক্রমে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জয়মঙ্গলরস। সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক এবং রক্তগত, মেদোগত প্রভৃতি ধাতুগত জ্বরে নিরামাবস্থায় জ্বর অল্পবেগ সহকারে অল্পকাল প্রকাশিত হইলে এবং অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ সকল জ্বরে রোগীর শরীর কৃশ হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে, দুর্জ্জলজনিত জ্বর অর্থাৎ ম্যালেরিয়া জ্বর বহুকাল যাবৎ ১০। ১৫ দিন বা ২। ১ মাস অন্তর প্রকাশিত হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রমেহদোষ থাকিলে ও রোগীর শরীর অত্যন্ত শীর্ণ হইলে, এই ঔষধ অতি উপকারী। ইহা কৃশতা নাশক ও পুষ্টিকারক। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

জয়মঙ্গলরস। হিঙ্গুলোত্থরস, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব-

লবণ, মরিচ, লৌহ ও রৌপ্য ইহাদের প্রত্যেকের ১ ভাগ ও স্বর্ণ ২ ভাগ একত্র করিয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর ধুস্তুরপত্রের রস, শেফালিকাপত্রের রস, দশমূলের কাথ ও চিরতার কাথ, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

অর্দ্ধনাড়ীশ্বররস। বিষমজ্বরে রোগীর অর্দ্ধাঙ্গ শীতল ও অর্দ্ধাঙ্গ উষ্ণ বোধ হইলে, এই ঔষধ জম্বীরের রস সহ মিশ্রিত করিয়া এক নাসারন্ধ্রে প্রদান করিবে; এই নস্য গ্রহণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ শরীরের অর্দ্ধভাগগত জ্বর নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধনাড়ীশ্বররস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, বিষ ২ তোলা, জৈপালবীজ ২ তোলা ও মরিচ ৮ তোলা; একত্র মিশ্রিত করিয়া হরীতকী, আমলকী, ও বহেড়ার দ্বারা প্রস্তুত ক্বাথে মর্দ্দন করিবে; অনন্তর ঐ ক্বাথে ৫ বার ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

বিশ্বেশ্বররস। বিষমজ্বরে রাত্রিতে জ্বরের প্রবলবেগ লক্ষিত হইলে এবং দিনে জ্বর নিবৃত্ত থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী, কিন্তু যে জ্বর দিনে অল্পবেগে এবং রাত্রিতে অধিকবেগে প্রকাশ পায়, সেই জ্বরে ইহা তাদৃশ কার্য্যকারী নহে। অনুপান—গোদুগ্ধ।

বিশ্বেশ্বররস। হিঙ্গুল, গন্ধক ও পারদ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া অশ্বত্থছালের ক্বাথ, ধুতূরা মূলের ক্বাথ, কণ্টকারীর ক্বাথ ও কাকমাচীর রস; এই সকল দ্রব্যে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরকালভৈরব। অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়, তৃতীয়ক, তৃতীয়ক-বিপর্য্যয় ও চাতুর্থকবিপর্য্যয় জ্বরে এবং দুর্জ্জলজনিত জ্বরে (পর্য্যায়ক্রমে ৭। ১০ ১২ বা ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত ম্যালেরিয়া জ্বরে) জ্বর তীব্রবেগ সহকারে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, সামদোষে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী; অনেক দিন পর্য্যন্ত ঐ সকল জ্বর অল্পবেগ সহকারে প্রকাশিত হইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। জ্বরের পূর্ব্বে শীত বা দাহ এবং কম্প, পিপাসা প্রভৃতি ও প্লীহা যকৃৎ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। এই ঔষধে রোগীর মুখে অরুচি এবং পিত্তের প্রবলতা বশতঃ অম্লোদ্গারাদি হইলে, তাম্রের পরিবর্ত্তে রৌপ্যভস্ম প্রদান করিবে। অনুপান—মধু। প্লীহা বা যকৃৎ বিদ্যমান থাকিলে, পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু।

জ্বরকালভৈরব। স্বর্ণ, তাম্র, রৌপ্য, সীসক, রস, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, সাদাদারমুজ

ও মনঃশিলা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া আমরুল শাকের রসে মর্দ্দন করিবে, অনন্তর মূষা মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক মূষা লিপ্ত করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। বটী-২ রতি।

চূর্ণপ্রয়োগ-বিধি।

বর্দ্ধমানাপিপ্পলী। সন্তত, অন্যেদ্যুষ্ক ও সততক প্রভৃতি রসাদিধাতুগত জীর্ণজ্বরে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, ক্ষুধার লোপ, কাস, শ্বাস ও শোথ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে, প্লীহা বৃদ্ধিহেতু জ্বরের বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি এবং কফজন্য বিবিধ উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধে জ্বর ও প্লীহা উভয়ই নষ্ট হয়। ঔষধের হ্রাস বৃদ্ধির সহিত দুগ্ধেরও হ্রাস বৃদ্ধি করিবে। অনুপান—গোদুগ্ধ।

বর্দ্ধমানাপিপ্পলী। পিপুল চূর্ণ করিয়া রোগীর বয়ঃক্রম অনুসারে ২ রতি, ৩ রতি, ৫ রতি বা ৭ রতি ক্রমে প্রত্যহ বৃদ্ধি করিবে, ৫।৬ বৎসরের বালককে ২ রতিক্রমে প্রত্যহ বৃদ্ধি করিয়া সেবন করান আবশ্যক, ১০ দিন পর্য্যন্ত এইরূপ বৃদ্ধি করিয়া (১০ম দিনে ২০ রতি) ১১শ দিন হইতে পুনরায় ঐ নিয়মে হ্রাস করিবে।

বিষমজ্বরান্তকচূর্ণ। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয়, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থকবিপর্য্যয় ও দুর্জ্জলজনিত জ্বরে জ্বরের বেগ অধিক হইলে এবং জ্বর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঐ সমস্ত জ্বর অল্পবেগ সহকারে প্রকাশ পাইলেও, ইহা ব্যবহারে অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়। নিরামজ্বরে এবং প্লীহা বা যকৃৎ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও, এই ঔষধ সেবনে ফল দর্শে। অনুপান—মধু ও উষ্ণ জল।

বিষমজ্বরান্তকচূর্ণ। নিমপত্র, কুড়, বহেড়া, বিষ, মুথা ও সোহাগার খৈ ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্ব সমান রসসিন্দূর একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৩ রতি।

জ্বরসংহার চূর্ণ। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক ও দুর্জ্জল-জ্বরে জ্বরের প্রবল বা মধ্যবেগ দৃষ্ট হইলে এবং জ্বর দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। মৃদুবেগ সহকারে জ্বর অল্পকাল স্থায়ী

হইলে এই ঔষধ সেবনদ্বারা জ্বরের পর্য্যায় অর্থাৎ নিয়ম বন্ধ হয়। জ্বরে প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলেও ইহা ব্যবহারে উপকার হয়। বালকের পক্ষে অর্দ্ধমাত্রা বা সিকমাত্রা। অনুপান—মধু ও উষ্ণজল, কাস থাকিলে তুলসীপাতাররস ও মধু।

জ্বরসংহার চূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিঙ্গুল, সোহাগার খৈ, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, কুড়, রক্তচন্দন, মুথা, নিমছাল ও শ্বেতসর্ষপ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ও রসসিন্দুর ১৩ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৵০ আনা।

কিরাতাদিচূর্ণ। দুষ্ট্জল জনিত জ্বরে অথবা প্রবল তাপ সংযুক্ত বিষম-জ্বরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী, যাহাদের প্রত্যহ বা তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বরের নিয়মানুসারে অথবা মাসে ২।৩। ৪ বা ৫ দিন জ্বর প্রবল বেগ সহকারে প্রকাশিত হয়, তাহাদের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। জ্বরে প্লীহা এবং যকৃৎ বৃদ্ধি, কাস ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি থাকিলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। অনুপান—মধু।

কিরাতাদি চূর্ণ। চিরতা, তেউড়ীমূল, বালা, পিপুল, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ ও কট্‌কী, এই সকলের চূর্ণ সমভাবে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ আনা বা।০ আনা।

গুড়ূচ্যাদি চূর্ণ। সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চাতুর্থক প্রভৃতি জ্বরে ও ও দুষ্জলজনিত জ্বরে (ম্যালেরিয়া জ্বরে) জ্বর মধ্য বা মৃদু বেগে প্রকাশ পাইলে এবং ঐ সমস্ত জ্বরে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা অল্প দিন সেবন করিলেই জ্বরের পর্য্যায় অর্থাৎ নিয়ম ভঙ্গ হয়। বিশেষতঃ ইহা পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে বিশেষ উপকারী। ইহা সেবনে প্লীহা ও যকৃৎ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং শরীরের বল বৃদ্ধি হয়। অনু-পান—জল। বালকের পক্ষে অর্দ্ধমাত্রা বা সিকিমাত্রা।

গুড়ূচ্যাদিচূর্ণ। পদ্মগুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, আতইষ, শুঁঠ, চিরতা, কালমেঘ, মুথা, পিপুল, যবক্ষার, হিরাকস ও চাঁপাবৃক্ষের ছাল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিলিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ দুই আনা বা চারি আনা।

স্বল্পসুদর্শন চূর্ণ। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক ও চাতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে জ্বর মধ্য বা মৃদুবেগ সহকারে

অল্পকাল বা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, সাম বা নিরাম অবস্থায়, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনেক দিন হইতে জ্বর প্রকাশিত হইলে এবং প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি, কাস, শোথ প্রভৃতি থাকিলেও তত্তৎ অবস্থায় রোগীকে ইহা সেবন করিতে দিবে। দীর্ঘকাল সমুদ্ভূত জ্বরে এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। যে সকল জ্বর নিয়মিতরূপে প্রকাশিত না হইয়া অতি অল্প বেগসহকারে মাসে ২। ৪। ৫ বা ৭ দিন প্রকাশ পায়, সেই সকল জ্বরেও এই ঔষধ উপকারী। অনুপান—উষ্ণ জল।

স্বল্পসুদর্শনচূর্ণ। রস, গন্ধক, লৌহ, রৌপ্য, স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, মুথা, নিমছাল, ইন্দ্রযব, যমানী, তেজপত্র, জাতীফল, জয়িত্রী, পুনর্ণবা, কুড়চিছাল, বচ, রক্তচিতা, সিদ্ধিবীজ, আমলকী ও ধাইপুষ্প, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধভাগ চিরতা চূর্ণ, এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ বা ।০ আনা।

সুদর্শনচূর্ণ। সন্তত, সতত, সততবিপর্য্যয়, অন্যেদ্যুষ্ক, অন্যেদ্যুষ্কবিপর্য্যয় তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক, চাতুর্থকবিপর্য্যয়, বাতবলাসক, প্রলাপক, ও দুর্জ্জলজনিতজ্বরে এবং বিবিধ ধাতুগত একদোষ, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষাশ্রিত জ্বরে জ্বরের বেগ অল্প বা অধিক হইলে এবং অনেক দিন হইতে জ্বর প্রকাশিত হইলে, এই ঔষধ সেব্য। জ্বরে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি, কাস ও শোথ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং জ্বর ঐ সমস্ত নিয়মিত দিনে প্রকাশিত না হইয়া অনেক দিন হইতে অনিয়মিতভাবে মাসে ২। ৩ দিন বা প্রত্যহ প্রকাশ পাইলেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। জলদোষোদ্ভব অর্থাৎ ম্যালেরিয়া জ্বরের পক্ষে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ; কিছুদিন সেবন করিলে জ্বরের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয় এবং কৃশ শরীরে রস রক্তাদিধাতুর পুষ্টি হইতে থাকে, কিন্তু অল্পদিন হইতে প্রকাশিত জ্বরে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে তাদৃশ উপকার দৃষ্ট হয় না। এই ঔষধ সেবন আরম্ভ করিয়া দীর্ঘকাল অর্থাৎ অন্ততঃ এক মাস সেবন না করিলে, তাদৃশ উপকার হয় না। ৫। ৬ মাস বা বৎসরাবধি যাহাদের জ্বর প্রকাশ পায়, তাহাদের পক্ষেও ইহা সেবনে বিশেষ উপকার হয়। অনুপান—উষ্ণজল।

সুদর্শনচূর্ণ। আগরকাষ্ঠ, হরিদ্রা, দেবদারু, বচ, মুথা, হরীতকী, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী, শুঁঠ, বলাডুমুরছাল, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, পিপুলমূল, বালা, শঠী, কুড়, পিপুল

মূর্ব্বামূল (সূচীমুখী বা বোয়াচক্র), কুড়চিছাল, যষ্টিমধু, শজিনাছাল, শুঁঠি, ইন্দ্রযব, শতমূলী, দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, বেণারমূল, দারুচিনি, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা (অভাবে পঙ্কপর্পটী), শালপাণী, যমানী, আতইষ, বেলশুঁঠ, মরিচ, গন্ধভাদুলে, আমলকী, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, কট্‌কী, রক্তচিতার মূল, পটোলপত্র ও চাকুলে ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ ও চিরতা চূর্ণ সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধভাগ ; এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ✓০ আনা বা ।০ আনা।

জ্বরভৈরবচূর্ণ। বহুকালজাত সন্তত, সতত প্রভৃতি একদোষ, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষাশ্রিত বিষমজ্বরে এবং বহুকালজাত জলদোষাশ্রিত জ্বরে জ্বরের বেগ অল্প বা অধিক হইলে, এই ঔষধ অতিশয় ফলপ্রদ। প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা, রক্তপিত্ত, শোথ ও শিরঃশূল প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্তজ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী। সুদর্শনচূর্ণের যে সকল উপকারিতা উক্ত হইয়াছে, জ্বরভৈরবচূর্ণের উপকারিতা তদপেক্ষা অধিক। বালকদিগের পক্ষে অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রা। অনুপান—জল।

জ্বরভৈরবচূর্ণ। শুঁঠ, বলাডুমুরছাল, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুথা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেতপাপড়া, পিপুলমূল, রাখালশশার মূল, কুড়, শটী, মূর্ব্বা (বোয়াচক্র) মূল, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঘণ্টাপারুল, ইন্দ্রযব, কুড়চিছাল, যষ্টিমধু, রক্তচিতা, শজিনাবীজ, বেড়েলা, আতইষ, কট্‌কী, তালমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যমানী, শালপাণী, মরিচ, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, বেলশুঁঠ, বালা, পঙ্কপর্পটী, তেজপত্র, দারুচিনি, আমলকী, চাকুলে, পটোলপত্র, গন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বচূর্ণের অর্দ্ধভাগ চিরতাচূর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ✓০ আনা বা ।০ আনা।

জ্বরে—মূলিকাদিপ্রয়োগ।

কাকজঙ্ঘা, বেড়েলা, শ্যামালতা, বামনহাটী, লজ্জাবতীলতা, চাকুলে, আপাঙ ও ভৃঙ্গরাজ ; এই সকল গাছের কোন একটীর মূল পুষ্যানক্ষত্রে তুলিয়া লাল সূতায় বাঁধিয়া রোগীর হস্তে ধারণ করাইবে ; ইহাতে অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর নষ্ট হয়।

পেঁচার দক্ষিণপক্ষ সাদা সূতায় বাঁধিয়া বামকর্ণে ধারণ করিলে ঐকাহিকজ্বর প্রশমিত হয়।

তৃতীয়কজ্বরে—মূলিকাদিপ্রয়োগ।

রবিবারে আপাঙের মূল সাতগাছি লাল সুতাদ্বারা কটিদেশে বাঁধিলে তৃতীয়কজ্বর নষ্ট হয়। (১)

কর্ণের মল লইয়া বর্ত্তিকাকার করতঃ তিলতৈল সহ জ্বালাইয়া উহা দ্বারা কজ্জল প্রস্তুত করিবে, অনন্তর ঐ কজ্জলের অঞ্জন চক্ষুতে প্রয়োগ করিবে; ইহা দ্বারা তৃতীয়কজ্বর দূরীভূত হইয়া থাকে। (২)

চাতুর্থকজ্বরে—নস্য ও ঔষধ।

শিরীষপুষ্পের রসে হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা মর্দ্দন করিয়া ঘৃত সহযোগে উহার নস্য গ্রহণ করিলে চাতুর্থকজ্বর নষ্ট হয়। (১)

বকপত্রের রসের নস্য গ্রহণ করিলে চাতুর্থকজ্বর নষ্ট হয়। (২)

অশ্বিনীনক্ষত্রে শ্বেতআকন্দের মূল অথবা শ্বেতকরবীর মূল উদ্ধৃত করিয়া ৩ রতি পরিমাণে গ্রহণ করতঃ চাউলের জলে মর্দ্দন করিয়া সেবন করিলে চাতুর্থকজ্বর নষ্ট হয়। (৩)

মামরুলের সহস্রপত্রের সহিত তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করাইলে চাতুর্থকজ্বর নিবৃত্ত হয়। (৪)

বিষমজ্বরে—ধূপপ্রয়োগ।

অষ্টাঙ্গধূপ। গুগ্‌গুল, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, শ্বেতসর্ষপ, যব ও ঘৃত; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া উহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া বস্ত্রবেষ্টিত স্থানে উহার ধূম রোগীর গাত্রে লাগাইলে চাতুর্থকজ্বর নষ্ট হয়।

অপরাজিতাধূপ। গুগ্‌গুল্, গন্ধতৃণ, বচ, ধুনা, নিমপত্র, আকন্দ, অগুরু ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া উহাতে অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক কোন বস্ত্রবেষ্টিত স্থানে রোগীকে উপবেশন করাইয়া ইহার ধূম গাত্রে লাগাইলে সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

অজাদিধূপ। ছাগলের চর্ম্ম এবং লোম ও বচ, কুড়, গুগ্‌গুল্, নিমপাতা ও মধু; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া অগ্নিসংযোগ পূর্ব্বক বস্ত্রবেষ্টিত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উহার ধূম গাত্রে লাগাইলে সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর নষ্ট হয়।

মহেশ্বরধূপ। হিঙ্গুল, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গব্যঘৃত, গরুর অস্থি, গন্ধতৃণ, শিবনির্ম্মাল্য, কট্‌কী, শ্বেতসর্ষপ, নিমপাতা, ময়ূরপুচ্ছ, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা, গো-শৃঙ্গ, মদনফল,

বৃহতী, কণ্টকারী, বচ, কার্পাসবীজ, তুষ, ছাগবিষ্ঠা, শৃগালবিষ্ঠা ও হস্তিদন্ত ; এই সকল কুট্টিত করিয়া ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া মৃত্তিকাতে স্থাপনপূর্ব্বক অগ্নিসংযোগ করিয়া বস্ত্রাবৃত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া উহার ধূম গ্রহণ করিলে সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর নষ্ট হইয়া থাকে। এই যোগ অনেক স্থলে বিশেষরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে।

ক্বাথপ্রয়োগ-বিধি।

পটোলাদি ক্বাথ। বায়ু ও পিত্তপ্রধান তৃতীয়ক ও তৃতীয়কবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে রোগীর দাহ, ঘর্ম্ম, পিপাসা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং জ্বর মধ্য বা মৃদু বেগ সহকারে প্রকাশ পাইলে, এই ক্বাথ রোগীকে প্রাতে সেবন করাইবে।

পটোলাদিক্বাথ। পলতা, যষ্টিমধু, কট্‌কী, মুথা ও হরীতকী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

মধুকাদি ক্বাথ। বায়ু ও পিত্তপ্রধান অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক প্রভৃতি বিষমজ্বরে রোগীর দাহ, ঘর্ম্ম, কোষ্ঠকাঠিন্য ও পিপাসা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথে মধু।০ আনা ও চিনি।০ আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহা যেমন স্নিগ্ধ তেমনি বায়ুপিত্ত নাশক ও পুষ্টিকর।

মধুকাদিক্বাথ: যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুথা, আমলকী, ধনে, বেণারমূল, গুলঞ্চ ও পটোল-পত্র ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

মহৌষধাদিক্বাথ। বায়ু ও পিত্ত প্রধান তৃতীয়কজ্বরে রোগীর জ্বরের-বেগ প্রবল হইলে, এই ক্বাথের সহিত চিনি।০ আনা ও মধু।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া অপরাহ্নে রোগীকে সেবন করাইবে।

মহৌষধাদিক্বাথ। শুঁঠ, পদ্মগুলঞ্চ, মুথা, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও ধনে, সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

উশীরাদিক্বাথ। তৃতীয়ক জ্বরে রোগীর দাহ ও পিপাসা প্রবল হইলে, এই ক্বাথে ইক্ষুচিনি।০ আনা ও মধু।০ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

উশীরাদিক্কাথ। বেণার মূল, রক্তচন্দন, মুথা, গুলঞ্চ, ধনে ও শুঁঠ, এই সকল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বাসাদিকাথ। চাতুর্থক জ্বরে রোগীর পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং জ্বর অল্প বা প্রবলবেগ সহকারে প্রকাশ পাইলে, এই কাথে ইক্ষুচিনি ।০ আনা ও মধু ।০ আনা মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে চাতুর্থক জ্বর বিনষ্ট ও পিত্ত প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাসাদিক্কাথ। বাসকছাল, আ মলকী, শালপাণী, দেবদারু, হরীতকী ও শুঠ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ভার্গ্যাদি ক্কাথ। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক ও চাতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি বিষমজ্বরে, বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে, এবং জ্বর প্রবল বা মৃদু বেগ সহকারে প্রকাশিত হইলে, নিরামাবস্থায় রোগীকে এই ক্কাথ সেবন করাইবে, বিষমজ্বরে ঈষৎ আমরস বিদ্যমান থাকিলে ও জ্বর অনেক সময় স্থায়ী হইলে, এই ক্কাথ সেবনে উপকার দর্শে, সন্নিপাতজ্বরে পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল থাকিলে, নিরাম অবস্থায় এই ক্কাথ বিশেষ উপকারী। প্রাতে সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে। বিষমজ্বরে প্লীহা অল্প বৃদ্ধি পাইলে বা রোগীর অগ্নিমান্দ্য থাকিলেও ইহা সেবনে বেশ উপকার হয়, কিন্তু বিষমজ্বরে রোগীর অপক্বসর্দ্দি বা কাস থাকিলে, ইহা সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় না।

ভার্গ্যাদিক্কাথ। বামনহাটী, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, কুড়, শুঁঠ, হরীতকী, পিপুল, বিল্ব-ছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুলছাল, গণিয়ারি, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা

ভার্গ্যাদিকাথ (মতান্তরে)। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক প্রভৃতি বিষম জ্বরে, পিত্তশ্লেষ্মা প্রবল হইলে এবং জ্বর অল্পবেগ সহ-কারে প্রকাশিত হইলে, নিরামাবস্থায় এই ক্কাথ রোগীকে সেবন করাইবে, ঐ সমস্ত জ্বর অনেক দিন হইতে প্রকাশ পাইলে এবং শরীরে রস রক্তাদির অভাব দৃষ্ট হইলে, এই ক্কাথ বিশেষ উপকারী। জ্বরের সহিত পিত্তের প্রকোপ, অগ্নিমান্দ্য বা উদরাময় থাকিলে এবং প্লীহা বৃদ্ধি হইলে, তাহাও ইহা সেবনে

বিনষ্ট হয়। দুর্জ্জলজনিত জ্বর ৫। ৭। ১০ বা ১৫ দিন অন্তর নিয়মিত ভাবে অথবা অনিয়মিত ভাবে প্রকাশ পাইলেও, এই কাথ উপকারী।

ভার্গ্যাদিকাথ। (মতান্তরে)। বামনহাটী, ক্ষেতপাপড়া, শুঁঠ, বাসক, পিপুল, চিরতা, নিমছাল, পদ্মগুলঞ্চ, মুথা ও দুরালভা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

বৃহৎভার্গ্যাদিকাথ। সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয় ও চাতুর্থক প্রভৃতি বিষমজ্বরে বাতশ্লেষ্মা প্রবল হইলে, এবং জ্বর অল্প বা প্রবল বেগসহকারে অনেক দিন হইতে প্রকাশিত হইলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করাইবে। ঐ সমস্ত জ্বরে রোগীর ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি, প্লীহা ও যকৃৎ-বৃদ্ধি এবং জ্বরারম্ভকালে শীত প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, নিঃসন্দেহ-চিত্তে রোগীকে ইহা প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ ভার্গ্যাদিকাথ। বামনহাটী, হরীতকী, কট্‌কী, কুড়, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, পিপুল, গুলঞ্চ, শুঁঠ, বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারিছাল, পারুল, গণিয়ারি, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

দার্ব্যাদিকাথ। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক, চাতুর্থকবিপর্য্যয় এবং দুর্জ্জলজনিতজ্বরে জ্বরের মধ্য বেগ বা অল্প বেগ বিদ্যমান থাকিলে, নিরামাবস্থায় এই কাথ রোগীকে সেবন করাইবে। অনেক দিন হইতে প্রকাশিত, বহুদিন ব্যাপী, একদোষ, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষা-শ্রিত সর্ব্ববিধ বিষমজ্বরেই রোগীকে নিঃসন্দেহ চিত্তে ইহা সেবন করাইবে। কিছু দিন সেবন করিলে জ্বরের নিয়ম ভঙ্গ হয় অর্থাৎ জ্বর নিয়মিত দিন অতিক্রম করিয়া ভিন্নভিন্ন দিনে আগমন করে, কাহারও বা নিয়মিত দিনে জ্বরের বেগ হ্রাস পাইতে থাকে। জ্বরসহ প্লীহা, যকৃৎ ও কাস থাকিলে, এই কাথ প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়; ইহা প্রাতে সেব্য।

দার্ব্যাদিকাথ। নীলঝিণ্টি, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদি, শটী, শুঁঠ, গন্ধতৃণ, চিরতা, গজপিপুল, বলাড়ুমুরমূল, পদ্মকাষ্ঠ, সিজমূল, ধনে, শুঁঠ, মুথা, সরলকাষ্ঠ, শজিনার ছাল, বালা, বৃহতী, হরীতকী, কণ্টকারী, ক্ষেতপাপড়া, কুশমূল, কট্‌কী, অনন্তমূল,

গুলঞ্চ ও কুড় ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, শুঁঠ দুই ভাগ লইবে।

দার্ব্ব্যাদি কাথ। সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, তৃতীয়কবিপর্য্যয়, চাতুর্থক ও চাতুর্থকবিপর্য্যয় প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ধাতুগত জ্বরে, জ্বর একদোষ, দ্বিদোষ বা ত্রিদোষাশ্রিত হইলে এবং অল্প বা মধ্য বেগ সহকারে প্রকাশ পাইলে, নিরাম অবস্থায় এই কাথ রোগীকে সেবন করাইবে। বিষমজ্বরে রোগীর অত্যন্তদাহ, শরীরের কৃশতা, ঘর্ম্মনির্গম, কম্প, বমন, কাস, প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি এবং ঐ সমস্ত জ্বর অনেক দিন হইতে প্রকাশিত হইলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী। এই কাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করাইবে। ইহা সেবনে কাস এবং প্লীহাদি রোগজনিত জ্বরও নিবৃত্ত হয়।

দার্ব্ব্যাদিক্কাথ। দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, কণ্টকারী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেতপাপড়া, শ্যামালতা, তগরপাদুকা, গজপিপুল, বৃহতী, নিমছাল, মুথা, কুড়, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, শটী, রামবাসক, সরলকাষ্ঠ, বলালতা, সিজমূল, চিরতা, রক্তচন্দন, আকনাদি, কুশমূল, কট্‌কী পিপুল ও ধনে ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা ; শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চমূল্যাদিক্ষীর। জীর্ণজ্বরে বায়ুর রুক্ষতা বশতঃ কাস, শ্বাস, শিরঃশূল বিদ্যমান থাকিলে, এবং শরীরের ক্ষীণতা দৃষ্ট হইলে, রোগীকে পঞ্চমূলী সংযোগে পক্কদুগ্ধ বস্ত্রখণ্ডে ছাকিয়া সেবন করাইবে।

পঞ্চমূল্যাদিক্ষীর। শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা, পাকশেষ—১৬ তোলা।

বৃশ্চীরাদিক্ষীর। জীর্ণজ্বরে বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ মৃদুজ্বর, শোথ ও রক্তের হীনতা দৃষ্ট হইলে, বৃশ্চীরাদি দ্রব্যসংযোগে পক্কদুগ্ধ বস্ত্রখণ্ডে ছাকিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

বৃশ্চীরাদিক্ষীর। শ্বেতপুনর্ণবা, বেলছাল ও রক্তপুনর্ণবা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা গোদুগ্ধ ১৬ তোলা, পাকশেষ ১৬ তোলা।

বমনযোগ। জীর্ণজ্বরে রোগীর ঊর্দ্ধগত শ্লেষ্মার আধিক্যবশতঃ মাথা-ভার শিরঃশূল প্রভৃতি ও পিত্তের প্রকোপ লক্ষিত হইলে, এই সমস্ত ঔষধ সেবন করাইয়া বমন করাইবে।

বমনযোগ। মদনফলচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকের।০ বা ৷৷০ তোলা ও উষ্ণ জল এক ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া কফপ্রবল রোগীকে সেবন করাইবে। (১)

বমনযোগ। মদনফলচূর্ণ ও ইন্দ্রযবচূর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকের।০ আনা বা ৷৷০ তোলা ও উষ্ণজল এক ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান রোগীকে সেবন করাইবে। (২)

বমনযোগ। মদনফল চূর্ণ ও যষ্টিমধু চূর্ণ ইহাদের প্রত্যেকের।০ আনা বা ৷৷০ আনা ও উষ্ণজল এক ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। (৩)

বিরেচনযোগ। জীর্ণজ্বরে রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং বায়ু- ও পিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে, প্রাতে এই যোগ রোগীকে সেবন করাইবে।

বিরেচনযোগ। সোঁদালের আটা।০ আনা বা ৷৷০ আনা ও ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ এক ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে (১)

বিরেচনযোগ। তেউড়ীচূর্ণ।০ আনা বা ৷৷০ আনা ও দুগ্ধ এক ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। (২)

বিরেচনযোগ। কিস্‌মিস্ ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, ছাকিয়া উহাতে সোঁদালের আটা।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইবে। (৩)

ক্ষীরষট্‌পলকঘৃত। জীর্ণজ্বরে কফের ক্ষীণতা প্রকাশ পাইলে এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য বশতঃ রোগীর শরীরের রুক্ষতা উপলব্ধি হইলে, এই ঘৃত সেবন করাইবে, জ্বর অতি মৃদুভাবে প্রকাশ পাইলে ও স্নানাহার সহ্য হইলে ঘৃত সেবন ব্যবস্থেয়; জ্বরে প্লীহা বা যকৃৎ বেদনারহিত অবস্থায় বৃদ্ধি হইলে ও কাসের রুক্ষতা প্রকাশ পাইলে, রোগীকে ঈষৎ উষ্ণ দুগ্ধ সহ বৈকালে এই ঘৃত সেবন করাইবে।

ক্ষীরষট্‌পলকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের; যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে, গোদুগ্ধ ১৬ সের; কল্কদ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা।০ আনা বা ৷৷০ তোলা।

দশমূলষট্‌পলকঘৃত। জীর্ণজ্বরে রোগীর কফের ক্ষীণতা প্রকাশ পাইলে এবং বায়ু ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলে, জ্বরের মৃদু অবস্থায় এই ঘৃত রোগীকে সেবন করাইবে, জ্বরে বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ কাস নিবৃত্ত না হইলে এবং প্লীহা বা যকৃৎ বেদনা বিহীন হইলে (পুরাতনাবস্থায়) এই ঘৃত অত্যন্ত উপকারী। জ্বর ব্যতীত উরঃক্ষত ও ক্ষয়কাসে শরীর রক্তবিহীন হইলে, এই ঘৃত ব্যবস্থা করিবে। ইহা উষ্ণদুগ্ধ সহ সকালে বা বৈকালে সেব্য।

দশমূলষট্‌পলকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে; ক্বাথ্যদ্রব্য যথা— বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণী, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে, গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /৬ সের, জল ৪৮ সের, শেষ- ১২ সের। ক্বাথ ঘৃতে প্রদান করিয়া গোদুগ্ধ /৪ সের প্রদান করিবে। কল্কদ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, যবক্ষার, ইহাদের প্রত্যেকের ৮তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের, যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ।০ আনা হইতে ॥০ তোলা।

পিপ্পল্যাদ্যঘৃত। জীর্ণ জ্বরে রোগীর বায়ু ও পিত্তের রুক্ষতা বশতঃ শরীরের কৃশতা ও মৃদুজ্বর এবং তৎসঙ্গে কাস, মাথার বেদনা, অরুচি, ক্ষুধা-মান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ঘৃত সেবন করাইবে। জ্বর-ব্যতীত ক্ষয়কাস এবং দীর্ঘকালের প্রতমক শ্বাস ইত্যাদি রোগেও, ইহা ব্যবস্থা করা যায়। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ সকালে বা বৈকালে সেবন করিতে দিবে।

পিপ্পল্যাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের, যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। পাকার্থ জল ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, রক্তচন্দন, মুথা, বেণারমূল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ভুঁইআমলা, অনন্তমূল, আত-ইষ, শালপাণী, দ্রাক্ষা, আমলকী, বেলশুঁঠ, বলাডুমুর ও কণ্টকারী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। এই ঘৃতে পাকার্থ জল ১৬ সেরের পরিবর্ত্তে গোদুগ্ধ ১৬ সের ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আমরা জল ও দুগ্ধ উভয়ই প্রদান করিয়া থাকি। মাত্রা—।০ আনা হইতে ॥০ তোলা।

বাসাদ্যঘৃত। জীর্ণজ্বরে রোগীর কফের ক্ষীণতা এবং বায়ু ও পিত্তের রুক্ষতা বশতঃ মৃদুভাবে জ্বরের বেগ প্রকাশ পাইলে বা শরীরের কৃশতা, পুরাতন কাস, প্রমেহদোষ, প্রস্রাবে জ্বালা ও হস্তপদাদিতে সময় সময় জ্বালা উপলব্ধি হইলে, এই ঘৃত অপরাহ্নে ঈষদুষ্ণ গোদুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে।

বাসাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য— বাসক, গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বলাডুমুর ও দুরালভা; এই সমুদয় দ্রব্য

সমভাগে মিলিত /৪ সের ; জল ৩২ সের ; পাকশেষ ৮ সের। গোদুগ্ধ ৮ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুলমূল, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও শুঁঠ ; সমভাগে মিলিত ১ সের। মাত্রা—চারি আনা হইতে আট আনা পর্য্যন্ত।

বলাঘৃত। জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা এবং মৃদুভাবে জ্বরের প্রকাশ ও শরীরের কৃশতা দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ঘৃত সেবন করাইবে, জ্বরব্যতীত বায়ুর রুক্ষতাবশতঃ শরীরের কৃশতা, মাথাঘোরা, হস্ত পদাদির কম্প ও পুরাতন কাস অথবা শুষ্ক সূতিকায়, এই ঘৃত রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করাইবে। অনুপান—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ।

বলাঘৃত। গব্যঘৃত /৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য যথা-বেড়েলা ৮ সের, জল ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—বেড়েলা ১ সের, জল ১৬ সের। মাত্রা—।০ হইতে ॥০ তোলা।

অঙ্গারকতৈল। জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুর আধিক্য দৃষ্ট হইলে এবং জ্বরের বেগ অতি মৃদুভাবে বহির্ভাগে ৫। ৭। ১০ দিন অন্তর অথবা প্রত্যহ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করাইবে, যাহাদের স্নান ও আহার সহ্য হয়, তাহাদিগকেই তৈল মর্দ্দন করাইবে। রোগীর গাত্রে তৈল মালিশ করাইয়া কিছুক্ষণ পরে স্নান করাইবে।

অঙ্গারকতৈল। তিলতৈল ৪ সের, যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাঁজি ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশসার মূল, বৃহতী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী ও শতমূলী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের, জল ১৬ সের।

বৃহৎঅঙ্গারকতৈল। জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুর রুক্ষতা দৃষ্ট হইলে এবং জ্বর অতি মৃদুভাবে ৫। ৭ বা ১০ দিন অন্তর বা প্রত্যহ শরীরে প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মর্দ্দন করাইবে, জীর্ণজ্বরে রোগীর দীর্ঘ-কালীন অল্প শোথ ও শরীরের পাণ্ডুতা দৃষ্ট হইলে, এই তৈল বিশেষ উপকারী।

বৃহৎ অঙ্গারকতৈল। তিলতৈল ৪ সের ; যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাঁজি ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুকমুলা, পুনর্ণবা, দেবদারু, রাস্না ও শুঁঠ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

লাক্ষাদিতৈল। জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুজন্য রুক্ষতা দৃষ্ট হইলে এবং জ্বর অতি মৃদুভাবে ৫।৭ বা ১০ দশ দিন অন্তর অথবা প্রত্যহ প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করাইবে, জ্বরে প্রমেহ থাকিলেও তজ্জন্য প্রস্রাবে জ্বালা ও শরীরের কৃশতা দৃষ্ট হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অতি পুরাতন জীর্ণজ্বরেই এই তৈল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

লাক্ষাদি তৈল। তিল তৈল ৪ সের, যথা নিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাঁজি ২৪ সের। কল্কদ্রব্য—লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা সমভাগে মিলিত ১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

মহালাক্ষাদিতৈল। জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুজন্য রুক্ষতা উপলব্ধি হইলে এবং জ্বর অতিমৃদ্ভাবে ৫।৭।১০ বা ১৫ পনরদিন অন্তর অথবা প্রত্যহ প্রকাশিত হইলে, এই তৈল রোগীর গাত্রে মালিশ করিতে দিবে। জ্বর ব্যতীত রোগীর দীর্ঘকালীন প্রতমক শ্বাস, পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত পুরাতন কাস, প্রতীশ্যায়, গাত্রের চুলকানি এবং রক্তবাত জনিত ত্রিক, পৃষ্ঠ ও কটিদেশের বেদনা ইত্যাদি রোগে এই তৈল মালিশ করিতে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

মহালাক্ষাদিতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে; কাথ্য-দ্রব্য—লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। দধির মাত ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুলফা, হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, কুড়, রেণুকা, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, মুথা ও রক্তচন্দন, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

কিরাতাদিতৈল। জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুজন্য রুক্ষতা উপলব্ধি হইলে এবং স্নানাহার সহ্য হইলে ও অতি মৃদুভাবে ৫।৭।১০ বা ১৫ দিন অন্তর অথবা প্রত্যহ জ্বর প্রকাশ পাইলে, রোগীর গাত্রে এই তৈল মালিশ করিতে দিবে। অস্থি ও মজ্জাগত জীর্ণজ্বরে এই তৈল উপকারী, জ্বরব্যতীত দীর্ঘকালীন বেদনারহিত পুরাতন প্লীহা, যকৃৎ, কামলা, শোথ ও হলীমক প্রভৃতি রোগেও এই তৈল মর্দ্দন অতি উপকারী।

কিরাতাদিতৈল। কটুতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। দধির মাত ৪ সের। কাঁজি ৪ সের। কাথ্যদ্রব্য—চিরতা ২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, পাকশেষ ৪ সের। কল্কদ্রব্য—মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশসার মূল, বালা, কুড়, রাস্না, গজপিপুল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদি, ইন্দ্রযব, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্‌লবণ,

বাসকছাল, শ্বেতআকন্দেরমূল, শ্যামালতা,দেবদারু ও মাকাললতা ; এইসকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের, পাকার্থ--জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

বৃহৎ কিরাতাদি তৈল। জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুজন্য রূক্ষতা উপলব্ধি হইলে এবং সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থকজ্বর অথবা দুর্জ্জল জনিত জ্বর ৫। ৭ ১০ বা ১৫ দিন অন্তর অতি মৃদুভাবে প্রকাশিত হইলে, এই তৈল রোগীর সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে। জীর্ণজ্বরে প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি, অথবা শোথ বা প্রমেহ দোষ বিদ্যমান থাকিলেও, এই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিতে দেওয়া যায়। এই তৈল দৈহিক বলবর্দ্ধক ও বর্ণের উদ্দীপক।

বৃহৎ কিরাতাদিতৈল। কটুতৈল ৮ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্য-দ্রব্য—চিরতা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। মূর্ব্বামূল ৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের, লাক্ষা ৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের। কাঁজি ৮ সের। দধির মাত ৮ সের। কল্কদ্রব্য—চিরতা, গজপিপুল, রাস্না, কুড়, লাক্ষা, রাখালশসারমূল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, যষ্টিমধু, মুথা, পুনর্ণবা. সৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, বৃহতী, বিট্‌লবণ, বালা, শতমূলী. রক্তচন্দন, কট্‌কী, অশ্বগন্ধা, শুলফা, রেণুকা, দেবদারু, বেণারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধনে, পিপুল, বচ, শটী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, বনযমানী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গোক্ষুর, শালপাণী, চাকুলে. দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ঘোড়ানিমছাল, হবুষা ও যবক্ষার ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা, পাকার্থ—জল ৩২ সের, যথানিয়মে পাক শেষ করিবে।

বৃহৎ জ্বরভৈরবতৈল। জীর্ণজ্বরে রোগীর বায়ুজন্য রূক্ষতা দৃষ্ট হইলে এবং সতত, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক প্রভৃতি জ্বর অথবা দুর্জ্জল জনিত জ্বর প্রত্যহ বা ৫।৭।১০ দশ দিন অথবা ১ মাস পরে ২।১ দিন মাত্র অতিমৃদুভাবে প্রকাশ পাইলে, এই তৈল রোগীর সমস্ত গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে, অস্থিগত মজ্জাগত বিবিধ জীর্ণজ্বরে এই তৈল অত্যন্ত উপকারী।

বৃহৎ জ্বরভৈরবতৈল। তিলতৈল ৮ সের. যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—গুলঞ্চ, বাসক, নিমছাল, মূর্ব্বামূল, রক্তচন্দন, চিরতা, কালমেঘ ও নিশিন্দাপাতা ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ১০০ তোলা, জল ৬৪ সের, পাকশেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ, আতইষ, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা. সোমরাজী, পিপুল. পিপুলমূল, শজিনাবীজ, শালপাণী, লাক্ষা, পটোলপত্র, ধনে, কুড়, চিরতা. চাঁপামূলের ছাল. মূর্ব্বামূল, অশ্বগন্ধা, সরলকাষ্ঠ ও কণ্টকারী ; ইহাদের প্রত্যেকের ১২ তোলা লইবে। পাকার্থ জল ৩২ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

জ্বরে—পথ্যাপথ্য-বিধি।

নবজ্বরে—পথ্য।

নবজ্বরে রোগীকে প্রথমে লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস প্রদান করাই কর্ত্তব্য, উপবাস দ্বারা আমরস ও বাতাদি দোষের পরিপাক হয়। এই লঙ্ঘন বিধি বাতাদি দোষের পরিপাক ভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে, যথা—বাতিকজ্বর সপ্তরাত্রে, পৈত্তিকজ্বর দশরাত্রে ও শ্লৈষ্মিকজ্বর দ্বাদশ রাত্রিতে দোষের ও আমরসের পরিপাকান্তে প্রশমিত হয়। অতএব ঐ সমস্ত নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত লঙ্ঘন প্রদান কর্ত্তব্য, কিন্তু ঐ সমস্ত দিনের মধ্যেও বাতাদি দোষ ও আমরসের পরিপাক হইলে এবং জ্বরবেগ মন্দীভূত হইলে, রোগীকে হিতকর পথ্য (যবাগু প্রভৃতি) প্রদান করিবে। অগ্নির অল্পতা সত্ত্বে অল্প খৈরমণ্ড প্রদান করিবে, যেহেতু ইহা সহজে জীর্ণ হয়। খৈরমণ্ড কোষ্ঠ শুদ্ধিকারক অথচ জ্বরাতিসারনাশক। বালক, বৃদ্ধ ও বিবিধ রোগে পীড়িত ব্যক্তি এবং গর্ভিণী স্ত্রী জ্বররোগে নিতান্ত দুর্ব্বল এবং ক্ষুধাভিভূত হইলে.দেশ (জলাভূমি, উচ্চভূমি, উচ্চস্থান বা পার্ব্বত্যস্থান), কাল (বর্ষা, গ্রীষ্ম ও হেমন্ত ইত্যাদি) অনুসারে জ্বরে বাতাদি দোষের সমতা ও ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, ঐ সকল দিন গণনা না করিয়াও মুগ, মসূর, ছোলা, কুলথ-কলাই ও বনমুগ এই সকল দাইলের যূষ, যবমণ্ড এবং পুরাতন রক্তশালি প্রভৃতি ধান্যের খৈ এবং ঐ সকল ধান্যের তণ্ডুল দ্বারা প্রস্তুত অন্ন রোগীকে প্রদান করিবে। কারণ বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের মনুষ্যগণ প্রায়শঃ দুর্ব্বল, সুতরাং দীর্ঘকাল লঙ্ঘন সহ্য করিতে অক্ষম, এরূপ অবস্থায় একেবারে নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা না করিয়া বরং তাহাদিগকে খৈরমণ্ড, খৈ, যবমণ্ড, মসূর যূষ ও মুগের যূষ প্রভৃতি লঘু পথ্য প্রদান করিবে, তৎপর জ্বরের নিবৃত্তি হইলেই বিবেচনাপূর্ব্বক অন্নপথ্য প্রদান করিবে।

কফপ্রধান বা বাতশ্লেষ্মপ্রধান জ্বরে রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, মসূর-যূষ প্রদান করিবে। পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে মুগেরযূষ এবং পিত্তজ্বরে বা বাতপৈত্তিক জ্বরে মুদ্গামলকযূষ হিতকর, পিত্তজ্বরে দাহ ও পিপাসা প্রভৃতি প্রবল থাকিলে খৈর মণ্ড উপকারী। অন্যান্য যূষও দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদান করিবে। জ্বর আরোগ্য হইলে, কফপ্রধান জ্বররোগীকে মুগের যূষসহ অন্ন প্রদান করিবে,

পিত্তপ্রধান জ্বরে রোগীকে কিঞ্চিৎ চিনিসংযুক্ত মুগের যূষ সহযোগে অন্ন প্রদান বিধেয়, বায়ুপ্রধান জ্বরে এবং শ্রম ও উপবাস জনিত জ্বরে মাংসরস সহযোগে অন্নপ্রদান করিবে। সন্নিপাতজ্বরে রোগীর অগ্নিবল অনুসারে খৈরমণ্ড, মসুর, মুগ প্রভৃতির যূষ প্রদান করা যাইতে পারে; খৈরমণ্ড অত্যন্ত লঘু ও সহজে পরিপাক হয়, সুতরাং সচরাচর তাহাই প্রদান করা কর্ত্তব্য। সন্নিপাত জ্বরের নিরাম অবস্থায় দোষের প্রবলতা অনুসারে পেয়া, মণ্ড ও বিলেপী ইত্যাদি প্রদান করিবে এবং জ্বর লাঘব হইলে মসুরাদির যূষ সহযোগে অন্ন প্রদান করিবে।

যূষ প্রস্তুত বিধি।

মসুর, মুগ ও কুলত্থকলায় প্রভৃতি দ্রব্যের কোন একটীকে অষ্টাদশ গুণ জল দ্বারা সিদ্ধ করিলে উহা গলিয়া কণা রহিত হইয়া পেয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন হইলে নামাইয়া লইবে।

অন্যপ্রকারে মুদ্গযূষ প্রস্তুত বিধি।

কুট্টিত মসুর ও মুগ প্রভৃতির কোনও একটা ৮ তোলা; শুণ্ঠীচূর্ণ ।• চারি আনা, পিপ্পলী চূর্ণ ।• চারি আনা একত্র ৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে।

অন্যপ্রকারে মুদ্গযূষ প্রস্তুত বিধি।

মুগ ১৬ তোলা লইয়া ৪ সের জলসহ সিদ্ধ করিয়া চারিভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে চট্‌কাইতে থাকিবে এবং যখন দেখিবে, ডাইল জলের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, তখন উহাতে দাড়িমের রস ৮ তোলা এবং সৈন্ধবলবণ, শুণ্ঠী, ধনিয়া, জীরা ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ চারি আনা করিয়া মিশ্রিত করিয়া লইবে।

মুদ্গামলক যূষ প্রস্তুত বিধি।

আমলকী ২ তোলা, মুগের দাইল এক ছটাক, জল দুই সের একত্র সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে রোগীকে ভক্ষণ করিতে দিবে, এই নিয়মে যূষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মধ্যজ্বরে—পথ্য।

মধ্যজ্বরে রোগীর বাতাদি দোষের প্রকোপ হ্রাস ও জ্বর নিবৃত্ত হইলে, রোগীকে অন্নপথ্য প্রদান করিবে এবং নিম্নলিখিত দাইলের যূষ ও তরকারীসহ অন্ন ইচ্ছানুসারে সেবন করিতে দিবে। পুরাতন ষষ্টিক ও শালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগ, মসূর, ছোলা, কুলথকলায় ও বনমুগের যূষ এবং বেগুণ, সজ্‌নে-ডাঁটা, করলা, বেতের অগ্রভাগ, পটোল, কাঁকরোল, কচিমূলা, ইহাদের যূষ ও আকনাদি, গুলঞ্চ, বেতোশাক, ক্ষুদ্র নটেশাক, জীবন্তীশাক ও কাক-মাচীশাক রোগীর অবস্থানুসারে পথ্য প্রদান করিবে। ফলের মধ্যে কিস্‌মিস্‌, কয়েতবেল, দাড়িম ও বৈঁচি প্রভৃতি এবং অন্যান্য সুপক্কফল দেশ, কাল ও বাতাদি দোষ অনুসারে বিরেচনাপূর্ব্বক রোগীকে প্রদান করিবে।

পুরাতনজ্বরে—পথ্য।

পুরাতন ষষ্টিক ও শালিতণ্ডুলের অন্ন, মুগ ও মসূর প্রভৃতি ডাইলের যূষ এবং বেগুণ, শজনে প্রভৃতি ও মধ্যজ্বরে নির্দ্দিষ্ট পথ্য রোগীকে প্রদান করিবে। তদ্ভিন্ন কৃষ্ণসার, হরিণ, চড়ুই, ময়ূর, লাব, শশক, তিত্তিরি, কুক্কুট (মোরগ), বক, কুরঙ্গ, চিত্র হরিণ, চকোর, চাতক, বটের ও কালপুচ্ছ প্রভৃতির মাংসের যূষ দেশ, কাল ও ব্যক্তি বিশেষে দুর্ব্বলাবস্থায় প্রদান করিবে। গব্যদুগ্ধ এবং ঘৃত ও ছাগীদুগ্ধ রোগীর অগ্নিবল ও অবস্থানুসারে জীর্ণজ্বরে রোগীকে সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ মন্দাগ্নিব্যক্তিকে ও কফপ্রধান রোগীকে প্রায়শঃ দুগ্ধ ও ঘৃত সেবন করাইবে না, জীর্ণজ্বরে রোগীর রাত্রিতে দুগ্ধপান নিষিদ্ধ, হরীতকী জীর্ণজ্বরে রোগীর নিত্য সেব্য। পর্ব্বতের ঝরণার জল পান, শ্বেতচন্দন গাত্রেলেপন, জ্যোৎস্না ও প্রিয়জনের আলিঙ্গন দীর্ঘকালীন পুরাতন জ্বরে অবস্থানুসারে হিতজনক। রোগীর বলাবল অনুসারে ও দেশ, কাল ভেদে চিকিৎসক সমস্ত খাদ্য দ্রব্য, ঔষধ ও অন্যান্য যাবতীয় বিধি নির্ব্বাচন করিবেন।

জ্বরাতিসার-চিকিৎসা।

জ্বরাতিসারের লক্ষণ।

জ্বরে অতিসার অথবা অতিসারে জ্বর উপস্থিত হইলে, তাহাকে জ্বরাতিসার বলা যায়।

পিত্তজ্বরজনিত জ্বরাতিসারের লক্ষণ। জ্বরের প্রবলবেগ, নিদ্রার অল্পতা, বমন এবং কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকায় ফোস্কা উদ্গম, ঘর্ম্ম, প্রলাপ, মুখের কটু আস্বাদ, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, পিপাসা, চক্ষু ও মূত্রের পীতাভা ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত রোগীর পিত্তপ্রধান জ্বরে যদ্যপি অতিসার উপস্থিত হয় অর্থাৎ পীত, হরিৎ বা লোহিত বর্ণের পাতলা মল নির্গত হয়, তাহা হইলে উহাকে জ্বরাতিসার রোগ কহে।

পিত্তাতিসারজনিত জ্বরাতিসারের লক্ষণ। রোগীর পীত, হরিৎ বা লোহিত বর্ণের পাতলাদাস্ত এবং তৃষ্ণা, দাহ, মূর্চ্ছা ও গুহ্যদেশে জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ সমন্বিত পিত্তাতিসারে যদ্যপি প্রবল জ্বর হয়, তাহা হইলে উহাকেও জ্বরাতিসার বলা যায়।

জ্বরাতিসার-চিকিৎসা-বিধি।

জ্বরাতিসারের সাধারণ চিকিৎসাবিধি সন্নিপাতজ্বরে অতিসার চিকিৎসার অনুরূপ, কিন্তু জ্বরাতিসারে শ্লেষ্মার প্রবলতা বশতঃ জ্বর লুপ্ত হইয়া অনেক সময় বিকার উপস্থিত হয় এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার প্রবলতা বশতঃ মল মূত্রের রোধ প্রভৃতি অলসক ও বিসূচিকার (কলেরার) লক্ষণে পরিণত হয়, এই অবস্থায় বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইলে, তন্নিবারণার্থ বিসূচিকা ও অলসক রোগের চিকিৎসাবিধি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ পিত্তজ্বরে অতিসার ও পিত্তাতিসারে জ্বরজনিত উপদ্রবসকল একই ঔষধে বিনষ্ট হয়, এই রোগে সাধারণতঃ দাহ, ঘর্ম্ম, অজ্ঞানতা, পিপাসা ও প্রবল জ্বর প্রভৃতি বহুবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয় এবং শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ হস্তপদাদির শীতলতা, বক্ষঃস্থলে-বেদনা ও সময় সময় শ্বাস ও হিক্কা প্রভৃতি ক্রমশঃ দৃষ্ট হয়, এবং অবস্থা-

বিশেষে ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ বমন ও দাস্ত প্রভৃতি লক্ষণও জ্বরাতিসার রূপে প্রতীয়মান হয়।

যে কোনও প্রকারের জ্বরাতিসার রোগই হউক না কেন, রোগীকে প্রথমতঃ পাচক ও অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ অর্থাৎ অগ্নিকুমাররস ও রামবাণ প্রভৃতি প্রদান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ধারক ঔষধ অর্থাৎ উশীরাদিক্কাথ ও হ্রীবেরাদি-ক্কাথ প্রভৃতি সেবন করাইয়া কোষ্ঠবদ্ধ করান নিতান্ত অন্যায়, কোষ্ঠবদ্ধ হইলে অনেকস্থলে জ্বর বৃদ্ধি হয় এবং বাতশ্লেষ্মার প্রবলাবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগে মলমূত্ররোধ ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব সহসা উপস্থিত হয়। সুতরাং জ্বরঘ্ন অথচ অগ্নিবর্দ্ধক সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস, প্রাণেশ্বররস প্রভৃতি প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রবলজ্বর অথবা শ্লেষ্মার প্রবলতা বশতঃ রোগীর স্তব্ধতা এবং বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে. বৃহৎকস্তূরীভৈরব (মতান্তরে) ও বৃহৎ রত্নগর্ভ প্রভৃতি ঔষধ রোগীকে প্রদান করা কর্ত্তব্য এবং প্রবল উপদ্রব নষ্ট হইলে, সিদ্ধপ্রাণে-শ্বর, প্রাণেশ্বর, কনকসুন্দর ও উশীরাদিক্কাথ প্রভৃতি প্রদান করিবে। পিপাসা-নিবারণার্থ ষড়ঙ্গপানীয়, শ্বাস উপস্থিত হইলে শ্বাসচিন্তামণি, বৃহৎ শ্বাস-চিন্তামণি, এইরূপ দাহ ও হিক্কা প্রভৃতি নিববারণার্থ সন্নিপাতরোগে দাহ, ঘর্ম্ম, শ্বাস ও হিক্কা চিকিৎসায় উল্লিখিত বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। শ্লেষ্মার প্রবলতা বশতঃ রোগী চেতনা বিহীন এবং তাহার শরীর অত্যন্ত শীতল বোধ হইলে, সন্নিপাত জ্বরের চিকিৎসার বিধানানুসারে গাত্রে বালুকাস্বেদ প্রদান ও মৃগনাভিযোগ, বৃহৎকস্তূরীভৈরব (মতান্তরে) প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য। কিন্তু জ্বরাতিসারে বমন ও দাস্ত অত্যধিক হইলে, প্রায়ই শরীর শীতল হয়, এমত অবস্থায় রোগীকে স্বেদ প্রদান না করিয়া কেবল উষ্ণবীর্য্য ও পাচক ঔষধ (বৃহৎকস্তূরীভৈরব, মকরধ্বজবটী, মৃতসঞ্জীবনী সুরা) প্রদান করা কর্ত্তব্য। রোগীর বমন ক্রিমিজনিত অথবা পিত্তজনিত তাহা পরীক্ষা করিয়া তদনুসারে ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ক্রিমিজন্য বমনে ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে অন্নপথ্য প্রদান করিবে না, সাধারণতঃ খৈরমণ্ডই জ্বরাতিসারে প্রশস্ত পথ্য, উহা সেবনে দাহ ও পিপাসার নিবৃত্তি হয়। উপদ্রব সমূহ নষ্ট হইলে ধারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরাতিসারের প্রবলাবস্থায় বাতশ্লেষ্মজনিত উপদ্রব সকল বিনষ্ট ও আম পরিপাক হইলে, উশীরাদি ও হ্রীবেরাদি প্রভৃতি ক্কাথ প্রদান করিবে। ঐ সকল ক্কাথ সেবনে উপদ্রব সমূহও অনেকাংশে নিবৃত্ত হয় এবং জ্বরও নষ্ট হয় বটে, কিন্তু বাত-

শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ অর্থাৎ বিসূচিকা ও অলসকরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, ঐ সকল কাথ সেবন না করাইয়া উপদ্রব নাশক ঔষধ অর্থাৎ বৃহৎ কস্তূরীভৈরব, বৃহৎ রত্নগর্ভ প্রভৃতি এবং উদরাধ্মান নিবারক যোগ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ঐ সকল উপদ্রব নষ্ট হইলে, পশ্চাৎ জ্বর এবং উদরাময় নিবৃত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত বিবিধ কাথ সেবন করান যাইতে পারে।

জ্বরাতিসারে আমসংযুক্তমল বা রক্তমিশ্রিত মল অত্যধিক নির্গত হইলে, তৎপ্রতীকারার্থ আম ও রক্তনাশক বিবিধ যোগ ও কাথ সেবন করান আবশ্যক। কিন্তু রোগের আতিশয্যে যে সকল ঔষধে হঠাৎ আমবন্ধ হয়, তাদৃশ ধারক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য নহে। আমপাচক ও পিত্তনাশক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

জ্বরাতিসার রোগে পৃথক্রূপে জ্বরের ও অতিসারের ঔষধ সেবন করাইলে কোনও উপকার হয় না। কারণ, অতিসারের ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগীর দাস্ত বন্ধ হইলে, অনেক স্থানে জ্বর মৃদু বা প্রবলভাবে প্রকাশিত হয়, আবার কেবল জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিলেও তদ্দ্বারা অতিসারের উপকার হয় না; সুতরাং এই রোগে জ্বর ও অতিসার উভয় রোগনাশক একই ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়, জ্বরের প্রবলতা থাকিলে আমরস ও আমদোষ পাচক জ্বরঘ্ন অথচ পিত্তজ্বরনাশক আগ্নেয় ঔষধ যথা কনকসুন্দর, আনন্দভৈরব ও বৃহৎকস্তূরী-ভৈরব প্রভৃতি সেবন করান কর্ত্তব্য। জ্বরের অত্যন্ত প্রবলতা দৃষ্ট হইলে অবস্থা বিশেষে জ্বরঘ্ন জয়াবটী ও আগরকস্তূরী প্রভৃতি ঔষধ, ধারক ও আগ্নেয় অনুপান অর্থাৎ জীরাচূর্ণ বা মুথাররস প্রভৃতি সংযোগে প্রয়োগ করিলে উপকার হয়, কিন্তু এইমত শাস্ত্রকারগণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রায়শঃ ভেদক এবং অতিসারনাশক ঔষধ মলরোধক, এ অবস্থায় জ্বরাতিসারে জ্বরঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ করিলে মলভেদ এবং অতি-সার নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলে মলবদ্ধ হইয়া জ্বর বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু যে সমস্ত জ্বরঘ্ন ঔষধ ভেদক নহে, কেবল মাত্র অগ্নিবর্দ্ধক, সেই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিতে কোন প্রতিবন্ধকতা নাই; অনুপান বিশেষে ঐ সকল ঔষধ অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিয়া আমরা অনেক সময়ই সুফল লাভ করিয়াছি। পিত্তাতিসারে জ্বর উপস্থিত হইলে, সিদ্ধপ্রাণেশ্বর ও মহাগন্ধক প্রভৃতি ধারক অথচ জ্বরঘ্ন ঔষধই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, উভয়বিধ অবস্থায়ই যে রোগের প্রবলতা দেখিবে, সেই প্রবল মুখ্য রোগনাশক অথচ

অন্য রোগ প্রশমক ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। অতিসার নিবৃত্ত ও জ্বর সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইলে, অরঘ্ন অথচ অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ প্রদান করিবে, এই সকল অবস্থায় ধারক ঔষধ পুনঃপুনঃ প্রয়োগে রোগীর অনেক দিন পর্য্যন্ত মৃদুজ্বর ও কোষ্ঠকাঠিন্য লক্ষিত হয়, সুতরাং ঐ অবস্থায় নিরামজ্বরের ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক এবং অতিরিক্ত দাস্ত ও বমির জন্য শরীর দুর্ব্বল হইলে, মকরধ্বজবটী ও বৃহৎ মকরধ্বজবটী প্রভৃতি রোগীর অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে। জ্বরাতিসারে যাবৎ রোগী সবল না হয়, তাবৎ গুরুপাক দ্রব্য সেবন নিষিদ্ধ, এ অবস্থায় স্নানাহারের বিষয়ে অতিশয় সাবধানতা অবলম্বন করিবে।

জ্বরাতিসাররোগে—ঔষধ।

হ্রীবেরাদিক্কাথ। জ্বরাতিসাররোগে রোগীর পাতলাদাস্ত অথবা মলের পিচ্ছিলতা, আম ও রক্তসংযুক্ত মলত্যাগ, উদরে অর্থাৎ নাভিস্থলে আমের বেদনা এবং আমের বদ্ধতা ও জ্বর ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্কাথ সিদ্ধ করিয়া প্রাতে একবার বা অবস্থা-বিশেষে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরবিহীন অবস্থায়ও উদরাময়ের ঐ সকল লক্ষণ উপস্থিত হইলে, এই ক্কাথ ব্যবস্থা করা যায়।

হ্রীবেরাদি ক্কাথ। বালা, আতইষ, মুথা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ ও ধনে; এই ছয়টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, পাক শেষ ৮ তোলা।

উশীরাদি ক্কাথ। জ্বরাতিসারে রোগীর অরুচি, জ্বর, পাতলা দাস্ত ও তৎসঙ্গে উদরে বেদনা অথবা আম ও রক্তসংযুক্ত মল নির্গমন ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ক্কাথ প্রাতে ১ বার অথবা প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই বার সেবন করিতে দিবে, বিজ্বরাবস্থায়ও ঐ সকল উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, ইহা ব্যবস্থা করা যায়।

উশীরাদিক্কাথ। বেণার মূল, বালা, মুথা, ধনে, শুঁঠ, বরাহক্রান্তা, ধাইপুষ্প, লোধ ও বেলশুঁঠ, এই নয়টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; পাকশেষ ৮ তোলা।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ। জ্বরাতিসারে রোগীর বমনবেগ, অরুচি, পিপাসা, গাত্র দাহ ও পাতলাদাস্ত এবং জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে, রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ। গুলঞ্চ, আতইষ, ধনে, শুঁঠ, মুথা, বালা, আকনাদি, চিরতা, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, বেণার মূল ও পদ্মকাষ্ঠ, এই ত্রয়োদশ দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; পাকশেষ ৮ তোলা।

কলিঙ্গাদি ক্বাথ। জ্বরাতিসারে রোগীর জ্বর, পাতলাদাস্ত, উদরে বেদনা, বিশেষতঃ দাহ প্রবল থাকিলে, প্রাতে ১ বার বা অবস্থাভেদে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ২ বার এই ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

কলিঙ্গাদি ক্বাথ। ইন্দ্রযব, আতইষ, শুঁঠ, চিরতা, বালা ও দুরালভা, এই ছয়টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

পঞ্চমূল্যাদি ক্বাথ। জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলাদাস্ত বা আমসংযুক্ত মল নির্গম, বমন, উদরে বেদনা ও কাস প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথ সিদ্ধ করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

পঞ্চমূল্যাদি ক্বাথ। শালপাণী, চাকুলে বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুথা, শুঁঠ, আকনাদি, চিরতা, বালা, কুড়চিরছাল ও ইন্দ্রযব; এই পনরটী দ্রব্য সম ভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

কালিঙ্গাদি গুড়িকা। জ্বরাতিসারে রোগীর উদরে বেদনা, কামড়ানি, জ্বর এবং রক্ত সংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল।

কলিঙ্গাদি গুড়িকা। ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, জামের বীজ, আমের বীজের শাস, কয়েত-বেলেরপাতা, রসাঞ্জন, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কট্‌ফল, চামারকসা, লোধ, মোচরস, শঙ্খভস্ম, ধাইপুষ্প ও বটের শুঙ্গা; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চাউল ধোয়া জলে পেষণ পূর্ব্বক ছায়ায় শুষ্ক করিবে। মাত্রা ৶০ আনা বা ।০ আনা।

ব্যোষাদ্য চূর্ণ। জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলাদাস্ত অথবা আম ও রক্ত-সংযুক্ত মল নিঃসরণ, তৃষ্ণা ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই

ঔষধ মধু বা চাউলের জলের সহিত সেবন করাইবে। ইহা গ্রহণী, রক্তমেহ, প্লীহারোগ, পাণ্ডু, কামলা ও উদরাময় এবং তজ্জনিত শোথ বিদ্যমান থাকিলেও ব্যবস্থা করা যায়।

ব্যোষাদ্য চূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, রক্তচিতা, কট্‌কী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা ও আতইষ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, কুড়চিরছাল-চূর্ণ সর্ব্বসমষ্টির সমান; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ⁄৹ আনা।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর রস। জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলা অথবা ঈষৎ আমসংযুক্ত দাস্ত এবং উদরে বেদনা, গুড়্‌ গুড়্‌ শব্দ ও জ্বর ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কেবল অতিসারে এবং বাতজ গ্রহণীরোগেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। রোগের অবস্থানুসারে দিনে ২। ৩ তিন বার ও রাত্রে ২। ১ এক বার সেব্য। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু, অথবা মুথার রস ও মধু বা চাউলের জল।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রাণেশ্বররস। জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলাদাস্ত অথবা আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে এবং উদরে বেদনা,জ্বর বা অজীর্ণ ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। কেবল উদরাময় দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, রোগের অবস্থানুসারে দিবারাত্রে ২। ৩ বা ৪ চারি বার সেব্য। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু।

প্রাণেশ্বররস। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কনকসুন্দররস। জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলাদাস্ত, উদরে গুড়্‌ গুড়্‌ শব্দ ও তৎসঙ্গে জ্বরের আধিক্য দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। অগ্নিমান্দ্য ও শ্লৈষ্মিক অতিসারে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অনুপান—ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু।

কনকসুন্দররস। হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, সোহাগারখৈ, পিপুল, বিষ ও ধুস্তূরবীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্রের কাথে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

অমৃতার্ণবরস। জ্বরাতিসারে রোগীর পাতলা দাস্ত অথবা আম বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে; দাহ,

পিপাসা, উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ বা পেটকামড়ানি ইত্যাদি উপদ্রবসংযুক্ত আম-রক্তাতিসারে ও অতীসারে এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার দৃষ্ট হয়। এই ঔষধ গ্রহণী ও অধোগত অম্লপিত্তেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—গান্দালপাতার রস অথবা ধনে ও জীরার কাথ কিম্বা মুথার রস ও মধু॥

অমৃতার্ণবরস। হিঙ্গুলোথ রস, গন্ধক, লৌহ, সোহাগার খৈ, শটীর পালো, ধনে, বালা, মুথা, আকনাদি, জীরা ও আতইষ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা লইয়া ছাগীর দুগ্ধে মর্দ্দন করিবে; মাত্রা ৩ রতি।

মহাগন্ধক। জ্বরাতিসারে রোগীর আম ও রক্ত সংযুক্ত মল নির্গম, উদরে বেদনা ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বালক, বৃদ্ধ ও প্রসূতির জ্বরে উদরাময় হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়, বিশেষতঃ শিশুর উদরাময় ও প্রবাহিকারোগে ইহা অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—মুথার রস ও মধু বা ভাজা-জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা গান্দাল পাতার রস ও মধু।

মহাগন্ধক। প্রস্তুতবিধি ১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আনন্দভৈরবরস। জ্বরাতিসারে রোগীর জ্বর প্রবল হইলে এবং দাস্ত, উদরে বেদনা, অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ উপস্থিত হইলে অথবা অজীর্ণ বশতঃ রোগীর জ্বর প্রকাশ ও তজ্জন্য অতিসার হইলে, এই ঔষধ ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অগ্নিমান্দ্য বশতঃ আমরসের সঞ্চার-হেতু গাত্রাদির বেদনায় পানের রস ও মধুসহ প্রশস্ত, কাসরোগে পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ সেবনে উপকার হয়।

আনন্দভৈরবরস। হিঙ্গুল, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগারখৈ ও গন্ধক; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জম্বীররসে ১ প্রহর মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

মৃতসঞ্জীবনী বটী। জ্বরাতিসারে রোগীর প্রবল জ্বরবেগ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে দাস্ত লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু বা শীতসজল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা বিসূচিকারোগেও প্রশস্ত।

মৃতসঞ্জীবনী বটী। পিপুল ১ তোলা বিষ ১ তোলা ও হিঙ্গুল ২ তোলা; একত্র করিয়া জম্বীররসে মর্দ্দন করিবে বটী মুগার বীজের ন্যায়।

জ্বরাতিসারে—উপদ্রব-চিকিৎসা।

জ্বরাতিসারে—বমন-চিকিৎসা।

চন্দ্রকান্তিরস। জ্বরাতিসারে রোগীর উপর্য্যুপরি বমন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু বায়ু বা শ্লেষ্মজনিত বিবিধ উপদ্রব দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ জ্বরাতিসারে বিসূচী বা অলসকের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, সেই অবস্থায় বমন নিবারক এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। জ্বরের প্রবল তাপ বিদ্যমানেই এই ঔষধ বমন নিবারণার্থ প্রয়োগ করিবে। অনুপান—শশার বীজ ও স্তনদুগ্ধ।

চন্দ্রকান্তিরস। প্রস্তুতবিধি ১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। জ্বরাতিসারে জ্বরের প্রবলতাপ এবং পিত্তের প্রকোপ বশতঃ পুনঃপুনঃ বমন দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। জ্বরাতিসার হইতে কখনও অলসক বা বিসূচিকা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে না। অনুপান—শশার বীজ-বাটা ও স্তনদুগ্ধ। বায়ুপিত্ত প্রধান শরীরেই এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরাতিসারে—তৃষ্ণা-চিকিৎসা।

ষড়ঙ্গপানীয়। জ্বরাতিসারে রোগীর প্রবল পিপাসা হইলে, এই জল রোগীকে পিপাসা নিবারণার্থ অল্প অল্প পরিমাণে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা জ্বর এবং পিপাসা উভয়ই বিনষ্ট হয়।

ষড়ঙ্গপানীয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তৃষ্ণাহরযোগত্রয়। জ্বরাতিসারে রোগীর পিপাসা হইলে, রোগীকে এই ত্রিবিধ যোগের যে কোন একটী যোগ সেবন করিতে দিবে।

তৃষ্ণাহরযোগত্রয়। প্রস্তুতবিধি ২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরাতিসারে—দাহ-চিকিৎসা।

দাহান্তকলৌহ। জ্বরাতীসারে রোগীর জ্বরের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে এবং নিরন্তর দাহ বিদ্যমানে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—সদাচন্দন ঘষা ও মধু।

দাহান্তক লৌহ। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দাহহরলেপ। জ্বরাতীসারে রোগীর অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ রোগীর গাত্রে সেচন বা লেপন করিবে।

দাহহরলেপ। প্রস্তুতবিধি ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরাতিসারে—জ্ঞানহীনতা, নাড়ীর গতির বিপর্য্যয়, হিমাঙ্গ ও শ্লৈষ্মিকবিকার-চিকিৎসা।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে)। জ্বরাতিসারে রোগীর জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইলে অথবা কফের প্রবলতা বশতঃ শরীর শীতল বা নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় এবং জ্বরের প্রবলতাবশতঃ রোগীর বিবিধ গ্লানি উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ তালের শাখার রস সহ সেবন করিতে দিবে।

বৃহৎ কস্তূরীভৈরব (মতান্তরে)। প্রস্তুতবিধি ৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ রত্নগর্ভ। জ্বরাতিসারে রোগীর প্রবল অতিসার, বমন, জ্ঞান-হীনতা এবং হস্তপদাদির সঙ্কোচ ও মূর্চ্ছা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষ ঘষা ও স্তনদুগ্ধ।

বৃহৎ রত্নগর্ভ। রৌপ্য ২ ভাগ এবং স্বর্ণ, স্বর্ণসিন্দুর, রসসিন্দুর, বঙ্গ, মুক্তা, প্রবাল, অভ্র, লৌহ, সীসক, হরিতাল, লবঙ্গ, জটামাংসী, তেজপত্র, দারুচিনি, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কর্পূর, জাতীফল ও জয়িত্রী ; এই সকল দ্রব্য একভাগ লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি ;

বৃহৎ কফকেতু। জ্বরাতিসারে শ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ নাড়ীর গতির বিপর্য্যয়, জ্ঞানহীনতা, বক্ষঃস্থলে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ এবং বাতশ্লেষ্মজনিত বিবিধ বিকার দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—রুদ্রাক্ষ ঘসা ও স্তনদুগ্ধ।

বৃহৎ কফকেতু। প্রস্তুতবিধি ৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বৃহৎ সূচিকাভরণ। জ্বরাতিসারে রোগীর ইন্দ্রিয়শক্তির হীনতা, জ্ঞানলোপ, নাড়ীর গতির বিপর্য্যয় বা লোপ হইলে এবং অন্যান্য ঔষধে উপকার না হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে, রোগীকে ঔষধ সেবন করান অসাধ্য হইলে, মস্তকের কিঞ্চিৎ স্থান ক্ষত করিয়া সেই স্থানে ঔষধ লাগাইয়া দিবে ; ঔষধ প্রয়োগে নাড়ীর গতি ও শ্বাসের উষ্ণতা অনুভব করিয়া যথোচিত শৈত্যক্রিয়া করিবে। এক বটী প্রয়োগে উপকার না হইলে ক্রমশঃ ২।৩ বটী প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীদিগকে এই ঔষধ কখনও প্রয়োগ করিবে না।

বৃহৎ সূচিকাভরণ। প্রস্তুতবিধি ৪০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরাতিসারে—পথ্যাপথ্য-বিধি।

জ্বরাতিসারে রোগীর যাবৎ মল তরল থাকে ও জ্বর নিবৃত্ত না হয়, তাবৎ খৈর মণ্ড ও যবমণ্ড (বার্লি) প্রভৃতি পথ্য রোগীকে প্রদান করিবে। জ্বর ও উদরাময়ের নিবৃত্তি এবং ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, মধ্যজ্বরে নির্দ্দিষ্ট পথ্য প্রদান করিবে ও অন্নপথ্য দিবে, অগ্নিবল বৃদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীর দুগ্ধ, অম্লদ্রব্য ও গুরুপাক দ্রব্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

প্লীহা যকৃৎ ও উরোগ্রহ-চিকিৎসা।

প্লীহাবৃদ্ধির লক্ষণ।

উদরের বাম পার্শ্বে প্লীহা অবস্থিতি করে। পিত্তবর্দ্ধক ও কফজনক দ্রব্য পুনঃ পুনঃ ভক্ষণ করিলে তদ্দ্বারা রক্ত ও কফ বিকৃত হইয়া প্লীহা বর্দ্ধিত হয়, প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেই তাহাকে প্লীহারোগ কহে। এই রোগে প্রায়ই কফ ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হয়।

রক্তজ প্লীহার লক্ষণ। রক্তজ প্লীহারোগে ক্লান্তি, ভ্রম, বিদাহ, বিবর্ণতা, শরীরের গুরুত্ব, মোহ ও উদরের রক্তাভা ; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

পৈত্তিক প্লীহার লক্ষণ। জ্বর, পিপাসা, দাহ, মোহ এবং শরীরের পীতাভা অর্থাৎ পাণ্ডুতা ; এই সমস্ত পৈত্তিক প্লীহার লক্ষণ। পৈত্তিক প্লীহায় রোগীর শরীরে পাণ্ডুতার আধিক্য হইলে, দ্রবমল নির্গত অর্থাৎ অতিসার বা উদরাময় জন্মে, কোন কোনও স্থলে পাণ্ডুরোগের লক্ষণ সকল প্রবলরূপে দৃষ্ট হয়।

শ্লৈষ্মিক প্লীহার লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক প্লীহারোগে প্লীহা অল্প বেদনাযুক্ত ও প্রস্তর খণ্ডবৎ কঠিন এবং অত্যন্ত গুরু বোধ হয় ও রোগীর অগ্নিমান্দ্য বিদ্য-মান থাকে ; শ্লৈষ্মিক প্লীহার আকার অর্দ্ধচন্দ্র বা বেলের মোরব্বার ন্যায়।

বাতিক প্লীহার লক্ষণ। প্রত্যহ রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা, উদাবর্ত্ত অর্থাৎ উদর ফাঁপা এবং প্লীহায় বেদনা ; এই সমস্ত বাতিক প্লীহার লক্ষণ। ত্রিদোষের লক্ষণসমূহ প্লীহায় প্রকাশ পাইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক প্লীহা কহে, উহা অসাধ্য। বাতজ অর্শঃ বাতিক প্লীহার ও প্লীহোদরের কারণ। অর্শঃ অনেক স্থানে প্লীহার উপসর্গরূপে দৃষ্ট হয়।

প্লীহোদরের লক্ষণ।

প্লীহার অত্যন্ত বৃদ্ধি বশতঃ উদরীরোগ হইলে, তাহাকে প্লীহোদর কহে। প্লীহোদরে শোথ, আধ্মান, দাহ, তন্দ্রা, কোষ্ঠবদ্ধতা, মূত্রাল্পতা, বায়ুর রুদ্ধতা ও মন্দাগ্নি ইত্যাদি উপসর্গ ক্রমশঃ প্রকাশ পায়।

যকৃৎ বৃদ্ধির লক্ষণ।

উদরের দক্ষিণপার্শ্বে যকৃৎ অবস্থিত, ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, প্লীহারোগের ন্যায় বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক যকৃৎরোগ নামে অভিহিত হয় এবং বাতাদি দোষভেদে প্লীহারোগের লক্ষণসকল যকৃৎরোগে পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ পৈত্তিক যকৃতে জ্বর, পিপাসা, দাহ, মোহ ও শরীরের পাণ্ডুতা, দ্রবমল অর্থাৎ অতিসার বা উদরাময় ও অরুচি প্রকাশ পায়। পাণ্ডুরোগের আতিশয্যে তদীয় লক্ষণসমূহ প্রবলরূপে অনেক স্থানে প্রকাশ পায় ও যকৃতের ক্ষীণতা দৃষ্ট হয়, বাতিক যকৃৎরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা, উদাবর্ত্ত ও যকৃতে বেদনা এবং শ্লৈষ্মিক যকৃৎরোগে যকৃতে অল্প বেদনা ও যকৃতের কাঠিন্য ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পায়।

যকৃদ্দাল্যুদরের লক্ষণ।

যকৃৎ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, উদররোগও অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, তখন তাহাকে যকৃদ্দাল্যুদর কহে, এই অবস্থায় হস্তপদাদি স্থানে শোথ, মূত্র ও বায়ুর রুদ্ধতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পাচকাগ্নির দুর্ব্বলতা, আধ্মান, দাস্ত ও তন্দ্রা ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

প্লীহা ও যকৃৎবিদ্রধির লক্ষণ।

প্লীহায় বিদ্রধি অর্থাৎ বিস্ফোটক উৎপন্ন হইলে, উচ্ছ্বাসের অবরোধ এবং যকৃতে বিদ্রধি উৎপন্ন হইলে, শ্বাস ও হিক্কা উপস্থিত হয়। প্লীহা ও যকৃৎ-বিদ্রধির চিকিৎসা ও পক্কাপকতা এবং প্লীহা ও যকৃৎ স্থিত পূয রক্তের ঊর্দ্ধাধো-গতি ভেদে সাধ্যাসাধ্য নিরুপণ প্রভৃতি বিদ্রধি চিকিৎসায় বর্ণিত হইবে।

উরোগ্রহের লক্ষণ।

হৃদয়ের অধোদেশে প্লীহা ও যকৃতের মধ্যস্থ অন্ত্র ও মাংস সত্ত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, উরোগ্রহ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহা আকৃতি কচ্ছপ বা সর্পের ন্যায়। এই রোগে রোগীর বুক্কাগ্রস্থিত শিরাসকল তনু, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ লক্ষিত হয় এবং জ্বর, অরুচি, পিপাসা ও শোথ হয়।

প্লীহা ও যকৃৎ-চিকিৎসা-বিধি।

জ্বরের দীর্ঘকাল অবস্থান বশতঃ ও অন্যান্য কারণে প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃৎ রক্তের স্থান ; রস হৃদয় হইতে যকৃতে আগমন করিয়া রঞ্জকপিত্ত সহযোগে লোহিত বর্ণ ধারণ করে এবং রক্তনামে অভিহিত হয়। বিবিধ কফজনক ও পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন দ্বারা পাচকাগ্নি দুর্ব্বল হওয়ায় ভুক্তদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাক বা হজম হইতে পারে না, সুতরাং ঐ অবস্থায় অম্লাদিরস উৎপন্ন হয় ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হয়, এই জন্যই পাচকাগ্নি দূষিত হইলে রঞ্জকপিত্তের আধার যকৃৎ ও প্লীহা উভয়ই বিকৃত হয়, অতএব প্লীহা ও যকৃৎরোগে অনায়াসে জীর্ণ হয়, এতাদৃশ অগ্নিবলবর্দ্ধক

লঘুপাক দ্রব্য সেবন করান কর্ত্তব্য, পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন একেবারে নিষিদ্ধ। প্লীহা ও যকৃৎরোগের চিকিৎসাকালে রোগীর প্লীহা ও যকৃৎ হস্তদ্বারা বিশেষরূপ পরীক্ষা করা উচিত, প্লীহা বা যকৃৎ টিপিলে বেদনা অনুভব হয় কি না, উহা কঠিন কি কোমল, রোগীর জ্বর আছে কি না, শরীরের বিশেষতঃ উদর ও হস্তপদাদি অঙ্গের রক্তিমা বা পাণ্ডুতা, কোষ্ঠ-কাঠিন্য বা স্বাভাবিক কোষ্ঠ, প্লীহা বা যকৃতে বাতাদি কোন্ দোষের লক্ষণ বিদ্যমান, হস্তপদাদি স্থানে শোথ এবং উদরীরোগ বা প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়াছে কিনা ইত্যাদি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে জ্বর। জ্বর হইবার পর প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি হউক অথবা অন্যান্য কারণে প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধিহেতু জ্বর হউক, উভয় অবস্থায়ই প্লীহা ও যকৃতের চিকিৎসাপদ্ধতি প্রায় তুল্যরূপ ; কেবল জ্বরের প্রবলাবস্থায় প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে, বাতাদি দোষনাশক জ্বরঘ্ন ঔষধের উপর বিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, বৃহৎ-চূড়ামণি, বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ এবং উদরাময় থাকিলে, পুটপক্ক-বিষমজ্বরান্তকলোহ, বৃহৎজ্বরান্তকলোহ ও সর্ব্বজ্বরহরলোহ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; যেহেতু জ্বর নিবৃত্ত না হইলে প্লীহা বা যকৃৎ হ্রাস হয় না এবং প্লীহা বা যকৃৎ হ্রাস না হইলেও জ্বর প্রায়শঃ হ্রাস হয় না অর্থাৎ প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিহেতু পুনঃপুনঃ জ্বর হইতে থাকে, অতএব উভয়ের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত না হইলে আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য কারণ বশতঃ প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধিহেতু অল্প জ্বর থাকিলে প্লীহা ও যকৃৎ রোগনাশক ঔষধ যথা—মহামৃত্যুঞ্জয়লোহ, প্লীহার্ণবরস প্রভৃতি প্রয়োগে জ্বর প্রায়শঃ নষ্ট হয়। তজ্জন্য পৃথক্ জ্বরের ঔষধ প্রয়োগের প্রায়শঃ আবশ্যকতা হয় না। প্লীহা বা যকৃৎরোগে অহিতাচরণবশতঃ জ্বর বৃদ্ধি পাইলে জরঘ্ন পৃথক্ ঔষধের প্রয়োজন হয়, জ্বর হইবার পর প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে এবং ঐ জ্বরের বেগ হ্রাস হইয়া আসিলে, সেই অবস্থায়ও প্লীহা ও যকৃৎ নাশক ঔষধ যথা—লোকনাথ-রস, বৃহৎ লোকনাথরস, রোহিতকলোহ প্রভৃতি বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে জ্বরের জন্য পৃথক্ ঔষধের প্রায়শঃ আবশ্যকতা হয় না। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকারগণ রসায়ন শাস্ত্রবলে রোগের কারণভূত বাতাদিদোষ ও

বিবধ রোগনাশক দ্রব্যের সমষ্টিযোগে এক একটী ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছেন, বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে পারিলে, উহার একটী ঔষধের প্রভাবেই অনেক রোগ বিনষ্ট হইতে পারে। (১)

প্লীহা বা যকৃতের বেদনা। বাতাদি দোষভেদে প্লীহা বা যকৃতে বেদনা রোগের প্রায় প্রত্যেক অবস্থায় দৃষ্ট হয়, প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ প্রথম বৃদ্ধিকালে, উদরীরোগে পরিণতাবস্থায় অর্থাৎ প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদররোগে, পিত্তাধিক্যবশতঃ পাণ্ডুতার আতিশয্যে এবং বিদ্রধি উৎপন্ন হইলে, বেদনা লক্ষিত হয় এবং দোষভেদে প্লীহা ও যকৃতের হ্রাস অনুসারে প্লীহা ও যকৃতের বেদনার হ্রাস হইয়া থাকে, যকৃৎ বৃদ্ধি বশতঃ বেদনা অনেক সময় হৃদয়, কুক্ষি ও পার্শ্বদেশে ধাবিত হয় ও শ্বাসে কষ্ট বোধ হয়, যকৃতের বেদনা অত্যন্ত প্রবল হইলে, মাথার বেদনাও দৃষ্ট হয়, এমতাবস্থায় রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিবে, যেহেতু, এই সময় অনেক রোগীর জ্বর বৃদ্ধি হয় ও বিবিধ বিপদের আশঙ্কা থাকে, সুতরাং এই অবস্থায় প্লীহা ও যকৃৎ স্থানে প্রলেপ প্রয়োগ করিবে। যকৃৎরোগে দক্ষিণ হস্তস্থিত কনুইর অভ্যন্তরস্থ শিরা এবং প্লীহারোগে বামহস্তস্থিত কনুইর শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। রক্তমোক্ষণার্থ শিরাবিদ্ধ সম্ভবপর না হইলে, বাহ্য প্রলেপ প্রয়োগ করিবে এবং প্লীহা ও যকৃতের স্থানে তার্পিণ মালিশ করিয়া গরমকাপড় (বনাত, কম্বল প্রভৃতি) উষ্ণ করিয়া স্বেদ প্রদান করিবে অথবা উষ্ণ গোমূত্রদ্বারা স্বেদ দিবে; বেদনাকালে রোগীর উদর বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, প্লীহা ও যকৃৎনাশক বিরেচক ঔষধ যথা— প্লীহশার্দ্দূলরস, লৌহমৃত্যুঞ্জয়রস, প্লীহান্তকরস, যকৃৎপ্লীহারিলৌহ, অভয়ালবণ প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে; ঐ অবস্থায় জ্বর প্রবল হইলে, জ্বরের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু অল্প জ্বর থাকিলে, তাহা এই সমস্ত ঔষধেই প্রায়শঃ বিনষ্ট হয়, পৃথক্ ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় না। এই সমস্ত বিরেচক ঔষধ রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিবে, রোগীর বিরেচন সহ্য না হইলে, বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে, কেবলমাত্র রোগের বলাবল অনুসারে কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে এবং অন্যান্য প্লীহানাশক ঔষধ প্রত্যহ প্রয়োগ করিবে। যাহাদের পিত্তাধিক্যবশতঃ অগ্নিমান্দ্য বা উদরাময় হয়, তাহাদের পক্ষে বাহ্য স্বেদ এবং

আভ্যন্তরিক ঔষধ রোহিতকলৌহ, লোকনাথরস, যকৃদরিলৌহ বা প্লীহার্ণব-রস প্রভৃতি প্রয়োজ্য, ঐ সঙ্গে জ্বর প্রবল থাকিলে জ্বরঘ্ন ঔষধ যথা—পুটপক্ক বিষমজ্বরান্তকলৌহ, বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ বা সর্ব্বজ্বরহরলৌহ প্রভৃতি বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করান আবশ্যক; শোথ দৃষ্ট হইলে অগ্নিবর্দ্ধক ও ধারক ঔষধ যথা—ত্র্যুষণাদ্যলৌহ, কটুকাদ্যলৌহ ও শোথকালানল প্রভৃতি এবং মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিবে। বেদনার জন্য সাধারণতঃ শূলহরণযোগ ও শঙ্খাদিচূর্ণ ঔষধ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যকৃৎ বৃদ্ধি বশতঃ ঐ বেদনা, পার্শ্ব, হৃদয় ও কুক্ষিদেশে ধাবিত হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বৃহৎ মাণকাদি গুড়িকা, অভয়ালবণ প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে কোষ্ঠবদ্ধতা। প্লীহা ও যকৃৎরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বেদনার হ্রাস, বৃদ্ধি বা অভাব অনুসারে প্রত্যেক অবস্থায় তীব্র বিরেচক প্লীহারি রস (মতান্তরে) ও প্রাণবল্লভরস প্রভৃতি ঔষধ সপ্তাহে ২। ১ দিন সেবন করাইবে। (৩)

যকৃৎ ও প্লীহারোগে পাণ্ডুতা। পিত্তাধিক্যবশতঃ শরীর, চক্ষু ও মুখ প্রভৃতি পাণ্ডু বা হরিদ্রাবর্ণ হইলে, যকৃৎস্থিত পিত্তের বিকৃতি বুঝিতে হইবে, এইরূপ অবস্থায় পিত্তশান্তিকর নবায়সলৌহ ও দার্ব্ব্যাদিলৌহ প্রভৃতি সেবন করাইবে, যেহেতু ঐ সকল ঔষধ রক্তবর্দ্ধক অথচ পাচক এবং পিত্ত-শান্তিকর; কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে পাণ্ডু ও কামলা রোগে সপ্তাহে ১ দিন বা ২দিন তীব্র বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে, প্লীহা ও যকৃৎরোগে কামলা অথবা পাণ্ডুরোগ উৎপত্তি হইবার পর উদরবৃদ্ধি, শোথ ও উদরাময় হইলে (প্লীহো-দর যকৃদ্দাল্যুদরের লক্ষণ ব্যতীত) প্লীহা ও যকৃৎরোগ কষ্টসাধ্য বুঝিতে হইবে; সেই অবস্থায় শোথ ও উদরাময় নিবারণার্থ পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর, পুনর্ণবামণ্ডুর প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে; কিন্তু অবস্থাবিশেষে কামলারোগের তাদৃশ প্রবলতা দৃষ্ট না হইলে, নবায়সলৌহ ও দার্ব্ব্যাদিলৌহ প্রভৃতি সেবন করাইবে এবং কামলা ও পাণ্ডুতার স্বল্পতা বা প্রবলতা উভয় অবস্থায় শোথবৃদ্ধি হইলে মানমণ্ড পথ্য প্রদান করিবে; প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি নিবারণার্থ লোকনাথরস বা বৃহৎ লোকনাথরস প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এইরূপ পাণ্ডু বা কামলার অবস্থায় রোগী দুর্ব্বল হইলে এবং প্লীহা ও যকৃতের

অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে অথচ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, তীব্র বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে না, সাধারণতঃ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক ও শোথনাশক অথচ প্লীহা ও যকৃৎ নিবারক ঔষধ অর্থাৎ মাণকাদিগুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা, নবায়সলৌহ বা দার্ব্ব্যাদিলৌহ প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনাপূর্ব্বক সেবন করাইবে, রোগীকে লবণ ও জল বন্ধ করিয়া দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে। শোথের আধিক্য দৃষ্ট হইলে মাণমণ্ড অতি উত্তম পথ্য। (৪)

প্লীহা ও যকৃৎরোগে উদরী। প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধিবশতঃ উদরী-রোগ বৃদ্ধি হইলে, প্লীহা ও যকৃৎ নাশক ঔষধ সেবন করাইবে এবং কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে বিরেচনার্থ ২।৩ দিন অন্তর প্লীহা চিকিৎসায় উক্ত বিরেচক ঔষধ প্লীহারিরস ও প্লীহাযকৃদরিলৌহ প্রভৃতি সেবন করাইবে। প্লীহোদরে প্লীহা-বৃদ্ধি বশতঃ উহা অতিশয় কঠিন হইলে, বর্দ্ধমানাপিপ্পলী উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদররোগে রোগের প্রকোপ অনুসারে যাহাতে প্রত্যহ ২।১ বার কোষ্ঠশুদ্ধি থাকে, এইরূপ ঔষধের ব্যবস্থা করিলে আরও উপকার হয়। (৫)

প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরে শোথ। হস্ত, পদ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে, পুনর্ণবাষ্টক ক্বাথ, পথ্যাদিক্বাথ ও ত্র্যূষণাদ্যলৌহ প্রভৃতি ঔষধ বাতাদিদোষ এবং মল ও মূত্রের যথোচিত নির্গম বিবেচনা করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, ঐ সমস্ত ক্বাথ প্রস্তুতকালে হরীতকী প্রভৃতি কোষ্ঠশুদ্ধিকারক দ্রব্য (দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ মাত্রায়) ক্বাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এবং প্রস্রাব কম হইলে, মূত্র বৃদ্ধিকারক ত্র্যূষণাদ্যলৌহ ও অন্যান্য যোগ প্রদান করিবে। প্লীহোদরে শোথ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, ঐ সমস্ত ঔষধ প্রদান না করিয়া প্লীহা ও যকৃৎ নিবারক, শোথনাশক অথচ অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ অর্থাৎ মাণকাদি-গুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা ও চিত্রকাদিলৌহ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করাইবে এবং শোথ নিবারণার্থ মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিবে। এই অবস্থায় শরীরে পাণ্ডুতা দৃষ্ট হইলে, নবায়সলৌহ প্রভৃতি সেবন করান আবশ্যক। (৬)

প্লীহা ও যকৃৎরোগে বমন। যকৃৎ ও প্লীহা রোগে অনেক স্থানে বমন হয় ও তাহাতে রক্ত নিঃসৃত হইতে দেখা যায় ; এইরূপ বমন হইলে, রোগীকে শর্করাম্বলৌহ, রক্তপিত্তান্তকরস বা আমলাম্বলৌহ অবস্থাবিশেষে সেবন করাইবে। (৭)

প্লীহা ও যকৃৎরোগে সাধারণতঃ প্লীহা ও যকৃৎ অত্যন্ত কঠিন হইলে, শঙ্খ-দ্রাবক, মহাদ্রাবক প্রভৃতি ঔষধ রোগীর বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক রোগীকে সেবন করাইবে এবং কাস ও জ্বর হইলে, সেই সেই রোগনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। প্লীহা ও যকৃৎরোগে জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, জ্বরারি-অভ্র, বৃহৎ চূড়ামণি, বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি বা সর্ব্বজ্বরহরলৌহ এবং কাস বৃদ্ধি হইলে, লক্ষ্মীবিলাসরস, চন্দ্রামৃতরস ও নিত্যোদয়রস প্রভৃতি ঔষধ কাসের হ্রাস বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। যেহেতু কাস ও জ্বর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অনেক স্থানে বিবিধ উপদ্রব উৎপাদন করে, দীর্ঘ-কালব্যাপী প্লীহা ও যকৃৎরোগে রোগীকে পিপ্পল্যাদ্যঘৃত, চিত্রকঘৃত ও রোহিতকঘৃত প্রভৃতি প্রথমে অল্প মাত্রায় সেবন করাইয়া সহ্য করাইয়া লইবে। জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব বিনষ্ট হইলে, অগ্নিবল অনুসারে ঘৃত সেবন করাইবে ; উপদ্রব সমূহ নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত ঘৃত প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

উরোগ্রহ—চিকিৎসা-বিধি।

উরোগ্রহরোগে হৃদয় আশ্রিত মাংসখণ্ড বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হয়, এই রোগ অত্যন্ত কষ্টকর ; মাংসখণ্ড বৃদ্ধি পাইলে, উহাতে বেদনা উপস্থিত হয় এবং ঐ বেদনা অনেক সময়ে হৃদয়াভিমুখে গমন করে, এই অবস্থায় স্বেদ প্রদান কর্ত্তব্য। রোগীর শরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে শোথকালানলরস বা বারিশোষণ রস প্রভৃতি ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে- ঔষধ।

লশুনাদ্যযোগ। এই ঔষধ প্লীহাবৃদ্ধির অবস্থায় রোগীর অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে গোমূত্র সহ সেবন করিতে দিবে।

লশুনাদ্যযোগ। শোধিত রশুন, পিপুলমূল ও হরীতকী; সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।০ আনা।

শঙ্খযোগ। প্লীহা, যকৃৎ বা অগ্রমাংস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং তাহাতে বেদনা অনুভূত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে শীতল জলসহ সেবন করিতে দিবে।

শঙ্খযোগ। শঙ্খনাভিভস্ম /০ ছটাক লইয়া জম্বীর (গোড়ালেবু) রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।০ আনা।

চিত্রকযোগ। প্লীহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে, রোগীকে এই যোগ প্রাতে পাকাকলার মধ্যে পূর্ণ করিয়া সেবন করিতে দিবে, ক্রমশঃ ৫। ৭ দিন এইরূপ ভাবে সেবন করা আবশ্যক।

চিত্রকযোগ। রক্তচিতার মূল শিলায় পেষণ করিয়া উহার দ্বারা ১ রত্তি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে এই বটিকার ২। ৩টি কলার মধ্যে পূর্ণ করিয়া সেবন করাইবে।

যমানিকাদিচূর্ণ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং উহাতে বেদনা থাকিলে কিম্বা রোগীর উদরাধ্মান বা কোষ্ঠকাঠিন্য দৃষ্ট হইলে, এই চূর্ণ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় উষ্ণজল সহযোগে সেবন করিতে দিবে।

যমানিকাদিচূর্ণ। যমানী, রক্তচিতারমূল, যবক্ষার, বচ, দন্তীমূল ও পিপ্পলী; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৵০ আনা বা ।০ আনা।

অপামার্গলবণ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহাতে বেদনা হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় জলের সহিত সেবন করাইবে।

অপামার্গলবণ। আপাঙ্ ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকে /।০ পোয়া লইয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া হাঁড়ীর মুখ আবৃত করিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিবে, দগ্ধ হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা /০ আনা হইতে ৵০ আনা।

অর্কলবণ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং উহাতে বেদনা অনুভূত হইলে প্রাতে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ উষ্ণবীর্য্য, অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হইলে মাথা ঘুরিতে থাকে ও শরীর দুর্ব্বল হয়, সুতরাং প্রথমতঃ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিবে। অনুপান—শীতলজল।

অর্ক লবণ। আকন্দপাতা ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেকের অর্দ্ধসের লইয়া একটী হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া হাঁড়ীর মুখ আবৃত করতঃ অগ্নিতে জ্বাল দিবে এবং দগ্ধ হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা /০ আনা বা ৵০ আনা।

রোহিতকাদ্যচূর্ণ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর জ্বর বৃদ্ধি পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ উষ্ণবীর্য্য; জ্বরের সহিত প্লীহা বা যকৃৎ বিদ্যমান থাকিলে, ইহা অত্যন্ত উপকারী। প্রাতে সেব্য। অনুপান—শীতল জল।

রোহিতকাদ্যচূর্ণ। রোহিতক ছাল, যবক্ষার, চিরতা, কট্‌কী, মুথা, নিশাদল, আতইষ, ও শুঁঠ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত।

গুড়ূচ্যাদিচূর্ণ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহা কঠিন ও বেদনাযুক্ত হইলে এবং রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ ও জ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। জ্বরের সঙ্গে প্লীহা বা যকৃৎ থাকিলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধে জ্বর ও প্লীহাযকৃৎ নষ্ট হয়।

গুড়ূচ্যাদিচূর্ণ। প্রস্তুত বিধি ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্লীহার্ণবরস। প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও কাস বৃদ্ধি হইলে এবং প্লীহা বা যকৃৎ কঠিন বোধ হইলে, এই ঔষধ সেফালিকা পাতার রস ও মধুসহ সেবন করাইবে, ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং কফপ্রবল প্লীহারোগে উপকারী; কাস, শ্বাস ও বমন প্রভৃতি রোগও ইহা সেবনে বিনষ্ট হয়। প্লীহারোগে ও তজ্জনিত জ্বরে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

প্লীহার্ণবরস। হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগার খৈ, অভ্র ও বিষ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, এবং পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি;

তাম্রেশ্বরবটী। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহাতে বেদনা হইলে এবং জ্বর, পিপাসা, মোহ অথবা চক্ষু, মুখ প্রভৃতির পাণ্ডুতা অর্থাৎ পৈত্তিক প্লীহা বা পৈত্তিক যকৃতের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে, প্লীহার প্রকোপবশতঃ রোগী পাণ্ডু বা কামলা রোগাক্রান্ত হইলে এবং

তৎসঙ্গে শোথ বা উদরাময় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অর্শঃ ও সমানাকার ও সমান লক্ষণ সমন্বিত রোগ অর্থাৎ রক্তদুষ্টি জন্য পৈত্তিক-গুল্মও (জ্বর, পিপাসাদি লক্ষণযুক্ত) এই ঔষধ সেবনে বিনষ্ট হয়। ইহা অপরাহ্নে সেব্য। এই ঔষধ যকৃৎরোগেই সমধিক কার্য্যকারী। অনুপান—তালের জটাভস্ম ও জল।

তাম্রেশ্বরবটী। হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আপাঙপত্রক্ষার, আকন্দপাতার ক্ষার, সীজ-পত্রক্ষার, সৈন্ধবলবণ, লৌহ ও তাম্র; এই সকল দ্রব্য সমানাংশে গ্রহণ পূর্ব্বক, জলে মর্দ্দন করিবে, বটী ৩ রতি।

(আপাঙপত্র প্রভৃতিকে হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করতঃ অগ্নিজ্বালদ্বারা ক্ষার প্রস্তুত করিবে)।

রোহিতকলৌহ। যকৃৎ বা প্লীহারোগে রোগীর শরীরের পাণ্ডুতা, জ্বর, পিপাসা এবং দাহ অর্থাৎ পৈত্তিক প্লীহার যে কোনও লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ সেবন করাইবে, প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিহেতু বা হস্তপদাদিতে শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। মধ্যাহ্নে বা অপরাহ্নে সেব্য। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

রোহিতকলৌহ। রোহিতকছাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা ও রক্তচিতা; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং লৌহ সর্ব্বসমান লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

যকৃদরিলৌহ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং অগ্নিমান্দ্য, অল্পজ্বর, শরীরে পাণ্ডুতা ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে বা অপরাহ্নে রোগীকে তালজটাভস্মাবস্রুত জল সহ সেবন করিতে দিবে; এই ঔষধ অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক ও বলবৃদ্ধিকারক এবং প্লীহোদরনাশক। যকৃৎরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী।

যকৃদরিলৌহ। লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতিলেবুবৃক্ষের মূলের ছাল ৮ তোলা ও মৃগচর্ম্মভস্ম ৮ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি। (মৃগচর্ম্মকে হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া মুখ বন্ধ করতঃ অগ্নিজ্বালদ্বারা ভস্ম করিবে)।

বৃহৎ যকৃদরিলৌহ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও রোগীর শরীর পাণ্ডু-বর্ণ হইলে এবং জ্বর, অরুচি ও পিপাসা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে

প্রাতে বা অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে, এই ঔষধ সেবনে প্লীহা ও যকৃৎ আশ্রিত দীর্ঘকালের জ্বর বিনষ্ট হয়। যকৃৎরোগেই এই ঔষধ বিশেষ কার্য্যকারী। অনুপান—আদার রস মধু বা পিপুলচূর্ণ ও মধু।

বৃহৎ যকৃদরিলৌহ। পারদ, গন্ধক, অভ্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কট্‌কী, বলালতা, আতইষ, আকনাদি, নিমছাল, হরীতকী, রক্তচিতা, ক্ষেতপাপড়া ও মুথা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সর্ব্ব ঔষধের অর্দ্ধভাগ লৌহ মিশ্রিত করতঃ জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

মহামৃত্যুঞ্জয়রস। প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং রোগীর জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবনে প্লীহাদি সমাশ্রিত জ্বর বা দীর্ঘকাল জাত জীর্ণজ্বর নষ্ট হয় ও প্লীহা নরম হয়। এই ঔষধ প্লীহা বৃদ্ধির অবস্থায় বিশেষ কার্য্যকারী। অনুপান—মনসা সীজের পাতার রস, পিপুলচূর্ণ ও মধু।

মহামৃত্যুঞ্জয়রস। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, তুতে, তাম্র, সৈন্ধবলবণ, কড়িভস্ম, সোমরাজী, বিট্‌লবণ, শঙ্খভস্ম, রক্তচিতা, হিং, কট্‌কী, সাজিমাটী, যবক্ষার, কট্‌ফল, রসাঞ্জন, জয়ন্তী ও সোহাগার খৈ, এই সকল ঔষধ সমভাগে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক আদার রসে ও পদ্মগুলঞ্চের রসে যথাক্রমে একদিন ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

লোকনাথরস। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং জ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও শরীরের পাণ্ডুতা ইত্যাদি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে হরীতকীচূর্ণ ও পুরাতন গুড়, উদরাময় থাকিলে ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু।

লোকনাথরস। পারদ,গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেকে ১ তোলা,লৌহ ও তাম্র প্রত্যেকে ২ তোলা এবং কড়িভস্ম ৬ তোলা ; এই সমুদয় পানের রসে মর্দ্দন করিয়া মুষাভ্যন্তরে রাখিয়া গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি।

বৃহৎ লোকনাথরস। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং তজ্জনিত জীর্ণজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও পাণ্ডুতা প্রভৃতি উপসর্গের কোনও একটী বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে, গুল্মরোগেও ইহা সেবনে উপকার

পাওয়া যায়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে হরীতকী-চূর্ণ ও পুরাতন ইক্ষু গুড়।

বৃহৎ লোকনাথ রস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও অভ্র ১ তোলা একত্র করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিবে, পরে তাম্র ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও কড়িভস্ম ৯ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিয়া কাকমাচীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পুটপাক করিবে। মাত্রা ২ রতি।

বৃহৎ গুড়পিপ্পলী। শিশুদিগের প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রস্তর-খণ্ডবৎ কঠিন হইলে অথবা তৎসঙ্গে উদরীরোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। প্লীহা বা যকৃতের সঙ্গে জীর্ণজ্বর, শোথ, কাস ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল বিদ্যমান থাকিলেও, এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার হয়। শিশুদিগের প্লীহাবৃদ্ধি রোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা গোদুগ্ধ বা শীতলজল।

বৃহৎগুড়পিপ্পলী। বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, হিং, বিট্ লবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সাম্ভারলবণ, করকচলবণ যবক্ষার, সাজিমাটী, সোহাগার খৈ, সমুদ্রফেণ, চই, গজপিপুল, কৃষ্ণজীরা, তালজটাভস্ম, কুমড়ার ডাটাভস্ম, আপাঙ্গভস্ম, তেঁতুলখোসাভস্ম ও রক্তচিতা; এই সকল দ্রব্য সমভাগ, সমুদয় চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন ইক্ষুগুড় (দশ বৎসরের অধিককাল স্থিত) এবং ইক্ষুগুড়ের সমান পিপুলচূর্ণ গ্রহণ করিয়া সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৫ রতি। (তাল-জটা ও কুমড়ালতা প্রভৃতি হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া মুখ অবরুদ্ধ করত ভস্ম করিবে)।

মাণকাদিগুড়িকা। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং প্লীহা যকৃৎ বৃদ্ধিবশতঃ প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ হস্ত পদাদিতে শোথ ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে অবস্থানুসারে প্রাতে ও অপরাহ্নে সেবন করাইবে, এই ঔষধ বাতজ অর্শঃ নাশক, গ্রহণীনাশক অথচ কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, মূত্র-কারক এবং শোথাদি নাশক। যকৃৎ বা প্লীহা বৃদ্ধি হইলে, এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অনুপান—উষ্ণ জল।

মাণকাদিগুড়িকা। বৎসরাতীত পুরাতনমাণ, আপাঙভস্ম, গুলঞ্চেরচূর্ণ বা পালো, বাসক-ছাল, শালপাণী, সৈন্ধবলবণ, রক্তচিতামূল, শুঁঠ ও তালজটাভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা এবং বিট্ লবণ, সৌবর্চ্চললবণ, যবক্ষার ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা

ও গোমূত্র ১৬ সের। প্রথমে গোমূত্র অগ্নিতে পাক করিয়া গাঢ় হইয়া আসিলে অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে আলোড়ন করিবে। শীতল হইলে মধু ২৪ তোলা মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।॰ চারি আনা হইতে ৷৷॰ অর্দ্ধ তোলা।

বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরের লক্ষণ অর্থাৎ রোগীর হস্ত, পদ ও উদরে শোথ এবং কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে ও যকৃৎ বৃদ্ধিবশতঃ হৃদয়ে, পার্শ্বদেশে, কুক্ষি-দেশে বেদনা, অরুচি ও দীর্ঘকালীন মৃদুজ্বর ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে বা অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধি-কারক অগ্নিবর্দ্ধক এবং যকৃৎ ও প্লীহাজন্য পাণ্ডুরোগ নাশক। অনুপান—জল।

বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা। বৎসরাতীত পুরাতনমাণ, আপাঙ্‌মূলভস্ম, শালপাণী, রক্তচিতার মূল, সিজমূল, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, তালজটাভস্ম, বিড়ঙ্গ, হবুষ, চৈ, বচ, বিটলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, যবক্ষার, পিপুল, শরপুঙ্খা, জীরা ও পালিধামাদার মূল ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা ; এবং গোমূত্র ২৪ সের একত্র পাক করিয়া ঘন হইয়া আসিলে চুল্লী হইতে পাত্র অবতরণ পূর্ব্বক উহাতে জীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, যমানী, কুড়, শটী, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল ও রাখালশসারমূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপদিয়া যথারীতি আলোড়ন করিবে, শীতল হইলে মধু ২৪ তোলা উহাতে প্রদান করিবে। মাত্রা ।॰ আনা হইতে ৷৷॰ তোলা।

চিত্রকাদিলৌহ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং প্লীহোদর ও যকৃদ্দাল্যুদরের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে অথবা প্লীহা বা যকৃৎ রোগে পাণ্ডু, অগ্নিমান্দ্য ও হস্তপদাদি স্থানে শোথ, অল্প জ্বর বা অর্শের লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে বা অপরাহ্নে সেবন করাইবে। ইহা যকৃৎ ও প্লীহারোগ জন্য পাণ্ডু ও শোথনাশক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। পাণ্ডু, কামলা ও শোথের অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকারী। অনুপান—জল।

চিত্রকাদিলৌহ। রক্তচিতার মূল, শুঁঠ, বাসকছাল, গুলঞ্চের চূর্ণ বা পালো, শালপাণী, তালজটা ভস্ম, আপাঙক্ষার ও বৎসরাতীত পুরাতন মাণ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা এবং লৌহ, অভ্র, পিপুলচূর্ণ, তাম্র, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, কয়কচলবণ ও সাম্ভারলবণ, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা ও গোমূত্র ১৬ সের। প্রথমে গোমূত্র অগ্নিতে পাক করিয়া অল্প অবশিষ্ট থাকিতে তাহাতে অন্যান্য চূর্ণ প্রদান পূর্ব্বক মৃদু অগ্নি-সন্তাপে পাক করিয়া ঘন হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে উহাতে মধু ১৬ তোলা প্রদান করিবে। মাত্রা-/১০ দুই আনা হইতে ।॰ চারি আনা পর্য্যন্ত।

অভয়ালবণ। যকৃৎ বা প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় উহাতে বেদনা অনুভূত হইলে এবং সেই বেদনা অবস্থানুসারে হৃদয়, পার্শ্ব ও কুক্ষিদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে, প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়া কঠিন হইলে এবং তজ্জন্য কোষ্ঠবদ্ধতা ও উদরাধ্মান প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। ইহা কোষ্ঠশুদ্ধিকারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক ও প্লীহা যকৃৎরোগে সমধিক উপকারী। বায়ুপিত্তের প্রাধান্য থাকিলে ইহা সমধিক প্রশস্ত। অনুপান—উষ্ণজল।

অভয়ালবণ। পালিধাছাল, পলাশছাল, আকন্দ, সিজ, আপাঙ, রক্তচিতামূল, বরুণছাল, গণিয়ারিছাল, বেতোশাক, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটা, হাফরমালী, কুড়চিছাল, ঘোষালতা ও পুনর্নবা. এই সকল বৃক্ষের মূল, পত্র ও শাখা অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক কুট্টিত করিয়া একটি হাঁড়াতে রাখিবে, অনন্তর মুখ আচ্ছাদিত করিয়া তিলনাল দ্বারা জ্বাল দিবে, ঐ সমস্তদ্রব্য ভস্মীভূত হইলে উহা হইতে /২ দুই সের ভস্ম গ্রহণপূর্ব্বক ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে ২১ বার ছাঁকিয়া লইবে, পরে ঐ ক্ষারজল এবং সৈন্ধবলবণ /২ সের, হরীতকীচূর্ণ /১ সের ও গোমূত্র ১৬ সের একত্র পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, যমানী, কুড় ও শটী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা।• আনা হইতে ॥• আনা বা ১ তোলা। শিশুর পক্ষে /• আনা হইতে ৵• আনা।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানা। প্লীহা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং রোগীর প্লীহায় বেদনা, জ্বর, কাস ও হস্তপদাদিতে শোথ ইত্যাদি উপসর্গ অথবা প্লীহোদর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীর বয়ঃক্রম অনুসারে প্রাতে সেবন করিতে দিবে; একবার এই নিয়মে সেবন দ্বারা প্লীহা সম্যক্ নিবৃত্ত না হইলে, পুনর্ব্বার হ্রাস ও বৃদ্ধি ক্রমে ঔষধ সেবন করাইবে; এই ঔষধ রক্ত ও বলবর্দ্ধক। অনুপান—গোদুগ্ধ।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানা। প্রস্তুতবিধি ১০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মহা মৃত্যুঞ্জয়লৌহ। প্লীহা বা যকৃৎ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়ায় জ্বর ও কাস প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। যকৃতের বেদনা, যকৃৎবৃদ্ধিবশতঃ পার্শ্বশূল, শ্বাসকালে কষ্ট ও শিরোবেদনা প্রভৃতি এই ঔষধ সেবনে বিনষ্ট

হয় এবং প্লীহা ও যকৃৎ বশতঃ পাণ্ডুতা, অর্শ, হস্তপদাদিতে শোথ, উদরাধ্মান ও মন্দাগ্নি ইত্যাদি উপদ্রব শীঘ্রই হ্রাস পায়, অগ্রমাংস, যকৃতের ক্ষীণতা, প্লীহোদর ও যকৃদ্দাল্যুদর প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ উপকারী। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেব্য। প্লীহা এবং যকৃৎরোগের প্রবলাবস্থায় এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—তালজটা-ভস্ম-পরিস্রুত জল।

মহামৃত্যুঞ্জয়লৌহ। পারদ; গন্ধক ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকের ॥॰ তোলা, লৌহ ১ তোলা, তাম্র ২ তোলা এবং যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব লবণ, বিটলবণ, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, রক্তচিতার মূল, মনঃশিলা, হরিতাল, হিং, কট্‌কী, রোহিতকছাল, তেউড়ীমূল, তেঁতুলখোসাভস্ম, রাখালশশারমূল, শ্বেতআকড়মূল, আপাঙভস্ম, তালজটাভস্ম, অম্লবেতস হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বনযমানী, যমানী, তুত্তিয়া শরপুঙ্খ, রোহিতকছাল ও রসাঞ্জন; ইহাদের প্রত্যেকের ॥॰ তোলা; এই সমুদায় একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক আদার রসে ও পদ্মগুলঞ্চের রসে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে, পরে মধু ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। বটী ৬ রতি।

বারিশোষণ রস। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধ, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডুতা, মৃদুজ্বর, যকৃৎ বা প্লীহায় বেদনা, উদরীরোগ, উদরাধ্মান ইত্যাদি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। যকৃৎ বা প্লীহার প্রবলাবস্থায় ঐ সকল উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়; প্রাতে ও অপরাহ্নে সেব্য। ইহা অত্যন্ত বলবর্দ্ধক। অনুপান—মরিচচূর্ণ, পাণ্ডুরোগে ত্রিফলার জল।

বারিশোষণরস। গন্ধক ২৪ তোলা, বঙ্গ ১২ তোলা, পারদ ৬ তোলা, অভ্র ১৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, তাম্র ৯ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, রৌপ্য ৭ তোলা, হীরক (অভাবে পীত কড়িভস্ম) ১৩ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১৬ তোলা, হীরাকস ১৮ তোলা, তুত্তিয়া ৬ তোলা, হরিতাল ৪ তোলা, মনঃশিলা ৩ তোলা, শিলাজতু ৫ তোলা, মুক্তা ১ তোলা ও সোহাগার খৈ ২ তোলা; এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া জম্বীর (গোড়ালেবু) রসে ৭ বার ভাবনা দিবে, অনন্তর মূষামধ্যে পূর্ণ করিয়া মৃত্তিকাদ্বারা লেপনপূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া একটী বালুকাপূর্ণ পাত্রের অভ্যন্তরে স্থাপন করিবে, তৎপরে অহোরাত্র অগ্নিতে পাক করিবে; পরে ঐ ঔষধ গ্রহণ করিয়া বকুলবীজের ক্বাথ, কণ্টকারীর ক্বাথ, বৃহতীক্বাথ; পদ্মগুলঞ্চক্বাথ, ত্রিফলার ক্বাথ, বৃদ্ধদারকরস অভাবে ক্বাথ, শ্বেত অপরাজিতা ও রোহিতমৎস্যপিত্তে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

মহাদ্রাবক। প্লীহা অথবা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং উদরীরোগ বৃদ্ধি পাইলে, এই ঔষধ আহারের পরে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক এবং গুল্ম প্রভৃতি রোগ বিনাশক।

মহাদ্রাবক। বাসক, রক্তচিতা, আপাঙ্, তেঁতুলছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল, তালজটা, পুনর্ণবা ও বেত ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া মুখ আচ্ছাদিত করতঃ অন্তর্ধূমে ক্ষার প্রস্তুত করিবে, পরে ঐ ক্ষার পাতিলেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া বস্ত্রখণ্ডে ছাকিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, অনন্তর ঐ ক্ষার ১৬ তোলা এবং যবক্ষার ১৬ তোলা, ফিট্‌কারী ৮ তোলা, নিশাদল ৮ তোলা, সৈন্ধব ৪ তোলা, সোহাগার খৈ ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ তোলা, দারমুজ ২ তোলা ও সমুদ্রফেণ ১ তোলা ; এই সমুদয় একত্র চূর্ণ করিয়া বকযন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে। মাত্রা ৪।৫ ফোঁটা।

শঙ্খদ্রাবক। যকৃৎ বা প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন হইলে এবং অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ ও উদরাধ্মান প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধের ১০। ১২ ফোটা ভোজনান্তে জলসহ সেবন করাইবে, এই ঔষধ অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক।

শঙ্খদ্রাবক। শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার,সোহাগারখৈ,বিট্‌লবণ,সৈন্ধবলবণ, সমুদ্রলবণ, সাগরলবণ, সৌবর্চ্চল লবণ, ফিট্‌কারী ও নিশাদল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাচ-কুপীতে পূর্ণ করিয়া বারুণী যন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে। মাত্রা ১০।১২ ফোঁটা।

চিত্রকপিপ্পলী ঘৃত। প্লীহা বা যকৃৎরোগে বেদনা, জ্বর ও শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে এবং রোগীর শরীরের কৃশতা, কোষ্ঠবদ্ধতা ও প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি লক্ষিত হইলে, রোগীকে এই ঘৃত অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ গোদুগ্ধ।

চিত্রকপিপ্পলী ঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য--পিপ্পলী ৷৷০ অর্দ্ধসের ও রক্তচিতা ৷৷০ অর্দ্ধসের, জল ১৬ সের। যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ৷৷০ আনা।

রোহিতকঘৃত। প্লীহা বা যকৃৎরোগের পুরাতন অবস্থায় রোগীর বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হইলে এবং যথারীতি অগ্নিবৃদ্ধি হইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করাইবে, বায়ু ও পিত্তের রুক্ষতাবশতঃ প্লীহা বা যকৃৎজন্য অল্প জ্বর ও শ্বাস বিদ্যমান থাকিলে এবং শরীরে পাণ্ডুতা দৃষ্ট হইলে,

এই ঘৃত অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধির তরুণাবস্থায় জ্বর, শ্বাস ও কাস প্রভৃতির প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত সেবন নিষিদ্ধ, অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

রোহিতকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথা নিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—রোহিতকছাল /৩৶ ছটাক, কুলশুঁঠ /৪ সের, জল ৫৭ সের, শেষ ১৪।৹ সের। কল্কদ্রব্য—পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা ও রোহিতকছাল ৪০ তোলা, জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা, ।৹ চারি আনা বা ॥৹ অর্দ্ধ তোলা।

মহারোহিতকঘৃত। প্লীহা অথবা যকৃৎরোগের পুরাতন অবস্থায় বায়ু ও পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত সেবন করাইবে। বায়ু ও পিত্তের রুক্ষতাবশতঃ শ্বাস অথবা প্লীহা ও যকৃৎ জন্য অল্প জ্বর, কাস, বমন, পাণ্ডুতা, পার্শ্বশূল, হৃচ্ছুল ও কুক্ষিশূল প্রভৃতি উপদ্রবও এই ঘৃত সেবনে বিনষ্ট হয়। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

মহারোহিতকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের. যথানিয়মে মুর্চ্ছাপাক করিবে। ক্বাথ্যদ্রব্য—রোহিতকছাল ১২॥৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কুলশুঁঠ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। ছাগীদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হিং, যমানী, ধনে, বিট্‌লবণ, কৃষ্ণজীরা, সচললবণ, দাড়িম্ববীজ, দেবদারু, পুনর্ণবা, রাখালশশারমূল, যবক্ষার, কুড়, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হবুষ, চই ও বচ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ।৹ আনা বা ॥৹ তোলা।

উরোগ্রহ-চিকিৎসা

চব্যাদি চূর্ণ। উরোগ্রহ বর্দ্ধিত হওয়ায় জ্বর ও বক্ষঃস্থলে বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্রাতে ও বৈকালে সেব্য। অনুপান—জল

চব্যাদিচূর্ণ। চৈ, অম্লবেতস (থৈকল), যবক্ষার, হিং ও রক্তচিতামূল; এই সকল ঔষধের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ৶৹ আনা হইতে ।৹ আনা।

পুত্রজীবকাদ্যযোগ। উরোগ্রহরোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং বক্ষঃস্থলে বেদনা, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে।

পুত্রজীবকাদ্যযোগ। জিয়াপুতা, শজিনাছাল, ছুড়ছুড়ে ও বেড়েলা; এই সকল দ্রব্যের মধ্যে একটী বা দুইটী দ্রব্যের রস একত্র করিয়া হিং (২।৩ রতি মাত্রায়) প্রক্ষেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে—কোষ্ঠবদ্ধতা-চিকিৎসা।

প্লীহশার্দ্দূল রস। প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। গুল্ম-রোগেও এই ঔষধ উপকারী। প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাংস বৃদ্ধিবশতঃ জ্বর হইলে অথবা বিষমজ্বরে প্লীহা কিম্বা যকৃৎ বৃদ্ধি পাইলে এই ঔষধ সেবন করান যায়; ঔষধ সেবনে যাহাদের ২।৩ বার দাস্ত হইবে, তাহাদিগকে ২।৩ দিন অন্তর সেবন করান কর্ত্তব্য; কিন্তু কেবলমাত্র কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু।

প্লীহাশার্দ্দূলরস। পারদ, গন্ধক, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১তোলা, তাম্র ৫ তোলা এবং মনঃশিলা, কড়িভস্ম, তুতে, হিং. লৌহ, জয়ন্তী, রোহিতকছাল, যবক্ষার, সোহাগার খৈ, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, রক্তচিতা ও শোধিত জয়পালবীজ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তেউড়ীমূল, রক্তচিতা, পিপুল ও আদার রসে যথাক্রমে তিন তিনবার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

প্লীহান্তকরস। প্লীহা বা যকৃৎ বর্দ্ধিত হওয়ায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে, যকৃৎ বৃদ্ধি বশতঃ কাস, শ্বাসকষ্ট এবং প্লীহা বৃদ্ধিহেতু শোথ ও কোষ্ঠবদ্ধতা ইহাতে নষ্ট হয়, প্লীহা বা যকৃৎরোগে পাণ্ডুতা ও অল্পজ্বরাবস্থায়, বিশেষতঃ তৎসঙ্গে কোষ্ঠ-বদ্ধতার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবনে রোগীর সমধিক উপকার দর্শে, রোগীর মলের তরলতা (দাস্ত) অনুসারে প্রত্যহ বা ২।৩ দিন অন্তর সেবন করান আবশ্যক। অনুপান—পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু।

প্লীহান্তকরস। তাম্র, রূপা, অভ্র, লৌহ, মুক্তা, হিঙ্গুল, রসাঞ্জন, পারদ, গন্ধক, গুগ্গুলু, শুঁঠ, পিপুল. মরিচ, রাস্না, শোধিত জয়পালবীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী, দন্তীমূল, মোথামূল, সৈন্ধব, তেউড়ী ও যবক্ষার; এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

প্লীহারিরস। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধতা এবং প্লীহা স্থূলাকার ও কঠিন হইলে অথচ তাহাতে অল্প বেদনা থাকিলে অর্থাৎ কফজ প্লীহায় রোগীকে এই ঔষধের একবটী প্রাতে সেবন করাইবে। বাতজ অর্শঃ এবং বাতজ প্লীহা ও যকৃৎরোগে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, গুল্ম-রোগ, শূল, উদাবর্ত্ত এবং শ্বাসকাসার্ত্ত রোগীকেও বিরেচনার্থ এই ঔষধ রোগের প্রবলতানুসারে সেবন করান যায়। আমবাত রোগে কোষ্ঠকাঠিন্য-অবস্থায় এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার দর্শে। রোগীর দাস্ত অধিক হইলে প্রত্যহ সেবন করান কর্ত্তব্য নহে। অনুপান—আদাররস ও মধু।

প্লীহারিরস। পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা; শোধিত জয়পালবীজ ৫ তোলা. এই সমুদয় একত্র করিয়া পলাশের ছালের রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ছায়ায় শুষ্ক করিবে। বটী ১ রতি।

লৌহমৃত্যুঞ্জয়রস। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা দৃষ্ট হইলে রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করাইবে। প্লীহোদর ও যকৃদ্দাল্যুদরে শোথ প্রকাশ পাইলে অথবা প্লীহা ও যকৃতে বিদ্রধি (স্ফোটক) জন্মিলে, সেই অবস্থায় এই ঔষধ প্রযোজ্য। অগ্রমাংস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও এই ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা আদাররস ও মধু।

লৌহমৃত্যুঞ্জয়রস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, তাম্র, কুচিলা, কড়িভস্ম, তুতে, শঙ্খভস্ম, রসাঞ্জন, জায়ফল, কট্‌কী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, শোধিত জয়পালবীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া হুড়হুড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে; অনন্তর হুড়হুড়ের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি বটী করিবে।

যকৃৎপ্লীহারীলোহ। যকৃৎ বা প্লীহা বর্দ্ধিত হওয়ায় কোষ্ঠবদ্ধতা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে রোগীকে সেবন করাইবে। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পাণ্ডুতা ও জ্বর প্রকাশ পাইলে এবং উদর রোগে (প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরে) হস্ত পদাদিতে শোথ প্রকাশ পাইলে, কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করাইবে। রোগীর কোষ্ঠবলানুসারে প্রত্যহ বা ২।১ দিন অন্তর সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—জল বা আদার রস।

যকৃৎ প্লীহারিলৌহ। হিঙ্গুলোত্থ পারদ,গন্ধক, লৌহ ও অভ্র, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, তাম্র, মনঃশিলা ও হরিদ্রা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, জয়পালবীজ, সোহাগার খৈ ও শিলাজতু; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এই সমস্ত ঔষধ একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, রক্তচিতা, নিসিন্দা ইহাদের প্রত্যেকের ক্কাথে এবং শুঁঠ, পিপুল ও মরিচের মিলিত ক্কাথে আদা ও ভীমরাজ রসে যথাক্রমে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রত্তি।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে পাণ্ডু-চিকিৎসা।

নবায়সলৌহ। যকৃৎ বা প্লীহারোগে রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ এবং তজ্জন্য কামলা লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। যকৃৎ ও প্লীহারোগে পিত্তের প্রবল অবস্থায় শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ঔষধ সেবনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

নবায়সলৌহ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ ও রক্তচিতা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং লৌহ ৯ তোলা, মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—এক রতি হইতে ছয় রতি।

দার্ব্ব্যাদি লৌহ। যকৃৎ ও প্লীহারোগে পিত্তের প্রবলতা বশতঃ পাণ্ডু রোগ হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। প্লীহা ও যকৃৎরোগের আতিশয্য বশতঃ অথবা প্লীহা ও যকৃৎ ক্ষীণ হইলে, পিত্তাধিক্য অবস্থায় এই ঔষধ সেবনে উপকার হয়। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

দার্ব্ব্যাদিলৌহ। দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও বিড়ঙ্গ; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া, তাহার সহিত সর্ব্ব সমান লৌহ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা এক রতি হইতে ৫ রতি।

পুনর্ণবাদিমণ্ডূর। প্লীহা বা যকৃৎরোগে রোগীর শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইলে এবং তজ্জনিত কামলা ও হস্তপদাদি স্থানে শোথ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। অনুপান—জল, শোথ বিদ্যমান থাকিলে পুনর্ণবার রস ও মধু।

পুনর্ণবাদিমণ্ডূর। মণ্ডুর ৪০ তোলা এবং গোমূত্র ৫ সের, মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে, আসন্নপাকে পাত্র অবতরণ পূর্ব্বক উহাতে পুনর্ণবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ,

দেবদারু, রক্তচিতা, কুড়, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চৈ, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, পিপুলমূল ও মুথা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ দিবে এবং উপযুক্তরূপে আলোড়ন করিয়া পাত্র নামাইবে। মাত্রা।০ আনা বা ॥০ অর্দ্ধ তোলা।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডূর। প্লীহা বা যকৃৎ সত্ত্বে পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হইলে এবং তজ্জনিত শোথ সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি, পাণ্ডু বা কামলা ও শোথ একত্র প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবনে শোথ এবং পাণ্ডু অথবা কামলা ও জীর্ণ জ্বর এবং পাণ্ডুরোগ-জন্য বিবিধ উপদ্রব বিনষ্ট হয়। অনুপান—কোকিলাক্ষপাতার রস ও মধু।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর। মণ্ডুর ২৫ তোলা, গোমূত্র ১০০একশত তোলা ও পুনর্ণবার কাথ ২০০ দুইশত তোলা, একটী মৃণ্ময় পাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে; পাকাবসানে উহা গাঢ় হইলে পাত্র অবতরণ করিয়া লৌহ, তাম্র, গন্ধক, অভ্র, পারদ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, ধনে ও চৈ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিবে এবং শীতল হইলে উহাতে মধু ৮ তোলা মিলিত করিবে। মাত্রা দুই হইতে ॥০ আনা পর্য্যন্ত।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে শোথ-চিকিৎসা।

পুনর্ণবাষ্টককাথ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিবশতঃ প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যু-দর উপস্থিত হইলে অথবা জীর্ণজ্বরে রোগীর হস্তপদাদি স্থানে শোথ দৃষ্ট হইলে, রোগীকে এই কাথ সেবন করিতে দিবে; পাণ্ডুরোগে শোথ, পার্শ্বশূল ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই কাথ সেবন করান যাইতে পারে।

পুনর্ণবাষ্টককাথ। পুনর্ণবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কট্‌কী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; পাকশেষ ৮ তোলা।

পথ্যাদিকাথ। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিবশতঃ প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদর রোগ হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর হস্ত, মুখ, উদর ও পদদ্বয়ে শোথ প্রকাশ পাইলে, অথবা জীর্ণজ্বরে কাস ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব বিদ্যমান থাকিলে, এই কাথ রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পথ্যাদি ক্বাথ। হরীতকী, কাঁচা হরিদ্রা, বামনহাটী, গুলঞ্চ, রক্তচিতা, দারুহরিদ্রা, পুনর্ণবা, দেবদারু, ও শুঁঠ; এই নয়টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ। প্লীহা ও যকৃৎরোগে রোগীর হস্তপদাদিস্থানে শোথ হইলে এবং রোগীর উদরাময় অথবা রক্তের হীনতা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধ মূত্রকারক। অনুপান—ত্রিফলার জল।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ও যবক্ষার; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া সর্ব্ব-সমান লৌহ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ রত্তি।

মাণমণ্ড। প্লীহা বা যকৃৎরোগে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে শোথ হইলে, রোগীকে পথ্যরূপে এই ঔষধ সেবন করাইবে; এই ঔষধ প্লীহা বা যকৃৎরোগে শোথ ও উদরাময় একত্র হইলে, সেই অবস্থায় ইহা সেবনে ফল পাওয়া যায়, তৎব্যতীত বিবিধ শোথ ও উদরীরোগে পথ্যরূপে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। এই ঔষধ সেবনকালে অন্য পথ্য প্রদান নিষিদ্ধ।

মাণমণ্ড। পুরাতন (বৎসরাতীত) মাণের চূর্ণ ১ ভাগ ও আতপতণ্ডুলের গুড়া ২ ভাগ একত্র করিয়া দুগ্ধ সহ পাক করিবে, পাককালে দুগ্ধে জল মিশ্রিত করিয়া লইবে, জল নিঃশেষিত হইয়া পায়সবৎ পাক হইলে, উহা প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে বমন-চিকিৎসা।

রক্তপিত্তান্তকরস। প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি হেতু রোগীর জ্বর, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নিঃসরণ এবং যকৃৎ ও প্লীহারোগে পাণ্ডু বা কামলার উৎপত্তি বশতঃ বমন হইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্নে ও মধ্যাহ্নে কচি দুর্ব্বাঘাসের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

রক্তপিত্তান্তকরস। অভ্র, মুণ্ডলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল ও গন্ধক সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে, অনন্তর যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্‌ ও শুড়্‌চীর রসে বা ক্বাথে যথাক্রমে একদিন ভাবনা দিবে। বটী ৩ রত্তি।

শতমূলাদ্যলৌহ। প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিহেতু জ্বর, বমন এবং মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নিঃসৃত হইলে অথবা প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি বশতঃ পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর ঐরূপ বমন হইলে, এই ঔষধ মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কচি দূর্ব্বার রস ও মধু।

শতমূলাদ্যলৌহ। শতমূলী, ইক্ষুচিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, শুঁঠ. পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা, রক্তচিতা ও কৃষ্ণতিলের শাস, এই সকল দ্রব্য সমভাগ ও সর্ব্ব সমান লৌহ একত্র মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৩ রতি।

ধাত্রীলৌহ। প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধিবশতঃ রোগীর বমন হইলে অথবা অম্লপিত্তরোগ উৎপন্ন হওয়ায় বমন হইলে, রোগীকে এই ঔষধ দিবসে ২।৩ বার সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পটোলপত্রের রস ও মধু।

ধাত্রীলৌহ। আমলকী চূর্ণ ৬৪ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা ও যষ্টিমধু ১৬তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া আমলার ক্বাথে ৭ দিনে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ৬ রতি।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে—বেদনা-চিকিৎসা।

তিলাদ্য লেপ। যকৃৎ বৃদ্ধি বশতঃ উহাতে বেদনা এবং পার্শ্বশূল, হৃচ্ছূল ও কাস প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে, যকৃতের উপর পুরু করিয়া এই প্রলেপ লাগাইয়া দিবে।

তিলাদ্য প্রলেপ। তিল, তিসি, এরণ্ডবীজ, শ্বেতচন্দন ও সর্ষপ সমভাগে পেষণ করিয়া যকৃতের উপরিস্থিত চর্ম্মে লাগাইবে।

হিঙ্গ্বাদ্য লেপ। প্লীহা কঠিন হইলে ও তাহাতে বেদনা বোধ হইলে এই প্রলেপ প্লীহার স্থানে সুরার (মদের) সহিত মিশ্রিত করিয়া লাগাইবে।

হিঙ্গ্বাদ্যলেপ। হিং।০ আনা, নিশাদল।০ আনা, গুগগুলু ৷৷০ আনা, চূণ ৷৷০ আনা ও বংশপত্র হরিতাল ১ তোলা, মদের সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে।

শূলহরণযোগ। যকৃৎ ও প্লীহা স্থানে বেদনা অনুভূত হইলে এবং তজ্জন্য অগ্নিমান্দ্য, জ্বর ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে জলসহ সেবন করাইবে। বিবিধ শূলরোগে এই ঔষধ সেবনে উপকার হয়।

শূলহরণযোগ। হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুচিলা, হিং, সৈন্ধবলবণ ও শোধিত-গন্ধক ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ও রতি।

শঙ্খাদিচূর্ণ। যকৃৎ বা প্লীহায় অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইবে এবং প্লীহা ও যকৃৎ-বৃদ্ধি-বশতঃ অগ্নিমান্দ্য, উদাবর্ত্ত ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—উষ্ণজল।

শঙ্খাদিচূর্ণ। শঙ্খভস্ম, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, সাম্ভারলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, করকচলবণ, সোহাগার খৈ, জায়ফল, শুল্‌ফা, যমানী, হিং, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা /০ আনা।

প্লীহা, যকৃৎ ও উরোগ্রহ রোগে-পথ্য।

প্লীহা ও যকৃৎরোগে জ্বর ও কাস বৃদ্ধি হইলে জ্বরের বিধানানুসারে পথ্য প্রদান করিবে। পুরাতন রক্তশালি প্রভৃতি তণ্ডুলের অন্ন এবং পুরাতন কুলথ কলায়, মুগডাইল ও শালিঞ্চ শাক, পল্‌তা শাক, করলা, শজিনারখাড়া, কাঁচিপেপে ও ডমুর প্রভৃতি লঘুদ্রব্য ও তিক্তরস প্রধান খাদ্য রোগীর ইচ্ছানুযায়ী প্রদান করিবে ; প্লীহা যকৃতের বেদনা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস হইলে, অল্প মাত্রায় ছাগীদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, ঘোল, জাঙ্গল মৃগ ও পক্ষীর মাংসের যূষ ও রসুন প্রভৃতি পথ্য রোগীকে প্রদান করিবে ; উরোগ্রহ রোগে প্লীহা ও যকৃতের পথ্যানুযায়ী লঘু পথ্য প্রদান করিবে। প্লীহা রোগে শোথ বৃদ্ধি পাইলে অর্থাৎ প্লীহোদরে বা যকৃদ্দাল্যুদরে উদরীরোগের পথ্য প্রদান করিবে।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমক-চিকিৎসা।

পাণ্ডুরোগের লক্ষণ।

বাতিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ। বায়ুপ্রবল পাণ্ডুরোগে রোগীর চর্ম্ম, মূত্র ও চক্ষু প্রভৃতির রুক্ষতা, কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণাভা দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং কম্প,

শরীরে বেদনা, আনাহ, ভ্রম ও শূলাদি উৎপন্ন হয়। বাতিক পাণ্ডুরোগেও কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণের সহিত পাণ্ডুতার আধিক্য বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ রোগীর শরীর পাণ্ডুযুক্ত কৃষ্ণ বা অরুণবর্ণ হয়।

পৈত্তিকপাণ্ডুরোগের লক্ষণ। পৈত্তিক পাণ্ডুরোগে চর্ম্ম, নখ, মল ও মূত্রে পীতাভা লক্ষিত হয় এবং দাহ, পিপাসা, জ্বর, দাস্ত ও শরীরে অত্যন্ত পীতাভা দৃষ্ট হয়।

শৈষ্মিকপাণ্ডুরোগের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগে রোগীর নাসিকা হইতে শ্লেষ্মার নিঃসরণ, শোথ, তন্দ্রা, আলস্য, দেহের অতিগুরুতা, ত্বক্, মল, মূত্র ও মুখে শুক্লাভা দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ চর্ম্মাদিতে পাণ্ডুতা সমন্বিত শুক্লবর্ণতা লক্ষিত হয়।

সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগের লক্ষণ সমূহ মিলিত হইলে অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ এক অবস্থায় দৃষ্ট হইলে, তাহাকে সান্নিপাতিক পাণ্ডুরোগ কহে।

মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগের লক্ষণ। তন্দ্রা, আলস্য, কাস, শ্বাস, শূল ও সর্ব্বদা অরুচি এবং উদরে ক্রিমি সঞ্চয়, গণ্ড, ভ্রূ, পদ, নাভি ও শিশ্নদেশে শোথ এবং রক্ত ও কফসংযুক্ত মল নিঃসরণ প্রভৃতি লক্ষণ মৃত্তিকা ভক্ষণ জনিত পাণ্ডুরোগে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রিমিকোষ্ঠের লক্ষণ। পাণ্ডুরোগীর উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে, চক্ষু, গণ্ডদেশ, পদ, নাভি ও লিঙ্গে শোথ জন্মে এবং রোগীর আম ও রক্ত-সংযুক্ত মল নির্গত হয়।

কামলারোগের লক্ষণ। পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তি অধিক পরিমাণে পিত্তবর্দ্ধক দ্রব্য সেবন করিলে প্রকুপিত পিত্ত, রক্ত এবং মাংসকে দূষিত করিয়া কামলারোগ উৎপাদন করে, কামলারোগীর চক্ষু, চর্ম্ম, নখ ও মুখ অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ দৃষ্ট হয়, মল ও মূত্র পীত বা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, শরীরের বর্ণ ভেকের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তির হ্রাস দাহ, ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক,

দুর্ব্বলতা, দেহের অবসন্নতা ও অরুচি জন্মে। কামলারোগে পিত্ত কুপিত হইয়া কোষ্ঠদেশকে আশ্রয় করে, কখনও বা রক্তাদি ধাতু সমূহকে আশ্রয় করে।

কুম্ভকামলারোগের লক্ষণ। কামলারোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং সপ্তধাতু অত্যন্ত রুক্ষগুণ বিশিষ্ট হইলে, উহাকে কুম্ভকামলা কহে; ইহা অতি কষ্টসাধ্য।

হলীমকরোগেরলক্ষণ। বায়ু ও পিত্তের প্রকোপবশতঃ পাণ্ডুরোগীর শরীর হরিত, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ হইলে এবং বল ও উৎসাহের হ্রাস, তন্দ্রা, অগ্নিমান্দ্য, মৃদুজ্বর, স্ত্রীসহবাসে অনিচ্ছা, অঙ্গবেদনা, দাহ, তৃষ্ণা এবং অরুচি ও ভ্রম এই সকল উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, পাণ্ডুরোগ হলীমক নামে অভিহিত হয়। হলীমকরোগে বায়ু ও পিত্তের প্রকোপ দৃষ্ট হয়।

পাণ্ডুরোগাদির অসাধ্য লক্ষণ। পাণ্ডুরোগে জ্বর, অরুচি, বমনেচ্ছা, বমি, পিপাসা ও ক্লান্তি লক্ষিত এবং রোগীর দেহের ক্ষীণতা ও ইন্দ্রিয়ের শক্তিহীনতা দৃষ্ট হইলে, রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। ত্রিদোষ জনিত পাণ্ডু-রোগও অসাধ্য। পাণ্ডুরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে ও উদরীরোগে পরিণত হইলে অসাধ্য হয়। অল্পকাল জাত পাণ্ডুরোগেও যদ্যপি রোগীর অঙ্গ-বিশেষে শোথ দৃষ্ট হয় এবং রোগী সমস্ত বস্তু পীতবর্ণ দর্শন করে, তাহা হইলে উহা অসাধ্য হইয়া থাকে।

পাণ্ডুরোগীর কফসংযুক্ত ও বদ্ধমল অল্প অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে, সেই পাণ্ডুরোগ অসাধ্য জানিবে। যে পাণ্ডুরোগী অত্যন্ত ক্লান্ত এবং বমন, মূর্চ্ছা ও পিপাসায় অভিভূত হয় ও ঘর্ম্মে যাহার সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত হয়, সেই রোগীর পাণ্ডুরোগ অসাধ্য। যে পাণ্ডুরোগীর দন্ত, নখ ও চক্ষু পাণ্ডুবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং রোগী সমস্ত বস্তু পাণ্ডুবর্ণ দর্শন করে, সেই পাণ্ডুরোগ অসাধ্য।

যে পাণ্ডুরোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ এবং শরীরের মধ্যদেশ ক্ষীণ হয় অথবা হস্ত পদাদির ক্ষীণতা ও শরীরের মধ্যদেশে শোথ দৃষ্ট হয়, সেই রোগী অসাধ্য। যে পাণ্ডুরোগীর গুহ্যদেশ, মুখ, শিশ্ন ও অণ্ডকোষে শোথ জন্মে এবং গ্লানি, জ্ঞানলোপ, অতিসার ও জ্বর দৃষ্ট হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ তাহার রোগ অসাধ্য।

কুম্ভকামলারোগে রোগীর যদ্যপি বমন, অরুচি, বমনবেগ, জ্বর, ক্লান্তি, শ্বাস, কাস এবং মলভেদ অর্থাৎ উদরাময় লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন-রক্ষা হয় না। কামলারোগীর দাহ, অরুচি, পিপাসা, উদরে বন্ধনবৎ পীড়া, তন্দ্রা, মেহ এবং অগ্নিমান্দ্য হইলে, সেই কামলা রোগীকে পরিত্যাগ করিবে। যে কামলা রোগীর মল ও মূত্র কৃষ্ণ, পীত বা রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয় এবং চক্ষু, মুখ ও বমন রক্তবর্ণ এবং সর্ব্বাঙ্গে অত্যন্ত শোথ ও মেহ লক্ষিত হয়, তাহার কামলা রোগ অসাধ্য ।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগ-চিকিৎসা-বিধি ।

পাণ্ডুরোগে স্বভাবতঃ পিত্তের প্রবলতা দৃষ্ট হয়, পাণ্ডুরোগ বিবিধ কারণে ও প্লীহা, যকৃৎ, ক্রিমি, পিত্তজকাস, রক্তপিত্ত ও যক্ষ্মা প্রভৃতি বহুবিধরোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং সর্ব্বশরীর, হস্ত, মুখ, চক্ষু ও নখে ইহার লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এই রোগ উৎপন্ন হইলে বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বর্ণ দ্বারা পাণ্ডুরোগের উপলব্ধি হইয়া থাকে। অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে এইরূপ পীতাভার কারণ কি তাহা অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। পাচকাগ্নিস্থিত পিত্তরসের সাহায্যে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইয়া তাহা হইতে একপ্রকার রসের উৎপত্তি হয়, সেই রস সমান বায়ু কর্ত্তৃক হৃদয়ে নীত হইয়া রসবহা ধমনী দ্বারা যকৃতে আগমন পূর্ব্বক যকৃৎস্থিত রঞ্জকপিত্তের সাহায্যে রক্তরূপে পরিণত হয় ; প্লীহা ও যকৃৎ রক্তের আধার, সুতরাং প্লীহা ও যকৃৎস্থিত রক্ত অন্যান্য স্থানস্থিত রক্তের পোষণ করে অর্থাৎ রক্তবাহিনী শিরাসমূহ দ্বারা রক্ত সর্ব্ব শরীরে সঞ্চারিত হয়, তজ্জন্য এই রোগ উৎপন্ন হইলে পিত্তের দুষ্টি সহজেই উপলব্ধি হয়, পিত্তবর্দ্ধক অর্থাৎ পিত্তপ্রকোপকারী দ্রব্যসমূহ সেবন দ্বারা অথবা যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি রোগ দ্বারা পিত্ত অত্যন্ত দূষিত হওয়ায় পিত্তের নিঃসরণ ক্রিয়ার অভাব বশতঃ শরীর পীতবর্ণ হয়, এই জন্যই যকৃৎ প্লীহা প্রভৃতি রোগ হইতে পাণ্ডু ও কামলার উৎপত্তি হয়। প্লীহা ও যকৃৎ রক্তের আধার এবং রঞ্জকপিত্ত প্লীহা ও যকৃতে অবস্থান করে, এমতাবস্থায় প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে রক্তের ক্রিয়ার হানি হয় এবং পিত্তের ক্রিয়ার অভাব হইয়া থাকে। স্থূলকথা রঞ্জকপিত্ত কর্ত্তৃক রক্তের ক্রিয়া ও

রক্তের সঞ্চার হইয়া থাকে এবং পিত্তের দুষ্টি বশতঃ রক্তের বিকৃতি জন্মে, পাণ্ডুরোগের উৎপত্তির ইহাই কারণ। এই পাণ্ডুরোগ হইতেই কামলারোগ উৎপন্ন হয়, কিন্তু দূষিত পিত্ত অত্যন্ত দুষ্ট হইয়া রক্ত ও মাংসকে দূষিত করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। পাণ্ডুরোগের আধিক্যই কামলারোগ বুঝিতে হইবে; যেরূপ কাসরোগ হইতে যক্ষ্মারোগের উৎপত্তি হয় এবং উভয় রোগের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান, পাণ্ডু ও কামলারোগের মধ্যেও তাদৃশ প্রভেদ আছে, কামলারোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া সমস্ত ধাতুকে (রক্ত, মাংস ও মেদ প্রভৃতিকে) আশ্রয় করিলে কুম্ভকামলারোগে পরিণত হয় অর্থাৎ কুম্ভ-কামলা, কামলারোগের অত্যন্ত প্রবল অবস্থা বুঝিতে হইবে। হলীমকরোগও পাণ্ডুরোগের ভেদমাত্র।

পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হইলে প্রথমতঃ কোন্ রোগ হইতে উহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্যরাখা কর্ত্তব্য। যে স্থানে পাণ্ডু বা কামলারোগের উৎপাদক রোগ নিরুপিত হয় না অর্থাৎ অন্যান্য রোগ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল বাতাদি দোষের প্রকোপ বশতঃ শরীরের পাণ্ডুতা দৃষ্ট হয়, সেই সকল অবস্থায় বাতাদি দোষসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। স্বয়ং প্রকুপিত বাতাদি দোষজনিত পাণ্ডু বা অন্য রোগের পূর্ব্বরূপ বা রূপভেদে সমুৎপন্ন পাণ্ডুরোগ দৃষ্ট হইলে, উহার চিকিৎসার্থ ঔষধ সমূহ বিবেচনা পূর্ব্বক নির্ব্বাচন করিবে অর্থাৎ অনেক স্থানে মুলরোগের ঔষধ প্রদান করিলেও পাণ্ডুতা নষ্ট হয়, যথা—ক্রিমিজন্য পাণ্ডুরোগে বিড়ঙ্গাদিলৌহ, পারিভদ্রাবলেহ (হরিদ্রাখণ্ড), প্লীহা বা যকৃৎজন্য পাণ্ডুরোগে চিত্রকাদিলৌহ, মহামৃত্যুঞ্জয়লৌহ ও লোকনাথরস প্রভৃতি, রক্তপিত্তজন্য পাণ্ডুরোগে শত-মূল্যাদি লৌহ ও খণ্ডকাদ্যলৌহ এবং কাসজনিত পাণ্ডুরোগে লক্ষ্মীবিলাস ও রসেন্দ্রগুড়িকা প্রভৃতি ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক উপযুক্ত অনুপানে সেবন করাইবে, এইরূপ অন্যান্য রোগেও পাণ্ডুতার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, তৎতৎ মুখ্য-রোগ এবং পাণ্ডুনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে, কিন্তু সেই সমস্ত রোগের উপদ্রব স্বরূপ পাণ্ডুরোগ অথবা কামলারোগ বিবিধ উপদ্রব সহ প্রকাশিত হইলে ঐ সমস্ত মূলরোগ নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিলেই পাণ্ডু ও কামলা বিনষ্ট হয় না; সুতরাং পাণ্ডু রোগাধিকারোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করাও কর্ত্তব্য। পাণ্ডু ও কামলারোগের আতিশয্যে বিবিধ উপদ্রব লক্ষিত হইলে, চিকিৎ-সকের উপদ্রব সমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পাণ্ডু ও কামলারোগের

প্রভেদ থাকিলেও প্রায়শঃ ভিন্ন ঔষধের প্রয়োজন হয় না, একই ঔষধে উভয়রোগ নষ্ট হয়। পাণ্ডু ও কামলারোগে উদরে বেদনা, কোষ্ঠকাঠিন্য, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, উদরাময়, বমন, পিপাসা, গাত্রকণ্ডু, অরুচি, বিমর্ষতা ও ক্ষুধার লোপ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, এবং পাণ্ডু ও কামলারোগে কতকগুলি অসাধ্য লক্ষণও ক্রমান্বয় উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ সমস্ত লক্ষণ সমূহেরও যথাসাধ্য প্রতীকার করা কর্ত্তব্য, যেহেতু অসাধ্য লক্ষণান্বিত রোগীকে শারীরিক বল ও অগ্নিবল প্রভাবে অনেকস্থানে আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

পাণ্ডুরোগে-ক্রিমিসঞ্চয়। পাণ্ডুরোগীর উদরে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং আম ও রক্ত সংযুক্ত মল নির্গত হইলে, রোগীকে সাবধানে চিকিৎসা করিবে। যাহাতে উদরাময় অর্থাৎ আমরক্তের নিবৃত্তি হয়, অথচ ক্রিমিসকল বিনষ্ট হইয়া নির্গত হয়, তাদৃশ পাণ্ডুনাশক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য; যাহাতে দাস্ত হইয়া ক্রিমি নির্গত হয়, তাদৃশ ঔষধ কখনও প্রয়োগ করিবে না। ক্রিমিনাশার্থ বিড়ঙ্গাদিলৌহ, ক্রিমিকালান্তকরস, ক্রিমিরোগারিরস এবং ক্রিমিভদ্রবটিকা প্রভৃতি ঔষধ রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এই অবস্থায় আমরক্ত নিবারণার্থ কণাদ্যলৌহ ও পীযুষবল্লীরস প্রভৃতি সেবন করান যাইতে পারে। রোগীর শোথের প্রবলতা লক্ষিত হইলে, তন্নিবারণার্থ রোগীকে, কটুকাদ্যলৌহ, ক্র্যষণাদ্যলৌহ, ত্রিকট্বাদিলৌহ বা শোথকালানল রস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে এবং রোগীকে অতি লঘুপথ্য প্রদান করিবে, স্নিগ্ধ বা ঠাণ্ডা দ্রব্য কদাচ প্রদান করিবে না।

পাণ্ডু ও কামলারোগে-বমন। পাণ্ডুরোগে পিত্তের প্রবলতা বশতঃ প্রবল বমন বেগ দৃষ্ট হয়, আহার্য্য দ্রব্য ভোজনান্তেই বমনের সঙ্গে উঠিয়া যায়, এইরূপ অবস্থায় রোগীকে তরল দ্রব্য সেবন করিতে দিবে না, যেহেতু উহা ভোজনান্তে উত্থিত হয়; সুতরাং লঘুপাক দ্রব্য পথ্য প্রদান করিবে, এবং সপ্তামৃতলৌহ ও ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি ঔষধ রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে।

পাণ্ডু ও কামলারোগে-জ্বর। পাণ্ডু ও কামলারোগে জ্বর হইলে, রোগীকে জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া জীর্ণজ্বর চিকিৎসোক্ত চন্দনাদি-লৌহ, সর্ব্বজ্বরহরলৌহ ও বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ প্রভৃতি ঔষধ এবং জ্বরের সঙ্গে উদরাময় লক্ষিত হইলে, পুটপক্ক বিষম জ্বরান্তকলৌহ বা বৃহৎ জ্বরান্তকলৌহ প্রভৃতি ঔষধ এবং প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে, বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি ও বৃহৎ বিষমজ্বরারিরস প্রভৃতি সেবন করিতে দিবে এবং প্লীহা ও যকৃৎ নিবারক-ধারক ঔষধ, যথা—লোকনাথ রস, বৃহৎ লোকনাথরস ও চিত্রকাদ্য লৌহ অথবা রেচক ঔষধ যথা—মাণকাদি গুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা ও অভয়ালবণ প্রভৃতি অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে, জ্বরের সঙ্গে কাস প্রবল থাকিলে, সর্ব্বতোভদ্ররস ও বৃহৎচুড়ামণি প্রভৃতি উপযুক্ত অনুপানে সেবন করাইবে।

পাণ্ডু ও কামলারোগে-উদরাময়। পাণ্ডু ও কামলারোগে পিত্তের বিকৃতি বশতঃ উদরাময় দৃষ্ট হয়; এই রূপ অবস্থায় রোগীর উদরাময় অসাধ্য লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত হইলেও তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করা অত্যাবশ্যক। এই অবস্থায় পাণ্ডুরোগনাশক ত্রৈলোক্যসুন্দর, পঞ্চামৃতলৌহ ও বজ্রবটকমণ্ডুর প্রভৃতি ব্যবস্থা করিবে। উদরাময় প্রবল হইলে জাতীফলাদ্যরস, হিরণ্য-গর্ভপোট্টলীরস প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা বিধেয়। উদরাময় ও শোথ উভয়ই বিদ্যমান থাকিলে পঞ্চামৃতলৌহ ও বজ্রবটকমণ্ডুর প্রভৃতি সেবন করাইয়া মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিবে; কিন্তু উদরাময় অত্যন্ত প্রবল হইলে লৌহ-পর্প্পটী বা পঞ্চামৃতপর্প্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিয়া অতি পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন ও দুগ্ধ পথ্য প্রদান করিবে। শোথ ও তৎসঙ্গে উদরাময় প্রকাশানন্তর পাণ্ডু এবং কামলা উৎপন্ন হইলে, তাহাতেও ঐরূপ চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে-কোষ্ঠকাঠিন্য। এই দুই রোগে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দৃষ্ট হইলে, তন্নিবারণার্থ প্রাণবল্লভ রস ও পাণ্ডুসূদনরস প্রভৃতি পাণ্ডু-নাশক রেচক ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অন্যান্য রোগ পাণ্ডু ও কামলার সহিত প্রবলভাবে লক্ষিত হইলে, সেই সেই রোগ নিবারক বিরেচক ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক প্রদান করিবে অর্থাৎ বাতজ প্লীহা বা যকৃৎরোগে কোষ্ঠবদ্ধ হওয়ায়

ক্রমশঃ পিত্তাদির আশ্রয় বশতঃ পাণ্ডু বা কামলারোগ উৎপন্ন হইলে, সেই স্থানে প্লীহা ও যকৃৎ নিবারক বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে, কারণ ঐরূপ স্থলে মূলরোগ নষ্ট না হইলে, তজ্জনিত অন্যরোগ বিনষ্ট হয় না, যদিও আয়ুর্ব্বেদীয় একই ঔষধ ব্যবহার দ্বারা কার্য্য বা কারণভূত উভয়বিধ রোগই নিবৃত্ত হয়, তথাপি মূলরোগ নিবারক ঔষধ প্রয়োগদ্বারা তজ্জনিত অন্যরোগ নিবারণে চেষ্টিত হওয়া কর্ত্তব্য, যখন এক রোগ হইতে অন্যরোগ প্রবলরূপে প্রকাশ পায়, তখন সেই রোগোক্ত ঔষধ সেবন করান আবশ্যক। পাণ্ডু বা কামলা রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে তাহাকে তীব্র বিরেচক ঔষধ সেবন না করাইয়া মৃদু বিরেচক ঔষধ সেবন করান কর্ত্তব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে-শোথ। এই উভয় রোগে শোথ বিদ্যমান থাকিলে, রোগীর পাণ্ডু বা কামলা জনিত শোথ কিম্বা উদরাময় বা যকৃৎ প্লীহাদি সমাশ্রিত শোথ এই বিষয় লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। যেহেতু শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগেও শোথ দৃষ্ট হয়, আবার কখনও বা পাণ্ডুরোগীর উদরাময় বা অন্য রোগ হইতেও শোথ অরিষ্ট লক্ষণরূপে প্রকাশ পায়; অতএব পাণ্ডু ও কামলারোগে উদরাময় প্রভৃতি লক্ষণ শোথসহ দৃষ্ট হইলে পঞ্চামৃতলোহ-মণ্ডুর বা পুনর্ণবামণ্ডুর প্রভৃতি সেবন করাইবে; কিন্তু শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগে শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস ও শ্লেষ্মকালানলরস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে অধিক উপকার পাওয়া যায়, ইহা অনেক স্থানেই দৃষ্ট হইয়াছে। শোথ অত্যন্ত প্রবল হইলেও মাণমণ্ড পথ্য দিবে।

পাণ্ডু ও কামলারোগে-অরুচি। পাণ্ডু ও কামলারোগে প্রায়শঃ অরুচি দৃষ্ট হয়, এমতাবস্থায় তাহার নিবারণার্থ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; যেহেতু অন্নে অরুচি হইলে রোগী শীঘ্রই বিপন্ন হয়, এমতাবস্থায় সুলোচনাভ্র, আর্দ্রক-মাতুলুঙ্গাবলেহ ও সুধানিধি রস প্রভৃতি ঔষধ এবং যথাসম্ভব মুখরোচক দ্রব্য রোগীকে প্রদান করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে সর্দ্দি ও কাস। পাণ্ডু ও কামলা রোগীর সর্দ্দি, কাস প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, মৃদুরেচক অথবা অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ সেবন করাইবে এবং লক্ষ্মীবিলাস ও মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ঔষধ সেবন

করাইবে। পাণ্ডু, কামলা বা হলীমকরোগে অগ্নিমান্দ্য বা ক্ষুধার লোপ অনেক স্থানেই দৃষ্ট হয়, এইরূপ অবস্থায় লঘু পথ্য প্রদান করা বিশেষ আবশ্যক; অন্যান্য রোগজন্য পাণ্ডুরোগে অর্থাৎ দীর্ঘকালব্যাপী জ্বর, রক্তপিত্ত, ক্রিমি, যক্ষ্মা ও শোথ প্রভৃতি রোগ হইতে পাণ্ডুতার লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, কেবলমাত্র মূলরোগ নাশক পথ্যাদি প্রদান না করিয়া অগ্নিবর্দ্ধক পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডু, কামলা বা হলীমকরোগ অনেক দিনব্যাপী এবং উপদ্রব সংযুক্ত হইলে ঐ সকল উপদ্রব নষ্ট করিয়া রোগীর অগ্নিবল অনুসারে হরিদ্রাদ্যঘৃত ও দ্রাক্ষাঘৃত প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে; উহাতে রোগ সমূলে নষ্ট হয়। রোগীর শোথ, কাস এবং মৃদুভাবে জ্বর প্রকাশ পাইলে, পুনর্ণবাতৈল প্রভৃতি গাত্রে মর্দ্দন করাইয়া রোগীকে স্নান করাইবে।

পাণ্ডু, কামলা, কুম্ভকামলা ও হলীমকরোগের চিকিৎসা-ভেদ।

বাতজ, পিত্তজ ও কফজ লক্ষণভেদে পাণ্ডুরোগের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, কামলারোগে পিত্তপ্রধান পাণ্ডুরোগের ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়; যেহেতু কামলারোগ অত্যধিক পিত্তের প্রকোপ বশতঃ উৎপন্ন হয়; তদ্ভিন্ন কামলারোগে মহাতিক্ত ঘৃত ও কল্যাণ ঘৃত সেবন করাইয়া শরীর স্নিগ্ধ হইলে, তৎপরে পিত্তহরণার্থ বিরেচক ঔষধ সেবন করান বিধেয়; কিন্তু কামলারোগে রোগীর দুর্ব্বলতা, জ্বর ও মলভেদ প্রভৃতি লক্ষিত হইলে বিরেচন নিষিদ্ধ, এই অবস্থায় পাণ্ডুরোগের অন্যান্য ঔষধ সেবন করান আবশ্যক।

কুম্ভকামলারোগে কামলারোগেরই ঔষধ প্রয়োগ করিবে, যেহেতু কামলা-রোগে সমস্ত ধাতু রুক্ষ গুণবিশিষ্ট হইলে, উহা কুম্ভকামলারূপে পরিণত হয়; অতএব স্নিগ্ধ ঔষধ অর্থাৎ ঘৃত সেবন করাইয়া তৎপরে কামলারোগর বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে এবং কামলা চিকিৎসার নিয়মানুসারে রোগীর চিকিৎসা করিবে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "কুম্ভকামলায়াং তু হিতঃ কামলিকো

বিধিঃ।" পাণ্ডু ও কামলারোগে যে সমস্ত বিধি উক্ত হইয়াছে, হলীমকরোগে তাদৃশ নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ বাতজ ও পিত্তজ পাণ্ডুরোগের ঔষধ সেবন করান বিধেয় ; যেহেতু বিবিধ লক্ষণান্বিত হলীমকরোগ বায়ু ও পিত্ত প্রধান পাণ্ডুরোগ হইতে উৎপন্ন হয় এবং চিকিৎসা-বিষয়ক বিধি পাণ্ডু ও কামলারোগের ন্যায় ; শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা—পাণ্ডুরোগক্রিয়াং সর্ব্বাং যোজয়েচ্চ হলীমকে। কামলায়াঞ্চ যাদিষ্টা সাপি কার্য্যা ভিষগ্বরৈঃ॥

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে—ঔষধ।

শর্করাযোগ। পিত্তজন্য পাণ্ডুরোগীর চর্ম্ম, নখ ও মূত্র পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে জলসহ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, কিন্তু রোগীর দাস্ত প্রবল থাকিলে, এই যোগ প্রয়োগ করিবে না। কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় প্রযোজ্য।

শর্করাযোগ। ইক্ষুচিনি ২॥৴৪ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ১।৮ রতি, একত্র মিশ্রিত করিয়া ২।০ বারে প্রয়োগ করিবে। বৃদ্ধ বা বালককে সিকি মাত্রা প্রয়োগ করিবে।

গুগ্গুলুযোগ। কফজ পাণ্ডুরোগীর ত্বক্ ও মূত্রাদির পীতসমন্বিত শ্বেতাভা, সর্দ্দি, হস্ত ও পদাদিতে শোথ, দেহের গুরুতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল বা গোমূত্র।

গুগ্গুলুযোগ। গুগ্গুলু যথানিয়মে গোদুগ্ধে শোধন করিয়া ঘৃতে পেষণ করিবে; অনন্তর ॥০ তোলা প্রমাণ বটিকা করিবে। বালক এবং বৃদ্ধদিগের পক্ষে।০ আনা বা অবস্থাভেদে ৵০ আনা মাত্রায় প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

পিপ্পলীযোগ। কফজ পাণ্ডুরোগীর ত্বক্ ও হস্ত পদাদির পাণ্ডুতা সমন্বিত শ্বেতাভা দৃষ্ট হইলে এবং হস্ত পদাদিতে শোথ, গুরুতা ও কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধিজন্য পাণ্ডুতা দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—গোমূত্র বা জল।

পিপ্পলীযোগ। পিপুলচূর্ণ ৷৷০ আনা ও হরীতকীচূর্ণ ৷৷০ আনা, একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রায় সেব্য।

শুণ্ঠীযোগ। কফজ পাণ্ডু রোগীর শরীরে শ্বেতাভাসমন্বিত পাণ্ডুতা দৃষ্ট হইলে এবং হস্তপদাদিস্থানে শোথ, দেহের গুরুতা প্রভৃতি লক্ষিত হইলে এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল বা গোমূত্র।

শুণ্ঠীযোগ। শুঁঠ চূর্ণ ।০ আনা ও লৌহচূর্ণ /০ আনা; একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে, বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তিকে প্রত্যহ অর্দ্ধ বা সিকি মাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

ফলত্রিকাদিক্বাথ। বায়ু বা পিত্ত প্রবল পাণ্ডুরোগে রোগীর শরীর পীতবর্ণ লক্ষিত হইলে এবং দাহ, পিপাসা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে রোগীকে এই ক্বাথে শীতলাবস্থায় মধু মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ক্বাথ কামলারোগেও ব্যবস্থা করা যায়।

ফলত্রিকাদিক্বাথ। হরীতকী, আমলা, বহেড়া, পদ্মগুড়ুচী, বাসক, কটকী, চিরতা ও নিমছাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

লৌহযোগ। পিত্তপ্রধান পাণ্ডুরোগে রোগীর শরীরের পীতাভা এবং জ্বর ও দাহ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করাইবে। ইহা কামলারোগে এবং শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগেও সেবন করান যাইতে পারে। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

লৌহযোগ। লৌহ, আমলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রা; এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ আনা বা ৵০ আনা।

বিড়ঙ্গাদিলৌহ। পিত্তজ পাণ্ডুরোগে রোগীর মল, মূত্র, হস্ত, নখ ও শরীরের পীতাভা, জ্বর, দাহ ও উদরাময় প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে এবং কামলারোগে রোগীর মল, মূত্র, এবং চর্ম্ম নখাদির হরিদ্রাভা লক্ষিত হইলে অথবা রোগীর উদরাময়, শোথ প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ বৈকালে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে—অনুপান—পুরাতন ইক্ষু গুড়।

বিড়ঙ্গাদিলৌহ। বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইবে এবং লৌহ সর্ব্ব সমান, সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

নবায়সলৌহ। বাতজ বা পিত্তজ পাণ্ডুরোগে রোগীর মল, মূত্র, মুখ, নখ ও সর্ব্ব শরীরে পীতাভা দৃষ্ট হইলে অথবা কামলা এবং হলীমকরোগে রোগীর মুখ সর্ব্বশরীরে হরিদ্রাভা অথবা কৃষ্ণমিশ্রিত পীতাভা দৃষ্ট হইলে এবং জ্বর, দাহ, উদরাময় ও শোথ প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ প্লীহা, যকৃৎ, জীর্ণজ্বর ও শোথে পাণ্ডু বা কামলা প্রকাশ পাইলে অত্যন্ত উপকারী, ঘৃত ও মধু সহযোগে এই ঔষধের বটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে পারা যায়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেব্য। অনুপান—ঘৃত ও মধু।

নবায়সলৌহ। প্রস্তুত বিধি ১৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ। পিত্তজ ও বাতজ পাণ্ডুরোগে রোগীর উদরাময়, ভ্রম, শরীরের পাণ্ডুবর্ণতা এবং কামলারোগে রোগীর চক্ষু, মুখ ও নখ প্রভৃতির হরিদ্রা, পীত বা রক্তাভা এবং মল ও মূত্রের পীতাভা বা রক্তাভা, গাত্রদাহ ও হলীমকরোগে রোগীর অগ্নিমান্দ্য, দাহ, জ্বর, অরুচি এবং শরীর হরিত, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এতদ্ভিন্ন শোথ, প্রমেহ, গ্রহণীরোগ, প্রতমক-শ্বাস, পৈত্তিককাস, রক্তপিত্ত, পিত্তার্শঃ ও রক্তার্শঃ প্রভৃতি রোগেও এই ঔষধ সেবন করান যায়, পাণ্ডু ও কামলারোগের অবস্থায় ঐ সকল রোগের কোন একটি উৎপন্ন হইলে, তাহাতেও এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—ঘোল।

অষ্টাদশাঙ্গলৌহ। চিরতা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, মুথা, গুলঞ্চের পালো, কট্‌কী, পলতা, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগ; সর্ব্ব সমান লৌহ, সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ। বাতজ ও পিত্তজ পাণ্ডুরোগে, কামলারোগে, কুম্ভ-কামলারোগে এবং হলীমকরোগে রোগীর ত্বক্, চক্ষু, মুখ ও নখ প্রভৃতি

পাণ্ডু, পীত, হরিদ্রা, বা ঈষৎ কৃষ্ণ অথবা রক্তাভ দৃষ্ট হইলে অথবা মল ও মূত্রের তাদৃশ পীতাভা এবং উদরাময় ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে ভোজনের আদি, মধ্য ও অন্তে সেবন করাইবে; অথবা প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্ত, পরিণাম-শূল, পৈত্তিক প্লীহা, প্রতমকশ্বাস, বাতপিত্তপ্রধান জীর্ণজ্বর, উদরীরোগ, রক্তগুল্ম, পিত্তগুল্ম ও শোথ প্রভৃতি রোগে সেবন করিতে দিবে। পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে ঐ সকল রোগের কোনও একটী উপদ্রবরূপে বা প্রধান রোগরূপে দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগে উপকার হয়। অনুপান—কুলেখাড়ার রস, বা হিঞ্চার রস।

ত্রিকত্রয়াদ্য লৌহ। মণ্ডুর ভস্ম ৮ তোলা, ইক্ষুচিনি ৮ তোলা, এবং কান্তলৌহ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রক্তচিতা, মুথা ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা একত্র করিয়া ঘৃত ৮ তোলা এবং মধু ৮ তোলার সহিত লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করতঃ ৭ দিন রৌদ্রে ও শিশিরে রাখিবে। বটী ৩ রতি।

আনন্দোদয়রস। শ্লৈষ্মিক পাণ্ডুরোগে রোগীর মুখ ও নাসিকা হইতে জলস্রাব, হস্ত ও পদাদিতে শোথ, তন্দ্রা ও আলস্য প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ মন্দাগ্নি, গ্রহণী, বাতশ্লেষ্ম প্রধান জীর্ণজ্বর ও অরুচি প্রভৃতিরোগে উপকারী। অনুপান—কুলেখাড়ার রস ও মধু অথবা নিশিন্দাপাতার রস ও মধু।

আনন্দোদয়রস। রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও বিষ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং মরিচ ৮ তোলা ও সোহাগার খৈ ৪ তোলা; এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করত মর্দ্দন করিয়া ভীমরাজরসে ও দাড়িমের রসে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকরস। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক পাণ্ডু-রোগে এবং কামলা, কুম্ভকামলা ও হলীমকরোগে রোগীর মুখ, চক্ষু, নখ ও সর্ব্বশরীরের পাণ্ডুতা, হরিদ্রাভা, বা কৃষ্ণাভা দৃষ্ট হইলে এবং হস্ত পদা-দিতে শোথ, মন্দাগ্নি, উদরাময়, দাহ, তৃষ্ণা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ১৪ দিন সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ জীর্ণ জ্বর, রক্তপিত্ত, অরুচি, বমি, কাস, শোথ, প্লীহোদর, উদরাধ্মান, বাত-

গুল্ম, প্রতমকশ্বাস ও বিবিধ কাস প্রভৃতি রোগে সেবন করান যায়। পাণ্ডু, কামলা বা হলীমকরোগে ঐ সমস্ত রোগের কোনও একটি প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও বাসকের মিলিত ক্বাথ।

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ ও কড়িভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং গোক্ষুরবীজচূর্ণ ৮ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া পটোলপত্র, ক্ষেতপাপড়া, বামনহাটীর মূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুলফা, গুলঞ্চ, থুলকুড়িশাক, বাসক, কাকমাচী, রাখালশশা, পুনর্ণবা, কেশুর্ত্তে, সাচিশাক ও ধল্‌ঘসে. ইহাদের প্রত্যেকের ৩২ তোলা রসে যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী ১ রতি।

ত্রৈলোক্যসুন্দররস। বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও সান্নিপাতিক পাণ্ডু-রোগে এবং কামলা ও হলীমকরোগে রোগীর নখ, মুখ, চক্ষু ও সর্ব্বাঙ্গে পাণ্ডুবর্ণতা, পীতাভা বা কৃষ্ণবর্ণাভা দৃষ্ট হইলে এবং মলমূত্রের হরিদ্রাভা, জ্বর, অতিসার, অরুচি ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—চিনি ও মধু।

ত্রৈলোক্যসুন্দররস। পারদ ১ ভাগ, অভ্র ৬ ভাগ, লৌহ ৮ ভাগ এবং গন্ধক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মোচরস, তালমূলী ও গুলঞ্চের পালো এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৫ ভাগ ও মাণ ২ ভাগ লইয়া মর্দ্দন করত ত্রিফলার ক্বাথে দশ দিনে ২০ বিশটী ভাবনা দিবে; পরে শজিনা ও রক্তচিতার মূলের রসে যথাক্রমে ৮ বার ভাবনা দিবে। বটী—৪ মাষা।

বজ্রবটকমণ্ডুর। পাণ্ডু, কামলা ও কুম্ভকামলারোগে রোগীর চক্ষু, মুখ এবং মলমূত্রের পীতাভা, হরিদ্রাভা বা রক্তাভা দৃষ্ট হইলে এবং রোগীর উদরাময়, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ অর্শঃ, ক্রিমি ও প্লীহা প্রভৃতি রোগে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। অনুপান—গুলঞ্চের রস, উদরাময়ে ঘোল।

বজ্রবটকমণ্ডুর। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, মরিচ; দেবদারু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ ও মুথা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, মণ্ডুর ৪৮ তোলা এবং গোমূত্র /৬ সের। গোমূত্র ও মণ্ডুর একত্র পাক করিয়া আসন্নপাকে অন্যান্য চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা—।০ বা ॥০ আনা।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর। পাণ্ডু, কামলা, কুম্ভকামলা ও হলীমকরোগে রোগীর চক্ষু, মুখ, নখ এবং সর্ব্বাঙ্গে পীতাভা, হরিদ্রাভা বা পীত বর্ণ মিশ্রিত কৃষ্ণাভা ও মলমূত্রের হরিদ্রাভা বা কৃষ্ণাভা দৃষ্ট হইলে ও রোগীর উদরাময়, শোথ, এবং মৃদুজ্বর প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেবন করিতে দিবে। ইহা প্লীহা, যকৃৎ ও উদরী প্রভৃতি রোগেও অত্যন্ত উপকারী। প্লীহা বা যকৃৎরোগে পাণ্ডু বা কামলার লক্ষণ প্রকাশ পাইলেও, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দেওয়া যায়। অনুপান—কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া) পাতার রস।

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর। প্রস্তুত বিধি ১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুনর্ণবামণ্ডুর। পাণ্ডু, কামলা, কুম্ভকামলা বা হলীমক রোগে রোগীর চক্ষু ও মুখাদির পীতাভা, হরিদ্রাভা কিম্বা রক্তাভা এবং মল ও মূত্রের হরিদ্রাভা অথবা রক্তাভা লক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ পাণ্ডু বা কামলা রোগীর শোথ, মৃদুজ্বর, প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পুনর্ণবার রস বা কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া) পাতার রস।

পুনর্ণবামণ্ডুর। পুনর্ণবা, তেউড়ীমূল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চৈ, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, পিপুলমূল ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, মণ্ডুর ৪০ তোলা এবং গোমূত্র /৫ সের, প্রথমতঃ মণ্ডুরকে গোমূত্রে পাক করিয়া ঘন হইলে আসন্নপাকে অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আলোড়ন করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ॥০ তোলা।

অমৃতলতাদ্যঘৃত। পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে রোগীর দীর্ঘকাল হইতে চক্ষু, মুখ, মল ও মূত্র প্রভৃতির হরিদ্রাভা বা পীতাভা দৃষ্ট হইলে এবং রোগীর বিবিধ উপদ্রব অর্থাৎ শোথ, উদরাময়, মন্দাগ্নি ও বমন প্রভৃতি হ্রাস হইলে এবং ক্ষুধা ও অগ্নিবল যথারীতি প্রকাশ পাইলে, রোগের অল্প প্রকোপ বিদ্যমানে এই ঘৃত রোগীকে, অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। বায়ু ও পিত্ত মিশ্রিত পাণ্ডু এবং হলীমকরোগেই এই ঘৃত সমধিক উপকারী। অনুপান—ঈষদুষ্ণদুগ্ধ।

অমৃতলতাদ্য ঘৃত। মহিষঘৃত /৪ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। গুলঞ্চের রস ১৬ সের, কল্কদ্রব্য—পেষিত গুলঞ্চ /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথারীতি ঘৃতপাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ তোলা।

হরিদ্রাদ্যঘৃত। পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং রোগীর চক্ষু, মুখ, নখ, মল ও মূত্রের পীতাভা বিদ্যমান থাকিলে অথচ জ্বর, উদরাময় ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব সকল বিনষ্ট হইলে, এই ঘৃত রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে, অগ্নির বল ও ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, এই ঘৃত প্রয়োগ করিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

হরিদ্রাদ্যঘৃত। মহিষঘৃত, ৪ সের। গোদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—হরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, নিমছাল, বেড়েলা, যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ তোলা।

ব্যোষাদ্যঘৃত। মৃত্তিকাভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগে রোগীর চক্ষু ও মুখ প্রভৃতির পীতাভা দৃষ্ট হইলে এবং চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের তেজ নষ্ট হইলে, রোগীকে এই ঘৃত অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। রোগীর অগ্নিবল যথারীতি প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত ব্যবস্থা করিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

ব্যোষাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বেলশুঁঠ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শ্বেতপুনর্ণবা, রক্তপুনর্ণবা, মুথা, লৌহভস্ম, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছুটী ও বামনহাটী; এই সমুদয় দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা—।০ আনা বা ॥০ তোলা।

দ্রাক্ষাদ্যঘৃত। পাণ্ডু, কামলা বা হলীমকরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং রোগীর হস্ত, চক্ষু, মল ও মূত্র প্রভৃতির পীতাভা ও তৎসঙ্গে মৃদু জ্বর সময় সময় প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে সেবন করিতে দিবে। রোগীর শোথ ও উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে এবং অগ্নিবল যথোচিত প্রকাশ পাইলে, অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। এই ঘৃত জীর্ণজ্বর, উদরীরোগ ও গুল্মরোগে অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

দ্রাক্ষাদ্যঘৃত। দশবর্ষাধিক পুরাতন গব্যঘৃত /৪ সের। যথা নিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য—দ্রাক্ষা /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা—চারি আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা।

পুনর্ণবাতৈল। পাণ্ডু, কামলা বা হলীমকরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং রোগীর চক্ষু ও মুখ প্রভৃতির হরিদ্রাভা দৃষ্ট হইলে, রোগীর গাত্রে এই তৈল মালিশ করিতে দিবে। রোগীর উদরাময়, কাস ও বমন প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস হইলে, মৃদুজ্বর এবং হস্ত ও পদাদিতে সামান্য শোথ দৃষ্ট হইলে, এই তৈল প্রয়োগ করা যাইতে পারে। পুরাতন জ্বরে, দীর্ঘকালের শোথ-রোগে, প্রমেহ, প্লীহাদি জনিত পাণ্ডু ও কামলারোগেও এই তৈল প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পুনর্ণবাতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—পুনর্ণবা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কাকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কটফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, বেণুকা, কুড়, পুনর্ণবা-মূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, দারুচিনি, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র, মুথা ও নাগেশ্বর; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈলপাক করিবে।

পাণ্ডু ও কামলারোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।

পীযুষবল্লীরস। পাণ্ডু বা কামলারোগে উদরাময় অর্থাৎ আম বা রক্তসংযুক্ত পাতলা মল নির্গত হইলে এবং রোগীর মৃদু জ্বর ও শোথ প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে, অনুপান—দগ্ধ বিল্ব ও ইক্ষুগুড়, রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে আয়াপানের রস।

পীযূষবল্লীরস। রস, গন্ধক, অভ্র, রূপা, লৌহ, সোহাগারখৈ, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুথা, আকনাদি, জীরা, ধনে, আতইষ, লোধ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, দারু-চিনি, জাতীফল, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, বালা, দাড়িমের খোসা, ধাইফুল ও কুড়; ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ তোলা ও বরাহক্রান্তা ১ তোলা; এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে, পরে কেশুত্যার রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া ছাগীদুগ্ধে পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিবে। বটী ১ এক রতি।

জাতিফলাদ্যবটিকা। পাণ্ডু বা কামলারোগে পাতলা দাস্ত বা আম-সংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে, উদরাময়ের সঙ্গে শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলেও ইহা ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু বা মুথার রস ও মধু।

জাতীফলাদ্য বটিকা। পারদ ও গন্ধকের কজ্জলী ১ তোলা এবং অভ্র ॥০ তোলা ; একত্র মর্দ্দন করিয়া তাহার সঙ্গে জায়ফল, মোচরস, মুথা, সোহাগার খৈ, আতইস, জীরা ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ তোলা এবং বিষ ৵০ আনা মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিবে. পরে নিসিন্দাপাতা, সিদ্ধিপত্র জামপাতা, জয়ন্তীপত্র, দাড়িম পত্র কেশুত্যাপাতা, আকনাদি এবং ভৃঙ্গরাজ ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর উদরাময় অর্থাৎ পাতলা বা আমসংযুক্ত মল নির্গত হইলে. এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে ; পাণ্ডু ও কামলা রোগে রোগীর উদরাময় ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শোথ, প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ অত্যন্ত পুষ্টিকারক। অনুপান—জীরা চুর্ণ অথবা ঘৃত, মধু ও মরিচ চূর্ণ।

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস। পারদ ১ তোলা, স্বর্ণ ২ তোলা, মুক্তা ৪ তোলা, কাঁসা ৬ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, কড়িভস্ম ৩ তোলা, সোহাগার খৈ।০ আনা ; এই সমস্ত দ্রব একত্র মিশ্রিত করিয়া পাকা লেবুর রসে মর্দ্দন করিবে এবং মুষামধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক মুখরুদ্ধ করিয়া ৩০ খানা বিলঘুটিয়া দ্বারা লঘু পুটে পাক করিয়া খলে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৪ রতি।

লৌহপর্প টী। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর প্রবল উদরাময় অর্থাৎ পাতলা দাস্ত ও আম বা রক্তসংযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে সেবন করাইবে, পাণ্ডু ও কামলা রোগীর উদরাময় ও তৎসঙ্গে জ্বর, হস্ত এবং পদাদিতে প্রবল শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে. এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। প্রথমদিন ১ রতি পরিমাণে সেবন করিতে দিবে ; অনন্তর প্রত্যহ ১ রতি পরিমাণে বৃদ্ধি করিবে, এইরূপ ১০ম দিনে ১০ রতি পরিমাণে প্রাতে সেবন করাইবে ; অনন্তর প্রত্যহ ১ রতি পরিমাণে হ্রাস করিয়া সেবন করাইবে। ঔষধ সেবন কালে রোগীকে সৈন্ধব লবণে পক্ক নিরামিষ ব্যঞ্জনসহ অন্ন অথবা দুগ্ধান্ন পথ্য প্রদান করিবে এবং রোগীকে পিপাসা কালে দুগ্ধ পান করিতে দিবে, পর্প টী সেবনকালে দুগ্ধ প্রদান অত্যন্ত আবশ্যক ; সুতরাং রোগীকে সহ্যমত দুগ্ধ পান করিতে দিবে। রক্তশালি ধানের পুরাতন তণ্ডুল দ্বারা প্রস্তুত অন্ন পথ্য দিবে, রোগীর হস্তপদাদিতে শোথ প্রকাশ পাইলে, কেবলমাত্র দুগ্ধান্ন পথ্য প্রদান

করিবে, লবণ বা লবণাক্ত দ্রব্য ও জল সহযোগে পক্ক দ্রব্য বা জল একেবারে. নিষিদ্ধ।—অনুপান—ভাজাজীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ অথবা ধনে ও জীরার কাথ।

লৌহপর্প্টী। শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক, সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিবে, অনন্তর পারদের সমান লৌহভস্ম ঐ কজ্জলীর সহিত দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিবে, যখন লৌহভস্ম কজ্জলীতে অদৃশ্য হইবে, সেই সময় ঐ ঔষধ মিশ্রিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অনন্তর পর্পটীপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে।

পঞ্চামৃতপর্প্টী। পাণ্ডু বা কামলা রোগীর প্রবল উদরাময় অর্থাৎ আম বা রক্ত সংযুক্ত মল বা তরল দাস্ত দৃষ্ট হইলে, লবণ জল বন্ধ করিয়া এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। পাণ্ডু বা কামলা রোগে রোগীর উদরাময় এবং তৎসঙ্গে, জ্বর,শোথ ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়, এই ঔষধ প্রথমদিন দুই রতি পরিমাণে লইয়া, প্রাতে সেবন করাইবে, পরে প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিবে এবং ৯ বা ১০ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া সেবন করাইবে। অনন্তর প্রত্যহ ১ রতি ক্রমে মাত্রা হ্রাস করিবে; উদরাময় ও বিবিধ গ্রহণীরোগে এবং শোথে এই ঔষধ প্রয়োগ কালে লৌহপর্প্টীর নিয়মানুসারে পথ্য প্রদান করিবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু অথবা জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

পঞ্চামৃতপর্পটী। শোধিত গন্ধক ১ তোলা ও হিঙ্গুলোত্থরস ॥০ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া উহার সহিত লৌহ ।০ আনা, অভ্র ৵০ আনা, তাম্র /০ আনা; একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক লৌহ পর্পটীর নিয়মে পাক করিবে।

কণাদ্যলৌহ। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর আম বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিতে দিবে, এই ঔষধ রক্তাতিসার, প্রবাহিকা ও গ্রহণীরোগে অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা মুথার রস ও মধু।

কণাদ্যলৌহ। আকনাদি, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা, রক্তচিতা বেলশুঁঠ, রক্তচন্দন ও বালা; এই সকল দ্রব্য একভাগ, পিপুল ও শুঁঠ, ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভাগ এবং সমুদয় দ্রব্যের চূর্ণসমষ্টির সমান লৌহ একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

পাণ্ডু ও কামলারোগে—শোথ-চিকিৎসা।

শোথারিচূর্ণ। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ

.প্রভৃতিতে অথবা অঙ্গ-বিশেষে অল্প বা অধিক শোথ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। কফজ পাণ্ডুরোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—বিল্বপত্ররস ও মধু।

শোথারিচূর্ণ। শুঙ্কমূলা, আপাঙ্, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দন্তীর মূল, বিড়ঙ্গ, রক্তচিতা ও মুথা; এই সমুদয়ের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।• আনা।

শোথকালানল রস। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর হস্ত পদাদিতে শোথ এবং তৎসঙ্গে জ্বর অথবা উদরাময় দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে বা অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে,এই ঔষধ গ্রহণীনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—কুলেখাড়ার রস ও মধু।

শোথকালানলরস। রক্তচিতা, ইন্দ্রযব, গজপিপ্পলী, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, লবঙ্গ, জাতীফল, সোহাগার খৈ, লৌহ, অভ্র, গন্ধক ও পারদ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোল লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

কটুকাদ্যলৌহ। পাণ্ডু ও কামলারোগে রোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে বা অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে, কামলা বা কুম্ভকামলারোগে রোগীর শোথ থাকিলে ও পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। অনুপান—ছাগীদুগ্ধ।

কটুকাদ্যলৌহ। কট্‌কী, শুঁঠ; পিপুল, মরিচ, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচিতা, দেবদারু তেউড়ীমূল ও গজপিপুল,ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ ও সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ লৌহ; একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা /০ আনা।

ত্র্যূষণাদ্য লৌহ। পাণ্ডু বা কামলারোগীর হস্ত ও পদাদি স্থানে শোথ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে অপরাহ্ণে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধে প্রস্রাব বৃদ্ধি হয় এবং শোথ ক্রমশঃ হ্রাস পায়। অনুপান—ত্রিফলার জল।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে—কোষ্ঠবদ্ধ-চিকিৎসা।

প্রাণবল্লভ রস। পাণ্ডু ও কামলারোগে রোগীর কোষ্ঠশুদ্ধি না থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে ১ বার সেবন করিতে দিবে, পাণ্ডু বা কামলা-

রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত প্লীহা বা যকৃতের বৃদ্ধি, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহা সেবনে প্লীহা ও যকৃৎবৃদ্ধি, জলোদর ও উরুস্তম্ভ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধে অধিক দাস্ত হইলে ২। ১ দিন অন্তর সেবন করাইবে। অনুপান—জল।

প্রাণবল্লভরস। হিঙ্গুলোত্থপারদ, গন্ধক; কুঙ্কুম, লৌহ, আত্র, কড়িভস্ম, তুতে, হিং, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সীজমূল, যবক্ষার, শোধিত জৈপালবীজ, সোহাগার খৈ ও তেউড়ীমূল; এই সমুদয় সমভাগে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ছাগীদুগ্ধে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

পাণ্ডুসূদনরস। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করাইবে, ঔষধ সেবনে অধিক দাস্ত হইলে ২। ১ দিন অন্তর সেবন করাইবে। অনুপান—শীতলজল।

পাণ্ডুসূদনরস। পারদ, গন্ধক, তাম্র, শোধিত জৈপালবীজ ও গুগগুলু; এই সমুদয় সমভাগে লইয়া ঘৃতে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি বা ৩ রতি।

পাণ্ডু ও কামলারোগে—ক্রিমি-চিকিৎসা।

বিড়ঙ্গলৌহ। পাণ্ডু বা কামলারোগে কোষ্ঠদেশে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং রোগীর আম বা রক্তসংযুক্ত মল নির্গত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন কবিতে দিবে, ইহা অতি উপকারী। ক্রিমির প্রকোপ বশতঃ বমন, নাভিমূলে বেদনা, পাতলা দাস্ত, চক্ষু ও মুখে শোথ এবং জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। এই ঔষধ ক্রিমিজন্য শূল ও বমন প্রভৃতি রোগে অতি উপকারী। অনুপান—শটীর-রস। উদরে বেদনা থাকিলে পটোলপত্ররস।

বিড়ঙ্গলৌহ। রস, গন্ধক, মরিচ, জাতীফল, লবঙ্গ, পিপুল, হরিতাল, শুণ্ঠী ও সোহাগার খৈ, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, লৌহ ৯ তোলা এবং বিড়ঙ্গশাস ১৮ তোলা এই সমস্ত চূর্ণ জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

ক্রিমিকালানলরস। কোষ্ঠদেশে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর উদরাময় এবং চক্ষু ও গলদেশে শোথ প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট

হইলে, এই ঔষধ প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করাইবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক। অনুপান—ধনে ও জীরার কাথ বা শটীর রস অথবা ভাঁটিপাতার রস ও মধু।

ক্রিমিকালানলরস। বিড়ঙ্গের শাস ১৬ তোলা, বিষ ৮ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, রস ২ তোলা এবং গন্ধক ২ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ছাগীদুগ্ধে মর্দ্দন পূর্ব্বক ছায়ায় শুষ্ক করিবে। বটী ২ রতি।

ক্রিমিরোগারিরস। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর কোষ্ঠদেশে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং আম ও রক্তসংযুক্ত মল নির্গত, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে বা সন্ধ্যায় সেবন করাইবে। ক্রিমিজন্য উদরাময়রোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অনুপান—মুথার রস ও মধু।

ক্রিমিরোগারিরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, ধাইপুষ্প, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রসাঞ্জন, আকনাদি, বালা, বেলশুঁঠ ও পিপ্পলী ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের ১ ভাগ এবং মরিচ, শুঁঠ ও মুথা ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভাগ ; সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ভীমরাজের রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

ক্রিমিভদ্রবটিকা। বালকের কোষ্ঠদেশে ক্রিমি সঞ্চিত হইলে এবং পাণ্ডু বা কামলারোগ প্রকাশ পাইলে অথবা পাণ্ডুরোগে উদরাময়, চক্ষু, শিরোদেশে ও পদাদিতে শোথ, বমন, অগ্নিমান্দ্য ও অল্প জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শিশুদিগের ক্রিমিজন্য ঐ সকল রোগে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধে ক্রিমিসকল বিনষ্ট হয়। অনুপান—শটীর রস বা পলূতাপাতার রস ; স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে চাঁপাফুলের পাতার রস।

ক্রিমিভদ্রবটিকা। নিম্বপত্র, পটোলপত্র, শটীর পালো, বিড়ঙ্গশাস, শঙ্খভস্ম, মুথা, যমানী, শুঁঠ, কুড় ও কাঁটানাগকেশর পাতা ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, রৌপ্যভস্ম ১০ তোলা ও পলাশবীজ ২০ তোলা ; সমস্ত মিশ্রিত করিয়া চাঁপাফুলের পাতার রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

পাণ্ডু ও কামলারোগে—সর্দ্দি ও কাস-চিকিৎসা।

মহালক্ষ্মীবিলাস। পাণ্ডু বা কামলারোগীর কাস, অত্যধিক সর্দ্দি ও তন্দ্রা লক্ষিত হইলে অথবা কফজ পাণ্ডু রোগীর মন্দজ্বর, অরুচি,

ও সর্ব্বশরীরে ভারবোধ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পানের রস বা আদাররস।

মহালক্ষ্মীবিলাস। প্রস্তুতবিধি ৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। পাণ্ডু বা কামলা রোগীর অল্পজ্বর, সর্দ্দি, কাস, গলাবেদনা ও গাত্রগুরুতা প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক উপসর্গ সকল দৃষ্ট হইলে, অথবা কফজ পাণ্ডুরোগীর সর্দ্দি, শোথ ও আলস্য প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—পানের রস ও মধু বা নিসিন্দা-পাতার রস ও মধু।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস। প্রস্তুতবিধি ৯৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে—বমন-চিকিৎসা।

সপ্তামৃতলৌহ। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর বমন হইলে এবং তৎসঙ্গে অরুচি, অল্পজ্বর, হস্ত ও পদাদিতে শোথ প্রভৃতি উপদ্রব পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। শূলরোগেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। অনুপান—গব্যদুগ্ধ অথবা পল্‌তার রস বা হিঞ্চার রস।

সপ্তামৃতলৌহ। যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলা, বহেড়া; এই সকলের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ; একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা মর্দ্দন করিবে। বটী ৫ রতি।

ধাত্রীলৌহ। পাণ্ডু বা কামলারোগে রোগীর বমন হইলে, এবং তৎ-সঙ্গে অরুচি ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও অপ-রাহ্নে সেবন করাইবে। এই ঔষধ অম্লপিত্তে ও শূলে ব্যবহৃত হয়। অনু-পান—পল্‌তাররস ও চিনি।

ধাত্রীলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাণ্ডু ও কামলারোগে—অরুচি-চিকিৎসা।

আর্দ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহ। পাণ্ডু ও কামলারোগে রোগীর মুখে অরুচি হইলে, অন্নপানাদিতে অনিচ্ছা জন্মে, এই অবস্থায় এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং পাণ্ডু বা কামলারোগে

রোগীর অরুচির সঙ্গে মৃদু জ্বর, শোথ, কাস এবং শ্বাস প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, তাহাও এই ঔষধ প্রয়োগে বিনষ্ট হয়। অনুপান—জল।

আর্দ্রকমাতুলুঙ্গাবলেহ। আদার রস /৪ সের, ইক্ষুগুড় /২ সের ও টাবালেবুর রস /।॰ সের; এই সমস্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে উহাতে দারুচিনি, তেজপাতা, এলাইচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দুরালভা, চিতা, পিপুলমূল, ধনে, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা—চারি আনা।

সুধানিধিরস। পাণ্ডু ও কামলারোগে রোগীর অরুচি হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; ইহাতে অন্ন ভক্ষণে ইচ্ছা জন্মে এবং অগ্নিমান্দ্য, শূল ও গাত্রবেদনা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। অনুপান—ইক্ষুগুড়।

সুধানিধিরস। প্রস্তুতবিধি ২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে—পথ্য।

রোগীকে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব ও গমের তণ্ডুল দ্বারা প্রস্তুত বিবিধ খাদ্যদ্রব্য দেশকালানুসারে প্রদান করিবে। এই রোগে মুগ, অড়হর ও মসূরের যুষ এবং জাঙ্গল জন্তুর মাংসরস অতিশয় উপকারী। পটোল, পাকা-কুমড়া, কাচকলা, হিঞ্চেশাক, গুলঞ্চ, নটেশাক, পুনর্ণবাশাক, বেগুন, রসুন, পেঁয়াজ, পাকা আম, তেলাকুচা, শিঙ্গিমাছ, তক্র (ঘোল), ঘৃত, তিলতৈল ও মাখন প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যঞ্জন রোগীকে দোষ ও কাল বিবেচনা করিয়া প্রদান করিবে। স্নানকালে সমস্ত শরীর মার্জ্জন পূর্ব্বক রোগীর স্নান করা কর্ত্তব্য; কিন্তু জ্বর, শোথ, উদরাময় থাকিলে স্নান নিষিদ্ধ।

উদরীরোগ—চিকিৎসা।

বাতোদরীর লক্ষণ। বাতোদরে রোগীর হস্ত, পদ, নাভি ও কুক্ষিতে শোথ জন্মে এবং কুক্ষি, পার্শ্ব, উদর, কটি, পৃষ্ঠদেশ ও পর্ব্বস্থানে বেদনা লক্ষিত হয়, কাস শুষ্কাবস্থায় উত্থিত হয়, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, রোগীর অধো-

দেশের অর্থাৎ নাভির নিম্নভাগের গুরুতা, মলরোধ, ত্বক্, চক্ষুঃ ও মূত্র প্রভৃতির কৃষ্ণবর্ণাভা বা অরুণবর্ণতা, অকস্মাৎ উদরস্থ শোথের হ্রাস বা বৃদ্ধি, উদরে সূচিকাদ্বারা বিদ্ধবৎ বেদনা; সূক্ষ্মসূক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ শিরাসমূহ দ্বারা উদর আচ্ছাদিত এবং উদরে অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করিলে বায়ুপূর্ণ চামড়ার থ'লের ন্যায় শব্দের অনুভব ; এই সকল লক্ষণ বাতোদর রোগীর প্রায়শঃ প্রকাশ পায়। সময় সময় এই রোগে বায়ু উদরের মধ্যে বেদনা জন্মাইয়া এবং শব্দ উৎপাদন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে।

পিত্তোদরীর লক্ষণ। পিত্তোদরে রোগীর জ্বর, মূর্চ্ছা, দাহ, পিপাসা, মুখে কটু আস্বাদ, ভ্রান্তি, অতিসার, ত্বক্ ও নয়নাদির পীতাভা দৃষ্ট হয় এবং উদর বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মযুক্ত ও উষ্মাবিশিষ্ট এবং দাহান্বিত বোধ হয়। হরিৎ, পীত বা তাম্রবর্ণ শিরা সমূহ দ্বারা উদর ব্যাপ্ত এবং ধূমের ন্যায় উদ্গার উঠিতে থাকে, পৈত্তিকোদর শীঘ্র পাকিয়া জলোদরে পরিণত হয়।

শৈষ্মিক উদরীর লক্ষণ। শৈষ্মিক উদরে রোগীর অবসন্নতা, শোথ, শরীরের গুরুতা, তন্দ্রা, বমনবেগ, অরুচি, শ্বাস, কাস এবং ত্বক্ ও চক্ষু প্রভৃতির শ্বেতাভা দৃষ্ট হয়; উদর স্তব্ধ, স্নিগ্ধ, শুক্লশিরা সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত, অত্যন্ত বৃহৎ ও দীর্ঘকাল পরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কঠিন, স্পর্শে শীতল, গুরু এবং নিশ্চল বোধ হয় অর্থাৎ উদরস্থ শোথ বৃদ্ধি পাইলে উদর বৃহৎ, কঠিন এবং স্পর্শকালে শীতল বোধ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক উদরীর লক্ষণ। দুঃশীলা কামিনীগণ কোনও পুরুষকে অন্ন বা পানীয় দ্রব্যের সহিত নখ, লোম, মূত্র, বিষ্ঠা অথবা আর্ত্তব মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে অথবা কোনও ব্যক্তি শক্রতাবশতঃ সংযোগজ বিষভক্ষণ করাইলে কিম্বা দুষিতজল ও দুষী বিষ (অগ্ন্যাদির উপঘাত দ্বারা প্রভাব বিহীন বিষ) সেবন দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তির রক্ত এবং বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া সান্নিপাতিক উদররোগ উৎপাদন করে। এই রোগ শীতল বায়ুতে এবং মেঘাচ্ছন্ন দিনে বর্দ্ধিত হয় ও রোগীর দাহ উপস্থিত হয়, এই রোগে রোগীর কৃশতা ও নিরন্তর মূর্চ্ছা হয় এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হয় ও পিপাসায় কণ্ঠাদি শুষ্ক হইয়া থাকে, সান্নিপাতিক উদরকে দুষ্যোদর কহে।

বদ্ধোদরীর লক্ষণ। যে সকল ব্যক্তি ভোজনকালে শাক, শালুক বা বালুকাযুক্ত অন্ন ভোজন করে, সেই সকল ব্যক্তির মল দূষিত হইয়া সম্মার্জ্জনী (ঝাটা) নিক্ষিপ্ত তৃণাদির ন্যায় ক্রমশঃ অন্ত্রনাড়ীর অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয় এবং গুহ্যদ্বারে মল রুদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে ঐ সকল মল অল্প অল্প নির্গত হয়, এই রোগে হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থ উদর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইহাকে বদ্ধোদর কহে।

ক্ষতোদরীর লক্ষণ। ভুক্তদ্রব্যের সহিত কোন প্রকারে কণ্টকাদি মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হইলে অথবা কোনও প্রকারে উহা উদরে প্রবেশ করিলে অন্ত্র নাড়ীকে ভেদ করিয়া উদররোগ উৎপাদন করে, এই রোগে অন্ত্রের ক্ষত স্থান হইতে অধিক পরিমিত জল গুহ্যদ্বার দিয়া পুনঃ পুনঃ নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং নাভির অধোদেশস্থ উদর বৃদ্ধি পায়, ইহাতে সূচিবিদ্ধপ্রায় এবং বিদীর্ণপ্রায় বেদনা অনুভূত হয়, ইহাকে ক্ষতোদর কহে।

জলোদরীর লক্ষণ। যে সকল ব্যক্তি স্নেহপান বা পিচকারী গ্রহণ করিয়া অথবা বমন, বিরেচন কিম্বা নিরূহবস্তি গ্রহণ করিয়া শীতল জল পান করে, তাহাদিগের উদরস্থ ধমনীসমূহ দূষিত হয় এবং স্নেহদ্বারা প্রলিপ্ত হয়, এই রূপে রসবহা নাড়ীর বহির্ভাগে অম্লরস সঞ্চিত হইয়া জলোদর উৎপাদন করে, ইহাকে জলোদর কহে। জলোদরে উদর চক্‌চকে, বৃহৎ, জলপূর্ণ ও প্রায়শঃ স্ফীত এবং নাভিদেশের চতুর্দ্দিক বেদনাযুক্ত ও চর্ম্মনির্ম্মিত জলপূর্ণ থ'লের ন্যায় কম্পিত ও শব্দযুক্ত হয়।

জাতোদকোদরীর লক্ষণ। জাতোদকোদরে উদর ক্ষোভিত হইলে জলপূর্ণ চর্ম্ম নির্ম্মিত থ'লের ন্যায় অল্প শব্দ হয় এবং শিরা সকল প্রায়শঃ দৃষ্টি-গোচর হয় না, কিন্তু জলপূর্ণহেতু উদর অত্যন্ত বৃহৎ হয় এবং রোগীর আলস্য, মুখের বিরসতা, মূত্রাধিক্য, পাতলা দাস্ত, অগ্নিমান্দ্য ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে। জাতোদকোদর জলোদরের প্রায় তুল্য লক্ষণ বিশিষ্ট।

উদররোগের যুক্ত অসাধ্য লক্ষণ।

সমস্ত উদর রোগই বহুযত্নে বিনষ্ট হয় অর্থাৎ কষ্টসাধ্য। বলবান্ ব্যক্তির জাতোদকোদর ভিন্ন অন্যান্য উদরীরোগ অল্প দিনের হইলে ও যত্নপূর্ব্বক

চিকিৎসিত হইলে, প্রশমিত হইতে পারে। বদ্ধোদর বা জলোদর পনরদিনের অধিক কালজাত হইলে, তদ্দ্বারা প্রায়শঃ রোগী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

যে উদরীরোগীর চক্ষুতে শোথ, লিঙ্গনাল বক্র, এবং বল, রক্ত ও অগ্নি নষ্ট হইয়াছে এবং চর্ম্ম সূক্ষ্ম ও ক্লেদযুক্ত, সেই রোগীর রোগ অসাধ্য, সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

পার্শ্ববেদনা, অরুচি, শোথ ও অতীসারাক্রান্ত উদররোগীর রোগ অসাধ্য। তদ্ভিন্ন যে সকল উদরী রোগে রোগীর দাস্ত হইলেও উদর বায়ুপূর্ণ লক্ষিত হয়, তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিবে।

উদররোগ-চিকিৎসাবিধি।

উদররোগে উদরে বা স্থানবিশেষে অথবা সমস্ত উদরে শোথের আধিক্য সহজেই উপলব্ধি হয় এবং সমস্ত উদরীরোগের শোথ একটী প্রধান লক্ষণ। এই শোথ লক্ষণভেদে উদরের স্থান বিশেষে হ্রাসবৃদ্ধিরূপে দৃষ্ট হয় এবং হস্ত পদাদি অঙ্গেও লক্ষিত হয়। দোষভেদে উদরী রোগের লক্ষণ] পৃথক্ পৃথক্ দেখিতে পাওয়া যায়। বাতোদরে নাভির নিম্নভাগের গুরুতা ও উদর বায়ুপূর্ণ থাকে, শ্লৈষ্মিক উদরে সমস্ত উদর গুরু ও ভারাক্রান্ত হয়, বদ্ধোদরে হৃদয় ও নাভির মধ্যদেশ শোথপূর্ণ হইয়া উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ক্ষতোদরে নাভির অধোদেশস্থ উদর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; জলোদরে এবং জাতোদকোদরে রোগীর উদর শোথের প্রবলতাবশতঃ বৃহৎ জলপূর্ণ থ'লের ন্যায় বোধ হয় ও চক্‌চকে দৃষ্ট হয়, বিশেষতঃ শোথ যেমন প্রবলরূপে দৃষ্ট হয়, তৎসঙ্গে মূত্রের এবং বায়ুরও রোধ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ যথারীতি মূত্রের প্রবর্ত্তন ও উদরস্থ বায়ুর নির্গমনের অভাব লক্ষিত হয়। অন্যান্য উদরীরোগ লক্ষণদ্বারা নির্ব্বাচন করিবে। পৈত্তিক উদরী এবং জাতোদক উদরী প্রভৃতি রোগে যদিও অতিসার লক্ষিত হয়, তথাপি উহাতে উদরস্থ বায়ুর রুদ্ধতা বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ বায়ুর প্রায়শঃ অনুলোমতা হয় না।

অনেকস্থানে এরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয় যে বায়ু কর্ত্তৃক প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে, ৩।৪ দিন পরে দাস্তের ঔষধ প্রয়োগ করিলে ২।১ বার অতি অল্প মল নির্গত হয়, কিন্তু উদর বায়ুপূর্ণ থাকে, প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরেও প্রায়শঃ কোষ্ঠশুদ্ধি

হয় না, প্লীহা ও যকৃৎ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তৎসঙ্গে উদরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং হস্ত ও পদাদিতে ক্রমশঃ শোথ পরিব্যাপ্ত হয়। এস্থলে উদরীরোগে শোথ অর্থাৎ জলসঞ্চারের কারণ অবগত হওয়া আবশ্যক, লোকের সুস্থাবস্থায় রসবাহিনী ধমনী সকল সর্ব্বদা রক্ত উৎপাদন করে এবং ঐ সমস্ত রস অর্থাৎ জলীয় ধাতু আবার লসিকা পথে শোষিত হয়, কিন্তু ঐ কার্য্যের ব্যাঘাত হইলে রস সঞ্চিত হইয়া স্থানবিশেষে শোথ উৎপাদন করে এবং বিবিধ কারণে রক্তের কিয়ৎ ভাগ জলীয়াংশে পরিণত হইয়া শোথ বৃদ্ধি করে ও চর্ম্মের নিম্নস্থ ধমনীসমূহে রস সঞ্চিত হইয়া, সেই স্থান স্ফীত হয় এবং ঐ স্থান অঙ্গুলি দ্বারা টিপিলে গহ্বরের ন্যায় হয় অর্থাৎ তত্রত্য জলীয়াংশ সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে গমন করে ও কিছু কাল পরে পুনরায় স্বস্থানে আগমন করিলে ঐ স্থান পূর্ণ হয়। শোথ পরীক্ষা করা তত কঠিন নহে, উহা অঙ্গুলিদ্বারা সহজে পরীক্ষা করা যায়। এই উদরী রোগ শরীরে কি অবস্থায় উৎপন্ন হয়, তাহা অবগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য, অগ্নির মন্দতা এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপই এই রোগের কারণ। বিবিধ কারণ বশতঃ এবং বিবিধ রোগ হইতে অগ্নিমান্দ্য হইলে, বাতাদি দোষ সংদূষিত হয়, পিত্ত অর্থাৎ পাচকাগ্নির ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ আমাশয়স্থিত শ্লেষ্মাও দূষিত হইয়া থাকে, সুতরাং বায়ুর অনুলোমাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে, পাচকাগ্নির ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ অন্যান্য রসাদি ধাতুগত উষ্মারূপ অগ্নির ক্রিয়ার বিপর্য্যয় ঘটে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা—“পাচকং পচতে ভুক্তং শেষাগ্নিবলবর্দ্ধনং” অর্থাৎ পাচক পিত্ত অন্নকে পরিপাক করে ও অবশিষ্ট ক্ষিত্যাদি মহাভূতগত অগ্নি ও রসাদি সপ্তধাতুগত উষ্মারূপ অগ্নির তেজ বৃদ্ধি করিয়া থাকে, কিন্তু পাচকাগ্নি নষ্ট হইলে রস ও রক্তাদি সমস্ত ধাতুর তেজ নষ্ট হয়, বায়ুও পিত্ত অর্থাৎ অগ্নির অভাবে কার্য্যকারী হয় না। এক্ষণে স্পষ্টতঃ বোধ করা যায় যে ধমনীস্থিত রস নিয়মিতরূপে অগ্নির অভাবে শোষিত হইতে পারে না এবং রক্তও যথারীতি বর্দ্ধিত হইতে পারে না, সুতরাং ঐ রস একস্থানে ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে থাকে, বিরেচনাদি দ্বারা বা মূত্রকারক দ্রব্য দ্বারা উহার হ্রাস হয়, সুতরাং উদরীরোগে সর্ব্বদা উদরে দোষ পূর্ণ থাকে, অতএব বাতাদি দোষনাশক ক্রিয়া সর্ব্বদা করিবে এবং অগ্নিবলবর্দ্ধক খাদ্য প্রদান ও বিরেচক ঔষধ বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করিবে।

উদরীরোগের প্রথমাবস্থা। উদররোগীকে সর্ব্বদা বিরেচনার্থ বিবিধ ঔষধ প্রদান করিবে এবং সর্ব্বদা শীতল বায়ু বা জল রোগীর শরীর স্পৃষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবে, যেহেতু শীতল বায়ু বা জল সংস্পর্শে রোগীর দাস্ত বন্ধ হয়, ঔষধে কোনও উপকার হয় না। প্রথমাবস্থায় অগ্ন্যদীপক ও মৃদুবিরেচক ঔষধ যথা—পুনর্ণবাদি কাথ, পুনর্ণবাদিচূর্ণ ও পটোলাদ্যচূর্ণ প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে, বাতজ উদরে উদরাধ্মান হইলে বিশেষতঃ বদ্ধোদরে বায়ুর অনুলোম এবং অগ্নির সন্দীপনার্থ কুষ্ঠাদিচূর্ণ বা সামুদ্রাদ্যচূর্ণ যথারীতি সেবন করাইবে এবং দশমূলের কাথদ্বারা পিচকারী প্রদান করিবে, বিরেচক ঔষধ সেবনে রোগীর ২। ১ বার দাস্ত হইবার পর উদর কোমল হইলে, উদরে বস্ত্র বেষ্টিত করিয়া রাখিবে, যেন বহিঃস্থ শীতল বায়ু উদরে না লাগে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা উদরাধ্মান নিবৃত্ত থাকে। অনন্তর রোগীকে রক্তশালি তণ্ডুলের পেয়া বা কুলথকলাই প্রভৃতির যূষ অবস্থানুসারে সেবন করিতে দিবে এবং যে সমস্ত রোগীর সময় সময় পাতলা দাস্ত হয়, তাহাদিগকেও শারীরিক বল বিবেচনা করিয়া বায়ুর অনুলোমক ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক কাথ ও চূর্ণাদি ঔষধ প্রয়োগ করিবে ; কিন্তু রোগী দুর্ব্বল হইলে অর্থাৎ বিরেচন ঔষধ অসহ্য হইলে, তৃতীয়াবস্থানুসারে চিকিৎসা করিবে। উদরী রোগীর শোথের আধিক্য পরিলক্ষিত হইলে, রোগীকে শোথনাশক ঔষধ যথা—ত্র্যষণাদ্যলৌহ, ত্রিকট্বাদ্যলৌহ বা কটুকাদ্যলৌহ প্রভৃতি শোথের হ্রাস বৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। এই সমস্ত ঔষধ উদরী রোগের প্রথমাবস্থায়ই প্রয়োগ করিবে, এই সকল ঔষধ সেবনদ্বারা শোথ ক্রমশঃ কমিতে থাকে।

উদরীরোগের দ্বিতীয়াবস্থা। উদরীরোগে রোগীর শোথ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, ঐ সমস্ত শোথ নাশক ঔষধে তাদৃশ উপকার পাওয়া যায় না, তখন অবস্থা বিশেষে অর্থাৎ রোগী সবল হইলে এবং উদরস্থ শোথ অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে, তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ যথা—দুগ্ধবটী ও ইচ্ছাভেদীরস প্রভৃতি সেবন করাইবে এবং ঐ সকল ঔষধের নিয়মানুসারে রোগীকে দুগ্ধ বা দধিসংযুক্ত অন্নপথ্য অল্পপরিমাণে প্রদান করিবে, রোগীর গাত্রে শোথ থাকিলে ঘুটের ছাই লেপন করিবে। তীক্ষ্ণবিরেচন সকল রোগীর পক্ষেই ব্যবস্থা।

উদরীরোগের তৃতীয়াবস্থা। উদররোগীর শোথ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হইলে এবং রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে, বিরেচন ঔষধ প্রদান করা অন্যায়, এইরূপ অবস্থায় স্বর্ণপর্পটী ও রসপর্পটী প্রভৃতি রোগীকে রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া সেবন করিতে দিবে এবং মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রদান করিবে, জলোদরে শোথের প্রবলতা লক্ষিত হয়, এই অবস্থায় শল্য শাস্ত্রানুসারে অস্ত্র দ্বারা নাভির নিম্নভাগ ছিদ্র (টেপ) করিয়া উদরস্থ জল বাহির করিবে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যথা—জাতং জাতং জলং স্রাব্যং শাস্ত্রোক্তং শস্ত্রকর্ম্ম চ। জলোদরে বিশেষেণ দ্রবসেবাং বিবর্জ্জয়েৎ॥ অন্যান্য উদররোগেও জল বাহির করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে চিকিৎসায় শীঘ্র ফল দর্শে, কিন্তু প্লীহোদর, যকৃদ্দাল্যুদর ও বদ্ধোদর রোগে ঐরূপ জল নিঃসারণ করিলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জল নিঃসারণ করিতে হইলে উদরে কি পরিমাণ জল সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া শস্ত্রকর্ম্মে পারদর্শী চিকিৎসকদ্বারা ঐ জল নিঃসারিত করাইবে, জল নিঃসরণ কালে উচ্চ বালিশের পার্শ্বে পৃষ্ঠের ভার রাখিয়া রোগীকে উপবেশন করাইবে এবং অতি সাবধানে এই কার্য্য সম্পন্ন করিবে। চতুর্থাংশ জল অবশিষ্ট থাকিলে জল নিঃসরণ বন্ধ করিবে, কারণ ঐ অবশিষ্ট জল ঔষধ প্রয়োগেও ক্রমশঃ হ্রাস হয়; শোথ একবার ঐরূপ ক্রিয়াদ্বারা হ্রাস হইলে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, এমতাবস্থায়, পুনঃ পুনঃ জল নির্গত করা যায় বটে, কিন্তু আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ একান্ত কর্ত্তব্য, যেহেতু ঐরূপ জল নিঃসরণ ক্রিয়া রোগীর আশু কষ্ট লাঘবের কারণ মাত্র। এইরূপ ক্রিয়ার পর স্বর্ণপর্পটী, রসপর্পটী বা লৌহপর্পটী প্রভৃতি ঔষধ সেবন করাইবে এবং মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রয়োগ করিবে। রোগীর পিপাসা হইলে কেবল নির্জ্জল দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া আবশ্যক এবং শোথ একেবারে হ্রাস হইলে মাণমণ্ড পরিত্যাগ করিয়া দুগ্ধ ও পুরাতন শালি তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দেওয়া কর্ত্তব্য। লবণ ও জল কিছুদিন বন্ধ রাখাও একান্ত কর্ত্তব্য; কারণ সহসা লবণাক্ত ব্যঞ্জনাদি বা জলীয়দ্রব্য সেবনে ঐ রোগ পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পাইয়া রোগীকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে দেখা গিয়াছে। শোথের নিবৃত্তি হইলে রোগীকে শিশিরের জল প্রদান করা যায় এবং ঐ জলে ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়াও দেওয়া যাইতে পারে। রোগীর শোথ নিবৃত্ত হইলে সৈন্ধবলবণ ও ঘৃতপক্ব ব্যঞ্জনাদি ক্রমশঃ অল্প পরিমাণে প্রদান করিবে, রোগ নিবৃত্ত হইলে, পুনঃ পুনঃ উৎপত্তির আশঙ্কা থাকে, সুতরাং রোগীকে অতি সাবধানে রাখা আবশ্যক। রোগের প্রবলাবস্থায় শিরাসমূহ জলপূর্ণ থাকায় নাড়ী অতিশয়

শিথিল ভাবে স্পন্দিত হয় এবং রোগ যতই হ্রাস পায়, নাড়ী ততই মৃদুভাব ও জড়তা পরিত্যাগ করে।

প্লীহোদর ও যকৃৎদ্দালুদ্যরে বিধি। প্লীহোদর বা যকৃৎদ্দাল্যুদর উৎপন্ন হইলে, বাতাদি দোষ বিবেচনা করিয়া প্লীহা ও যকৃতের ঔষধ সেবন করাইবে, অর্থাৎ প্লীহোদর বা যকৃদ্দাল্যুদরে বায়ুর প্রবলতা লক্ষিত হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধ, শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে, মাণকাদিগুড়িকা, বৃহৎ মাণকাদিগুড়িকা, চিত্রকাদিলৌহ ও অভয়ালবণ প্রভৃতি ঔষধ এবং সবল রোগীকে যকৃৎ প্লীহারিলৌহ ও প্লীহশার্দ্দূল প্রভৃতি তীক্ষ্ণ বিরেচক ঔষধ দিবে। পিত্তের আধিক্য দৃষ্ট হইলে লোকনাথরস, বৃহৎ লোকনাথরস, যকৃদরিলৌহ ও বৃহৎ যকৃদরিলৌহ প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে এবং সবল রোগীকে মৃদু বিরেচক প্লীহা ও যকৃৎনাশক ঔষধ প্রদান করিবে, যেহেতু উদরীরোগে কোষ্ঠ শুদ্ধিকারক ঔষধ একান্ত আবশ্যক। কফজ প্লীহোদর বা যকৃৎদ্দাল্যুদরে প্লীহার্ণবরস, প্লীহারিরস (মতান্তরে), মহামৃত্যুঞ্জয়লৌহ ও লৌহমৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করিবে, যে সমস্ত ঔষধে প্রত্যহ ২। ৩ বার দাস্ত হয়, এরূপ ঔষধ প্রত্যেক অবস্থায়ই প্রয়োজ্য। রোগী দুর্ব্বল হইলে বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে না, রোগের প্রথম অবস্থায় রোগীকে পটোল, করলা, ডুমুর, শজিনার খাড়া প্রভৃতির ব্যঞ্জন ও পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন প্রদান করিবে, কিন্তু রোগ প্রবল হইলে রোগীকে মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রদান করিবে। জ্বরের জন্য পুটপক্ক বিষমজ্বরান্তকলৌহ, সর্ব্বজ্বরহরলৌহ, বৃহৎসর্ব্বজ্বরহরলৌহ অথবা বৃহৎ জ্বরচিন্তামণি প্রভৃতি ঔষধ দোষভেদে ব্যবস্থা করিবে। প্লীহোদর এবং যকৃৎদ্দাল্যুদরে শোথ নিবারণার্থ ক্র্যষণাম্রলৌহ, ত্রিকটুকাম্রলৌহ ও শোথকালানলরস প্রভৃতি অবস্থাভেদে প্রদান করা যাইতে পারে। ঐ সকল ঔষধ প্রদান করিলে এবং মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিলেই প্রায়শঃ ঐ রোগ দূরীভূত হয়। উদরীরোগে পিপ্পলীবর্দ্ধমানা প্রয়োগে অনেকস্থলে উপকার পাওয়া গিয়াছে, শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "পিপ্পলীবর্দ্ধমানম্বা কল্পদৃষ্টং প্রয়োজয়েৎ। জঠরাণাং বিনাশায় নাস্তি তেন সমং ভুবি॥" প্লীহোদরে ইহার গুণ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, বিশেষতঃ কফজ প্লীহোদরে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্লীহোদর অথবা যকৃদ্দাল্যুদরে রোগীর জ্বর, হস্ত, পদ ও উদরে শোথ ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হয় এবং অবস্থাভেদে মলের তরলতা বা কোষ্ঠকাঠিন্য

দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং রোগীর কোষ্ঠবল বিবেচনা করিয়া প্লীহা ও যকৃতের ঔষধ যেমন প্রয়োগ করিবে, জ্বর ও কাস প্রভৃতির জন্যও সেইরূপ ঔষধ প্রদান করা আবশ্যক।

উদরীরোগে শোথ, জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে, রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া বিন্দুঘৃত, চিত্রকঘৃত ও রসোনতৈল প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে। যেহেতু রসচিকিৎসোক্ত বিবিধ বটিকা এবং চূর্ণ ঔষধ দ্বারা রোগীর শরীরের বাতাদিদোষ যথারীতি সংশোধিত না হইলে, পুনরায় রোগের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে শরীর সংশোধিত হয় এবং বাতাদিদোষও সমতাপ্রাপ্ত হয়।

উদরীরোগে-ঔষধ।

পুনর্ণবাদিকাথ। বাতোদরের প্রথমাবস্থায় রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, কুক্ষি, পার্শ্ব ও কটিদেশে বেদনা এবং উদরে গুড়্ গুড়্ শব্দ ইত্যাদি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এবং হস্ত ও পদাদিতে শোথ লক্ষিত হইলে, রোগীকে এই ক্বাথের সহিত গোমূত্র এবং শোধিত গুগ্গুলু প্রত্যেকে।০ আনা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে, শ্লৈষ্মিক উদরে বা পৈত্তিক উদরেও এই ক্বাথ প্রয়োগ করা যায়।

পুনর্ণবাদি ক্বাথ। পুনর্ণবা, দেবদারু, হরীতকী ও গুলঞ্চ এই চারিটী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পুনর্ণবাদিক্বাথ (মতান্তরে)। বাতোদরের প্রথম অবস্থায় রোগীর হস্ত, পদ ও কুক্ষিদেশে শোথ প্রকাশ পাইলে এবং পার্শ্ব, উদর ও কটিদেশে বেদনা এবং কোষ্ঠবদ্ধ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধে গোমূত্র ও শোধিত গুগগুলু প্রত্যেকে।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

পুনর্ণবাদিক্বাথ। (মতান্তরে); পুনর্ণবা, দেবদারু, হরিদ্রা, কট্কী, পলতা, হরীতকী, নিমপাতা, মুথা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

বাতোদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং কুক্ষি, উদর ও কটিদেশে বেদনা দৃষ্ট হইলে, এই ক্কাথের সহিত এরণ্ড তৈল ॥৹ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

দশমূলাদিক্কাথ। প্রস্তুতবিধি ৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দেবদার্ব্বাদিযোগ। সান্নিপাতিক উদরে, বাতোদর ও শ্লৈষ্মিক উদরের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে, এই যোগ রোগের প্রথমাবস্থায় রোগীকে প্রাতে গোমূত্র সহ পান করিতে দিবে, ইহাদ্বারা শোথ নষ্ট হয় এবং উদরস্থ ক্রিমিও নির্গত হইয়া থাকে।

দেবদার্ব্বাদি যোগ। দেবদারু, শজিনা ও আপাং ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গোমূত্রে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ৵৹ আনা বা।৹ আনা।

পটোলাদ্যচূর্ণ। বাতোদর, পিত্তোদর ও সান্নিপাতিক উদরে কিম্বা বদ্ধোদরে অথবা জলোদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ, হস্ত, পদ ও উদরে শোথ প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই চূর্ণ প্রথম একদিন প্রাতে গোমূত্র সহ সেবন করাইবে। ঔষধ সেবনে দাস্ত হইলে ছয় দিন পর্য্যন্ত শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ সহ দুগ্ধ পাক করিয়া সেই দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে, অবস্থা বিশেষে পেয়া প্রয়োগ করা যায়, সপ্তম দিনে পুনরায় এই চূর্ণ রোগীকে সেবন করিতে দিবে, এইরূপ পুনঃপুনঃ প্রদান করিবে।

পটোলাদ্যচূর্ণ। পটোলমূল, হরিদ্রা, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলা ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, কমলাগুড়ি ৪ তোলা, নীলবুহ্না ফল ৬ তোলা, তেউড়ীমূল ৮ তোলা এই সমস্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ২ তোলা।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরে এবং বদ্ধোদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে ও হস্তপদাদিতে শোথ, কুক্ষি এবং কটিদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগের প্রথম অবস্থায় গোমূত্র সহ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ। পুনর্ণবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, কট্‌কী, গুলঞ্চ ও দেবদারু ; এই সকলের চূর্ণের সমান শোধিত গুগ্‌গুলু এবং তৎসমান হরীতকীচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। মাত্রা।৹ আনা বা॥৹ তোলা।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ (মতান্তরে)। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক উদরে এবং বদ্ধোদরে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে শোথ পরিলক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগের প্রথম বা মধ্যাবস্থায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—গোমূত্র।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ (মতান্তরে)। পুনর্ণবা, দেবদারু, গুলঞ্চেরচূর্ণ বা পালো, আকনাদি, বিল্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, রক্তচিতা ও বাসক ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ॥০ আনা।

ইচ্ছাভেদীরস। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরীরোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং রোগী সবল হইলে রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে, ইহাতে ৫। ৭ বার দাস্ত হইলে কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিতে দিবে, রোগীর শারীরিক বল অনুসারে এই ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। দাস্ত বদ্ধ হইলে লঘু পথ্য প্রদান করিবে। অনুপান—আমরুলের রস।

ইচ্ছাভেদী রস। পারদ ৶০ আনা, গন্ধক ।৶০ ছয় আনা, বহেড়া ৶০ আনা, আমলকী ৶০ আনা, পিপুল ।০ আনা, শুঁঠ ।৶০ আনা ও শোধিত জয়পাল বীজ ২॥০ তোলা ; সমস্ত মিশ্রিত করিয়া আমরুলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী—মটর প্রমাণ।

দুগ্ধবটী। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরী বা জলোদরী রোগে রোগীর কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে এবং রোগী সবল হইলে, এই ঔষধ প্রাতে সাত দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইবে, রোগীর দাস্ত বন্ধ হইলে রোগীকে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং নির্জ্জল দুগ্ধ সেবন করিতে দিবে, রোগীর পিপাসা হইলে কেবল নির্জ্জল দুগ্ধ পান করাইবে। অনুপান—গোদুগ্ধ।

দুগ্ধবটী। হিঙ্গুলোত্থ রস, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, লৌহ ও শোধিত জৈপাল বীজ ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ৩ রতি।

দুগ্ধবটী (মতান্তরে)। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরী বা জলোদরী অথবা বদ্ধোদরী রোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং উদরস্থ শোথ প্রবল হইলে সবল রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে,

ঔষধ সেবনান্তে দাস্ত হইলে নির্জ্জল দুগ্ধ ও পুরাতন তণ্ডুলের অন্নপথ্য দিবে, এইরূপ নিয়মে রোগীকে ১৪ দিন ইহা সেবন করাইবে। অনুপান—গোদুগ্ধ।

দুগ্ধবটী (মতান্তরে)। হিঙ্গুলোত্থ রস, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও সৈন্ধবলবণ ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা এবং শোধিত জৈপাল বীজ ৯ তোলা ; এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজ রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

জলোদরারিরস। জলোদরী রোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং উদরে অধিক জল (শোথ) দৃষ্ট হইলে, সবল রোগীকে এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে, ঔষধ সেবনান্তে পুনঃ পুনঃ দাস্ত হইলে এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে রোগীকে তক্র (ঘোল) মিশ্রিত অন্ন প্রদান করিবে এবং পিপাসা-কালে তক্র অল্প অল্প পরিমাণে প্রদান করিবে। অনুপান—উষ্ণজল।

জলোদরারি রস। পারদ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা এবং মনঃশিলা, হরিদ্রা, শোধিত জৈপাল বীজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও রক্তচিতা ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা ; এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দন্তীমূলরস, সীজেররস ও ভৃঙ্গরাজ রসে যথাক্রমে ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

বহ্নিরস। বাতিক ও শ্লৈষ্মিক উদরীরোগে বা বদ্ধোদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং রোগী সবল হইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে এবং দিনান্তে (মধ্যাহ্নে) তক্রমিশ্রিত অন্ন অল্প পরিমাণে ভক্ষণ করিতে দিবে। ঔষধ সেবন কালে রোগীর লবণ ও জল পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অনুপান—উষ্ণজল।

বহ্নিরস। পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে ৮ তোলা, হরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও মনঃশিলা প্রত্যেকে ২ তোলা, তেউড়ীমূল, রক্তচিতা ও শোধিত জৈপাল বীজ ; ইহাদের প্রত্যেকে ৩ তোলা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দন্তীমূল ও জীরা ; ইহাদের প্রত্যেকে ৭ তোলা ; এই সমুদয় চূর্ণ একত্র করিয়া জয়ন্তী, সীজের ক্ষীর, ভৃঙ্গরাজ, রক্তচিতা ও এরণ্ডতৈলে ক্রমান্বয়ে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

শ্রীবৈদ্যনাথাদেশবটিকা। জলোদরীরোগে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে এবং উদরে জলের (শোথের) আধিক্য দৃষ্ট হইলে, সবল রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবনে প্রবলবেগে পুনঃপুনঃ দাস্ত হইলে, রোগীকে অল্প পরিমাণে দধি সংযুক্ত অন্ন প্রদান করিবে। ঔষধ সেবন কালে রোগীর লবণ ও জল পরিত্যাগ করা উচিত। অনুপান—উষ্ণজল।

শ্রীবৈদ্যনাথাদেশ বটিকা। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ রসসিন্দূর ও হরীতকী, এই সকল সমভাগ, সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ শোধিত জৈপাল বীজ; এই সমুদয় মিশ্রিত করিয়া আমরুলের রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। উদরীরোগে রোগীর উদরাময় ও শোথ প্রবল এবং তৎসঙ্গে পাণ্ডু, কামলা, জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ও অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। ইহা পিত্তের প্রবলাবস্থায় প্রয়োগ করা উচিত। অনুপান—পুনর্ণবার রস।

পিপ্পল্যাদ্যলৌহ। পিপুলমূল, রক্তচিতা, অভ্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা, রক্তচিতা, কর্পূর ও সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং সকল চূর্ণের সমান লৌহ লইয়া একত্র জলে মর্দ্দন করিবে, বটী ৩ রতি।

চূলিকাবটী। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরে, জলোদরে, বদ্ধোদরে বা প্লীহোদরে অথবা যকৃদ্দাল্যুদরে রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এবং রোগী সবল হইলে, এই ঔষধ প্রাতে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ তীব্র বিরেচক, অতএব বিবেচনা পূর্ব্বক রোগীকে প্রদান করিবে। অনুপান—উষ্ণ জল।

চূলিকাবটী। পারদ, গন্ধক, বিষ, হরিতাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ও সোহাগার খৈ; এই সকল সমভাগ এবং সর্ব্বসমষ্টির চতুর্গুণ শোধিত জৈপাল-বীজ; এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজ ও কেশুরিয়া রসে মর্দ্দন করিয়া পুনরায় মধুর সহিত মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানা। শ্লৈষ্মিক উদরীরোগে ও প্লীহোদরে রোগীর শোথ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ রোগীর বয়ঃক্রমানুসারে ৫।৬।৭ বা ৮ রতি ক্রমে প্রত্যহ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ দশ দিন পর্য্যন্ত রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং ঐ নিয়মে মাত্রা হ্রাস করিবে। লবণ ও জল বন্ধ রাখিয়া রোগীকে দুগ্ধ ও অন্ন পথ্য দিবে।

পিপ্পলীবর্দ্ধমানা। প্রস্তুতবিধি ১০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক উদরী ও জলোদরী, বদ্ধোদরী এবং ক্ষতোদরী রোগীর তৃতীয়াবস্থায় অর্থাৎ রোগী দুর্ব্বল হইলে অথবা শোথ ও উদরাময়ের প্রবলতা দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রাতে ১ রতি পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়া সেবন করাইবে, এইরূপ ১০ দিন ঔষধ সেবন করাইয়া

পুনরায় ১ রতি ক্রমে হ্রাস করা উচিত। একবার এই নিয়মে সেবনে সম্যক্‌রূপে উপকার দৃষ্ট না হইলে, পুনরায় ঐ নিয়মে সেবন করিতে দিবে, লবণ ও জল বন্ধ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে, রোগীর পিপাসা হইলে কেবল নির্জ্জল দুগ্ধ প্রদান করিবে ও মাণমণ্ড পথ্য দিবে। রোগীর উদরাময়ের সঙ্গে জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ দৃষ্ট হইলে এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধ সেবনকালে রোগী স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করিবে। উদরী ও শোথরোগে অনুপান—নির্জ্জল পক্ক গোদুগ্ধ এবং উদরাময়ে ভাজা জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

স্বর্ণপর্পটী। হিঙ্গুলোত্থ রস ৮ তোলা এবং স্বর্ণ ১ তোলা উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে, উভয় একত্র হইলে উহার সহিত শোধিত আমলাসা গন্ধক ৮ তোলা লইয়া লৌহপাত্রে কজ্জলী করিবে, অনন্তর পর্পটীপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে।

রসপর্পটী। জলোদরীরোগের তৃতীয়াবস্থায় রোগীর উদরে জল (শোথ) অধিক দৃষ্ট হইলে এবং রোগী দুর্ব্বল হইলে অর্থাৎ উহার বিরেচক ঔষধ অসহ্য হইলে, এই ঔষধ প্রথম দিন ২ রতি পরিমাণে সেবন করিতে দিবে এবং প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত মাত্রায় সেবন করাইবে, অনন্তর প্রত্যহ ১ রতি করিয়া মাত্রা হ্রাস করিবে, এই নিয়মে ১৮ দিন সেবন করাইয়া আরও ৩ দিন অতিরিক্ত ১ রতি পরিমাণে সেবন করাইবে, সর্ব্বশুদ্ধ ২১ দিন সেব্য। লবণ ও জল বন্ধ করিয়া ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। উদরীরোগে রোগীকে মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করিবে, ইহাতে উদরস্থ শোথ নিবৃত্ত না হইলে পুনরায় ঐ নিয়মে ঔষধ সেবন করিতে দিবে। মৃদুপাক বা উপযুক্ত পাকের পর্পটী গ্রহণ করিবে, খরপাকের পর্পটী কখনও সেবন করাইবে না। ঔষধ সেবনকালে স্ত্রীসহবাস পরিত্যাগ করিবে। অনুপান—নির্জ্জল পক্কদুগ্ধ বা উদরাময় থাকিলে জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

রসপর্পটী। হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৮ তোলা ও শোধিত আমলাসা গন্ধক ৮ তোলা (ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া ঐ গন্ধক লইবে) এই উভয় দ্রব্য একত্র কজ্জলী করিয়া পর্পটীপাকের নিয়মানুসারে পাক করিবে।

লৌহপর্পটী। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক এবং বদ্ধোদরে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে এবং উদরাময় ও শোথ প্রবল হইলে, এই ঔষধ ১ রতি

পরিমাণে প্রথম দিন সেবন করিতে দিবে, পরে প্রত্যহ ১ রতি ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত সেবন করাইবে, অনন্তর ১ রতি পরিমাণে হ্রাস করিবে, ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পথ্যাদি রসপর্পটীর ন্যায়।

লৌহপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিন্দুঘৃত। উদরীরোগে রোগীর উদরস্থ জল (শোথ) এবং জ্বর ও অন্যান্য উপদ্রব হ্রাস হইলে অথচ শরীর অত্যন্ত কৃশবোধ এবং কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষিত হইলে, রোগীকে এই ঘৃত অবস্থাভেদে ৪।৫ বা ৬ ফোটা অথবা আবশ্যক হইলে ততোধিক মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। এই ঘৃত অত্যন্ত বিরেচক, ইহার মাত্রা বিবেচনা পূর্ব্বক নিরূপণ করিবে। অনুপান—ঈষ-দুষ্ণ দুগ্ধ।

বিন্দুঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কল্কদ্রব্য যথা—আকন্দের ক্ষীর ১৬ তোলা, সীজের ক্ষীর ৪৮ তোলা এবং হরীতকী, কামলাগুড়ি, শ্যামালতা, নীলবৃক্ষ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, চোরপুষ্পী, রক্তচিতা, শ্বেতাপরাজিতা ও সোন্দালের মজ্জা, ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে।

চিত্রকঘৃত। প্লীহোদরে বা যকৃদাল্যুদরে রোগীর শোথ, প্লীহা, যকৃৎ ও জ্বর হ্রাস হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা ও শারীরিক দুর্ব্বলতা বা কামলার ভাব দৃষ্ট হইলে, এই ঘৃত বৈকালে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

চিত্রকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। গোমূত্র ৮ সের। কল্কার্থ—রক্তচিতা ৮ তোলা ও যবক্ষার ৮ তোলা। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে।

রসোনতৈল। বাতিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক উদরে, বদ্ধোদরে, প্লীহোদরে বা যকৃদাল্যুদরে রোগীর শোথ ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষিত হইলে, এই তৈল প্রাতে ২৫।৩০ ফোটা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে; ইহা সেবন করিলে উদাবর্ত্ত, অন্ত্রবৃদ্ধি, ক্রিমি, কুক্ষিশূল ও পার্শ্বশূল প্রভৃতি রোগও বিনষ্ট হয়। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

রসোনতৈল। তিলতৈল ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—রসোন ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য যথা—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ,

হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দন্তীমূল, হিং, সৈন্ধব, রক্তচিতা, দেবদারু, বচ, কুড়, রক্তশজিনা, পুনর্ণবা, সচললবণ, বিড়ঙ্গ, যমানী ও গজপিপুল ; ইহাদের প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং তেউড়ী-মূল ৪৮ তোলা ; জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

উদরীরোগে—উদরাধ্মান-চিকিৎসা।

কুষ্ঠাদিচূর্ণ। উদরীরোগে উদরাধ্মান দৃষ্ট হইলে, বিশেষতঃ বাতোদরে ও বদ্ধোদরে রোগীকে এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত প্রাতে সেবন করিতে দিবে।

কুষ্ঠাদিচূর্ণ। কুড়, দন্তীমূল, যবক্ষার, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, সৌবর্চ্চলবণ, বচ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, হিং, সাজিমাটী, চই ও চিতা ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ ও শুঁঠ ২ ভাগ ; ইহাদের চূর্ণ একত্র করিয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা বা ॥০ আনা।

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ। উদরীরোগীর উদরাধ্মান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে।

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ। করকচলবণ, সৌবর্চ্চললবণ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, যমানী, বনযমানী, পিপুল, রক্তচিতা, শুঁঠ, হিং ও বিট্‌লবণ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—৵০ আনা বা ।০ আনা।

স্বল্পঅগ্নিমুখচূর্ণ। উদরীরোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাধ্মান থাকিলে, এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণজলের সহিত সেবন করাইবে।

স্বল্প অগ্নিমুখচূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্রিকটুকাদ্যবর্ত্তি। উদরীরোগে উদরাধ্মান প্রবল হইলে, এই বর্ত্তিতে ঘৃত মাখাইয়া রোগীর গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ করিবে, ইহাতে বায়ু অধোগামী হয়।

ত্রিকটুকাদ্যবর্ত্তি। প্রস্তুতবিধি ৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উদরীরোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।

স্বর্ণপর্পটী। উদরীরোগে রোগীর অতিসার ও সর্ব্বাঙ্গে শোথ লক্ষিত

হইলে, এই ঔষধ ১ রতি ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইবে, পরে, ঐ নিয়মে মাত্রা হ্রাস করিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্পটী। উদরীরোগে রোগীর অতিসার ও সর্ব্বাঙ্গে শোথ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ প্রথমদিন ১ রতি মাত্রায় সেবন করাইবে, অনন্তর প্রত্যহ ১ রতি পরিমাণে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ দিন সেবন করাইবে, অনন্তর প্রত্যহ ১রতি করিয়া মাত্রা হ্রাস করিবে। অনুপান—জীরাচূর্ণ ও দুগ্ধ।

লৌহপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

উদরীরোগে শোথের হ্রাস ও কোষ্ঠশুদ্ধি হইলে, অন্যান্য উপদ্রবেরও হ্রাস হয়, সুতরাং শোথ এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করাই সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য; অন্যান্য উপদ্রব নাশের জন্য চেষ্টা করিলে তাহাতে বিশেষ ফল দর্শে না; অতএব অন্যান্য উপদ্রব নাশক ঔষধ প্রয়োগ করা বৃথা।

উদরীরোগে—পথ্য।

উদরীরোগে পুরাতন রক্তশালি তণ্ডুলের অন্ন, পুরাতন কুলথকলাই ও মুগের ডাইল, রসুন, আদা, শালিঞ্চশাক, পলতা, করলা, পুনর্ণবা ও শজিনা প্রভৃতির তরকারী এবং ছাগীদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ, ছাগীমূত্র, গোমূত্র, মহিষীমূত্র, অবস্থা বিশেষে প্রদান করিবে। এই রোগে যাবতীয় লঘুদ্রব্য, তিক্তরসপ্রধান দ্রব্য ও অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্য প্রদান করা যাইতে পারে।

শোথ-চিকিৎসা।

বাতিক শোথের লক্ষণ। বাতিকশোথ একস্থানে স্থিরভাবে থাকে না, উহা পাতলা চর্ম্ম বিশিষ্ট, কঠিন অর্থাৎ উহাতে হস্ত প্রদান করিলে কর্কশ বোধ হয়, ঐ শোথ অরুণ ও কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, স্পর্শশক্তি বিহীন অর্থাৎ শোথ-স্থানে হস্ত প্রদান করিলে রোগী তাহা প্রায়শঃ অনুভব করিতে পারে না এবং

শোথস্থানে ঝিন্‌ঝিনে বেদনা অনুভূত হয়। ঔষধাদি সেবন ব্যতীতও বায়ুর চলন গুণ বিদ্যমান থাকায় কখনও কখনও বাতিকশোথ স্বয়ং প্রশমিত হয়, শোথস্থান অঙ্গুলিদ্বারা টিপিলে ঢালু এবং কিছুকাল পরে পূর্ব্ববৎ সমান হয়, এই শোথ দিবাভাগে প্রবল ও রাত্রিতে প্রশমিত হইয়া থাকে।

পৈত্তিক শোথের লক্ষণ। পৈত্তিক শোথ অতি কোমল অর্থাৎ উহাতে হস্ত প্রদান করিলে নরম বোধ হয় এবং উহা দুর্গন্ধ, কৃষ্ণ, পীত বা রক্তবর্ণ, উষ্ণ এবং বেদনাযুক্ত হইয়া থাকে। এই শোথে রোগীর অতিশয় দাহ জন্মে এবং শোথ পাকে, পরন্তু রোগীর ভ্রম, জ্বর, ঘর্ম্মোদ্গম, পিপাসা, মত্ততা ও চক্ষুর রক্তিমা লক্ষিত হয়।

শ্লৈষ্মিক শোথের লক্ষণ। শ্লৈষ্মিক শোথ স্থির অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধি বিহীন ও পাণ্ডুবর্ণ, উহা অঙ্গুলিদ্বারা টিপিলে ঢালু হয় না, রাত্রিতে বৃদ্ধি পায় ও দিবাভাগে প্রশমিত হয়, অনেক্ষণ পরে উহার উৎপত্তি হয় এবং অনেকক্ষণ পরে হ্রাস হয়, শ্লৈষ্মিক শোথে রোগীর মুখ-প্রসেক, নিদ্রাধিক্য, বমি, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচি হইয়া থাকে।

দ্বিদোষজ শোথের লক্ষণ। যে শোথে দুই দোষের অর্থাৎ বাতিক ও পৈত্তিক বা বাতিক ও শ্লৈষ্মিক অথবা পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শোথের লক্ষণ মিলিত হয়, তাহাকে দ্বিদোষজ শোথ কহে।

ত্রিদোষজ শোথের লক্ষণ। যে শোথে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক এই ত্রিবিধ শোথের লক্ষণ মিলিত হয়, তাহাকে ত্রিদোষজ অর্থাৎ সান্নিপাতিক শোথ কহে।

অভিঘাতজ শোথের লক্ষণ। অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা কোন স্থান ক্ষত, ছিন্ন ভিন্ন বা আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় সেই স্থানে যে শোথ জন্মে, তাহাকে অভিঘাতজ শোথ কহে। এইরূপ শীতলবায়ু বা সমুদ্রের বায়ু সেবন বশতঃ অথবা ভল্লাতকের রস কিম্বা শূকশিম্বীর ফল শরীরে স্পৃষ্ট হইলেও শোথ জন্মে। সেই সকল আগন্তুক শোথ সঞ্চরণশীল, উষ্ণ ও লোহিতবর্ণ এবং প্রায়শঃ পৈত্তিক শোথের লক্ষণবিশিষ্ট হয়।

বিষজ শোথের লক্ষণ। বিষধর প্রাণী শরীরে বিচরণ করিলে অথবা

সবিষ প্রাণীর (গোসাপ প্রভৃতির) মূত্র বা বিষ্ঠা অঙ্গস্পর্শ করিলে কিম্বা নির্ব্বিষ প্রাণীর দন্ত ও নখ দ্বারা কোন স্থান আহত হইলে কিম্বা মল মূত্র ও শুক্রলিপ্ত মলিনবস্ত্র পরিধান করিলে অথবা বিষবৃক্ষাগত বায়ুর স্পর্শ হেতু কিম্বা বিষাক্ত চূর্ণ দ্বারা গাত্রঘর্ষণে শরীরে শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে বিষজ শোথ কহে। বিষজ শোথ কোমল, গমনশীল, অধোগামী, শীঘ্র সমুৎপন্ন এবং দাহ ও বেদনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

দোষভেদে শোথের স্থান নিরূপণ। আমাশয়স্থিত দোষ বক্ষঃস্থলাদি ঊর্দ্ধদেহে, পক্কাশয়স্থ দোষ বক্ষঃস্থল হইতে পক্কাশয় পর্য্যন্ত শরীরে, মলাশয়স্থিত দোষ অধোদেহে এবং সর্ব্ব শরীরগত দোষ সর্ব্বাঙ্গে শোথ উৎপাদন করে।

শোথের সাধারণ লক্ষণ। শোথের অবস্থিতি, ভার ও ফুলা সর্ব্বদা দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ চিকিৎসাভিন্ন উহাদের কখনও নিবৃত্তি হয়, কখনও বা উৎপত্তি হয়, শোথের স্থান উষ্ণ, শিরাব্যাপ্ত ও রোমাঞ্চিত হইয়া থাকে, ইহা সাধারণ শোথের লক্ষণ।

শোথের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

যে শোথে রোগীর শ্বাস, পিপাসা, বমন, দুর্ব্বলতা, জ্বর ও অন্নে অরুচি জন্মে, সেই শোথরোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

শরীরের মধ্যদেশ অর্থাৎ বক্ষঃস্থল ও পক্কাশয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানস্থিত অথবা সর্ব্বশরীরব্যাপ্ত শোথ কষ্টসাধ্য, যে শোথ অর্দ্ধশরীরে প্রকাশ পায়, সেই শোথ এবং যে শোথ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হয়, সেই শোথও অসাধ্য।

স্ত্রী ও পুরুষভেদে শোথের সাধ্যাসাধ্য নিরূপণ।

পুরুষের পাদদেশ হইতে শোথ ঊর্দ্ধগামী হইলে এবং স্ত্রীলোকের মুখ ও চক্ষু প্রভৃতি স্থানগত শোথ ক্রমশঃ অধোগামী হইলে সেই শোথ অসাধ্য। বস্তিদেশস্থিত শোথ পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়ের পক্ষেই মৃত্যুপ্রদ।

শোথ অন্য কোনও রোগের উপদ্রব ভিন্ন অর্থাৎ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগের উপদ্রবরূপে প্রকাশিত না হইয়া স্বয়ং প্রকাশিত

হইলে অথবা জ্বর, পিপাসা, উদরাময়, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও বমন এই সপ্তবিধ উপদ্রবসহ প্রকাশ পাইলে, স্ত্রী ও পুরুষ যাহারই হউক না কেন সেই শোথ অসাধ্য। সাধারণতঃ বালক, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির শোথ অসাধ্য হইয়া থাকে।

শোথ-চিকিৎসাবিধি।

শোথরোগ কিরূপে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ক সংপ্রাপ্তি উদরীরোগে অনেকাংশে কথিত হইয়াছে, কিন্তু উদরীরোগে স্থানবিশেষে শোথের উৎপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে মাত্র, সর্ব্বাঙ্গগত শোথ বা স্থানবিশেষে শোথ অথবা বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ বা অস্ত্রাদির আঘাত জনিত শোথ সম্বন্ধে উদররোগে কিছুই বর্ণিত হয় নাই। বিবিধ কারণে অর্থাৎ বিবিধ অহিতকর দ্রব্য-ভোজন, বমন, বিরেচন, দধি, অপক্ব দ্রব্য, বিরুদ্ধ দ্রব্য বা বিষাক্ত দ্রব্য-সেবন, গর্ভস্রাব, মর্ম্মাভিঘাত, অহিতাচরণ, অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা অভিঘাত, বিষাক্ত দ্রব্য শরীরে সংস্পর্শ, বিবিধ ব্যাধি অর্থাৎ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগের প্রকোপবশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া রক্ত, পিত্ত ও কফকে দূষিত করে এবং উহাদিগকে বহিঃস্থ (চর্ম্ম, মাংসস্থিত) শিরা সমূহে আনয়ন করিয়া বায়ু স্বয়ং ঐ রক্ত, পিত্ত ও কফ কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া, সেই স্থানের ঘনত্ব ও উন্নতি উৎপাদন করে, ইহাকে শোথ কহে। সাধারণতঃ অস্ত্রাদির অভিঘাত দ্বারা যে ফুলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও শোথশব্দ-বাচ্য। এই শোথের সম্বন্ধে জটিল রোগসমূহ অর্থাৎ জ্বর, প্লীহা, পাণ্ডু ও আমবাত প্রভৃতি যেরূপ কারণ, অস্ত্রাদির অভিঘাত, বিষাক্ত বা দূষিত দ্রব্যাদির সেবন বা সংস্পর্শও তদ্রূপ কারণ বুঝিতে হইবে, কিন্তু উহার চিকিৎসা-প্রণালী অনেকাংশে বিভিন্ন, রোগানুসারে ও লক্ষণানুসারে পৃথক ঔষধ ও প্রলেপাদি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। জ্বরজনিত শোথে যে সকল ঔষধ প্রযোজ্য, পাণ্ডু বা কামলা জনিত শোথরোগে তাহা হইতে অনেকাংশে ভিন্ন ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, এইরূপ উদরাময় জনিত শোথে অন্যরূপ ঔষধ ব্যবহার্য্য। বিসর্পাদিজন্য শোথে আবার ভিন্ন প্রলেপাদি ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, অস্ত্রশস্ত্রাদি দ্বারা আহত ব্যক্তির শোথের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে।

যে সকল রোগের লক্ষণে শোথ উপদ্রবরূপে দৃষ্ট হয়, সেই সকল

রোগের চিকিৎসাকালে মুখ্য রোগনাশক অথচ শোথহর ঔষধ প্রয়োগ করিবে অথবা শোথের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঔষধও অবস্থাভেদে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু যখন অরিষ্টলক্ষণাদিরূপে বা প্রধানরূপে লক্ষিত হইবে, তখন শোথকে প্রধান রোগরূপে চিকিৎসা করিবে। যথা—বাত শ্লেষ্ম-প্রধান বাতবলাসক জ্বরে শোথের লক্ষণ লক্ষিত হইলে, জ্বরাধিকারোক্ত বাতশ্লেষ্মনাশক ও শোথহর ঔষধ অর্থাৎ বৃহৎ জ্বর-চিন্তামণি, বৃহৎ চিন্তা-মণিরস ও বৃহৎ চূড়ামণি প্রভৃতি ঔষধ সেবন করিতে দিবে অথবা অবস্থা-বিশেষে বারিশোষক ও শোথকালানল প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিবে। আবার উদরাময়, পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি রোগে শোথের প্রাধান্য লক্ষিত হইলে দুগ্ধবটী, রসপর্পটী ও স্বর্ণপর্পটী, মাণমণ্ড ও পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর প্রভৃতি ঔষধ রোগের বলাবলানুসারে প্রদান করিবে, স্থূলকথা এই যে, ঐ সকল রোগে শোথনাশক যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করিবে, সেই সকল ঔষধ মুখ্য রোগনাশক হওয়া বিশেষ আবশ্যক, নচেৎ বিপরীত ফল দর্শে। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কতিপয় ঔষধ মুখ্য ও গৌণ উভয় রোগনাশক, যথা—রস-পর্পটী, স্বর্ণপর্পটী, দুগ্ধবটী প্রভৃতি; আবার কতিপয় ঔষধ মুখ্যরোগ ও তত্তৎরোগজনিত উপদ্রবনাশক, সেই সকল ঔষধ প্রধানরোগের উপরই অধিক ক্রিয়া দর্শায়, যথা—পুনর্ণবামণ্ডুর, পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর, মাণকাদি-গুড়িকা প্রভৃতি; আবার কতিপয় ঔষধ দোষ নষ্ট করিয়া সেই দোষজনিত যাবতীয় রোগেই কার্য্যকারী হয়, যথা—মহালক্ষ্মীবিলাস, শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস, মহা-পিত্তান্তকরস ও ধাত্রীলৌহ প্রভৃতি। শোথরোগে যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিবে, সেই সমস্ত ঔষধগুলি মুখ্য রোগনাশক হওয়া কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ ঊর্দ্ধগামী শোথে বমনকারক, অধোগামী শোথে বিরেচক ঔষধ প্রদান ইত্যাদি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে, উহা স্বয়ং দোষপ্রকোপজনিত শোথ ও সবলরোগীর পক্ষেই প্রশস্ত, উদরাময় বা দুর্ব্বলরোগীর পক্ষে ঐ ব্যবস্থা অযুক্তিমূলক, সাধারণতঃ জ্বরে বা অন্যান্য রোগে শোথ প্রবল হইলে, শোথ-রোগোক্ত ঔষধ এবং পথ্য প্রদান করিবে। শোথের প্রবল অবস্থায় অন্ন ব্যঞ্জন মৎস্যাদি ভোজন বন্ধ করিয়া মাণমণ্ড পথ্যরূপে রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শোথরোগে জলসংযুক্ত দ্রব্য বা লবণাক্ত দ্রব্য সেবন করিতে দিবে না, গাত্রে জলস্পর্শ করাইবে না, লবণ ও জল এই দুইটী দ্রব্যের উপর বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে, যেহেতু ঔষধ প্রয়োগে জল শোষিত হইলে শরীরস্থ রক্ত গাঢ়

হয় এবং উহাতে লবণের ভাগ বৃদ্ধি পায়, এই অবস্থায় জল পান বা লবণ সেবন করিলে ঔষধ প্রয়োগ নিষ্ফল হয়। জ্বর, উদরাময়, প্লীহা ও সূতিকা প্রভৃতি রোগেও শোথ প্রবল হইলে, অন্নভোজন বন্ধ করিয়া মাণমণ্ড পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

জ্বর, প্লীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগের ২।৩টি একত্র দৃষ্ট হইলে অথচ শোথ প্রবল থাকিলে, সেই সকল রোগের পৃথক্ ঔষধ প্রদান করিবে এবং শোথের জন্য মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রদান করা বিধেয়; যেহেতু ঐ সমস্ত রোগে শোথ প্রবল হইলে, সেই শোথই প্রায়শঃ প্রাণনাশক হয়।

শরীরের স্থান বিশেষে শোথ অল্প প্রকাশ পাইলে, বক্ষ্যমান ক্বাথ ও বটিকা প্রভৃতি ঔষধ প্রদান করা কর্ত্তব্য। আনুষঙ্গিক রোগের বলাবল অনুসারে ক্বাথ ও বটিকা রোগীকে সেবন করাইবে, মূলরোগ যাহাতে দূরীভূত হয়, তাদৃশ ঔষধ প্রদান না করিলে, সেই রোগ বৃদ্ধি পাইয়া নানাবিধ কঠিন রোগে পরিণত হইতে পারে, স্থূল কথা শোথ প্রায়শঃ গৌণরোগ অর্থাৎ উহা অন্য রোগের উপদ্রব স্বরূপ, উহার অল্পতা দৃষ্ট হইলে অন্যান্য উপদ্রবের ন্যায় এবং প্রাধান্য দৃষ্ট হইলে, প্রধান রোগরূপে চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। শোথস্থানে আঘাত লাগিয়া ক্ষত না হয়, বা রোগীর শরীরে ঠাণ্ডা না লাগে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। শোথ একবার কমিয়া আসিয়া পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি হয়, অনেকের শোথ শুকাইবার সময় সামান্য ঠাণ্ডা লাগিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শোথ কমিয়া আসিলেও কিছুদিন পূর্ব্ব নিয়মে পথ্য সেবন বিশেষ কর্ত্তব্য।

শোথরোগে শ্বাস, পিপাসা, শরীরের দুর্ব্বলতা, জ্বর, বমন, অরুচি, হিক্কা, অতিসার ও কাস; এই সকল উপদ্রব লক্ষিত হয় এবং এই সমস্ত উপদ্রব মারাত্মক। জ্বর, কাস ও উদরাময় প্রভৃতি রোগের কোনও একটী-রোগে শোথ প্রকাশ পাইলে ক্রমশঃ অন্যান্য রোগগুলি প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন শোথ প্রবল হয়, এবং শোথের অনেকগুলি উপদ্রব একত্র দৃষ্ট হয়, এইরূপ উপদ্রবসমূহ দৃষ্ট হইলে, তখন এরূপ একটী প্রধান ঔষধ ব্যবহার করিবে, যেন তদ্দ্বারা ঐ সমস্ত রোগেরই উপকার হয়; অথচ শোথ ক্রমশঃ হ্রাস পায়; জ্বরাদি নিবারণার্থ পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ অবস্থাভেদে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

অন্যান্য রোগের উপদ্রব নষ্ট হইলে, যেমন মূলরোগ অনেকাংশে হ্রাস পায়

প্রবল শোথরোগের উপদ্রবসমূহ নষ্ট করিতে প্রয়াস পাইলে, শোথের উপশম হয় না, ইহা চিকিৎসাদ্বারা অনেকস্থলে উপলব্ধি হইয়াছে, অতএব অগ্রে প্রবল শোথকে প্রশমিত করাই কর্ত্তব্য, অন্যান্য রোগের সঙ্গে আংশিক (অল্প পরিমাণে) শোথ উপদ্রবরূপে প্রকাশ পাইলে, তাহা মুখ্যরোগের চিকিৎসা দ্বারা অনেকাংশে দূরীভূত হয়।

কোনরূপ বিষধর প্রাণী শরীর স্পর্শ করিলে বা শূকশিম্বী প্রভৃতি দ্রব্য শরীরে সংলগ্ন হইলে, তজ্জন্য বাহ্যিক প্রলেপ প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য, অবস্থানুসারে কাথ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অভিঘাতজন্য শোথ প্রলেপাদি প্রয়োগ দ্বারা প্রায়শঃ নষ্ট হয়। ঐ সকল প্রাণীর সংস্পর্শ বা অস্ত্রাদি দ্বারা আঘাত বশতঃ শোথের সঙ্গে জ্বরাদি দৃষ্ট হয়, কিন্তু শোথ অর্থাৎ ফুলা হ্রাস পাইলে ঐ সমস্ত উপদ্রব স্বয়ংই প্রশমিত হইয়া থাকে।

শোথরোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে এবং আনুষঙ্গিক রোগ হ্রাস পাইলে রোগীর অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া পুনর্ণবাদ্য ঘৃত বা শুণ্ঠীঘৃত প্রভৃতি রোগীকে সেবন করিতে দিবে এবং পুনর্ণবাদ্যতৈল রোগীর গাত্রে মাখিতে দিবে। শোথরোগে উদরীরোগের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আক্রমণের আশঙ্কা থাকায় তৈল-মর্দ্দন ও ঘৃত-সেবন বিশেষ আবশ্যক।

শোথরোগে—ঔষধ।

কৃষ্ণাদ্যলেপ। শ্লৈষ্মিক শোথরোগে রোগীর শোথস্থান কঠিন এবং পাণ্ডুবর্ণ হইলে শোথস্থানে এই প্রলেপ লাগাইবে।

কৃষ্ণাদ্যলেপ। পিপুল, বালুকা, পুরাতন সর্ষপের খৈল ; শজিনার ছাল ও তিসি ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া লাগাইবে।

তিললেপ। আগন্তুক শোথ অর্থাৎ বিষধর প্রাণী শরীরে সংলগ্ন হইলে অথবা অস্ত্রাদির আঘাতদ্বারা শোথ হইলে, এই প্রলেপ লাগাইবে। শোথস্থানে উষ্ণতা এবং পিত্তের আধিক্য অর্থাৎ জ্বালা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলেও ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

তিললেপ। তিল ও যষ্টিমধু সমভাগে লইয়া মহিষের দুগ্ধে মর্দ্দন পূর্ব্বক উহাতে কিঞ্চিৎ মাখন মিশ্রিত করিয়া শোথে লাগাইবে।

পুনর্ণবাদ্যলেপ। রোগীর হস্ত ও পদ প্রভৃতি অঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এই প্রলেপ কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীর শোথ স্থানে লেপন করিবে।

পুনর্ণবাদ্যলেপ। পুনর্ণবা, দেবদারু, শুঠী, শজিনার ছাল ও রাইসর্ষপ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাঁজিতে মর্দ্দন করিয়া উহা দ্বারা প্রলেপ দিবে।

অপামার্গস্বেদ। শ্লৈষ্মিক শোথে শোথ স্থান কঠিন হইলে বা অস্ত্রাদির অভিঘাত জনিত শোথে এই স্বেদ শোথ স্থানে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে।

অপামার্গস্বেদ। আপাং, কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া), নিশিন্দা ও জয়ন্তী; এই সমস্ত সমভাগে লইয়া কুট্টিত ও উষ্ণ করিয়া উহা দ্বারা স্বেদ প্রদান করিবে।

শালদলচূর্ণ। ভল্লাতকের (ভেলা) তৈল বা রস শরীরে সংলগ্ন হইলে তজ্জনিত শোথে এই চূর্ণ লাগাইবে।

শালদলচূর্ণ। শালপত্র রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্র খণ্ডে ছাকিয়া লইবে।

ফলত্রিকাদিক্বাথ। অণ্ডকোষে শোথ লক্ষিত হইলে অথবা রোগীর বায়ু ও শ্লেষ্মজনিত শোথদ্বয়ের মিলিত লক্ষণ দৃষ্ট হইলে, এই ক্বাথ সেবন করিতে দিবে।

ফলত্রিকাদি ক্বাথ। হরীতকী, আমলা ও বহেড়া, সমভাগে মিলিত ২ তোলা, গোমূত্র ৩২ তোলা; শেষ ৮ তোলা।

পুনর্ণবাষ্টক ক্বাথ। রোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ হ্রাসবৃদ্ধিক্রমে প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, শ্বাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, প্লীহা বা যকৃৎ বৃদ্ধি, পাণ্ডু অথবা কামলারোগ দৃষ্ট হইলে, এই ক্বাথ রোগীকে প্রাতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে। এই ক্বাথ উদরীরোগেও প্রয়োগ করা যায়।

পুনর্ণবাষ্টক ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পটোলাদিক্বাথ। রোগীর হস্ত, পদ ও অন্যান্য শরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং ঐ শোথ সর্ব্বদা একস্থানে হ্রাসবৃদ্ধিক্রমে প্রকাশিত হইলে ও তৎসঙ্গে রোগীর জ্বর, কোষ্ঠকাঠিন্য ও পিপাসা বিদ্যমান থাকিলে এই ক্বাথ প্রাতে সিদ্ধ

করিয়া উহাতে শোধিত গুগ্‌গুলু ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে, ইহা প্লীহা, যকৃৎ ও ব্রণ প্রভৃতি সমাশ্রিত শোথে উপকারী।

পটোলাদিক্বাথ। পটোলপত্র, হরীতকী, আমলা, বহেড়া; নিমছাল ও দারুহরিদ্রা ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা।

পথ্যাদি ক্বাথ। রোগীর উদর, হস্ত, পদ ও মুখে শোথ প্রকাশ পাইলে এবং শোথের সহিত জ্বর, কাস, প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে, এই ক্বাথ প্রাতে রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

পথ্যাদি ক্বাথ। প্রস্তুতবিধি ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

পুনর্ণবাদি চূর্ণ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক বা অভিঘাতজ শোথ হস্ত, পদ, মুখ বা শরীরের কোনও স্থানে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। এই ঔষধ শোথনাশক বলিয়া উদরীরোগেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—গোমুত্র।

পুনর্ণবাদিচূর্ণ। পুনর্ণবা, দেবদারু, হরীতকী, আকনাদি, বিল্বমূলছাল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, গজপিপ্পলী, রক্তচিতা ও বাসক ; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ॥০ আনা।

শোথারিচূর্ণ। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শ্বাস বা কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করাইবে। অনুপান—বিল্বপত্রের রস ও মধু।

শোথারি চূর্ণ। প্রস্তুতবিধি ১৭৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস বা উদরাময় প্রভৃতি রোগ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রাতে বা সন্ধ্যায় রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে প্রস্রাব বৃদ্ধি পাইয়া শোথ হ্রাস হয়। রোগীর রক্তহীনতার অবস্থায় বা বাতপিত্তপ্রধান কৃশ শরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—হরীতকী, আমলা, বহেড়া সমভাগে ভিজান জল।

ত্র্যূষণাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কটুকাদ্যলৌহ। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর ও উদরাময় লক্ষিত হইলে, বাতপিত্তপ্রধান অতিকৃশ বা বৃদ্ধ-ব্যক্তিকে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে শোথ ক্রমশঃ শুষ্ক হয়। অনুপান—পুনর্ণবার রস ও মধু।

কটুকাদ্যলৌহ। প্রস্তুতবিধি ১১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শোথকালানল রস। রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ প্রভৃতি স্থানে শোথ লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শ্বাস, প্লীহা বা যকৃৎবৃদ্ধি, অগ্নিমান্দ্য, অথবা উদরাময় প্রভৃতি রোগ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। শোথের সঙ্গে জ্বর ও উদরাময় দৃষ্ট হইলেও এই ঔষধ অত্যন্ত উপকারী। অনুপান—কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া) পাতার রস ও মধু।

শোথকালানল রস। প্রস্তুতবিধি ১১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শোথাঙ্কুশ রস। রোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং জীর্ণ-জ্বর, বিষমজ্বর, পাণ্ডু বা কামলা শোথের সঙ্গে প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ রোগীকে পুনর্ণবার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

শোথাঙ্কুশরস। পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করত নিসিন্দা, হাপরমালী, কয়েতবেলের ছাল, কাচা তেঁতুলের রস, পুনর্ণবা, বেলছাল ও কেশুর্ত্যা ; ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক বার করিয়া ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

পঞ্চামৃত রস। রোগীর হস্ত, পদ বা মুখ প্রভৃতি অঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে জ্বরের প্রবলতা, শিরঃশূল, অগ্নিমান্দ্য বা উদরাময় বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। বাতশ্লেষ্ম প্রধান শরীরে এই ঔষধ অত্যন্ত কার্য্যকারী। অনুপান—বিল্বপত্ররস ও মধু, কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে আদার রস ও মধু।

পঞ্চামৃতরস। পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খৈ ৩ তোলা, বিষ ৩ তোলা ও মরিচ ৩ তোলা ; এই সমুদয় একত্র করিয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী ১ রতি।

দুগ্ধবটী। রোগীর হস্ত, পদ বা সর্ব্বশরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং প্রবল উদরাময়, গ্রহণী ও তৎসঙ্গে অল্পজ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ

রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনকাল পর্য্যন্ত লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া রোগীকে নির্জ্জল দুগ্ধ ও পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে। রোগীর পিপাসাকালে যথেচ্ছ দুগ্ধ প্রদান করিবে। এই ঔষধ উদরাময়যুক্ত শোথে অতিশয় উপকারী। অনুপান—গোদুগ্ধ।

দুগ্ধবটী। বিষ ১২ রতি, আফিং ১২ রতি, লৌহ ৫ রতি এবং অভ্র ৬০ রতি, এই সমুদয় একত্র করিয়া গোদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

ক্ষেত্রপাল রস। রোগীর হস্ত ও পদাদিতে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় ও জ্বর প্রবল থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে প্রাতে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবনকাল পর্য্যন্ত লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া নির্জ্জল দুগ্ধ ও পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে। অনুপান—ভাজা জীরাচুর্ণ ও দুগ্ধ।

ক্ষেত্রপালরস। হিঙ্গুল, বিষ, অমৃতীকরণ নিয়মানুযায়ী ভস্মতাম্র, লৌহ, হরিতাল, সোহাগার খৈ, জীরা ও আফিং, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া জলে মর্দ্দন করিবে। বটী — অর্দ্ধ রতি।

চন্দ্রকান্তিরস। রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ প্রভৃতি শরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় ও জ্বর লক্ষিত হইলে, ইহা প্রাতঃকালে দুগ্ধসহ সেব্য। লবণ ও জল বর্জ্জন পূর্ব্বক দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে।

চন্দ্রকান্তিরস। আফিং, লৌহ ও অভ্র, এই সকল দ্রব্য সমভাগ; রসসিন্দূর সর্ব্ব ঔষধের সমান; একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ রতি।

হরগৌরীরস। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বশরীরে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে প্রবল উদরাময় ও অল্পজ্বর বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া সেবন করাইবে। অনুপান—জীরাচুর্ণ ও গোদুগ্ধ।

হরগৌরীরস। হিঙ্গুলোত্থ পারদ ও আমলাসা গন্ধক সমভাগে লইয়া কজ্জলী করিয়া পর্পটী পাক করিবে, ঐ পর্পটী ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও বঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকে।০ আনা, আফিং ২ তোলা এবং রসসিন্দূর সর্ব্ব ঔষধের সমান লইয়া সিদ্ধি পত্র রসে মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ রতি বা ২ রতি।

দধিবটী। রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ প্রভৃতি শরীরে শোথের অল্পতা দৃষ্ট হইলে অথচ তৎসঙ্গে পাণ্ডু, কামলা, উদরাময় ও জ্বর বিদ্যমান থাকিলে

এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনকালে লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া দধি ও অন্ন পথ্য দিবে। এই ঔষধ কাস বিদ্যমান থাকিলে কদাচ সেবন করিতে দিবে না, পাণ্ডু ও কামলাশ্রিত শোথে ইহা প্রদান করা যায়। অনুপান—পিপুলচূর্ণ ও কজ্জলী।

দধিবটী। ইষ্টকচূর্ণ, হরিদ্রা ও গৃহধূমদ্বারা শোধিত পারদ ১ তোলা এবং ভৃঙ্গরাজরসে শোধিত গন্ধক ১ তোলা, এই উভয় কজ্জলী করিয়া উহার সহিত হরিতাল, বিষ, তুতে, এলবালুক, তাম্র, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও কান্তলৌহ; ইহাদের প্রত্যেকের ৷৷• তোলা মিশ্রিত করিবে; অনন্তর মর্দ্দন করিয়া নিসিন্দাপত্র, লতাকটকী, অপরাজিতা, জয়ন্তী ও রক্তচিতা এই সমুদয়ের রসে ৩ বার ভাবনা দিবে। বটী সর্ষপাকৃতি।

তক্রবটী। রোগীর হস্ত, পদ ও মুখ প্রভৃতি স্থানে শোথের অল্পতা দৃষ্ট হইলে, অথচ তৎসঙ্গে উদরাময়, পাণ্ডু বা কামলা ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে, এই ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে; ঔষধ সেবনকালে লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া তক্র (ঘোল) ও অন্ন ভোজন করাইবে। অনুপান—ঘোল।

তক্রবটী। রস ৴৹ আনা, গন্ধক ৴৹ আনা, বিষ ।• আনা, তাম্র ৷৷• আনা, পিপুল ১ তোলা ও মণ্ডুর ১ তোলা; এই সমুদয় একত্র করিয়া কৃষ্ণজীরার ক্বাথে ৭ দিন ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

তক্রমণ্ডুর। রোগীর হস্ত, পদ ও অন্যান্য শরীরে অল্প শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময়, পাণ্ডু ও জ্বর প্রভৃতি উপদ্রব লক্ষিত হইলে, লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া এই ঔষধ সেবন করাইবে; পথ্য—ঘোলমিশ্রিত অন্ন। পিপাসাকালে ঘোল পান করিতে দিবে। অনুপান—কেশুর্ত্ত্যার রস।

তক্রমণ্ডুর। শোধিত সিদ্ধি ৪ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, বাঁশের মূল, কৃষ্ণাগুরু, নিমছাল, বিস্তাডকমূল ও সমুদ্রফেণ; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা, তেজপত্র, লবঙ্গ, এলাইচ, শুলফা, মৌরী, মরিচ, গুলঞ্চের পালো, যষ্টিমধু, জায়ফল, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা, এই সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া পুনর্নবারসে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটী ২ রতি।

সুধানিধি। রোগীর হস্ত, পদ বা মুখ প্রভৃতি স্থানে অল্প শোথ বিদ্যমান থাকিলে অথচ তৎসঙ্গে উদরাময়, গ্রহণী, পাণ্ডু, কামলা ও জ্বর প্রভৃতি লক্ষিত হইলে, লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া রোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পথ্য—ঘোলমিশ্রিত অন্ন। পিপাসাকালে তক্র যথেচ্ছ প্রদান করিবে।

সুধানিধি। ধনে, বালা, মুথা, শুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ এই সকল দ্রব্য সমান ভাগ এবং সকল ঔষধের সমষ্টির দ্বিগুণ মণ্ডুর ; এই সমুদয় একত্র করিয়া কেশুর্ত্তা, গোমূত্র, পুনর্ণবা, ভৃঙ্গরাজ, নিশিন্দা ও থুলকুড়ি এই ৫টি দ্রব্যের প্রত্যেকের রসে ১৪ বার করিয়া ভাবনা দিবে। মাত্রা।০ আনা বা ৷।০ তোলা।

রসপর্প্পটী। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথের প্রবলতা লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময়, প্লীহাবৃদ্ধি ও কাস প্রভৃতি দৃষ্ট হইলে লবণ ও জল বর্জ্জন করিয়া, এই ঔষধ ২ রতি মাত্রায় প্রতিদিন সেবন করাইয়া পরে প্রত্যহ ১ রতি ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করত ১০ রতি পর্য্যন্ত সেবন করাইয়া আবার ১ রতি ক্রমে প্রত্যহ হ্রাস করিবে। এই নিয়মে ২১ দিন পর্য্যন্ত সেব্য। একবার এই নিয়মে ঔষধ সেবনদ্বারা শোথ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না হইলে পুনরায় ঔষধ সেবন করাইবে, পথ্য—দুগ্ধান্ন। পিপাসাকালে দুগ্ধ ইচ্ছামত পান করিতে দিবে। অনুপান-দুগ্ধ, উদরাময় থাকিলে ধনে ও জীরার কাথ।

রসপর্প্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লৌহপর্প্পটী। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে উদরাময় অল্পজ্বর, কাস, সূতিকাগ্রহণী, প্রবাহিকা, পাণ্ডু বা কামলা এই সকল রোগ লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ ১ রতি ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত সেবন করিতে দিবে এবং ঐ নিয়মে মাত্রা হ্রাস করিবে। ঔষধ সেবনকালে দুগ্ধান্ন পথ্য দিবে। পিপাসাকালে ইচ্ছামত দুগ্ধ পান করিতে দিবে এবং শোথ অত্যন্ত প্রবল হইলে মাণমণ্ড পথ্যরূপে প্রদান করিবে। অনুপান—দুগ্ধ, উদরাময় থাকিলে ধনে ও জীরার কাথ।

লৌহপর্প্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্প্পটী। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে অল্পজ্বর, কাস, শ্বাস, উদরাময়, পাণ্ডু বা কামলা ও ক্ষয় প্রভৃতি রোগ লক্ষিত হইলে অথচ শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইলে, এই ঔষধ ১ রতি ক্রমে অর্থাৎ লৌহপর্প্পটীর নিয়মানুযায়ী মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি করিয়া সেবন করাইবে। পথ্যাদি—লৌহপর্প্পটী বা রসপর্প্পটীর ন্যায়।

স্বর্ণপর্প্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

মাণমণ্ড। রোগীর হস্ত, পদ, মুখ বা সর্ব্বাঙ্গে শোথ দৃষ্ট হইলে, এই ঔষধ পথ্যরূপে প্রদান করিবে, উদরীরোগেও শোথের আধিক্য দৃষ্ট হইলে পর্পটী প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার কালে পথ্যরূপে ইহা প্রদান করা যায়।

মাণমণ্ড। **প্রস্তুতবিধি ১৫৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।**

শুণ্ঠীঘৃত। রোগীর হস্ত ও পদ প্রভৃতি স্থানের শোথ এবং জ্বর ও কাস প্রভৃতি উপদ্রবের নিবৃত্তি হইলে এবং গ্রহণী ও পাণ্ডুতা লক্ষিত হইলে, এই ঘৃত রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ।

শুণ্ঠীঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য--বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—শুণ্ঠী ১ সের, জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ৵৹ আনা, বা ।৹ আনা।

পুনর্ণবাদ্যঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক, সান্নিপাতিক ও দ্বন্দ্বজ শোথরোগীর প্রবল জ্বর, কাস, শ্বাস ও উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে, এই ঘৃত অপরাহ্নে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিতে দিবে।

পুনর্ণবাদ্যঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। কাথ্যদ্রব্য—পুনর্ণবা ১২॥৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—চিরতা, জয়ন্তী, শুঁঠ, পুনর্ণবা ও দেবদারু; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের, জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ।৹ আনা বা ॥৹ তোলা।

মাণকঘৃত। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক শোথ-রোগীর জ্বর, কাস ও উদরাময় প্রভৃতি উপদ্রব নিবৃত্ত হইলে, অথচ শরীরের স্থান বিশেষে শোথ প্রকাশ পাইলে, এই ঘৃত রোগীকে অপরাহ্নে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—উষ্ণদুগ্ধ।

মাণকঘৃত। গব্যঘৃত ৪ সের। যথানিয়মে মূর্চ্ছাপাক করিবে। কাথ্যদ্রব্য—পুরাতন মাণ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য—পুরাতন মাণ ১ সের, জল ১৬ সের। যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। মাত্রা ।৹ বা ॥৹ তোলা।

পুনর্ণবাদিতৈল। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক ও দ্বন্দ্বজ শোথরোগীর উদরাময়, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হইলে অথচ শরীরের স্থান বিশেষে শোথ অতি অল্প লক্ষিত হইলে, এই তৈল সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে

দিবে, শোথরোগীর জীর্ণজ্বর ও তৎসঙ্গে কাস, পাণ্ডু, কামলা, প্লীহা ও যকৃৎ-বৃদ্ধি প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে, এই তৈল মর্দ্দন করিলে উপকার হয়।

পুনর্ণবাদিতৈল। কটুতৈল ৪ সের। কাথ্যদ্রব্য - পুনর্ণবা ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কদ্রব্য শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কাকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কটফল, শটী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, রেণুক, কুড়, পুনর্ণবা; যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, দারুচিনি, লোধ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, বচ, পিপুলমূল, চই, চিতামুল, শুলফা, বালা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না ও দুরালভা এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা। জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

শুষ্কমূলাদ্যতৈল। বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক শোথরোগে রোগীর উদরাময়, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস হইলে এবং অগ্নিবল প্রবল অথচ রোগীর স্থান বিশেষে শোথ লক্ষিত হইলে, এই তৈল তাহার সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিতে দিবে।

শুষ্কমূলাদ্যতৈল। কটুতৈল /৪ সের। কল্কদ্রব্য—শুষ্কমূলা, পুনর্ণবা, দেবদারু, রাস্না ও শুঁঠ; সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

বৃহৎ শুষ্কমূলাদ্যতৈল। বাতিক, শ্লৈষ্মিক, বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক শোথ রোগীর উদরাময়, জ্বর, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব হ্রাস এবং অগ্নিবল বর্দ্ধিত হইলে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে এই তৈল মালিশ করিতে দিবে, রোগীর শরীরের স্থানবিশেষে অল্পশোথ লক্ষিত হইলে এবং তৎসঙ্গে জীর্ণজ্বর, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি উপদ্রব দৃষ্ট হইলে,এই তৈল তাহার সর্ব্বাঙ্গে মালিশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বৃহৎ শুষ্কমূলাদ্যতৈল। কটুতৈল ৪ সের। শুষ্কমূলা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। শজিনার রস ৪ সের। ধুতুরার রস ৪ সের। নিসিন্দার রস ৪ সের। বিল্বছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর সমভাগে মিলিত ২ সের,জল ১৬ সের, শেষ ৮সের। পালিধাপাতার রস ৪ সের। পুনর্ণবার রস ৪ সের, ডহরকরঞ্জা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। বরুণছাল ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কল্কদ্রব্য—শুঁঠ, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, পুনর্ণবা, কাকমাচী, চালতে ছাল, পিপ্পলী, গজপিপ্পলী, কটফল, কুড়, কাকড়াশৃঙ্গী, রাস্না, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, শ্যামালতা ও অনন্তমূল, ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা। জল ১৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিবে।

শোথরোগে—উদরাময়-চিকিৎসা।

দুগ্ধবটী। শোথরোগীর উদরাময় উপস্থিত হইলে, এই ঔষধ লবণ ও জল বন্ধ করিয়া সেবন করিতে দিবে। পথ্য—দুগ্ধান্ন। অনুপান—দুগ্ধ।

দুগ্ধবটী। প্রস্তুতবিধি ২০৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রসপর্প্পটী। রোগীর সর্ব্বাঙ্গে শোথ ও তৎসঙ্গে উদরাময় লক্ষিত হইলে, এই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে।

রসপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণপর্পটী। রোগীর সর্ব্বাঙ্গে শোথ ও তৎসঙ্গে জ্বর, কাস, শ্বাস ও উদরাময় লক্ষিত হইলে এবং শরীর অত্যন্ত কৃশ হইলে, এই ঔষধ যথানিয়মে সেবন করিতে দিবে। পথ্য—দুগ্ধান্ন। অনুপান—দুগ্ধ।

স্বর্ণপর্পটী। প্রস্তুতবিধি ১৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শোথরোগে—কাস-চিকিৎসা।

পুরন্দর বটী। রোগীর শরীরে শোথ প্রকাশ পাইলে ও তৎসঙ্গে কাস বিদ্যমান থাকিলে এবং কাস অল্প পরিমাণে নির্গত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। অনুপান—বাসকপাতার রস ও মধু।

পুরন্দরবটী। পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র কজ্জলী করিবে, পরে উহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাগীদুগ্ধে ৭ বার ভাবনা দিবে। বটি ৩ রতি।

তরুণানন্দরস। রোগীর শোথ প্রকাশ পাইলে এবং তৎসঙ্গে কাস অল্প পরিমাণে শুষ্কভাবে নির্গত হইলে, এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কাস ও তৎসঙ্গে শ্বাসের প্রকোপ এবং জীর্ণজ্বর প্রভৃতি থাকিলে তাহাও বিনষ্ট হয়। অনুপান—বাসকপাতার রস ও মধু।

তরুণানন্দরস। পারদ ও গন্ধক সমভাগে কজ্জলী করিয়া ঐ কজ্জলী ৮ তোলা পরিমাণে লইবে; পরে ঐ কজ্জলীকে বিল্বছাল, গণিয়ারিছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, বেড়েলা, মুথা, পুনর্ণবা, আমলকী, বৃহতী, বাসক, পান, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা রস দ্বারা ভাবনা দিবে, পরে দশতোলা পুনর্ণবার রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া অভ্র ৮ তোলা, কর্পূর ২ তোলা এবং জাতীফল, জয়িত্রী, জটামাংসী,

তালীশপত্র, এলাইচ ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের ৷৹ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিয়া কুষ্মাণ্ড রসে মর্দ্দন করিবে। বটী ২ রতি।

চন্দ্রামৃতরস। রোগীর সর্ব্বাঙ্গে বা হস্ত ও পদাদি স্থানে শোথ দৃষ্ট হইলে এবং তৎসঙ্গে কাস শুষ্কাবস্থায় অল্প পরিমাণে বা তরলাবস্থায় নির্গত হইলে, এই ঔষধ পানের রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে।

চন্দ্রামৃতরস। প্রস্তুতবিধি ২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শোথরোগে অন্যান্য যে সমস্ত উপদ্রব দৃষ্ট হয়, তাহা শোথের নিবৃত্তি হইলে হ্রাস হয়; জ্বর, পাণ্ডু বা কামলা প্রভৃতি অন্যান্য রোগ শোথের সঙ্গে উৎপন্ন হইলে, সেই সেই রোগের শোথনাশক ঔষধ ও পথ্য ব্যবস্থা করিবে অথবা অবস্থানুসারে শোথনিবারক পৃথক্ ঔষধ প্রদান করিবে। যখন শোথ প্রধান রোগরূপে লক্ষিত হয় এবং তজ্জন্য জ্বর, কাস, উদরাময়, শ্বাস, হিক্কা, বমন ও পিপাসা প্রকাশ পায়, তখন শোথের লাঘব না হইলে ঐ সমস্ত উপদ্রব হ্রাস হয় না, সুতরাং তজ্জন্য উপদ্রব নাশক ঔষধ প্রয়োগে কোন ফল হয় না। শোথ হ্রাস হইলে যে উপসর্গ সঙ্গে থাকিবে, তদনুযায়ী চিকিৎসা করিবে।

শোথরোগে—পথ্য।

শোথরোগে রোগীকে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, যবের ছাতু, বা কুলথ-কলায়, মুগের ডাইল এবং পুরাতনমাণ, কচিবেগুণ, মুলা, শিম্, করলা, রক্ত-শজিনা, বেতাগ্র, পুনর্ণবাশাক, পটোল, নিমপাতা, ডুমুর, মোচা, ঠোটে-কলা, কাচকলা, ওল, পলূতা, শিঙ্গীমাছ, মাগুরমাছ প্রভৃতি পথ্য প্রদান করিবে। পুরাতন শোথরোগে মাংসযুষের প্রয়োজন হইলে, শজারু, কুক্কুট (মোরগ), লাবপক্ষী, তিত্তিরি এবং জাঙ্গল মাংস ও কচ্ছপের মাংস প্রভৃতির যুষ প্রদান করিবে। এতদ্ব্যতীত সমস্ত তিক্তদ্রব্য ও অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্যই শোথ-রোগীর সুপথ্য।

প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ।

কতকগুলি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ।

অগ্নিকুমার। অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণরোগে ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক বা দীর্ঘকালে পরিপাক, তজ্জন্য মস্তকে ভার, দেহের গুরুতা, বমনভাব, আহার্য্য দ্রব্যানুরূপ মধুরাদি উদ্গার, কিম্বা অজীর্ণহেতু অম্লোদ্গার, দম্‌কাভেদ, পেটবেদনা, উদরাধ্মান, মল ও অধোবায়ুর নিরোধ এবং আহারে অরুচি এই সকল লক্ষণের একটি, দুইটি, তিনটি বা তদধিক প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয়ের কল্পিত ও ব্যবহৃত এবং সাধারণ ঔষধের মধ্যে মহোপকারী ও সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য। ইহা স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন, অন্নদাপ্রসাদ সেন, কালীপ্রসন্ন সেন আমরণ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তদীয় শিষ্যানুশিষ্যবর্গ এখনও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহাকে বৃহৎ অগ্নিকুমার নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অনুপান—দমকা ভেদ বা পাতলা দাস্তে মুথার রস ও মধু, অম্লোদ্গারে চূণের জল বা লেবুর রস, কোষ্ঠকাঠিন্যে—গরম জল, উদরাধ্মানে—চাউলের জল। আমাশয়ে প্রয়োগ করিতে হইলে, আমরুলের রস, থুলকুড়ী বা থানকুনির রস কিম্বা সাদা ন'টের মূলের রস। রক্তামাশয়ে রক্ত ন'টের মূলের রস। কেহ কেহ গ্রহণীরোগে ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধুসহ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, কিন্তু গ্রহণীর প্রথম অবস্থায় কিঞ্চিৎ উপকার হইলেও, পুরাতন অবস্থায় কোন উপকার হয় না; শত শত স্থলে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অম্লপিত্তের প্রথম অবস্থায় বা অকস্মাৎ চোয়াঢেকুর উঠিলে ইহা বেশ ফলপ্রদ।

অগ্নিকুমার। বীজ ছাড়ান হরীতকী ৪ তোলা, যমানী (যোয়ান) ২ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা ও সৈন্ধবলবণ ॥• অর্দ্ধ তোলা একত্র করিয়া জল দ্বারা উত্তমরূপে বাটিবে। বটী ৬ রতি।

ভুবনেশ্বর। উপরোক্ত অগ্নিকুমার যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য। কেহ কেহ ইহার সহিত বেলশুঁঠ একভাগ মিশ্রিত করিয়া অতীসারের প্রথম অবস্থায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ সেন, কৈলাসচন্দ্র সেন, পঞ্চানন রায়, ইহা

প্রায়শঃ প্রয়োগ করিতেন; এখনও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অনুপান—অতীসারে মুথার রস ও মধু বা ভাজা জীরাচূর্ণ ও মধু। অন্যান্য রোগের অনুপান ও প্রয়োগ-বিধি অগ্নিকুমারের ন্যায়।

ভুবনেশ্বর। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, সৈন্ধব ও গৃহধূম প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন, বটী ৩ রতি। আমরুলের রসে মর্দ্দন করিলে বেশী ফলপ্রদ হয়।

আনন্দভৈরব (মতান্তরে)। আমাশয়, অতীসার ও জ্বরাতীসারের প্রথম অবস্থায় সাধারণ ঔষধের মধ্যে ইহা বেশ উপকারী। অতীসার ও আমাশয়ের প্রথম অবস্থায় জ্বর থাকিলে সমধিক উপকার করে, জ্বরের বেগ হ্রাস ও আমপরিপাক করে। অতীসারে ইহা প্রয়োগে আম পরিপাক হইলে, কর্পূররস প্রয়োগ করিয়া দাস্ত বন্ধ করিবে। ঐ সকল রোগে কাস থাকিলে, তাহাও ইহাতে প্রশমিত হয়। অনুপান—জ্বরাতীসারে ও অতীসারে মুথার রস ও মধু, আমাশয়ে শ্বেতকাঁটানোটের মূলের রস ও মধু। অন্য এক প্রকার আনন্দভৈরবের প্রয়োগ ও প্রস্তুত প্রণালী ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। উহা অপেক্ষা এইটি কিঞ্চিৎ হীনগুণ।

আনন্দভৈরব (মতান্তরে)। হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, বিষ ও পিপুল প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন। বটী ১ রতি।

কর্পূররস। অতীসারে মলের পক্কাবস্থায়ই ইহা প্রয়োজ্য। অপক্কাবস্থায় প্রয়োগ করিলে, আম উদরে বদ্ধ হইয়া নানারোগের সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু জলের ন্যায় দাস্ত পুনঃ পুনঃ বা অধিক পরিমাণে হইলে এবং তজ্জন্য রোগীর অত্যধিক দুর্ব্বল হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে, ইহা প্রয়োগ করিয়া দাস্ত বন্ধ করা উচিত। অনুপান—মুথার রস ও মধু, জীরাচূর্ণ ও মধু অথবা ইসবগুল ভিজান জল। রক্তাতীসারে রক্তকাঁটানোটের মূলের রস, দূর্ব্বার রস, ডালিমের পাতার রস অথবা কুক্‌সিমের পাতার রস ও মধু।

কর্পূররস। আফিং, হিঙ্গুল, মুথা, ইন্দ্রযব, জাতীফল ও কর্পূর প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন। প্রথমে জল দ্বারা আফিং মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ অন্যান্য চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। বটী ২ রতি।

জ্বরচূড়ামণি। ইহা স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয়ের কল্পিত, সাধারণতঃ নবজ্বর, পুরাতনজ্বর ও ক্ষুদ্র প্লীহা বা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরে ব্যবহৃত হয়। নবজ্বর, গা-ব্যথা, মাথা-কামড়ানি, সর্দ্দিরভাব, চক্ষু ছল্ ছল্ করা, রসে মুখ টল্ টল্ করা, গ্লানি, অক্ষুধা প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, জ্বরের বিচ্ছেদ বা অবিচ্ছেদ যে কোন অবস্থায় ইহা ব্যবস্থা করা যায়। ঐ অবস্থায় দাস্ত বন্ধ থাকিলে, আদা ও বেলপাতার রস সহ ব্যবস্থেয়, জ্বরসহ রোগীর অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ বিদ্যমান থাকিলে মুথার রস ও মধুসহ ব্যবস্থা করিবে। ইহা নবজ্বরে—আম পাচক ও সর্ব্বাঙ্গীন গ্লানি-নাশক। পুরাতন ঘুষ্ ঘুষে বা কুইনাইনের আটকান জ্বরে অর্থাৎ বৈকালে অল্প জ্বরভাব, চক্ষু, হাত পা মুখ জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ বিদ্যমানে শেফালিকাপাতা, গুলঞ্চ ও ক্ষেতপাপড়া একত্র ছেচিয়া কলার পাতায় রাখিয়া আগুণে গরম করিয়া তাহার রসসহ ব্যবস্থেয়, ঐ অবস্থায় ঈষৎ কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, উক্ত তিন দ্রব্যের সহিত আদা এবং শোথ থাকিলে শ্বেত পুনর্ণবা একভাগ মিশ্রিত করিবে; ঐ অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণ থাকিলে এবং শোথ না থাকিলে, আদা ও পুনর্ণবা না দিয়া ঐ তিন পদের সহিত মুথা মিশ্রিত করিবে। ক্ষুদ্র প্লীহা বা যকৃৎ থাকিলে, মনসা-সীজের পাতার রস সহ ব্যবস্থা করিবে। সীজপাতা আগুণে গরম করিলে নরম হয়, তৎপর উহা মোচ্ড়াইয়া রস লইতে হয়। প্লীহা যকৃৎ বৃহৎ এবং বেশী শোথ থাকিলে ইহা প্রয়োগে তাদৃশ ফল হয় না। ইহা নবজ্বরের প্রথম অবস্থায়ই বেশী উপকারী, ইহাকে কেহ কেহ বৃহৎ জ্বরচূড়ামণি নামে অভিহিত করেন।

জ্বরচূড়ামণি। পারদ, গন্ধক, বিষ, মরিচ, সোহাগার খৈ ও পিপুল প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, জলে মর্দ্দন, বটী ২ রত্তি;

জ্বরান্তক রস। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কল্পিত। জ্বর-চূড়ামণি যেরূপ সাধারণতঃ নবজ্বরে বেশী উপকারী, ইহা তদ্রূপ পুরাতন জ্বরে অধিক ফলপ্রদ। পুরাতন ঘুষ্ ঘুষে জ্বর, ক্ষুদ্র প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত-জ্বর ইহাদ্বারা প্রশমিত হয় এবং পুরাতন ঘুষ্ ঘুষে জ্বরেই সমধিক ব্যবহৃত হয়; তবে নবজ্বরের প্রথম অবস্থায়ও ব্যবস্থা করা যায় ও ফল হয়।

অনুপান—জ্বরচূড়ামণির ন্যায়। ইহাকে কেহ কেহ বৃহৎ জ্বরান্তক নামে অভিহিত করেন।

জ্বরান্তকরস। হিঙ্গুল ২ ভাগ এবং গন্ধক, বিষ, মরিচ, সোহাগার খৈ ও পিপুলচূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ, জলে মর্দ্দন, বটী ২ রতি।

মিঠাজোলাপ। জোলাপের ঔষধ নানাপ্রকার, তন্মধ্যে ইহা সুলভ অথচ বেশ ফলপ্রদ। সহজ শরীরে সেবন করিলে দুই একবার দাস্ত হয়। রাত্রে আহারান্তে একমাত্রা খাইলে প্রাতঃকালে দাস্ত সাফ হয়। অনুপান—উষ্ণ জল।

মিঠা জোলাপ। জঙ্গীহরীতকী চূর্ণ ১ তোলা ও ইক্ষুচিনি ৪ তোলা। ইক্ষুচিনি জলে গুলিয়া পাক করিবে এবং ঘন হইয়া আসিলে নামাইয়া উক্ত চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃত সহ-যোগে বটিকা করিবে। মাত্রা চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা।

সুকুমার মোদক (মতান্তরে)। ইহাও মিঠা জোলাপ। সহজ শরীরে বা যে স্থলে উক্ত মিঠা জোলাপ দ্বারা দাস্ত খোলসা না হয়, সেখানে এই ঔষধে দাস্ত হয়, অথচ ইহা উগ্র বা তীক্ষ্ণবিরেচক নহে, সুতরাং অপকারের সম্ভাবনা নাই। অনুপান—উষ্ণ জল।

সুকুমার মোদক (মতান্তরে)। গোলাপফুল, মৌরী, ধনে ও রেউচিনি প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং সোণামুখীচূর্ণ ৪ তোলা। প্রথমতঃ ১৬ তোলা চিনি ৩২ তোলা জলে গুলিয়া পাক করিবে এবং গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া চূর্ণগুলি মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে। মাত্রা ।॰ আনা হইতে ৷৷॰ অর্দ্ধতোলা।

বাতাসা বটী। ইহা কম্পজ্বরের মহৌষধ। বালক ও শিশুদিগের পক্ষে প্রয়োজ্য নহে। বাতাসার মধ্যে পূরিয়া খাইতে দিবে।

বাতাসা বটী। বিশুদ্ধ হরিতাল ও বিনুক চূর্ণ করিয়া মুষা মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক পুটপাক করিবে। বালক ও শিশুর পক্ষে প্রয়োজ্য নহে। মাত্রা ২ রতি।

শ্বেতচূর্ণ। ইহাও কম্পজ্বরের পরীক্ষিত ঔষধ কিন্তু বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণীর পক্ষে প্রয়োজ্য নহে, কারণ ইহা ভয়ঙ্কর বিষ। অনুপান—জল।

শ্বেতচূর্ণ। বিশুদ্ধ দারুমুজ ১ ভাগ, বিশুদ্ধ মনঃশিলা ১ ভাগ ও শামুকের খোলা ভস্ম ৩ ভাগ ; জলদ্বারা একত্র মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ রতি।

কজ্জলীযোগ। ইহা কম্পজ্বরে বালক ও শিশুদিগের পক্ষে উপযোগী ঔষধ। অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু। প্রত্যহ ২।৩ বার সেব্য।

কজ্জলী যোগ। কজ্জলী ও ইক্ষুচিনি সমভাগে মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ১ হইতে ২ রতি।

জ্বরারি চূর্ণ। তরুণজ্বরে জ্বরের প্রবল বেগ, অত্যধিক সন্তাপ, গাত্র-দাহ, মলমূত্র বদ্ধ বা যথোচিত নির্গত না হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে অথচ জ্বর বিচ্ছেদ না হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা প্রয়োগে জ্বরের প্রবল বেগ, সন্তাপ ও গাত্রদাহ শীঘ্র প্রশমিত হয় এবং মলমূত্র নির্গত ও ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। এক মাত্রায় উপকার না হইলে, ২।৩ বা ৪ মাত্রা প্রয়োগ করিবে, কিন্তু অতি দুর্ব্বল অথবা শ্লেষ্ম-প্রধান শরীরে প্রয়োগ নিষেধ। অনুপান—জল।

জ্বরারিচূর্ণ। সণ্ট্ ও সোরা (বেনে দোকানে পাওয়া যায়) প্রত্যেক সমভাগ। মাত্রা—চারি আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা। বালকের পক্ষে অর্দ্ধ মাত্রা ও শিশুর পক্ষে সিকি মাত্রা।

স্বর্ণসত্ত্বযোগ। এইটি জ্বর-বিকারের সহজ অথচ মহোপকারী ঔষধ। বাতশ্লেষ্ম বা সন্নিপাত জ্বরের প্রথম অবস্থায় প্রযোজ্য। কিন্তু ইহা দ্বারা উপকার না হইলে অবশ্যই কস্তূরীভৈরব, বৃহৎ কস্তূরীভৈরব, স্বর্ণকস্তূরী ও আগর কস্তূরী প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয়ের কল্পিত। অনুপান—তালশাখার রস ও মধু বা রুদ্রাক্ষঘষা ও মধু।

স্বর্ণসত্ত্বযোগ। বিশুদ্ধ পারদ ও হরিতাল সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করিবে, অনন্তর মূষার মধ্যে রাখিয়া পুটপাক করিবে। ইহার ১ ভাগ, কস্তূরী ১ ভাগ ও স্বর্ণসিন্দুর ১ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ২ রতি।

তিসি বা মসিনার পোল্‌টিস্। নিউমোনিয়া (ফুস্‌ফুস্ প্রদাহ), বক্ষঃ-স্থলে শ্লেষ্মা সঞ্চিত ও শ্লেষ্মাদ্বারা বক্ষঃস্থল আবৃতবৎ বোধ এবং তজ্জন্য শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হইলে, কিম্বা ঐ অবস্থায় অল্প কাস থাকিলে বা মুখদ্বারা অল্প শ্লেষ্মা নির্গত হইলে, এই পোল্‌টিস্ রোগীর বক্ষঃস্থল

আবৃত করিয়া লাগাইবে। বক্ষঃস্থলের অর্থাৎ বুকের দক্ষিণ ও বাম যেদিকে বেদনা থাকিবে, সেই দিকে অথবা উভয়দিকে কিম্বা পৃষ্ঠদেশে বেদনা থাকিলে সেই স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া পোল্‌টিস্ লাগান উচিত। এই পোল্‌টিস্ বক্ষঃস্থল, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশের যে কোনও প্রকার বেদনায় অতি উপকারী। বাতশ্লৈষ্মিক এবং সান্নিপাতিক জ্বরে বুকে বেদনা থাকিলে, এই পোল্‌টিস্ ব্যবস্থা করিবে। বাতশ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক জ্বরে যথাক্রমে আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষার ২৪ ও ৫৪ পৃষ্ঠায় বক্ষঃস্থল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে বালুকা-স্বেদের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ উভয়প্রকার জ্বরে বুকে বালুকা-স্বেদের পরিবর্ত্তে এই পোল্‌টিস্ প্রয়োগ করিবে। যে পর্য্যন্ত শ্বাস-কষ্ট ও বুক, পৃষ্ঠ বা পার্শ্ববেদনার লাঘব এবং শ্লেষ্মার পরিপাক না হয়, তাবৎ প্রয়োগ করা উচিত। অতীসারে বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ বশতঃ বুকে ও পার্শ্বে বেদনা থাকিলে কিম্বা অতীসারে ও বিষ্টব্ধাজীর্ণে (বাতাজীর্ণে) বাতশ্লেষ্মার প্রকোপ হেতু উদরাধ্মান, উদর-বেদনা ও মলরোধ হইলে, পোল্‌টিস্ প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়, উদরের অবস্থা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হয়। অতীসারে যবপ্রলেপের পরিবর্ত্তে ইহা প্রয়োজ্য। যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বেদনাবিশিষ্ট হইলে, এই পোল্‌টিস্ প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। ফিরঙ্গরোগে যকৃৎ ও প্লীহার নিম্নদেশ হইতে একপ্রকার গুটিকা উদ্গত হয়, তাহাকে সিফিলিটিক গমা কহে। ইহার আকার কাঁঠালের ভোতার ন্যায়, সহসা দেখিলে যকৃৎ বা প্লীহা-বৃদ্ধি বলিয়া ভ্রম জন্মে। উহাতে বেদনা হয় এবং ঔষধ প্রয়োগ না করিলে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এই অবস্থায় এই পোল্‌টিস্ অতি উপকারী। নিউমোনিয়া (ফুস্‌ফুস প্রদাহ) বাতশ্লেষ্মজ্বর ও সন্নিপাত জ্বরে ইদানীং ইউরোপীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বক্ষঃস্থলে পোল্‌টিসের পরিবর্ত্তে কার্পাস তুলার গদী দ্বারা বক্ষঃস্থল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা বলেন, পুনঃ পুনঃ পোল্‌টিস্ পরিবর্ত্তনে অথবা পোল্‌টিস্ ঠাণ্ডা হইয়া গেলে, বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়া রোগ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা, সুতরাং তুলার গদীর দ্বারা একবার আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে, ঐরূপ ঠাণ্ডা লাগিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এতদ্দেশেও অনেক চিকিৎসক ইদানীং এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা বেশ সুফলও পাওয়া যায়, সুতরাং পোল্‌টিসের পরিবর্ত্তে তুলার গদী ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বুকে, পিঠে বা পার্শ্বদেশে পোল্‌টিস্ দিতে হইলে, অগ্রে ঐ সকল স্থানে কাপড়

বিছাইয়া তদুপরি পোল্‌টিস্‌ দিবে এবং পোল্‌টিস্‌ ঠাণ্ডা না হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে অর্থাৎ ঠাণ্ডা হইয়া আসিলেই নূতন পোল্‌টিসের ব্যবস্থা করিবে।

তিসি বা মসিনার পোলটিস। তিসি খোলায় করিয়া অল্প ভাজিয়া শিলায় পেষণ করিয়া বা ঢেকিতে কুটিয়া চূর্ণ করিবে। অনন্তর তাহার সহিত জল মিশ্রিত করিয়া একটি কাঁসার বা পিত্তলের বাটীতে রাখিবে, পরে একটি জলপূর্ণ কড়াই চুলার উপরে বসাইয়া জ্বাল দিবে এবং জল ফুটিয়া উঠিলে তদুপরি ঐ বাটী রাখিবে, এমন ভাবে রাখিবে যেন বাটীটি জলের উপর ভাসমান থাকে। এইরূপে ঐ ফুটন্ত জলের উত্তাপে মসিনা গরম হইলে, যে স্থানে পোল্‌টিস্‌ দিতে হইবে, সেই স্থানের দ্বিগুণ পরিমাণ বস্ত্রখণ্ড লইবে এবং তাহার অর্দ্ধাংশে মসিনা রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ দ্বারা মসিনার অপর দিক্‌ ঢাকিয়া রোগ স্থানে লাগাইবে। অনেকে তিসি চূর্ণ জলে গুলিয়া লোহার হাতায় গরম করিয়া প্রয়োগ করেন, কিন্তু এই প্রক্রিয়াদ্বারা পোল্‌টিস্‌ প্রস্তুত করিয়া লাগাইলে অধিক উপকার হয়। অতিসার বা অজীর্ণে উদর এবং বাতশ্লেষ্মজ্বর ও সন্নিপাত জ্বরে বুকের বেদনায় বুক জুড়িয়া পোলটিস্‌ লাগান উচিত।

নীললেপ। জ্বরে দাস্ত-পরিষ্কার অথচ প্রস্রাব বন্ধ থাকিলে, এই এই ঔষধ রোগীর নাভিদেশে লাগাইবে।

নীললেপ। নীল, পচা আমপাতা ও জলের কলসীর নীচের মাটী প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন।

করমর্দ্দপত্রক্বাথ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, বাতপৈত্তিক ও পিত্ত-শ্লৈষ্মিক প্রভৃতি সর্ব্বকার জ্বরে দাহ, ঘর্ম্ম, সন্তাপ, বমি, মূর্চ্ছা, পিপাসা, কম্প, কণ্ঠ, ওষ্ঠ ও মুখের শুষ্কতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমনার্থ এবং জ্বরবিচ্ছেদের জন্য ইহা প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। ইহা নবজ্বরে যেমন উপকারী, পুরাতন জ্বরে এবং প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরেও তেমনি উপকারী। নূতন ও পুরাতন উভয়বিধ জ্বরেই ইহা প্রয়োগে জ্বরের উত্তাপ হ্রাস হইয়া আইসে ও জ্বর বিচ্ছেদ হয়। সন্তত (অবিচ্ছেদী জ্বর অর্থাৎ যে জ্বর একজ্বর অবস্থায় অনেক দিন থাকিয়া ৭। ১০। ১২। ১৪ বা তদপেক্ষা দীর্ঘকালে বিচ্ছেদ হয়), সতত (দ্বৈ-কালীন অর্থাৎ যে জ্বর দিনে একবার ও রাত্রে একবার হয়) সতত বিপর্য্যয়, অন্যেদ্যুষ্ক বিপর্য্যয় প্রভৃতি জ্বরে

জ্বরের সন্তাপ হ্রাস ও জ্বরবিচ্ছেদের জন্য ইহা প্রয়োগ করা যায়। ঐ সকল অবস্থায় এই ঔষধ বরিশালের বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা প্রয়োগ করেন। ইহা বহু পরীক্ষিত অথচ সুলভ। নবজ্বরে প্রয়োগ করিতে হইলে, কেহ কেহ পিপুলের পরিবর্ত্তে মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন। বালকের অর্দ্ধ এবং শিশুর পক্ষে সিকি মাত্রা। নবজ্বর বা পুরাতন জ্বরের পর্য্যায় (প্রত্যহ একই সময়ে জ্বরাগমন) ভঙ্গের জন্য বা ঐ সকল জ্বরে স্থায়ী ফললাভের জন্য ইহার সহিত অন্যান্য ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। নবজ্বরে কস্তূরীভৈরব ও পুরাতনজ্বরে বৃহৎ কস্তূরীভৈরব বা জ্বরসংহারচূর্ণ, সুদর্শনচূর্ণ প্রভৃতি ঐ সঙ্গে ব্যবস্থা করিলে রোগীর শীঘ্র আরোগ্যলাভ ঘটে।

করমর্দ্দপত্রক্কাথ। করমচা পাতা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—নবজ্বরে মরিচচূর্ণ, প্লীহা সংযুক্তজ্বরে পিপুলচূর্ণ।

জ্বরনিসূদন। কুইনাইন সংযুক্ত ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে সর্ব্বত্র রোগীর অন্নবহা নালী অথবা অন্ত্র হইতে, আম বা অপকরস মৃদুবিরেচক ঔষধ দ্বারা অথবা সঞ্চিত পিত্তরস বমন করাইয়া অপসারিত করা কর্ত্তব্য। কারণ অন্ত্র পরিষ্কার করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে উপকারিতা সমধিক প্রকাশ পায়। নবজ্বর বিচ্ছেদ হইলে ও অপক্ক রসের বা আমরসের সংস্রব না থাকিলে, এই ঔষধ জ্বরের পুনরাক্রমণ বন্ধ করিবার জন্য প্রয়োগ করা যায়। (জ্বরে আমপক্ক লক্ষণ ও নিরামজ্বরের লক্ষণ ৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। সামজ্বরে মৃদু বিরেচক ঔষধ দ্বারা দাস্ত করাইয়া ও লঙ্ঘন দিয়া যে প্রকারেই হউক আমরসের পরিপাক হইলে ইহা প্রয়োজ্য। সর্দ্দিজ্বর অথবা জ্বরে হাত, পা ও মাথা কামড়ানি থাকিলে, লঙ্ঘন বা বিরেচন দ্বারা ঐ উপসর্গ প্রশমিত করিয়া, ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহার সহিত রসসিন্দূর ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া পুরাতন জ্বরেও প্রয়োগ করা যায়। অনুপান—নবজ্বরে জল, পুরাতন জ্বরে গুলঞ্চের রস।

জ্বরনিসূদন। কুইনাইন, কলম্বা, কালাদানা, রেউচিনি ও লৌহ প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন। বটী ৩ রতি। জ্বরবিচ্ছেদে ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর এক এক বটী প্রয়োজ্য। প্রত্যহ তিন চারিবার প্রয়োগ করিবে।

প্লীহার প্রলেপ।

প্লীহার প্রলেপ অসংখ্য, যিনি যেটি প্রয়োগে অধিক ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি সেইটিরই অনুরাগী, কিন্তু ক্রিয়া প্রায় সকল প্রলেপেরই সমান।

হিঙ্গুলেপ। প্লীহা অত্যন্ত কঠিন, বেদনাযুক্ত ও বৃহদাকার হইলে এই প্রলেপ দিবাভাগে লাগাইবে। এইটী স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন, অন্নদা-প্রসাদ সেন ও কালীপ্রসন্ন সেন প্রয়োগ করিতেন, এখনও তাঁহাদের শিষ্যানু-শিষ্যগণ প্রয়োগ করেন।

হিঙ্গুলেপ। হিং ৴০, পুরাতন দালানের চূণা ।৴০, নীল ৴০, মেটে সিন্দুর ৴০, পানের বোঁটা ।০, কলমী লতার গ্রন্থি (গাঁইট) ।০ আনা, মরিচ ॥০ আধ তোলা; একত্র করিয়া আদার রস বা গোড়ালেবুর (জম্বীর) রসে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ লাগাইবে।

সিন্দুরলেপ। ছাতিমছাল, নীল, মেটেসিন্দুর, খড়ী, পুরাতন দালানের চূণা ও হিং প্রত্যেকে সমভাগ, ব্রাণ্ডী বা দেশী মদ্য দ্বারা মর্দ্দন করিয়া দিবাভাগে প্রলেপ দিবে। এইটি বরিশাল জেলায় ব্যবহৃত ও বহু পরীক্ষিত।

হিঙ্গুললেপ। হিঙ্গুল, নীল, হরিতাল, মুদ্রাশঙ্খ, কুচ্‌লা, হিং, কচ্ছপের খোলাভস্ম ও পুরাতন দালানের চূণা প্রত্যেকে সমভাগ, জামীর বা গোড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া দিবাভাগে লেপ দিবে। এইটি বরিশালে ব্যবহৃত ও বহু পরীক্ষিত।

রসোনযোগ। বালক ও শিশুর প্লীহারোগে এই যোগটি অতি ফল-প্রদ। ইহা প্রয়োগে দাস্ত পরিষ্কার, ক্ষুধা-বৃদ্ধি ও বলবৃদ্ধি হয় এবং প্লীহা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। অনুপান—জল। শিশুকে গুলিয়া খাওয়াইবে।

রসোনযোগ। খোসা ছাড়ান রসুন, কাঁঠালের ভোতা ভস্ম (কোন কোন দেশে ইহাকে ভুসূপা কহে) ও গৃহধূম অর্থাৎ ঝুল (কোন কোন স্থলে ইহাকে আন্দু কহে) প্রত্যেকে সমভাগ জলে মর্দ্দন। শিশুর পক্ষে ৩রতি ও বালকের পক্ষে এক আনা বা দুই আনা।

মুসব্বরযোগ। প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কঠিন অথবা বেদনাবিশিষ্ট হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে, ইহা সাধারণ ঔষধের মধ্যে অতি ফলপ্রদ। অনেকস্থলে প্লীহারোগের প্রথম অবস্থায় কেবলমাত্র ইহা প্রয়োগে রোগ

আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। ইহা তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট ও উষ্ণবীর্য্য; সুতরাং জলসহ গিলিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে। বালক, যুবা ও বৃদ্ধের পক্ষেই উপযোগী, কিন্তু শিশুর পক্ষে প্রয়োজ্য নহে, কারণ তাহারা গিলিয়া খাইতে পারে না, গুলিয়া খাইতে দিলে অত্যন্ত ঝাল লাগে ও শিশুর ক্লেশ হয়। ইহা ক্ষুধাবর্দ্ধক, অল্পরেচক, বলবর্দ্ধক ও রসায়ন গুণবিশিষ্ট। বহুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা ইহা প্রয়োগ করেন।

মুসব্বরযোগ। মুসব্বর, শোধিত হিং, খোসা ছাড়ান রসুন, পিপুলচূর্ণ ও জঙ্গী-হরীতকী চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন। বটী ৩ রত্তি। বালকের পক্ষে অর্দ্ধ মাত্রা।

এলাচিলেপ। প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কঠিন ও বেদনাবিশিষ্ট হইলে এই প্রলেপ প্লীহার উপরে লাগাইবে। শিশু ও বালকদিগের পক্ষে ইহা সমধিক কার্য্যকারী। এই লেপ বায়ুনাশক সুতরাং দাস্ত বন্ধ করে না।

এলাচিলেপ। বড় এলাচির খোসা, রসুন, হিং ও গোরসুন প্রত্যেকে সমভাগ, হুকার জলে মর্দ্দন। গোরসুন একপ্রকার কন্দ বিশেষ, গরু বাছুরে ইহা আগ্রহের সহিত আহার করে, দুগ্ধবতী গাভী ইহা খাইলে, দুগ্ধ হইতে রসুনের গন্ধ নির্গত হয়।

হিঙ্গুলেপ (মতান্তরে)। প্লীহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কঠিন ও বেদনাযুক্ত হইলে, এই লেপ লাগাইবে। বালক, শিশু ও বৃদ্ধের পক্ষে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

হিঙ্গুলেপ (মতান্তরে)। হিং, নীল ও কাঁকড়ার মাটী প্রত্যেকে সমভাগ, জলে মর্দ্দন। খাল, বিল ও পুস্করিণীর ধারে কাঁকড়াতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত করে, সেই গর্ত্তের উপরিস্থিত মাটী।

ক্ষারবটী। অগ্রমাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও বেদনাযুক্ত হইলে, ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহা অগ্রমাসে যেমন উপকারী, প্লীহারোগেও তদ্রূপ। জ্বরসত্ত্বে-বা বিজ্বরে প্রয়োগ করা যায়; পরন্তু অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মানাশক, জ্বর ও সর্দ্দিনাশক। বালক, বৃদ্ধ ও শিশু সকলের পক্ষেই প্রয়োজ্য। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে ইহার ব্যবহার সমধিক প্রচলিত। অনুপান—শীতল জল।

ক্ষারবটী। তেঁতুলের খোসার ক্ষার ১ ভাগ, শঙ্খভস্ম ১ ভাগ, পঞ্চলবণ ৫ ভাগ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ১ ভাগ, হিং ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ ও কজ্জলী ২ ভাগ;

সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া আপাঙ্গের কাথে ৭টা ও রক্তচিতার কাথে ৭টা ভাবনা দিবে, পরে জামীর বা গোড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৩ রতি। বালকের পক্ষে ২ রতি ও শিশুর পক্ষে ১ রতি।

প্লীহার আরক (চোয়ান)। ম্যালেরিয়া বা অন্যান্য জ্বরের পুরাতন অবস্থায় প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, কাস, অক্ষুধা বা অজীর্ণ প্রভৃতি উপসর্গ ও কোষ্ঠ-বদ্ধ থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে, ঐ সকল অবস্থায় এরূপ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ অতি বিরল; কিন্তু আমাশয় বা পাতলা দাস্ত হইলে প্রযোজ্য নহে। স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ সেন ইহা প্রয়োগ করিতেন।

প্লীহার আরক। হিং ৪ তোলা. বিষকচু ৩৪ তোলা, গণিয়ারী ৮ তোলা, ভাঁটমূল ৩২ তোলা, চিরতা ৩২ তোলা, হরীতকী ৮ তোলা, সৈন্ধবলবণ ১৬ তোলা, পিপুলমূল ৩২ তোলা, বাসকপাতা ৩২ তোলা, চাকুলে ৮ তোলা, ওল ৮ তোলা, বচ ৮ তোলা, মরিচ-৮ তোলা, কট্‌কী ৮ তোলা, হীরাকস ৮ তোলা, রক্তচিতার মূল ৩২ তোলা, মুছব্বর ৪ তোলা ও পুনর্নবা ১৬ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র কুটিয়া বার সের গোমূত্র সহ বকযন্ত্রে মদের ন্যায় চোঁয়াইয়া লইবে, /৪॥০ সের আন্দাজ বা ৬ বোতল আরক গ্রহণ করিবে। মাত্রা ২ তোলা, বালকের অর্দ্ধমাত্রা।

গোময়-স্বেদ। প্লীহাসংযুক্ত জ্বরে প্লীহা বৃহৎ আকার ও কঠিন বা বেদনাযুক্ত হইলে, এই স্বেদ উপর্য্যুপরি কয়েকদিন প্রয়োগ করিলে, মহোপকার সাধিত হয়। প্লীহা অত্যন্ত কোমল ও বেদনা হ্রাস হইয়া থাকে, আরোগ্য-লাভ পর্য্যন্ত প্রত্যহ একবার প্রযোজ্য। ইহা বহু পরীক্ষিত। কেহ কেহ যকৃৎবৃদ্ধিতে ইহা প্রয়োগ করেন, কিন্তু গোমূত্র বা গোময় পিত্ত-বর্দ্ধক অথচ যকৃৎ পিত্তের আধার; এই জন্য যকৃতে ইহা প্রয়োগের আমরা পক্ষপাতী নহি।

গোময়-স্বেদ। গাই গরুর টাট্‌কা চোনা ও গোবর একত্র সিদ্ধ করিবে, ইতোমধ্যে রোগীর প্লীহা বা যকৃৎ স্থানে কিছুক্ষণ তার্পিণ মালিশ করিয়া ঐ স্থানে একখানি ফ্লানেল বা কাপড় রাখিয়া তদুপরি উত্তপ্ত গোময়ের পোলটিস্‌দ্বারা স্বেদ দিবে। উত্তপ্ত গোবর নরম কলার পাতায় বা ভেরেণ্ডাপাতায় রাখিয়া তদুপরি কাপড় জড়াইয়া পোল্‌টিস্ প্রস্তুত করিবে ও তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে। ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে অপর একটি প্রস্তুত করিয়া লইবে।

গুড়ূচীলেপ। প্লীহা অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, অতি কঠিন ও বৃহদাকার

হইলে, এই লেপ প্রত্যহ একবার প্রয়োগ করিবে। স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় ইহা প্রয়োগ করিতেন, এখনও তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ।

গুড়ূচীলেপ। গুলঞ্চ ও আদা সমভাগে লইয়া চোনায় মর্দ্দন ও আগুণে ঈষৎ গরম করিয়া লইবে।

আর্দ্রকলেপ। প্লীহা বেদনাযুক্ত, অত্যন্ত কঠিন ও বৃহদাকার হইলে এই প্রলেপ দিবাভাগে প্রয়োগ করিবে।

আর্দ্রকলেপ। আদা ও জিউলী গাছের ছাল সমভাগ, চোনায় মর্দ্দন ও আগুনে ঈষৎ গরম করিয়া দিবাভাগে লইবে।

শঙ্খস্বেদ। অগ্রমাস বা যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, রোগস্থানে কাপড় বিছাইয়া অতি প্রত্যুষে এই স্বেদ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিবে।

শঙ্খস্বেদ। থলিয়া বিছাইয়া তদুপরি শঙ্খ ঘর্ষণ করিয়া উষ্ণ হইলে সেই উষ্ণ শঙ্খ পুনঃ-পুনঃ লাগাইবে। থলিয়া—চট বা ছালা।

শ্বেতচূর্ণ। আমাশয়ের প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ পেট্‌কামড়ানি থাকিলে, বাতাজীর্ণজনিত উদরাধ্মানে, কোষ্ঠবদ্ধে, উদরের বেদনায়, শূলরোগে, অম্লপিত্তে ও মূত্রকৃচ্ছ্র বা প্রস্রাব পরিষ্কার না হইলে, ইহা প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। এইটি সহজ ও সুলভ এবং বিখ্যাত চিকিৎসকগণের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য ঔষধ। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ সেন, কৈলাসচন্দ্র সেন, পঞ্চানন সেন ও শ্যামকিশোর সেন মহোদয়গণ প্রয়োগ করিতেন। এখনও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যগণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অনুপান-ভেদে প্রয়োগ করিলে অনেক রোগে উপকার হয়। অনুপান—আমাশয়ের প্রথম অবস্থায় আম বা জামছালের রস ঈষৎ উষ্ণ করিয়া শুঁঠচূর্ণ প্রক্ষেপসহ, পেটফাঁপায় আমলকী ভিজান জল, কোষ্ঠবদ্ধে হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ভিজান জল, উদরের বেদনা বা শূলরোগে—আমলকী ভিজান জল, মূত্রকৃচ্ছ্রে—গোক্ষুর ভিজান জল, হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হইলে—পাথরকুচির পাতার রস, শোথে—পুনর্ণবার রস, অম্লপিত্তে—ধনে ভিজান জল, দম্‌কাভেদে—মুথার রস, অম্লোদ্গার বা চোঁয়াঢেকুর উঠিলে—চুণের জল বা লেবুর রস সহ প্রয়োগ করিবে।

শ্বেতচূর্ণ। সোরা ৪ ভাগ, ফিটকারী ২ ভাগ ও সৈন্ধবলবণ ১ ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। সৈন্ধবলবণের পরিবর্ত্তে বিটলবণও প্রদান করা যায়। বিটলবণ-সংযুক্ত শ্বেতচূর্ণ শূলরোগে প্রয়োগ করিলে, তৎক্ষণাৎ বেদনা বন্ধ হয়।

অম্লারি (সাদা চটী)। ইহা সাধারণতঃ অজীর্ণে ও অম্লরোগে—প্রযোজ্য। বিষ্টব্ধাজীর্ণে (বাতাজীর্ণে), বিদগ্ধাজীর্ণে, ও অম্লপিত্তের প্রথম অবস্থায় বেশ উপকারী, কিন্তু আমাজীর্ণে উপকারী নহে। প্রধানতঃ বায়ু ও পিত্তজনিত অনেক রোগে অনুপানভেদে প্রয়োগ করা যায় ও উপকার হয়। শ্বেতচূর্ণ যে যে রোগে যে যে অবস্থায় যে অনুপানে প্রয়োগ করা যায় ইহাও সেই সেই রোগে সেই সেই অবস্থায় সেই অনুপানে প্রয়োগ করা যায়। জ্বরে ঘর্ম্মকারক ও মূত্রকারক হইয়া উপকার করে। ইহা বহু পরীক্ষিত। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ, অন্নদাপ্রসাদ, শ্যামকিশোর, কালীপ্রসন্ন, কৈলাসচন্দ্র, দ্বারকানাথ ও পঞ্চানন কবিরাজ প্রভৃতি মহোদয়গণ প্রয়োগ করিতেন, এখনও তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যেরা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গণোরিয়া বা বিষাক্ত মেহ রোগের প্রথম অবস্থায়, বমি রোগে, কামলা রোগে, অকস্মাৎ কোন কারণে মূত্রবন্ধ বা অল্প হইলে, ইহা প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। অনুপান—গণোরিয়ার প্রথম অবস্থায় জ্বালা ও পূঁজ পড়া থাকিলে মসিনা বা তিসি ভিজান জল অথবা গঁদ ভিজান জল, বমি হইলে খৈ ভিজান জল, কামলারোগে কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু, পিপাসায়—মৌরীভিজান জল, শূলরোগে ডাবের জল, ভেদে কর্পূরের জল, প্লীহা ও যকৃতে মনসা পাতা আগুণে গরম করিয়া মোচড়াইয়া তাহার রস এবং বালক ও শিশুর অজীর্ণ, অম্ল ও প্লীহা যকৃতে পেপের আঠা সহ প্রয়োগ করিবে।

অম্লারি (সাদা চটী)। সোরা ৪ তোলা, ফিটকারী ১ তোলা ও নিশাদল ॥০ আধ তোলা একত্র করিয়া উত্তমরূপে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। অনন্তর লোহার পাত্রে রাখিয়া তীব্র অগ্নির উত্তাপ দিবে এবং উহা গলিয়া ফেণার ন্যায় হইলে, ক্ষিপ্রহস্তে কাঁসার থালা উপুর করিয়া তাহাতে ঢালিয়া অপর এক খানি কাঁসার থালা দ্বারা চাপা দিবে। যেন কাঁচা না থাকে কিংবা পুড়িয়া না যায়। নিয়মিত পাক ও সিদ্ধ হইলে চটীগুলি খুব শক্ত হয়। কেহ কেহ ফিটকারী বাদ দিয়া কেবলমাত্র সোরা ও নিশাদল দ্বারা চটী প্রস্তুত করেন।

জ্বরারিচূর্ণ (লালগুঁড়া)। নবজ্বর বিচ্ছেদ ও বন্ধ করিতে এই ঔষধ অদ্বিতীয়। উদরে আমরস বা পিত্ত সঞ্চিত থাকিলে, দাস্ত বা বমন দ্বারা তাহা নিঃসারিত করিয়া এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা তীব্র বিষ, সুতরাং বিবেচনা পূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে। বালক, বৃদ্ধ বা সুখী ব্যক্তির পক্ষে কখনও প্রয়োজ্য নহে। সাধারণতঃ যাহারা কষ্টসহিষ্ণু বা শ্রমজীবী, অথবা রৌদ্র ও বৃষ্টি সহ্য করিতে সক্ষম, তাহাদের জ্বরে প্রযোজ্য। ঔষধ-প্রয়োগে চক্ষুলাল বা মস্তক গরম হইলে, মস্তকে জলের ধারা দিবে এবং ইক্ষু ও ঘোল প্রভৃতি শৈত্যদ্রব্য যথোচিত মাথায় বা সহ্যমত প্রয়োগ করিবে। একবার ঔষধ প্রয়োগে ঘর্ম্ম না হইলে, পুনরায় প্রয়োগ করিবে এবং ঘর্ম্ম না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীর সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিবে। পল্লী-গ্রামের চিকিৎসকেরা ইহা এতদ্দেশীয় কৃষকদিগকে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অনুপান—শীতল জল।

জ্বরারিচূর্ণ (লালগুঁড়া)। বিশুদ্ধ দারমুজ, মনঃশিলা ও গোদন্ত হরিতাল প্রত্যেক ১ তোলা ও বিশুদ্ধ ঝিনুক-ভস্ম ১ তোলা এবং বিশুদ্ধ হিঙ্গুল ৮ তোলা ; ইহাদের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—অর্দ্ধরতি।

যকৃৎ-মর্দ্দন চূর্ণ। শিশু ও বালকগণের যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বেদনাযুক্ত বা কঠিন হইলে কিম্বা যকৃৎ বৃদ্ধির সহিত প্লীহাবৃদ্ধি, জ্বর, কাস, অগ্নিমান্দ্য ও পাণ্ডুতা থাকিলে, এই ঔষধ মহোপকারী। ১৪৩ পৃষ্ঠায় যে যকৃদরিলৌহ নামক ঔষধের প্রয়োগ প্রণালী বিবৃত হইয়াছে, তাহা তামাসংযুক্ত, সুতরাং শিশু ও বালকগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে, প্রয়োগ করিলে অরুচি বা বমি হইতে পারে ; তবে অমৃতীকরণ নিয়মে তামা শোধিত ও ভস্ম করিয়া তদ্দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিলে প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু ১৪৩ পৃষ্ঠোক্ত বৃহৎ যকৃদরিলৌহ ও এই ঔষধে তামা নাই, সুতরাং বিনাবিচারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ইহাতে দাস্ত পরিষ্কার হয়। বরিশাল জেলায় ইহার প্রয়োগ সমধিক প্রচলিত। অনুপান—তালের জটা-ভস্ম ভিজা জল বা শীতল জল; শিশুর পক্ষে স্তনদুগ্ধ বা মধু।

যকৃৎ-মর্দ্দন চূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চই, পিপুল-মূল, যমানী, বিশুদ্ধ হিং, যবক্ষার, রক্তচিতার মূলের ছাল, সৈন্ধবলবণ, বিটলবণ করকচ লবণ, সাস্তার লবণ ও সৌবর্চ্চল

লবণ, ইহারা প্রত্যেকে সমভাগ। একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—বয়স্কের পক্ষে চারি আনা, বালকের পক্ষে দুই আনা ও শিশুর পক্ষে এক আনা বা অর্দ্ধ আনা। ৩ রতি।

জয়াক্ষীর। আমাশয়ে বা আমাতীসারে পেটে বেদনা থাকিলে এবং অত্যধিক শ্লেষ্মা বা আমসংযুক্ত দাস্ত হইলে, অথবা আমাশয় বা আমাতীসারের পুরাতন বা নিরাম অবস্থায় এই ঔষধ মহোপকারী। আমাশয় বা আমাতীসারে পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প দাস্ত হইলে ও পেটে বেদনা থাকিলে, ক্যাষ্টর অয়েল বা হরীতকী ও পিপুল সমভাগে বাটিয়া উষ্ণজল সহ সেবন করাইয়া আম নিঃসারিত করিবে এবং দাস্ত হইলে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। রক্তামাশয়ে বা রক্তাতীসারে প্রয়োগ নিষেধ।

জয়াক্ষীর। দুগ্ধে শোধিত ভাঙ্গ ২ তোলা, ছাগীদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা একত্র সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা বা কেবল দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে এবং মরিচ চূর্ণ দুই আনা প্রক্ষেপ দিয়া দুই বার পান করিতে দিবে।

ক্রিমিঘ্নরস। আমাশয় বা পক্কাশয়গত ক্রিমি বৰ্দ্ধিত হইলে, এবং তজ্জন্য জ্বর, অরুচি, পেটে বেদনা, মুখ হইতে জল উঠা, পেট মোচড়ান, গা বমি বমি, মলদ্বার চুলকান ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে, স্বভাবকোষ্ঠ অর্থাৎ যাহাদের দাস্ত খোলসা আছে, অথবা পাতলা দাস্ত বা দম্‌কা ভেদ হয়, তাহাদিগকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহা শিশু, বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভবতীস্ত্রী সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য। স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয় প্রয়োগ করিতেন। অনুপান—পাতলা দাস্তে মুথার রস, স্বভাবকোষ্ঠে—শঠীর রস বা চাঁপা বৃক্ষের ছালের রস, দম্‌কা ভেদে—চূণের জল, শিশুর পক্ষে স্তন-দুগ্ধ ও মধু। প্রাতঃকালে শূন্য উদরে ঔষধ সেব্য।

ক্রিমিঘ্নরস। বিড়ঙ্গ, পলাশবীজ, নিমপাতা ও রসসিন্দূর প্রত্যেক সমভাগ, জলে মৰ্দ্দন, বটী ৪ রতি। বালকের পক্ষে অৰ্দ্ধ ও শিশুর পক্ষে সিকি মাত্রা।

প্রাণবল্লভরস। ইহা স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের কল্পিত, শাস্ত্রোক্ত নহে। বায়ু ও পিত্তজনিত সর্ব্বপ্রকাররোগে অনুপান ভেদে প্রয়োগ করা যায়। বমিরোগে পটোলের রস ও মধু, ধনে ও আমের আঠির শাঁস বাটা ও মধু অথবা বেদানার রস বা শশার বীচির শাস বাটা ও

স্তনদুগ্ধ, কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, ডাবের জলে খৈ ভিজাইয়া সেই জলসহ প্রয়োগ করিবে। তৃষ্ণা রোগে বেদানার রস, আমলকীভিজাজল বা ধনে ও মৌরী ভিজান জলসহ, উন্মাদরোগে ত্রিফলার জল বা শতমূলীর রস সহ। পিত্তজনিত রোগে অনুপান—গুলঞ্চের রস, নালিতাপাতা ভিজানজল বা পল্‌তার রস ও মধু।

প্রাণবল্লভরস। রসসিন্দুর ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা বাটিয়া ২ রতি বটী করিবে।

রসযোগ। সাধারণ তৃষ্ণারোগে এই ঔষধটি অতি ফলপ্রদ। বমি-রোগেও মহোপকারী। অনুপান—বেদানা বা ডালিমের রস কিম্বা তদভাবে ধনে ও মৌরী ভিজান জল।

রসযোগ। চালিতার কচিপাতা, রসসিন্দুর ও শশাবীজের শাঁস প্রত্যেকে সমভাগ, স্তনদুগ্ধে মর্দ্দন। বটী ২ রতি।

বাসাকাথ। বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, সান্নিপাতিক জ্বর, ফুস্‌ফুস্ বিকৃতি বা নিউমোনিয়ারোগে এবং অন্যান্য জ্বরে অথবা কাস, শোথ, যকৃৎ, প্লীহা, রক্তপিত্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে বক্ষঃস্থল শ্লেষ্মাদ্বারা আবৃত হইলে বা তজ্জন্য শ্বাসকষ্ট প্রবল ও কোষ্ঠকাঠিন্য বা উদরাধ্মান হইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। হঠাৎ শৈত্যসংযোগে বা ঠাণ্ডা লাগিয়া বুকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হইলেও ইহা প্রয়োগে অসাধারণ উপকার হয়। ইহা প্রয়োগে শ্লেষ্মা তরল ও কোষ্ঠ-পরিষ্কার হয় এবং উদরাধ্মান হ্রাস পায়। হাম, পানিবসন্ত ও বসন্ত প্রভৃতি রোগে ঐরূপ লক্ষণ উপস্থিত হইলেও ইহা প্রয়োগে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তবে উক্ত তিনরোগে ব্যবস্থা করিতে হইলে, মরিচ বাদ দিয়া অন্য তিন পদ লইবে। ইহা স্বর্গীয় গঙ্গাপ্রসাদ, অন্নদাপ্রসাদ ও কালীপ্রসন্ন প্রয়োগ করিতেন।

বাসা কাথ। বাসকছাল, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্ ও পিপুল প্রত্যেকে ॥• তোলা, জল—৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ মিছরীচূর্ণ ২ তোলা।

পর্ণবৃন্তযোগ। বাসা কাথ যে যে রোগে যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, ইহাও সেই সেই রোগে সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়। বরিশালের চিকিৎসকেরা ইহা সমধিক প্রয়োগ করেন। শ্লেষ্মার প্রাবল্য

লক্ষিত বা উষ্ণ ক্রিয়ার আবশ্যকতা অনুভূত হইলে, পানের বোঁটা ১ তোলা ও পিপুল ১ তোলা লইবে এবং কেবল মিশ্রী প্রক্ষেপ দিবে। পিপুল ১ তোলা দিলে অধিক ঝাল হয়, সুতরাং বালক ও শিশুদিগকে প্রয়োগ করিতে হইলে, অনেকে পিপুল প্রক্ষেপ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে করেন।

পর্ণবৃন্তযোগ। পানের বোঁটা ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ-পিপুল-চূর্ণ ও মিশ্রী।

অভয়াযোগ। আমাশয়, রক্তামাশয়, পুরাতন অতীসার ও অল্পকাল-জাত গ্রহণীরোগে ইহা অসাধারণ উপকারী। যে স্থলে পীযূষবল্লী, সিদ্ধ-প্রাণেশ্বর রস, মহাগন্ধক, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও কুটজাবলেহ প্রভৃতি ঔষধে রোগের কিছুমাত্র প্রতীকার হয় নাই, সেস্থলে এই মহৌষধ প্রয়োগে আশাতীত উপকার পাওয়া গিয়াছে। এমন কি দশ পনর দিন প্রয়োগে রোগের অর্দ্ধেক প্রশমিত হইয়াছে এবং এক মাস, কোনস্থলে বা দেড় মাস দুই মাস প্রয়োগে বহুকালের রোগ একবারে আরোগ্য হইয়াছে। অতীসার ও আমাশয়রোগে রোগীর উদরে পিত্ত বা আম সঞ্চিত থাকিলে ও তজ্জন্য আম বা পিত্তসংযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ অল্প নির্গত লইলে এবং পেট কামড়ানি থাকিলে, ক্যাষ্টর-অয়েল বা অভয়া-পিপ্পলী কল্কদ্বারা দাস্ত করাইয়া ইহা প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধ কিঞ্চিৎ মলরোধক, কিন্তু একেবারে দাস্ত বন্ধ করে না, সুতরাং বিরেচন না দিয়াও ইহা নির্ভয়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তবে বিরেচন দেওয়ার পর প্রয়োগ করিলে অতি শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। রক্তামাশয়রোগে বা রক্তাতীসারে অভয়া-পিপ্পলী কল্কদ্বারা দাস্ত করান কর্ত্তব্য নহে, কারণ উহা পিত্তবর্দ্ধক। অনুপান—ঘোল বা ছাগদুগ্ধ। দুইবেলা দুইবার প্রযোজ্য।

অভয়াযোগ। সোনার ন্যায় বা হরিদ্রাবর্ণবিশিষ্ট নূতন বড় হরীতকী জলে ফেলিবে এবং যে গুলি ডুবিয়া যাইবে, সেই গুলি গ্রহণ করিবে, অনন্তর উহার খোসা ছাড়াইয়া ঘোলে ১ বা ২ ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিয়া জলে ধৌত করিবে, পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিবে, ঐ চূর্ণ লৌহপাত্রে রাখিয়া গব্যঘৃত দ্বারা ভাজিয়া ঈষৎ লালবর্ণ হইলে নামাইবে এবং চূর্ণের সমান মিশ্রী বা ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। মাত্রা—চারি আনা-

হইতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত। শিশুর পক্ষে ৩ রত্তি হইতে এক আনা ও বালকের পক্ষে এক আনা হইতে দুই আনা বা চারি আনা।

বব্বূলযোগ। আমাশয়, রক্তামাশয়, পুরাতন অতীসার বা অল্পকাল জাত গ্রহণীরোগে কিম্বা ঐসকল রোগে প্রমেহ-দোষ বা গনোরিয়াজনিত জ্বালাযন্ত্রণা বিদ্যমান থাকিলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ঐ সকল রোগ ব্যতীত কেবল গণোরিয়া বা মেহ থাকিলে, ইহা প্রয়োগে বেশ উপকার পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা কিঞ্চিৎ মলরোধক, সুতরাং মেহ বা গণোরিয়ারোগীর কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, ইহার সঙ্গে সুকুমারমোদক ব্যবস্থা করা উচিত। যে যে রোগে অভয়াযোগ ব্যবস্থা করা যায়, সেই সেই রোগে অভয়াযোগ সেবনের ২।৩ ঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে এই যোগ প্রয়োগ করিয়া অসাধারণ উপকার পাওয়া গিয়াছে। ইহা আমাশয়, রক্তামাশয়, অতীসার, রক্তাতীসার ও গ্রহণীরোগে রক্ত ও মলরোধক, অথচ ইহা প্রয়োগে কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, কারণ অভয়াযোগ অল্প বিরেচক। ইহা বল ও পুষ্টিকারক অথচ সুখাদ্য। অনুপান—ঘোল বা ছাগদুগ্ধ।

বব্বূলযোগ। বাবলার আঠা বা গঁদ বাছিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে, অনন্তর লৌহপাত্রে রাখিয়া ঘৃতদ্বারা ভাজিয়া ঈষৎ লালবর্ণ হইলে নামাইয়া সমান পরিমাণ ইক্ষুচিনি বা মিশ্রী মিশাইবে। মাত্রা—চারি আনা হইতে অর্দ্ধতোলা। শিশুর পক্ষে ৩ রত্তি হইতে এক আনা ও বালকের পক্ষে এক আনা হইতে দুই বা চারি আনা।

বলাপ্রলেপ। যকৃৎ-বৃদ্ধি ও যকৃতে বেদনা থাকিলে, এই প্রলেপ যকৃতের উপরে লাগাইবে, কিন্তু রাত্রিতে প্রয়োগ নিষেধ। খুলনা জেলার অন্তর্গত মূলঘরের বিখ্যাত চিকিৎসক পণ্ডিত প্রবর স্বর্গীয় প্রাণনাথ রায় মহাশয় ইহা আমরণ প্রয়োগ করিয়াছেন। যকৃতের পক্ষে এরূপ উপকারী প্রলেপ বিরল।

বলাপ্রলেপ। বেড়েলার পাতা হুকার কটু জল দ্বারা বাটিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিবে।

গুড়ূচী-লেপ। যকৃৎ-বৃদ্ধি ও যকৃতে বেদনা থাকিলে, এই প্রলেপ লাগাইবে। ইহা স্বর্গীয় গঙ্গাধর প্রয়োগ করিতেন।

গুড়ূচী লেপ। গুলঞ্চ হুকার কটু জল দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

বেতাগ্রযোগ। নূতন রক্তামাশয়রোগে এই যোগ অতি ফলপ্রদ। ইহা স্বর্গীয় প্রাণনাথ রায় মহাশয় প্রয়োগ করিতেন।

বেতাগ্রযোগ। বেতের অগ্রভাগ কাটিয়া তাহার কোমল শাস ১ তোলা গ্রহণ করিবে, এবং সমভাগ ইক্ষুগুড় সহ পেষণ করিয়া উহার সহিত চুণের জল ১ তোলা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে ও লেহন করিতে (চাটিয়া খাইতে) দিবে। দিবসে তিন চারি বার প্রযোজ্য। মাত্রা—চারি আনা হইতে অর্দ্ধতোলা. শিশুর পক্ষে ৩ রতি হইতে এক আনা ও বালকের পক্ষে এক আনা হইতে দুই বা চারি আনা।

কোকিলাক্ষ যোগ। স্ত্রীলোকের বাধক প্রভৃতি রোগে অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে, তন্নিবারণার্থ ইহা প্রয়োগ করিবে। ইহা স্বর্গীয় প্রাণনাথ রায় মহাশয়ের বহুপরীক্ষিত মুষ্টিযোগ। দিবা রাত্রিতে ২। ৩ বার প্রযোজ্য। অনুপান—শীতল জল।

কোকিলাক্ষযোগ। কোকিলাক্ষ বা কুলেখাড়া মূলের ছাল চূর্ণ যত, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ ইক্ষুচিনি একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—তিন আনা।

পর্ণবৃন্তযোগ (মতান্তরে)। পর্ণবৃন্তযোগ যে যে রোগে যে যে অববস্থায় প্রয়োগ করা যায়; ইহাও সেই সেই রোগে সেই সেই অবস্থায় প্রয়োজ্য। ইহা বালক, বৃদ্ধ ও শিশু সকলের পক্ষেই অতি উপকারী। ইহা প্রয়োগে রোগীর শ্লেষ্মা তরল হইয়া উদ্গত ও শ্বাস-কষ্ট শীঘ্রই প্রশমিত হয় এবং দাস্ত পরিষ্কার হইয়া থাকে। খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলে ইহার ব্যবহার সমধিক প্রচলিত।

পর্ণবৃন্তযোগ। (মতান্তরে)। পানের বোঁটা ১ তোলা ও পিপুলমূল ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। বালকের পক্ষে $\frac{১}{২}$ মাত্রা ও শিশুর পক্ষে $\frac{১}{৮}$ মাত্রা। পুনঃপুনঃ অল্প অল্প করিয়া প্রয়োগ করিবে।

স্বর্ণসিন্দুর ও মকরধ্বজের প্রয়োগ-প্রণালী।

ইহা সাধারণতঃ পরিবর্ত্তক ও স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নাশক, কিন্তু যে অনুপানের সহিত প্রয়োগ করা যায়, সেই অনুপান—দ্রব্যের গুণানুযায়ী ক্রিয়া

করে, তজ্জন্য অনুপানভেদে সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করা যায় ও সর্ব্বরোগ বিনষ্ট করে। স্বর্ণসিন্দূর বা রসসিন্দূর সর্ব্বরোগে অনুপান-ভেদে প্রয়োগ করা যায়, ইহা আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণের-মত, শাস্ত্রকারগণও এই মতেরই পোষকতা করেন, এবং আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তিকাল হইতে অনন্তকাল যাবৎ চিকিৎসকেরাও সর্ব্বরোগে প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু উহা প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে রোগীর ধাতু, অগ্নি, বল ও বয়স বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করা উচিত অর্থাৎ রোগীর ধাতু রুক্ষ কি স্নিগ্ধ, গরম কি নরম বা তাহার পাচকাগ্নি সবল কি দুর্ব্বল ও বয়স প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী মাত্রা ও অনুপান কল্পনা করিবে। চিকিৎকেরা সাধারণতঃ স্তন্য-পায়ী শিশু হইতে আরম্ভ করিয়া অশীতিপর বৃদ্ধব্যক্তিকেও ইহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমিও শিশু, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, অনেক রোগীকে ইহা ব্যবস্থা করিয়াছি, কুত্রাপি কুফল প্রত্যক্ষ করি নাই, কিন্তু স্তন্যপায়ী শিশুদিগকে প্রয়োগ করিতে গিয়া কয়েক স্থলে দেখিয়াছি;—স্বর্ণসিন্দূর বা রসসিন্দূর কিম্বা তৎসংযুক্ত ঔষধ আমাশয় বা জ্বরাতীসারগ্রস্ত শিশুর পরিপাক না হইয়া আমসংযুক্ত মলের সহিত অবিকৃত অবস্থায় নির্গত হইয়াছে, একারণে আমার বিশ্বাস যেসকল স্তন্যপায়ী শিশু আমাশয় বা অতীসারে নিতান্ত পীড়িত, তাহাদের পক্ষে উহা দুষ্পাচ্য, সুতরাং অতি অল্প মাত্রায় ব্যবস্থেয়। কারণ রসসিন্দূর বা স্বর্ণসিন্দূর বা তৎসংযুক্ত ঔষধ ঐ অবস্থায়ও বন্ধ না করিয়া অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিতে করিতে রোগ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে; সুতরাং আমার বিশ্বাস অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে যদিও মলের সহিত কিয়দংশ বহির্গত হয়, তথাপি কিয়দংশ শরীরে অবস্থান করিয়া রোগ আরোগ্যের সহায়তা করে। ফলতঃ ঐ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য কি না, তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই, তবে মাত্রা-হ্রাস করিয়া প্রয়োগ করাতে মলের সহিত নির্গত হওয়া সত্ত্বেও রোগী আরোগ্য হইতে দেখিয়াছি। অনেকের বিশ্বাস উহা গরম, কিন্তু তাহা নহে, গরম অনুপানসহ ভক্ষণ করিলে গরম ক্রিয়া করে এবং ঠাণ্ডা অনুপানসহ প্রয়োগ করিলে ঠাণ্ডা ক্রিয়া করে, এই জন্য সন্নিপাত বা বাতশ্লেষ্মবিকারেও ব্যবহৃত হয়, আবার উন্মাদ রোগেও প্রয়োগ করা যায় এবং ঐ উভয় অবস্থায়ই সমান ফল প্রদান করে। জনসমাজে স্বর্ণসিন্দূর বা মকরধ্বজের এতাদৃশ খ্যাতি কেন, তাহা এতদ্দ্বারা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রোগ-নির্ণয়ে বিলম্ব

ঘটিলে এবং তৎক্ষণাৎ ঔষধ-প্রয়োগ অনিবার্য্য হইলে, অগ্রে একটু স্বর্ণসিন্দূর বা রসসিন্দূর মধুসহ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

রসসিন্দূর, স্বর্ণসিন্দূর ও মকরধ্বজের অনুপান।

সামজ্বরে—আদা, বেলপাতা, ওকড়া, পান, নিসিন্দাপাতা, পল্‌তা কিম্বা উচ্ছে বা করল্লাপাতা, ইহাদের কোনও একটি দ্রব্যের রস এবং পিপুল বা শুঁঠচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপসহ ব্যবস্থা করিবে। বালক ও শিশুর পক্ষে অনুপান—তুলসীপাতার রস ও মধু। স্তন্যপায়ী শিশুর পক্ষে স্তন-দুগ্ধ ও মধু। সামজ্বরের লক্ষণ আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা ৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

জ্বরবিকারে—আদার রস, রুদ্রাক্ষ-ঘষা বা তাল-শাখার রসসহ প্রযোজ্য, বিকারের যে অবস্থায় মৃগনাভি প্রয়োগ করা যায়, সেই অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হইলে, কস্তূরী মিশ্রিত করিয়া উহার কোন একটি অনুপানসহ প্রয়োগ করিবে। বালক ও শিশুর পক্ষেও ঐ সকল অনুপান প্রশস্ত।

নিরামজ্বরে ও পুরাতনজ্বরে—গুলঞ্চের রস, পল্‌তার রস, শেফালিকাপাতার রস, চিরতার জল, ক্ষেৎপাপড়ার রস কিম্বা কালমেঘের রস ও মধু। ২।৩টি দ্রব্যের ঘুষুড়াসহ বা কোন একটি পাচনসহ প্রয়োগে সমধিক ফলপ্রদ হয়; ঘুষুড়া মৎপ্রণীত অনুপান-দর্পণ ৬২ পৃষ্ঠায়-দ্রষ্টব্য। বালক ও শিশুর পক্ষে কালমেঘের রস জ্বরে অতি উপকারী।

প্লীহাজ্বরে—অল্প পোড়া রসুন, তালের জটা-ভস্ম, পুরাতন গুড়, রক্তচিতাচূর্ণ, রয়না-ছাল-চূর্ণ,হিং, পিপুলের কাথ, আদাররস বা সীজপাতা আগুণে গরম করিয়া তাহার রস।

যকৃৎ-সংযুক্ত-জ্বরে—কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে তেউড়ীচূর্ণ, কট্‌কীচূর্ণ, কোষ্ঠপরিষ্কার থাকিলে, কালমেঘের রস, আমলকীচূর্ণ বা চিরতারজল।

শোথসংযুক্ত-জ্বরে—শ্বেত বা রক্তপুনর্ণবার রস, আদার রস, বেলপাতার রস, ইহার কোন একটি রসসহ পিপুলচূর্ণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে।

কাসে বা কাসসংযুক্ত জ্বরে—বাসক ছালের রস, পিপুলচূর্ণ ও মধু-সহ কিম্বা বাসক-ছাল, কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু ও পিপুল এই চারি দ্রব্যের কাথসহ অথবা কেবল পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ।

শ্বাসে বা শ্বাসসংযুক্ত জ্বরে—বহেড়া-ঘষা ও স্তন-দুগ্ধ, বহেড়ার শাসবাটা ও স্তন-দুগ্ধ, তুলসীপাতার রস ও পিপুলচূর্ণ, ময়ূরপুচ্ছ-ভস্ম কিম্বা বামনহাটীর ছালের রস ও মধুসহ।

হিক্কারোগে বা হিক্কাসংযুক্ত জ্বরে—কুলের আটীর শাসবাট, বহেড়ার শাসবাটা, বড়এলাচিচূর্ণ, শশার বীজের মধ্যস্থ শাসবাটা, স্তন-দুগ্ধ কিম্বা দাস্ত পরিষ্কার না থাকিলে কটকী-চূর্ণ।

মন্দাগ্নিতে—যমানী-বাটা ও সৈন্ধবলবণ কিম্বা লবঙ্গচূর্ণ।

আমাজীর্ণে—উষ্ণজল, আদাররস কিম্বা পানেররস ও মধুসহ।

বিদগ্ধাজীর্ণে—লেবুর রস, চুণের জল, ধনে ভিজান জল কিম্বা নালিতা বা পাটপাতা ভিজান জলসহ।

বিষ্টব্ধাজীর্ণে—হিং ও সৈন্ধবলবণ কিম্বা চাউলের জল বা মৌরী-ভিজান জল।

জ্বরাতীসারে—মুথার রস ও মধু বা আতৈষচূর্ণ ও মধুসহ।

অতীসারে—মুথার রস ও মধু বা বেলশুঁঠ চূর্ণ ও মধুসহ। বালক ও শিশুর পক্ষে জায়ফলঘসা ও স্তন-দুগ্ধ উৎকৃষ্ট অনুপান।

গ্রহণীরোগে—কাঁচা বেলপোড়া ও ইক্ষুগুড়, মুথার রস ও মধু বা জীরাভাজা-চূর্ণ ও মধুসহ।

প্রবাহিকারোগে (আমাশয়ে)—থানকুনী বা থুলকুড়ী পাতার রস গান্ধাইলের বা গন্ধভাদালের রস কিম্বা শ্বেতকাঁটানোটের মূলের রস ও মধু।

রক্তাতীসার ও রক্তপ্রবাহিকা বা রক্তামাশয়রোগে—রক্ত-কাঁটানোটের মূলের রস ও মধু, কুড়চীর ছালের রস ও মধু, কুকশিমা বা কুকুরশোঁকার রস, ডালিমের পাতার রস কিম্বা বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস ও মধুসহ।

বিসূচিকারোগে—আপাঙ্গের মূলের রস ও মধু।

পাণ্ডু, কামলা ও হলীমকরোগে—কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, তেউড়ী চূর্ণ, কট্‌কী-চূর্ণ বা উচ্ছেপাতার রস। কোষ্ঠ খোলসা থাকিলে গুলঞ্চের রস ও ত্রিফলা-চূর্ণ বা হরিদ্রা-চূর্ণসহ অথবা হিঞ্চাশাকের রস, কুলেখাড়ার রস বা চিরতার জল সহ।

রক্তপিত্তে বা রক্তপিত্তসংযুক্ত জ্বরে—রক্তপিত্ত দুই প্রকার, উর্দ্ধ-গত ও অধোগত। নাসারন্ধ্র, কর্ণরন্ধ্র, মুখ-গহ্বর প্রভৃতি হইতে যে রক্ত পড়ে, তাহাকে উর্দ্ধগত এবং মলদ্বার, লিঙ্গ ও যোনিরন্ধ্র হইতে রক্ত নির্গত হইলে, তাহাকে অধোগত রক্তপিত্ত কহে। উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে—বিশল্য-করণী অর্থাৎ আয়াপানের রস, কুকৃশিম বা কুকুরশোঁকার রস, বাসকছালের রস, কুড়চী-ছালের রস, কচি দূর্ব্বার রস বা আলুতাভিজান জলসহ।

রক্তপিত্তে—কৃষ্ণতিলের শাস-বাটা ও ইক্ষুচিনি, কুড়চী ছালের রস ও বাবলার আঠা প্রবল রক্ত-রোধক।

যক্ষ্মারোগে—কচি দূর্ব্বার রস, যজ্ঞডুমুরের রস, আলুতা ভিজান জল, বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস রক্ত-রোধক। এতদ্ব্যতীত উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে যে সকল রক্ত-রোধক অনুপান বর্ণিত হইয়াছে, যক্ষ্মারোগে রক্ত-রোধের জন্য তাহাও প্রয়োগ করা যায়। কাস থাকিলে বাসক ছালের রস ও পিপুলচূর্ণ কিম্বা বাসকছাল, যষ্টিমধু, কিসমিস্ ও পিপুল, এই চারি দ্রব্যের ক্বাথসহ প্রযোজ্য।

অর্শরোগে—নাগেশ্বর ফুলের রেণুবাটা চারি আনা, মাখন ॥০ তোলা ও মিশ্রীচূর্ণ ১ তোলাসহ। রক্তার্শে কৃষ্ণতিলের শাস-বাটা ও ইক্ষুচিনি প্রশস্ত অনুপান। এতদ্ব্যতীত কুড়চী-ছালের রস, আয়াপানের রস বা কুকুর-শোঁকার রস প্রয়োগ করা যায়। আম ও রক্ত নির্গত হইলে, কুড়চী-ছালের রস অতি উপকারী। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, জাঙ্গীহরীতকীচূর্ণ বা তেউড়ীচূর্ণ সহ প্রযোজ্য।

স্বরভঙ্গে—ব্রাহ্মীশাকেররস বা কণ্টকারীর রস, পিপুলচূর্ণ বা বচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করিবে।

অরুচিরোগে—আমরুল শাকের রস, অতি পুরাতন তেঁতুল, ছোলঙ্গ-লেবুর রস, অম্লবেতস বা থৈকলচূর্ণ, আদাররস ও সৈন্ধবলবণ।

ক্রিমিরোগে—আঁশ শেওড়ার পাতাররস, দাঁতনগাছ বা আইঠলী-গাছের পাতার রস, আনারসের কচিপাতাররস, ডালিমগাছের শিকড়ের ক্কাথ, আতইষচূর্ণ, সুপারী-বৃক্ষের কচিশিকড়ের রস, শঠীররস, চাঁপাগাছের ছালের রস, খেঁজুর পাতার রস, চারা খেঁজুর বৃক্ষের মাথীর রস, বিড়ঙ্গচূর্ণ বা পলাশবীজ চূর্ণ, শিশুর পক্ষে চূণের জল প্রশস্ত।

বমনরোগে—ডাবের জলে খৈ বা মুড়ি ভিজাইয়া সেই জল, পটোলের রস, দাড়িমের রস, শশার বীজবাটা ও স্তন-দুগ্ধ, বেদানার রস, চাউলের-জল বা অশ্বত্থ গাছের শুষ্ক ছাল দগ্ধ করিয়া জলে ভিজাইয়া সেই জল সহ।

তৃষ্ণারোগে—দাড়িমের রস, বেদানার রস, ধনে ভিজান জল, অথবা মৌরীভিজান জল।

দাহরোগে—কদলী মূলের রস, কেশুরের রস, পোলতার রস, দাড়িমের রস, বেদানার রস, গুলঞ্চের রস, ক্ষেৎপাপড়ার রস বা শতমূলীর রস।

মূর্চ্ছারোগে—চাউলের জল, দাড়িমের রস, বেদানার রস বা শতমূলীর রস।

উন্মাদরোগে—চাউলের জল, শতমূলীর রস ও ইক্ষুচিনি, বেদানার-রস, পটোলের রস, দাড়িমের রস, পুরাতন চালকুমড়ার রস বা ত্রিফলা-ভিজান জল।

অপস্মার বা হিষ্টিরিয়া রোগে—শতমূলীর রস, পুরাতন চাল-কুমড়ার রস, চাউলের জল, ত্রিফলাভিজান জল, দাড়িমের রস, বেদানার রস বা পটোলের রস ও ইক্ষুচিনি।

বাতব্যাধিরোগে—স্নায়ুগত বাতে অশ্বগন্ধার চূর্ণ বা ক্কাথ। বাত-ব্যাধিতে ফুলা ও বেদনা থাকিলে, ভেরেণ্ডার মূলের রস, আদার রস ও সৈন্ধবলবণ সহ। গ্রন্থিগত বাতে অর্থাৎ গ্রন্থিতে ফুলা ও বেদনা থাকিলে শজিনার ছালের রস ও মধু সহ। কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে, এরণ্ডবীজ বাটা বা রসুন বাটা সহ।

উরুস্তম্ভরোগে—আদার রস ও পিপুল চূর্ণ বা শজিনার ছালের রস, পিপুল চূর্ণ ও মধু সহ।

আমবাতে—ভেরেণ্ডার মূলের রস ও সৈন্ধবলবণ কিম্বা আদার রস বা রসুনবাটা সহ।

শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠরোগে—দাস্ত খোলসা থাকিলে—কাঁচা-হলুদের রস, কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে—করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রস ও হরিদ্রাচূর্ণ প্রক্ষেপ।

অম্লপিত্তে—অম্লপিত্ত সাধারণতঃ দুই প্রকার—অধোগত ও ঊর্দ্ধগত। অধোগত অম্লপিত্তে অম্লগন্ধবিশিষ্ট পাতলা দাস্ত ও ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তে কোষ্ঠ-বদ্ধ, গলাবুকজ্বালা, অম্লরস ও অম্লগন্ধবিশিষ্ট বমন হয়। হাত পা জ্বালা অথচ দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে, পোলৃতার রস, হিঞ্চার রস, পটোলের রস বা গুলঞ্চের রস। দাস্ত বেশী অথচ পাতলা হইলে, যবের কাথ, চূণের জল বা মুথার রস। শ্লেষ্মপ্রধান অবস্থায় অগ্নিমান্দ্য থাকিলে—লবঙ্গচূর্ণ, কোষ্ঠ-কাঠিন্যে—উচ্ছেপাতা বা করলাপাতার রস, তেউড়ীচূর্ণ বা ধনে, মৌরী ও জাঙ্গীহরীতকী ভিজানজল, অত্যন্ত পিত্তপ্রধান শরীরে—ত্রিফলার জল, আমলকীর জল, শতমূলীররস, পুরাতন চালকুমড়ার রস, চিরতার জল, ধনে-পোলতা ভিজানজল, গরম ধাতুতে অর্থাৎ বায়ুপিত্ত-প্রধান শরীরে ডাবের জল, নালিতা অর্থাৎ পাটপাতা ভিজান জল।

শূলরোগে—কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে তেউড়ীচূর্ণ কিম্বা জাঙ্গীহরীতকী, ধনে ও মৌরীভিজানজল। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে—ধনে পোলৃতার জল, শতমূলীর রস, অত্যন্ত গরম ধাতুতে অর্থাৎ বায়ু পিত্ত প্রধান শরীরে—ত্রিফলার জল বা ডাবের জল।

উদাবর্ত্ত ও আনাহরোগে—উদাবর্ত্ত ও অনাহরোগে বায়ু অত্যন্ত প্রকুপিত হয়, এজন্য ঐ উভয়রোগে বায়ু-নাশক অনুপান ব্যবস্থা করিবে। ঐ উভয়রোগে কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, তেউড়ীচূর্ণ বা শোধিত সীজের ক্ষীরসহ ব্যবস্থা করিবে। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে—ত্রিফলার জল, ধনে-পোলৃতার জল বা শতমূলীর রস।

গুল্মরোগে—কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে, শোধিত সীজের ক্ষীর, গোমূত্র বা তেউড়ীচূর্ণ। দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে, পিপুল-চূর্ণ ও আদার রস।

হৃদ্রোগে—অর্জ্জুন ছালের রস, কাথ বা চূর্ণ।

মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতে—মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতে প্রভেদ এই যে,মূত্র-কৃচ্ছ্রে মূত্রণকালে যন্ত্রণা অত্যধিক, কিন্তু মূত্র যথোচিত পরিমাণে নির্গত হয় এবং মূত্রাঘাতে মূত্রনিঃসরণকালে যন্ত্রণা কম, কিন্তু মূত্র যথোচিত পরিমাণে নির্গত হয় না,—অল্পে অল্পে কম পরিমাণে নির্গত হয়। এই উভয়রোগে—গোক্ষুরের কাথ, হিমসাগর বা পাথরকুচির পাতার রস, যবক্ষার, কদলীমূলের রস অথবা শতমূলীর রস।

অশ্মরীরোগে—বরুণছালের রসে বা কাথে বরুণ-ছাল চূর্ণ প্রক্ষেপ সহ পাথরকুচির পাতার রস, কদলীমূলের রস, তৃণ পঞ্চমূলের কাথ (কুশ, কাশ, শর, উলুখড় ও ইকড় সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা; শেষ-৮ তোলা), বা কাকুড় বীজ চূর্ণ।

মেহরোগে—স্রাবযুক্ত মেহরোগে বা গণোরিয়ায়—কচি শিমূল বৃক্ষের মূলের রস, বাবলার আঠা বা গঁদভিজান জল বা কাঁচা আমলকীর রস। জ্বালাযুক্ত মেহরোগে বা গণোরিয়ায়—অড়হর পাতার রস, কাঁচা হরিদ্রার-রস, তিসি বা মসিনা ভিজান জল। মেহ বা গণোরিয়ায় রক্তস্রাব হইলে, বিশল্যকরণী বা আয়াপানের রস, কচি দূর্ব্বার রস অথবা গান্ধাফুলের পাতার রস। মেহ আরোগ্য হইলে, বল ও পুষ্টির জন্য অশ্বগন্ধা-চূর্ণ বা বেড়েলার ছালের চূর্ণ অনুপান ব্যবস্থা করিবে।

সোমরোগে অর্থাৎ বহুমূত্রে—কদলীপুষ্প বা মোচার রস, যজ্ঞ-ডুমুরের বীজ চূর্ণ, জামের বীজ-চূর্ণ বা যজ্ঞডুমুর চূর্ণ।

কৃশতারোগে—অশ্বগন্ধার মূলচূর্ণ ও দুগ্ধ।

উদরীরোগে—তেউড়ী-চূর্ণ বা শোধিত সীজের ক্ষীর।

বৃদ্ধি অর্থাৎ কুরণ্ডরোগে—শোধিত গুগ্গুলু চূর্ণ ও ত্রিফলার কাথ।

শ্লীপদ অর্থাৎ গোদরোগে—শোধিত গুগ্গুলু চূর্ণ ও ত্রিফলার কাথ।

বিদ্রধিরোগে—শজিনার ছালের রস। কোষ্ঠ-কাঠিন্য থাকিলে,—শজিনার ছালের রসে তেউড়ীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া প্রয়োগ করিবে।

ব্রণ-শোথ ও ব্রণরোগে—করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রস,শোধিত-গুগ্গুলু চূর্ণ বা কট্‌কী চূর্ণ, এই সমস্ত অনুপানই বিরেচক।

ভগন্দররোগে—খদির কাষ্ঠের ক্বাথ।

ফিরঙ্গ বা গর্ম্মিরোগে—অনন্তমূলের ক্বাথ বা গুলঞ্চের রস ও তোপ-চিনি-চূর্ণ।

বাতরক্তে—গুলঞ্চের রস ও সোমরাজী বীজ-চূর্ণ।

কুষ্ঠরোগে—চাউলমুগরার বীজ বাটা দুই আনাসহ।

বসন্তরোগে—করলাপাতা বা উচ্ছেপাতার রসসহ।

নাসারোগে—তুলসীপাতার রস বা পানের রস।

নেত্র বা চক্ষুরোগে—ত্রিফলার ক্বাথ বা ভৃঙ্গরাজের রস।

শিরোরোগে—পানের রস, আদার রস বা নিসিন্দাপাতার রসসহ।

প্রদররোগে—শ্বেতপ্রদরে আমলকী বীজের শাসবাটা ও ইক্ষুচিনি, চাউলের জল ও কুশমূল বাটা কিম্বা গান্দাফুলের পাতার রস। রক্তপ্রদরে—অশোকের ছালের রস বা ক্বাথ।

বাধকে—ওলট্‌কম্বলের মূলের শিকড় চারি আনা ও গোলমরিচ ৩।৪টি একত্র বাটিয়া তৎসহ।

সূতিকারোগে—সূতিকারোগে অনুপানের স্থিরতা নাই। প্রসবের পর স্ত্রীদিগের নানাপ্রকার রোগ হয়। সূতিকাক্ষেত্রে যে সকল রোগ হয়, তাহাদিগকে সূতিকা-জ্বর, সূতিকা-গ্রহণী প্রভৃতি কহে, সুতরাং জ্বর হইলে, জ্বরোক্ত অনুপান বা গ্রহণীরোগ হইলে, গ্রহণীরোগোক্ত অনুপান দিবে। স্ত্রীরোগে এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচিত হইবে।

বালরোগে—বালকের যে কোন রোগ হইলে, অনুপান কল্পনা করা একটু কঠিন, এস্থলে কয়েকটিমাত্র লিখিত হইল, বিস্তারিত আয়ুর্ব্বেদ-শিক্ষা চতুর্থ খণ্ডে বালরোগাধিকারে পৃথক্ বর্ণিত হইবে। অন্নভোজী বা দুগ্ধান্ন-ভোজী বালকের নবজ্বরে বা সামজ্বরে—তুলসীপাতার রস ও মধু। পুরাতন বা নিরামজ্বরে—অন্নভোজী শিশু ও বালকের পক্ষে কালমেঘের রস ও মধু,

গুলঞ্চের রস ও মধু বা সেফালিকা পাতার রস ও মধু। প্লীহাজ্বরে—পিপুল-চূর্ণ ও মধু বা পিপুলচূর্ণ ও পুরাতন গুড়। জ্বরাতীসারে ও অতীসারে—মুথার রস ও মধু, বেলশুঁঠচূর্ণ বা বেলশুঁঠের কাথ ও মধু, আতৈষ-চূর্ণ ও মধু, ধাইফুল চূর্ণ ও মধু। রক্তাতীসারে—কুড়চীছালের রস, আয়াপানের রস বা কুকুরশোঁকার রস ও মধু। আমাশয়ে—সাদা নোটের শিকড় বাটা ও মধু। রক্তামাশয়ে—রক্ত কাঁটা নোটের মূল বাটা ও মধু কিম্বা রক্তাতী-সারোক্ত অনুপান দিবে। কাসে, কিম্বা জর ও কাসে পিপুল চূর্ণ ও মধু, বা বচচূর্ণ ও মধু, কাকড়াশৃঙ্গীচূর্ণ ও মধু বা তুলতীপাতার রস ও মধু। কাস তরল করিবার আবশ্যক হইলে পানের বোঁটা বা পিপুলমূলের পাচনসহ দিবে। বমনে শশার বীজবাটা ও স্তন-দুগ্ধ। গ্রহণীরোগে—মুথার রস ও মধু বা জীরাভাজা চূর্ণ ও মধু। বল পুষ্টির জন্য অশ্বগন্ধা চূর্ণ ও মধু।

বিষাধিকারে—বিশুদ্ধ অপরাজিতা মূলের চূর্ণ ও মধু।

রসায়নে—দুগ্ধের সর ও মধু, মাখন ও মিশ্রী, অশ্বগন্ধা চূর্ণ ও মধু, বেড়েলা চূর্ণ ও মধু, শতমূলীর রস বা চূর্ণ ও মধু, ভৃঙ্গরাজের রস বা চূর্ণ ও মধু, ভুঁই আমলার রস ও মধু, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস বা চূর্ণ ও মধু।

বাজীকরণে—শোধিত সিদ্ধি বীজ চূর্ণ, ঘৃতভর্জ্জিত মাষকলাই চূর্ণ, পুরাতন শিমুল গাছের ছাল চূর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ড-চূর্ণ, শতমূলীচূর্ণ কুলেখাড়া বীজ-চূর্ণ, কুঙ্কুম বা কস্তূরী।

শাল্মলী-রসায়ন। বল, পুষ্টি এবং রসায়ন ও বাজীকরণের জন্য ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহার গুণ এক মুখে বলা যায় না। পুরাতন অতীসার বা সংগ্রহ গ্রহণীরোগীর বল ও পুষ্টির জন্য ইহা প্রয়োগে আশাতীত উপকার পাওয়া যায়, কারণ ইহা কিঞ্চিৎ ধারক বা মলরোধক গুণবিশিষ্ট। ঐ সকল রোগে যাহার শরীর শীর্ণ ও দুর্ব্বল, তাহাকে গ্রহণীনাশক অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে ইহা প্রয়োগ করিবে। অনুপান—ছাগ-দুগ্ধ বা ঘোল।

শাল্মলী রসায়ন। শিমুল বৃক্ষের মূলের ছাল চূর্ণ করিয়া লইবে, অনন্তর ঐ চূর্ণ ১০ তোলা, ৫ তোলা পরিমাণ গব্য ঘৃতে ঈষৎ ভাজিয়া নামাইবে, ও উহার সমান পরিমাণ ইক্ষুচিনি বা মিশ্রীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা—চারি আনা হইতে অর্দ্ধ তোলা।

চূরণ। ইহা পশ্চিম প্রদেশে প্রচলিত ঔষধ। পশ্চিম প্রদেশের লোকেরা ভুক্ত দ্রব্যের অপরিপাক ও কোষ্ঠ খোলাসা হওয়ার জন্য প্রায়শঃ এই ঔষধ ব্যবহার করেন। সাধারণতঃ ভাস্করলবণ যে যে অবস্থায় প্রযোজ্য, ইহাও সেই সেই অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, কিন্তু ভাস্করলবণ অপেক্ষা ইহা হীনগুণ। বিষমাগ্নিরোগে ভুক্তদ্রব্য যথাসময়ে পরিপাক না হইলে ও তজ্জন্য বিবিধ গ্লানি প্রকাশ পাইলে এবং বিষ্টব্ধাজীর্ণ রোগে ভুক্ত দ্রব্যের অপরিপাক, কোষ্ঠবদ্ধতা, উদরে বেদনা, মলের পিচ্ছিলতা, অপক্ক মলনির্গম, কখনও বা পাতলা দাস্ত, অথবা আমরসের অপরিপাক বশতঃ নানাপ্রকার বাত-বেদনা প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধ প্রয়োগ করিবে। প্রাত্যহিক অজীর্ণদোষে এবং রসশেষাজীর্ণেও ইহা প্রয়োগ করা যায়। ইহা মুখ-রোচক, আগ্নেয়, বায়ুনাশক, অম্লপিত্ত, শূল ও অরুচি প্রভৃতি নাশক।

চূরণ। বিট্‌লবণ, যবক্ষার, যমানী, অম্লবেতস (থৈকল), ধনে, মৌরী ও মেথী প্রত্যেকে সমভাগ। যমানী, ধনে, মৌরী ও মেথী ওজন করিয়া একসঙ্গে ঈষৎ ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া বিট্‌লবণ, যবক্ষার ও থৈকল চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—দুই আনা হইতে চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা।

পাক মকরধ্বজ। অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, আমাতীসার, বাতিক গ্রহণী, পৈত্তিক গ্রহণী প্রভৃতি রোগে ইহা মহোপকারী। ঐ সকল রোগে ধাতুদৌর্ব্বল্য বা পুরুষাঙ্গের শিথিলতা বা মেহদোষ প্রকাশ পাইলে, এই ঔষধে তাহাও প্রশমিত হয়। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, আমপাচক, বল ও পুষ্টিজনক, বীর্য্যবর্দ্ধক এবং রসায়ন ও বাজীকরণে শ্রেষ্ঠ। বাতাজীর্ণ ও বাতিক গ্রহণী প্রভৃতি রোগে প্রয়োগ করিবে না। বরিশালে ইহার প্রয়োগ সমধিক প্রচলিত। অনুপান—পানের রস ও মধু। বলপুষ্টির জন্য মাখন ও মিশ্রীচূর্ণ।

পাক মকরধ্বজ। স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, জাতিফল ৪ তোলা, লবঙ্গ ৫ তোলা, কর্পূর ৪ তোলা ও কস্তূরী এক আনা। পানের রসে মর্দ্দন, বটী ৬ রত্তি।

বৃহৎ পাক মকরধ্বজ। অগ্নিমান্দ্য, অতীসার ও গ্রহণীরোগের যে কোন অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করা যায়। পাকমকরধ্বজের যে সকল গুণ উক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষা ইহাতে সেই সকল গুণ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান।

ইহা বরিশালে সমধিক ব্যবহৃত। অবস্থাভেদে অনুপান কল্পনা করিবে। সাধারণ অনুপান—পানের রস ও মধু, অতিসারে—মুথার রস ও মধু, গ্রহণী রোগে বেল পোড়া ও ইক্ষু গুড়, মুথার রস ও মধু বা জীরাচূর্ণ ও মধু। বল ও পুষ্টির জন্য অথবা শুক্রমেহ বিনাশের জন্য মাখন ও মিশ্রী।

বৃহৎ পাক মকরধ্বজ। স্বর্ণসিন্দূর ১ তোলা, রসসিন্দূর ৷৹ তোলা, কর্পূর ১ তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, জাতিফল ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, মুক্তা এক আনা, প্রবাল এক আনা, স্বর্ণ এক আনা ও কস্তুরী দেড় আনা। পানের রসে মর্দ্দন, বটী ৬ রতি।

কদলীমূল-পানক। উন্মাদরোগে এই মুষ্টিযোগটি অসাধারণ ফলপ্রদ, এমন কি রোগের প্রথম আক্রমণে কেবল ইহা প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

কদলীমূল-পানক। কদলী বৃক্ষের মূল, খেজুর বৃক্ষের ন্যায় কাটিয়া ও নলী বসাইয়া তাহার নিম্নে একটা পাত্র বসাইবে। ঐ রস দিনে দুই তিন বার পান করিতে দিবে। মাত্রা—২ তোলা।

চন্দন-লেপ। চক্ষু উঠিবার উপক্রমে চক্ষু খর খর করিলে ও চক্ষু হইতে জলস্রাব হইলে, এই প্রলেপ চক্ষুর আবরকচর্ম্মের উপর লাগাইবে।

চন্দন-লেপ। রক্তচন্দন ঘসা ও কর্পূর সমভাগে বাটিয়া লইবে।

নিম্ব-পত্র-যোগ। চক্ষু উঠিলে যখন চক্ষু লালবর্ণ ও খর খর করে বা চক্ষু হইতে অনবরত জলস্রাব হয়, তখন এই ঔষধ পরিষ্কার কাপড়ে জড়াইয়া ফোঁটা ফোঁটা রস চক্ষুর ভিতরে প্রয়োগ করিবে।

নিম্ব-পত্র-যোগ। কচি নিমপাতা চারি আনা, রক্তচন্দন অর্দ্ধতোলা ও মধু ৫ ফোঁটা একত্র পরিষ্কার খলে পেষণ করিয়া লইবে। সাবধান যাহাতে পেষণ করিবে, সেই পাত্র উত্তম রূপে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে। রোগ আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিন বেলা তিনবার প্রয়োগ করিবে।

কর্পূর-যোগ। চক্ষুতে ছানি পড়িলে এই ঔষধ পক্ষীর পালকদ্বারা চক্ষুর ভিতরে প্রয়োগ করিবে। রোগ আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিন বেলা তিনবার প্রয়োগ করিবে।

কর্পূর-যোগ। কর্পূর ও উৎকৃষ্ট মধু একত্র পেষণ করিয়া লইবে। যাহাতে পেষণ করিবে, সেই পাত্র উত্তমরূপে ধুইয়া মুছিয়া লইবে।

নীলযোগ। চক্ষুর মুনি বহির্গত হইয়া পড়িলে, এই প্রলেপ চক্ষুর আবরকচর্ম্মের উপরে লাগাইবে।

নীলযোগ। পচা আমের আঠির মধ্যস্থ শাস ১ তোলা, নীল ।।০ তোলা ও জীয়লীর আঠা ২ তোলা জলদ্বারা উত্তমরূপে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

রাতকাণারোগে—অর্থাৎ রাত্রিকালে চক্ষুতে দেখিতে না পাইলে, পানের বোঁটার রস ৭ দিন চক্ষুর ভিতরে প্রয়োগ করিবে, ২। ৩ বার প্রযোজ্য।

কোষ্ঠকাঠিন্যে ও উদরাধ্মানে। বালকদিগের হঠাৎ উদরাধ্মান বা তজ্জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইলে, কালকাসুন্দে পাতার রস ও সরিষার তৈল একত্র ফেনাইয়া তলপেটে মালিশ করিবে, কিন্তু জ্বর থাকিলে প্রয়োগ নিষেধ। এতদ্ব্যতীত পানের বোঁটায় ক্যাষ্টর-অয়েল মাখাইয়া মল-দ্বারে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে কোষ্ঠ খোলসা হয়। এই প্রক্রিয়া জ্বরে বিজ্বরে সর্ব্বাবস্থায়ই করা যায়। ক্যাষ্টর-অয়েল ও মধু সমানভাগে মিশাইয়া বালক ও শিশুর জিহ্বায় লাগাইয়া দিলে, মিষ্টতাপ্রযুক্ত তাহারা আনন্দ-সহকারে খায়, এইরূপে বিনাক্লেশে শিশু ও বালকের বিরেচন কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এই প্রক্রিয়া অনুযায়ী জ্বরে বিজ্বরে সর্ব্বাবস্থায় ক্যাষ্টর-অয়েল প্রয়োগ করা যায়, তবে জ্বরসত্বে প্রয়োগ করিতে হইলে, জ্বরের প্রশমন অবস্থায় অর্থাৎ জ্বর কমিয়া আসিলে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রস্রাব বন্ধ হইলে—বালক ও শিশুদিগের প্রস্রাব বন্ধ হইলে, লেবুর রস ও চিনি একত্র করিয়া নাভিতে মালিশ করিবে। পাথরকুচি বা পাথর চুণার পাতার রসসহ মকরধ্বজ বা স্বর্ণসিন্দুর প্রয়োগ করিলেও অভীষ্ট ফল লাভ হইতে পারে।

লবঙ্গযোগ। বালকের প্লীহা-বৃদ্ধি ও তৎসঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে, এই যোগ জলসহ প্রাতে প্রয়োগ করিবে। প্লীহার সঙ্গে জ্বর থাকিলে, জ্বরের জন্য পৃথক্ ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

লবঙ্গযোগ। সীজের ক্ষীর শোধন করিয়া তদ্দ্বারা লবঙ্গ-চূর্ণ তিনবার ভাবনা দিয়া প্রয়োগ করিবে। মাত্রা—১ রতি হইতে ৬ রতি অর্থাৎ এক আনা পর্য্যন্ত।

নালীঘা রো —প্রথমতঃ ৪ খানি কলার নরম পাতা লোহার শলার দ্বারা বহু ছিদ্রযুক্ত করিবে, পরে হিঞ্চাশ্রাকের শিকড় ধুইয়া ছেচিয়া দুইখানি পাতায় রাখিয়া অপর দুইখানি পাতাদ্বারা ঢাকিয়া নালীর উপরে স্থাপন করিয়া উত্তমরূপে কাপড়দ্বারা বান্ধিয়া রাখিবে, যেন বান্ধন স্থির থাকে। ঐ বন্ধন দুই দিন দুই রাত্রি অতীত হইলে খুলিয়া নিমপাতা সিদ্ধ জল দ্বারা ধৌত করিবে এবং পুনর্ব্বার ঐরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বান্ধিয়া রাখিবে এইরূপ উপর্য্যুপরি ২। ৩ বার ঔষধ প্রয়োগ করিলে ক্ষত শুষ্ক হয়। বরিশালের অন্তর্গত চাঁদসীর বিখ্যাত ডাক্তার ইহা প্রয়োগ করেন।

আকান্দীযোগ। হাত পা বা অন্য কোন অঙ্গ কাটিয়া গেলে আকান্দী পাতা ছেচিয়া তদ্দারা ক্ষতস্থান বান্ধিয়া রাখিলে, অতি শীঘ্র জোড়া লাগে। অস্থি ভগ্ন হইলে, আকান্দী লতা ও পাতা ছেচিয়া তদ্দারা ঐরূপ ভগ্নস্থান বান্ধিয়া রাখিলে ভগ্নাস্থি জোড়া লাগে।

নস্য। বাতিক, শ্লৈষ্মিক কিম্বা বাতশ্লৈষ্মিক শিরোরোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে এবং মস্তকে শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকিলে, এই দুইটি নস্য প্রয়োগ করিবে। ইহাতে হাঁচি হয় ও শ্লেষ্মা তরল হইয়া বহির্গত হইয়া থাকে।

কর্পূর সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া তাহার নস্য গ্রহণ করিবে। (১) কৃষ্ণজীরা পাতলা নেকড়ায় বান্ধিয়া পোট্‌লী করিবে এবং ঐ পোট্‌লী একটু একটু রগড়াইবে ও তাহার গন্ধ গ্রহণ করিবে। (২) ইহা স্বর্গীয় শ্যামকিশোর সেন মহাশয় প্রয়োগ করিতেন।

বকুল-বর্ত্তি। যে কোন কারণে উদরাধ্মান এবং তজ্জন্য কোষ্ঠকাঠিন্য উপস্থিত হইলে, এই বর্ত্তি মল-দ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবে। ইহাতে উদরাধ্মান অতি শীঘ্র প্রশমিত ও কোষ্ঠ খোলাসা হয়। ইহা আর সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য, কিন্তু শিশুদিগের পক্ষে প্রযোজ্য নহে, কারণ ইহা প্রয়োগে মল-দ্বার জ্বালা করে। ইহা বরিশালে সমধিক ব্যবহৃত।

চক্ষু উঠিলে—হাতীশুঁড়ার রস চক্ষুর ভিতরে ফোঁটা ফোঁটা দিবে। ইহাতে জ্বালা যন্ত্রণা অতি শীঘ্র প্রশমিত হয়। এরূপ ঔষধ চক্ষু উঠা রোগে বিরল